শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৯৮
১০ গোবিন্দ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ | ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩০

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐসকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন, উহাই স্বরূপের পরিচয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা সাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে-সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐসকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরু-দেব সেই সকল বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এই বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকীভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১০ ডিসেম্বর ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * "কএকদিনের জন্য জোর করিয়া যমের কবল হইতে জগবন্ধু বাবুর রক্ষা"র কথা—যাহা গৌড়ীয়ের লেখনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরে জগবন্ধু বাবু যমকর্ত্তৃক নীত হইয়াছিলেন,—এরূপ সিদ্ধান্ত নয়। শাস্ত্র বলেন,—যাঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা অজামিলের ন্যায় যমদ্বারে যান না,—বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন। শ্রীল জগবন্ধুকেও মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্কন্ধে করিয়া বৈকুণ্ঠেই প্রেরণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য বলেন,—পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞানলাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন। যাহারা ভগবানের শ্রীমন্দির প্রস্তুত করে না, তাহাদিগকেই যম শাসন করেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত যমের প্রণম্য। ভগবদ্ভক্ত চিরদিনই কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করেন। মর্ত্ত্যভূমিতে বা নরকাদিতে যমের প্রভাব আছে। যম ও তাঁহার ভৃত্যগণ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৯ পৃষ্ঠার পর]

অথ অঘাসুরবধঃ [১০।১২।১৩-১৪, ১৬, ২৮-৩১, ৩৬]

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতিক্ষতে ॥৪২॥

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃত্তয়োঃ
দ্বয়োরথৈনং সবলং হনিষ্যে ॥৪৩॥

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥৪৪॥

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্ঘরিঃ ॥৪৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অনন্তর তাঁহাদের বিহারক্রীড়া দেখিতে অক্ষম হইয়া মহাসুর অঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অসুরটী এরূপ যে অমৃত পান করিয়া অমরগণ যাঁহার হাত হইতে জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন ॥৪২

কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণকে দেখিয়া কংসানুগত বক ও পুতনার কনিষ্ঠ সেই অঘাসুর মনে করিল, এই কৃষ্ণই আমার সহোদরা ও সহোদরকে নাশ করিয়াছে; সেই মৃতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলদেবের সহিত এই কৃষ্ণকে আমি বধ করিব ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ স্থির করিয়া সেই খল অসুর মহাদ্রির

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥৪৬
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥৪৭॥
ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্দ্ধ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ॥৪৮॥
রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥৪৯॥
ততঃ কৃষ্ণঃ [১০।১৩।৫-৬, ৮, ১১-১৩]
অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥৫০॥
অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ।
বৎসাসমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥৫১
কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥৫২॥
বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥৫৩
ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥৫৪॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতে হা নেষ্যে বৎসকানহং ॥৫৫

ন্যায় স্থূল একযোজন বিস্তৃত বৃহৎ অজগর বপু ধারণপূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণকে গিলিবার আশায় পথমধ্যে শুইয়া রহিল ॥ ৪৪ ॥

অশেষদর্শনজ্ঞ কৃষ্ণ ঐ খলের জীবন নাশ হয় অথচ সাধুদিগের হিংসা না হয়, এরূপ কি করা যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করতঃ তাহার তুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন মেঘের আড়ে থাকিয়া দেবতাগণ হাহাকার করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন এবং কংসাদি অঘবান্ধব কৌণপ পুরুষগণ আনন্দিত হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

তাহা শ্রবণ করিয়া অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্ভ বৎসরক সহিত আপনাকে দ্রুত চূর্ণ করিবার অভি-প্রায়যুক্ত অসুরের গলদেশের মধ্যে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

তখন অতিকায় সেই অসুরের শ্বাস-প্রশ্বাস-মার্গ নিরুদ্ধ হইলে চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইল এবং অসুরটা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যগত পবন নিরোধ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করত বাহির হইয়া পড়িলেন ॥৪৮॥

হে রাজন্ সেই অজগরের শুষ্কচর্ম্ম বহুকাল বৃন্দাবনে অদ্ভুতরূপে ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়াগহ্বর হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বয়স্যগণ! আহা! এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কেলিসম্পৎ-স্বরূপ মৃদুলবালুকাসকল বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত সরো-বর (জাত-সরোজ) গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে দ্রুমসকল শোভা পাই-তেছে ॥ ৫০ ॥

এইস্থানে আমরা ক্ষুধার্দিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎসসকল নিকটস্থিত তৃণে অল্পে অল্পে চরুক ও যমুনার জল পান করুক ॥ ৫১ ॥

স্তরে স্তরে মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্রজবালকসকল বিকসিতনয়ন কৃষ্ণাভিমুখী হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেই বিপিনে বসিয়া কমলকর্ণিকার চতুর্দ্দিকস্থ পত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

যজ্ঞভুক্ হইয়া বাল্যকেলি কৃষ্ণ জঠরবস্ত্রে বেণু-ধারণ এবং বাম কক্ষে ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ও বেত্রধারণ এবং অঙ্গুলিসকলে শ্রীফলাদি ধারণপূর্ব্বক দধিভাত দক্ষিণ হস্তে লইয়া চতুর্দ্দিকে স্থিত সুহৃদ্বর্গকে নর্ম্ম-বাক্য দ্বারা হাসাইয়া স্বর্গে দেবগণের দৃষ্টিপথে থাকিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে হে ভারত! কৃষ্ণাত্মীয় বৎসগণ ভোজন

কৃষ্ণে দূরং গতে [১০।১৩।১৫, ১৮-১৯]
অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং
বিস্ময়ম্ ॥৫৬॥

ততো কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥৫৭॥

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্‌ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্‌যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ
সর্ব্বস্বরূপা বভৌ ॥৫৮॥

[১০।১৩।২৬-২৭]
ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ ॥৫৯॥

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥৬০

বলদেবঃ [১০।১৩।৩৬-৩৭, ৪০, ৪৪-৪৫]
কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য স্বাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥৬১

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি
বিমোহিনী ॥৬২॥

কৃষ্ণতঃ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা বলদেবো বিস্মিতো বভূব।
তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥৬৩

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥৬৪

তস্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥৬৫॥

বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় তৃণলোভিত হইয়া বৎসসকল দূর বনে প্রবেশ করিল ॥ ৫৪ ॥

তাহাতে বালকগণ ভীত হইলে তাহাদের ভয়-হারীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন, "হে ভাইসকল, তোমরা ভোজন কর, আমি সমস্ত বৎস লইয়া আসি-তেছি" ॥ ৫৫ ॥

হে কুরূদ্বহ! কৃষ্ণ দূরে গেলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই অবসরে আসিয়া মায়াবালক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মহিমা দেখিবার মানসে সেই স্থান হইতে বৎসগুলিকে এবং বৎসপালদিগকে অন্যত্র লইয়া অন্তর্দ্ধান হই-লেন। ব্রহ্মার এই কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু এই যে, কৃষ্ণের অঘমোক্ষণ দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর কৃষ্ণ গোপবালকদিগের জননী-গণের এবং ব্রহ্মার আনন্দবর্দ্ধনার্থে আপনা হইতে বৎসপ ও বৎসগণ প্রকট করিলেন ॥ ৫৭ ॥

বৎস ও বৎসগণের যে-পরিমাণ বপু, যেরূপ করাঙ্ঘ্রি ইত্যাদি, যেরূপে যাহার যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্কা, ভূষা, বস্ত্র, স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স, বিহারাদি সকলই হইল। (সর্ব্ববিষ্ণুময়) এই বাক্যার্থস্বরূপ স্বয়ং কৃষ্ণ প্রকাশ পাইলেন ॥৫৮॥

যশোদানন্দনে যেরূপ স্নেহ ছিল, ব্রজবাসীদিগের স্বীয় স্বীয় পুত্রে স্নেহবল্লী একবৎসর প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে নিঃসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইল ॥ ৫৯ ॥

সকলের আত্মা কৃষ্ণ আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে বৎসপালরূপে প্রকট করিয়া স্বয়ং বৎসপালস্বরূপ এক বৎসর বনে ও গোষ্ঠে বৎসপালনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন, আহা কি আশ্চর্য্য! অখিলাত্মা বাসুদেবে ব্রজবাসীদিগের (স্বাভাবিক প্রেম বিদ্যমান, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের) স্বীয় স্বীয় পুত্রে অপূর্ব্ব প্রেম বর্দ্ধিত হইয়াছে, একি অদ্ভুত ॥ ৬১ ॥

এই মায়া কি দৈবী, বা মানুষী, বা আসুরী! কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় আমার প্রভু কৃষ্ণের এ মায়া, কেন না অন্যের মায়া আমাকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ হইতে সমস্ত অবগত হইয়া বলদেব বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে আত্মভূ ব্রহ্মা স্বীয়মানে এক ত্রুটী যাইতে না যাইতে তথায় আসিয়া সর্ব্বকলাসহিত কৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় একবৎসর ক্রীড়া করিতেছেন দেখিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে সম্মোহিত করিতে গিয়া তন্মায়া দ্বারা জন্মরহিত ব্রহ্মা স্বয়ং বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ।। ৬৪ ।।

দিবাভাগে খদ্যোতপ্রভা যেরূপ বিলুপ্ত হয় এবং রাত্রে নীহারগত তম অদৃশ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মরূপ কৃষ্ণে অন্যের মায়া প্রযুক্ত হইলে ভগবানের মহতীতর মায়া দ্বারা তৎস্বরূপ বিলুপ্ত হয় ।। ৬৫ ।।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলামাধুর্য্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়ে যে-শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলামৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব—অতি মধুর—স্বাদু স্বাদু পদে পদে। কি অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাসভঙ্গী—কি অপূর্ব্ব ভাবগাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ—কি অপূর্ব্ব শিক্ষামৃতসার! প্রতিটি পয়ারের প্রতিটি শব্দের প্রতিটি অক্ষরেই যেন অমৃত ক্ষরিত হইতেছে! তাঁহাদের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত সে মাধুর্য্যের আস্বাদন-সৌভাগ্য আর কে লাভ করিতে পারিবেন! কৃপাম্বুধি—পরদুঃখদুঃখী তাঁহাদের শ্রীচরণরজে নিষ্কপটে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই মনে হয় তাঁহাদিগের কৃপাকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য উদিত হইতে পারে, নতুবা মাদৃশ জীবাধমের কাপট্য-নাট্যপূর্ণা বাগবৈখরীর কোন বাক্যই তাঁহাদের কর্ণ-কুহর-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে না। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে মাদৃশ পতিতাধমের একান্ত প্রার্থনা—তিনি তাঁহার এই হতভাগ্য সেবকাধমের শুদ্ধভক্তি-পরিপন্থী সকল কপটতা—সকল অনর্থ তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবলে অপসারিত করিয়া দিয়া তাহাকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণসান্নিধ্য লাভের উপযোগী করিয়া দিউন—তাঁহাদিগের কৃপালাভের সর্ব্ববিধ যোগ্যতা দান করতঃ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-সেবালাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর স্বয়ং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণস্বরূপ। এজন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজনামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে ।।
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায় ।।"
—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।৬-৭

কৃষ্ণনামই তাঁহার নিজনাম, এজন্য 'নিজনাম-বিনোদিয়া গোরা'—নিজের নাম নিজেই কীর্ত্তন করিয়া সেই নামপ্রেমে বিভোর হইয়া অট্টঅট্ট হাস্যাদি প্রেমবিকারবিহ্বল হইতেছেন। আহা! ব্রহ্মাদি-বন্দিত সোনার অঙ্গ প্রেমরসোন্মত্ত হইয়া নিরন্তর ধূলায় ধুসরিত—তাহাতে আবার কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাববিকার উত্থিত হইতেছে—তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গ ভাগ্যবন্ত ভক্তবৃন্দই নয়ন ভরিয়া সে আনন্দ-আবেশ দর্শনপূর্ব্বক প্রেমানন্দে আত্মহারা হইতেছেন! মহা-প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। নর্ত্তন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর! আবার বাহ্য প্রাপ্ত হইলে লীলাময় শ্রীগৌরহরি নিজ-গণসহ গঙ্গাজলে বিহার করিয়া গঙ্গার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, কোন দিন বা নৃত্যকীর্ত্তনের পর অঙ্গনে বসিয়া পড়েন, ভক্তগণ তথায় গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার স্নান সম্পাদন করেন। ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের গৃহের পরিচারিকা মহাভক্তিমতী পরমা ভাগ্যবতী দুঃখী মাতা মহাপ্রভুর নর্ত্তনকীর্ত্তনবিলাস-কালে 'মহাপ্রভুর নিজঘাট' হইতে অকাতরে—ভক্তি-ভরে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল বহিয়া আনেন আর ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর নর্ত্তনকীর্ত্তনানন্দ দর্শনে নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। দুঃখী মার আনীত জলকলস অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সারি সারি সুবিন্যস্ত দেখিয়া শ্রীশ্রী-শচীনন্দন গৌরহরি তাঁহার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়া

ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—'প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে?' শ্রীবাস 'দুঃখী বহন করিয়া আনে' বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

"(প্রভু বলে—) 'সুখী' করি' বল সর্ব্বজনে।
এ জনার 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।১৫-১৬

পরমকরুণাময় ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কারুণ্যোক্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে সেইদিন হইতে সকল ভক্তই তাঁহাকে 'সুখী' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে কোনদিনই 'দাসী' বুদ্ধি করিতেন না—"দাসীবুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়।।"—ঐ ম ২৫।১৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যেকটি আচরণ বেদশাস্ত্র ও তাঁহার তাৎপর্য্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রবর্ণিত শিক্ষণীয় তত্ত্বস্বরূপ, তাহা আমাদিগের সকলেরই বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ও অনুসরণীয়। উপরিউক্ত ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—

"প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই।।
কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়।।
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে।।
দাসী হই' যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল।।
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁর দাস দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।১৯-২৩

অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে,—সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সেবা-চেষ্টায় প্রগাঢ় প্রীতিরূপ প্রেমযোগ না হইলে তদ্দ্বারা কখনও কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ হয় না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও উক্ত ১৯-২২ পয়ারের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"বাহিরের দিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অথবা নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের প্রীতি অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে সেবা করিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে। উচ্চবংশ, সুন্দর রূপ, প্রচুর ধন বা বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রীতি উৎপন্ন হয় না; পরন্তু তাঁহার অনুকূল অনুশীলনে প্রেমনিষ্ঠ হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্ঞান-বিমুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচিত। শ্রীবাস গৃহের পরিচারিকা হইয়া দুঃখী শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য গঙ্গোদক আনিয়া দিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠানফলে ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুণ্যবতী 'দুঃখী'কে 'সুখী' নামে অভিহিত করেন। এইসকল অনুষ্ঠান বেদশাস্ত্র ও ভাগবত প্রভৃতিতে বর্ণিত তত্ত্বসমূহেরই উদাহরণ। পরিদর্শকসম্প্রদায় দূর হইতে বিচার করিতে গিয়া ভগবানের প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের নিম্নাবস্থান বিবেচনা করিলে তাঁহাদের বৃথা অভিমান মাত্র হয়।"

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহার গৃহের দাস-দাসী ত' দূরের কথা, তাঁহার গ্রামের একটি কুক্কুরও তাঁহার প্রিয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"(প্রভু কহে—) কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর।।
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়।।"

—চৈঃ চঃ আ ১০।৮২-৮৩

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রভৃতি যাবতীয় গ্রামবাসী সজ্জন—সকলেই—চৈতন্য-ভৃত্য—চৈতন্যপ্রাণধন। (ঐ আ ১০।৮০-৮১)

কোন এক যবন দর্জী ভক্তরাজ শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিত, সে শ্রদ্ধা সহকারে মহাপ্রভুর প্রেমভরে নৃত্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, মহাপ্রভু তাহাকে তাঁহার নিজরূপের চিন্ময় ভাব দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিলেন। সে 'আহা আমি কি দেখিলাম, কি দেখি-

লাম' বলিতে বলিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া সে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া পড়িল।

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥
'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব-'আগল' ॥
(আগল অর্থাৎ 'অগ্রগণ্য')
—চৈঃ চঃ আ ১৭।৩১-৩২

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য জাতি, কুল, বিদ্যা, ধনাদির কোন প্রয়োজনীয়তাই লক্ষ্যীভূত হয় না, একমাত্র নিষ্কপট দৃঢ় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসমূলা প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহার প্রসন্নতা বা কৃপা লাভের উপায়। অবশ্য 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥' এই মহাজন-বাক্য সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য।

[পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপরিউক্ত চৈঃ ভাঃ ম ২৫।১৯-২২ সংখ্যক পয়ারের বিবৃতিমধ্যে 'কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ' প্রভৃতি কথাগুলি বুঝিতে হইলে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকটি তৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ঃ—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥"
—উপদেশামৃত ১০ম শ্লোক

শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, যথা—

"কর্ম্মিভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) জ্ঞানিনঃ (গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তয়া (প্রিয় বলিয়া) ব্যক্তিং যযুঃ (শাস্ত্রে উল্লেখ আছে) তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ (জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়) ততঃ (সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা) তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তাভ্যোঽপি (সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা) সা রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা) প্রেষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয়া) তদ্বদিয়ং (শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) তদীয় সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ডও সেইরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) কঃ কৃতী (কোন্ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত) তাং ন আশ্রয়েৎ (শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন না করিবেন ?) ॥ ১০ ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত শ্লোকের 'অনুবৃত্তি'তেও এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।" ১০ ॥]

এ সংসারে দেখা যায়—কুলধনবিদ্যাদির অহঙ্কারোন্মত্ত-জনগণ কৃষ্ণভক্তকে নিম্নকুলোদ্ভূত, নিম্নাবস্থানে অবস্থিত অর্থাৎ পরিচারকপরিচারিকাদির কার্য্যরত—জাগতিক পাণ্ডিত্যাদি-রহিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রিয় শুদ্ধভক্তবৃন্দ ব্রহ্মা-শিবাদিরও বন্দনীয় তত্ত্ব। অথচ তাঁহারা 'সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনারে হীন করি' মানে'—তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দম্ভদর্পাভিমান-বর্জ্জিত—অমানী—মানদস্বভাব—সহিষ্ণুতার মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব। সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব ॥"

বিশেষতঃ "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' প্রীত হন গৌরভগবান্ ।।" মহাপ্রভু বলেন—'কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ ।।'

গৌরগতপ্রাণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ দৈন্য করিয়া বলিতেছেন—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ।।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ—কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ।।
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো হেন দুরাচার ।।
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ-চরণ ।।
শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ।।"

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় এইরূপ নিষ্কপট দৈন্যার্ত্তিবিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত মহাজনানুগত বৈষ্ণবদাসানুদাসই শ্রীবৃন্দাবনধাম ও সেই ধামেশ্বর শ্রীশ্রীমদন-মোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ-পাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের সেবাধিকার লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। মহাজনগণের দৈন্যের অনুকরণে কপট দৈন্যোক্তিদ্বারা উত্তম বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লাভ করিবার দুর্বুদ্ধি করিতে গেলে সেই দুর্জ্জন শ্রীশ্রীবলদেবনিত্যানন্দ কৃপালাভে চিরবঞ্চিত হইবে। অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি অকপটে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে পতিত হইয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে দয়াময় নিত্যানন্দকৃপা হইতে সে কখনই বঞ্চিত হইবে না, কিন্তু তিনি কপটীর কাপট্যনাট্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভক্তঅবতার শ্রীদেবর্ষি নারদই শ্রীগৌরাবতারে ভক্তবর শ্রীবাসপণ্ডিতরূপে আবির্ভূত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের সন্নিকটে উত্তরাংশে শ্রীবাসগৃহ বিরাজিত। সেই গৃহই মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-যজ্ঞস্থল, তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে রুদ্ধদ্বার-গৃহাভ্যন্তরে প্রত্যহ রাত্রে নর্ত্তনকীর্ত্তনবিলাস করিয়া থাকেন। একদিন শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীনিবাসাদি ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীবাসঅঙ্গনে অন্তঃপুরে দৈবক্রমে ব্যাধিযোগে শ্রীবাসের একটি পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। (এই ঘটনাটি শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলায় ২৫শ পরিচ্ছেদে ২৪-৮৪ সংখ্যক পয়ারে বিস্তৃতভাবে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে ২২৭-২২৯ সংখ্যক পয়ারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'গীতমালা' নামক গীতিকাব্যে 'শোকশাতন' শীর্ষক ১-৯১ সংখ্যক ত্রিপদী ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে এই ঘটনাটি অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন।) অকস্মাৎ অন্তঃপুরে স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ভক্তরাজ শ্রীবাস দ্রুতগতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পুত্রটি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পরম গম্ভীর মহাতত্ত্বজ্ঞ ভক্তপ্রবর পণ্ডিত শ্রীবাস ক্রন্দনরতা নারীগণকে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলেন—তোমরা ত' সকলেই কৃষ্ণের মহিমা ভাল করিয়াই জ্ঞাত আছ, সকলেই সহিষ্ণুতা গুণসম্পন্ন হইয়া রোদন সম্বরণ কর, অন্তকালে একবারও যে কৃষ্ণের নাম শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মহাপাতকীও তাঁহার দিব্যধাম প্রাপ্ত হয়, এমন যে ব্রহ্মা-শিবাদিরও বন্দনীয়-পাদপদ্ম প্রভু স্বয়ং সাক্ষাতে নৃত্যকীর্ত্তনকালে যে ভাগ্যবান্ জীবের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার জন্য কি কখনও শোক করা কর্ত্তব্য? কোনকালেও যদি আমি এ শিশুর ভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে ত' নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতে পারি। সংসার-ধর্ম্মে অবস্থিত তোমরা, যদিই বা ক্রন্দন সম্বরণ না করিতে পার, তাহা হইলে আমার একটি কথা রাখ, তোমরা এখন সংযত হও, বিলম্বে যাহার চিত্তে যাহা আছে, তাহা করিও। আমার প্রভুর সঙ্গিগণের কর্ণেও যাহাতে তোমাদিগের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ না করে, তদ্বিষয়ে সাবধান হও, আমার প্রেমের ঠাকুর এখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তোমাদের ক্রন্দনকলরবে যদি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে

এবং নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তোমরা ইহা নিশ্চয় জানিও, আমি এ দেহ সর্ব্বতোভাবে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিব। গৌরগতপ্রাণ শ্রীবাস পণ্ডিতের এই মর্ম্মভেদী খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই ধৈর্য্য ধারণ করতঃ ক্রন্দন বন্ধ করিলেন, তখন শ্রীবাস পুনরায় সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন যোগদান করিলেন এবং পরমানন্দে ক্রমবর্দ্ধমান মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রেমিক পার্ষদ-বৃন্দের এইরূপই গুণ-মাহাত্ম্য। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বানুভাবানন্দে মগ্ন হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে একটু বিরত হইয়া ভক্তগণকে কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু বলে—) আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে? ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।৪৪

মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী ভক্তগণ পূর্ব্বেই পরম্পরায় শ্রীবাসগৃহের দুঃখের ঘটনা শ্রবণে অন্তরে দুঃখানুভব করিলেও তাহা কেহই মহাপ্রভুর প্রেমসুখভঙ্গাশঙ্কায় তাঁহাকে জানিতে দেন নাই। এক্ষণে স্বয়ং মহাপ্রভুই যখন শ্রীবাসগৃহের কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তখন ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত দুঃখের সহিত দুঃখের কথা প্রকাশ করিলে শ্রীবাস বলিয়া উঠিলেন—না না আমার গৃহে আবার কিসের দুঃখ, যা'র ঘরে সাক্ষাৎ আপনার সুপ্রসন্ন শ্রীমুখপদ্ম বিরাজিত, তাহার আবার দুঃখ কি থাকিতে পারে?—

"(পণ্ডিত বলেন—) প্রভু মোর কোন্ দুঃখ?
যা'র ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥"

—ঐ ম ২৫।৪৫

তখন সকল মহান্তভক্তই বেদনাপ্লুত কণ্ঠে পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন—কহ কতক্ষণ এই ঘটনা ঘটিয়াছে? তখন ভক্তগণ কহিলেন—চারিদণ্ড রাত্রি কালে অর্থাৎ প্রদোষসময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনার আনন্দ-ভঙ্গাশঙ্কায় শ্রীনিবাস ইহা আমাদের কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়াছে, আপনার অনুমতি পাইলে আমরা এখনই শীঘ্র শীঘ্র তাহার ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের অত্যদ্ভুত আচরণ দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ গোবিন্দ স্মরণ করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন আর প্রেমাবেশে সন্ন্যাস-গ্রহণের গুপ্ত অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'আহা আমার এমন প্রেমিক ভক্তগণের সঙ্গ আমি কি করিয়া ত্যাগ করিব?—যাহারা আমার প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে নিদারুণ বজ্রাঘাততুল্য পুত্র-শোক পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই!' ভাবীসন্ন্যাসগ্রহণলীলাস্মরণে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ গৌরসুন্দর ভক্তবিরহকাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে 'ত্যাগ'-শব্দশ্রবণে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—'হায় হায় তবে কি মহাপ্রভু সত্য সত্যই গার্হস্থ্যাশ্রম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন? না জানি আমাদের ভাগ্যে কখন কি প্রমাদ আসিয়া পড়িবে।' অতঃপর মহাপ্রভু একটু স্থির হইলে ভক্ত-বৃন্দ শ্রীবাস-শিশুর সৎকার-সম্পাদনার্থ প্রস্তুত হই-লেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃতশিশুর নিকট গিয়া তাহাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন—বালক, তুমি শ্রীবাসের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন? সকল প্রাণের প্রাণস্বরূপ মহাপ্রভুর ইচ্ছামাত্রেই মৃত-দেহে প্রাণ আসিয়া গেল। মৃতশিশু উত্তর করিলেন—'প্রভু তোমার নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ যে জীবাত্মার সম্বন্ধে তুমি যেরূপ বিধান করিয়াছ, তাহার অন্যথা করি-বার ক্ষমতা কাহারও নাই।' মৃতশিশুমুখোচ্চারিত বাক্যশ্রবণে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দোৎফুল্ল হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও মৃতশিশুপ্রদত্ত উত্তর সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পয়ারছন্দে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"মৃতশিশুপ্রতি প্রভু বলেন বচন।
'শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ?' ॥
শিশু বলে—'প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার?' ॥
মৃতশিশু উত্তর করয়ে প্রভুসনে।
পরমঅদ্ভুত শুনে সর্ব্বভক্তগণে ॥
শিশু বলে,—এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল—ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥

নির্ব্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরী ॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল, রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা' না পাসরি ॥
কেহ (কেবা) কাহার বাপ, প্রভু, কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥
যতদিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাম অন্য পুরে ॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।৫৭-৬৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃতশিশুমুখমাধ্যমে যে অপূর্ব্ব তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ জানাইলেন, ইহা আমাদের সকলেরই বিশেষভাবে আলোচ্য। চিত্তে এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে জীব মায়া-মোহ ত্যাগ করতঃ 'অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥' —এই রূপানুগবর গৌরশক্তিস্বরূপ মহাজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাক্য অনু-সরণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক শিশুকায় নীরব হইলে মৃতপুত্রমুখে অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানের কথা শ্রবণে ভক্তবৃন্দ সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। শ্রীবাসগোষ্ঠীর পুত্রশোকদুঃখ দূর হইয়া গেল, সকলেই কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। সগোষ্ঠী ভক্তরাজ শ্রীনিবাস মহাপ্রেমে মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—

"জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥
যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।৭০-৭১

শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুরেরা চারিভ্রাতা, অপর তিনভ্রাতার নাম—শ্রীল শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি-পণ্ডিত। ইঁহারা সকলেই গৌরগতপ্রাণ। ইঁহারা চারিভ্রাতা ও তথায় উপস্থিত মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ-ভক্তবৃন্দ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণপ্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাস-অঙ্গন ॥"

—ঐ ম ২৫।৭৩

প্রেমের ঠাকুর গৌরহরিও শ্রীবাস-মহিমাকীর্ত্তনে শতসহস্রমুখ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে—) শুন শুন শ্রীবাসপণ্ডিত।
তুমি ত' সকল জান সংসারের রীত ॥
এসব 'সংসার-দুঃখ', তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে, সেহ কভু নাহি পায় ॥
'আমি' 'নিত্যানন্দ'—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর ॥"

—ঐ ম ২৫।৭৪-৭৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলকেই শিক্ষা দিলেন—জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম, ইহাই সংসারের রীতি —সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। এজন্য প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ক্ষয়িষ্ণু সুখের নিমিত্ত এই পরিণাম-দুঃখপূর্ণ সংসারসুখ লাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া এ জগতের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া নিত্যবস্তু কৃষ্ণভজনেই মনোনিবেশ করেন। সাক্ষাৎ ভক্তরাজ নারদাবতার শ্রীবাসের ন্যায় শুদ্ধভক্তের ত' প্রাকৃত-সংসার-দুঃখ থাকিতেই পারে না, বরং তাঁহার দাসানুদাস শুদ্ধ-ভক্তের দর্শনসৌভাগ্য যাঁহাদের ভাগ্যে লাভ হয় বা তাদৃশ শুদ্ধভক্তের কোন না কোনপ্রকার সান্নিধ্যমাত্রেই ভাগ্যবান্ জীবগণ ঐ প্রকার দ্বন্দ্বাতীত ভাব লাভ করিতে পারেন। শ্রীবাসের এক মৃতপুত্রের স্থানে শ্রীশ্রী-গৌর-নিত্যানন্দ—দুই পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা অঙ্গী-কার করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। প্রেমী ভক্তের জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ কি না করিতে পারেন! ভক্তের নিকট তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। শ্রীবাসের প্রতি মহাপ্রভুর 'কারুণ্য-বাক্য' শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তবৃন্দ মহাপ্রেমে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর স্বয়ংভগবান্ গৌরহরি সর্ব্বভক্তসমভি-ব্যাহারে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাসের মৃত-পুত্রকে গঙ্গাতীরে লইয়া চলিলেন এবং মৃতের সৎ-কারাদি যাবতীয় করণীয় কৃত্য কীর্ত্তনমুখে যথোচিত-

ভাবে সম্পাদনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানান্তে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দ সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলে শ্রীবাস-গোষ্ঠী সপার্ষদ মহাপ্রভুর বিরহবিহ্বল হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাসভবনের এইরূপ 'শোকশাতন' লীলা বর্ণন করিয়া তাহার ফলশ্রুতিতে লিখিয়াছেন—

"এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিবে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন'॥
শ্রীবাসের চরণে বহুত নমস্কার।
'গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ' নন্দন যাঁহার॥
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
ভক্তের প্রতীত হয়, অভক্তের নয়॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃতশিশু—'তত্ত্বজ্ঞান' কহিলেন যথা॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৫।৮১-৮৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনে মৃতশিশুমুখে 'তত্ত্বজ্ঞান' শ্রবণ করাইয়া যে শিক্ষা দিলেন, এই শিক্ষা সর্ব্বদা দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে ভক্তিভরে শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে জীবের স্বরূপ-ভ্রম বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণনিত্যদাস্য-রূপ স্বরূপজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে এবং শীঘ্র শীঘ্র সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণভজন করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করতঃ সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনের সৌভাগ্য উদিত হয়।
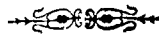
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীরাঘব পণ্ডিত

(৭৬)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ ব্রজেঽমিতাম্।
সৈব সাম্প্রতং গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥"
"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥"

—গৌঃ গঃ ১৬৬-৬৭

'যিনি ব্রজে ধনিষ্ঠানাম্নী ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অপরিমিত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি গৌরাঙ্গপ্রিয় রাঘব পণ্ডিত। ব্রজে যিনি গুণমালা ছিলেন, তিনি তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তী।'

ইষ্টার্ণ রেললাইনে শিয়ালদহ ষ্টেশনের উত্তর-দিকে সোদপুর ষ্টেশনের একমাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট। রাঘবভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য অবস্থান। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ধনিষ্ঠা-দেবী শ্রীযশোমতীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রাধারাণীকে দেন, রাধারাণী উক্ত প্রসাদ প্রীতির সহিত ভোজন করেন। 'যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত॥'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও তদ্রূপ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ধনিষ্ঠার অভিন্ন-স্বরূপ রাঘব পণ্ডিতের প্রদত্ত দ্রব্যের ভোজনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য অব-স্থিতির কথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

'শচীর-মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাকৃষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব॥'

রাঘব পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয়, তাহা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনে বিদিত হওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ হইতে

পাণিহাটীতে রাঘব-মন্দিরে আসিয়াছিলেন। প্রাণনাথ গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রেমভরে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়াছিলেন।

'রাঘবের ভক্তি দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বলে—রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয় ॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৮১-৮৩

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের প্রগাঢ় ভক্তিযুক্ত পাচিতদ্রব্য গ্রহণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে রন্ধনের জন্য আদেশ করিতেন এবং রাঘব পণ্ডিতও পরমোৎসাহে বহুবিধ দ্রব্য রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে খাওয়াইতেন। বলদেবাভিন্নস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুও নিজগণসহ রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিতেন ও তাঁহার পাচিতদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার রন্ধনের প্রচুর প্রশংসা করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার পাচিত শাক অত্যন্ত প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীগদাধর দাস, শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবগণও শ্রীপাণিহাটীতে রাঘবভবনে উপনীত হইলেন। তৎকালে শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে নিজাভিন্নস্বরূপে দর্শন করিতে নিভৃতে রাঘব পণ্ডিতকে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মকরধ্বজ করকে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সেবা করিতে নির্দ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—রাঘব পণ্ডিতের সেবাই তাঁহার সেবা। মকরধ্বজ কর রাঘব পণ্ডিতের অনুকম্পিত শিষ্য। ইনি কায়স্থকুলোদ্ভূত ছিলেন এবং পাণিহাটীতেই অবস্থান করিতেন। ইনি গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যের ঝালি লইয়া প্রতিবৎসর পুরী যাইতেন। শ্রীমকরধ্বজ কর 'মুন্সিব'রূপে (অর্থাৎ পরিদর্শকরূপে) রাঘবের ঝালি রক্ষা করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। রাঘবের ঝালি মহাপ্রভুর সেবার জন্য বারমাসের খাদ্যদ্রব্য রাঘবের ভগ্নী দময়ন্তী একটি পাত্রে সাজাইয়া দিতেন, তাহাই 'রাঘবের ঝালি' নামে প্রসিদ্ধ। অভিরাম দাস ঠাকুর লিখিত 'পাট পর্য্যটনে' এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়টী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

'পাণিহাটী গ্রামে রাঘব-দময়ন্তীধাম।
রাঘবের ঝালি বলি আছয়ে আখ্যান ॥'

—পাটপর্য্যটন

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর ॥
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি ॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।২৪-২৭

'চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।৩২

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা দশম পরিচ্ছেদে রাঘবের ঝালির বিবরণ বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। ব্রজবাসীর শুদ্ধসত্ত্বময় বিশুদ্ধ প্রেমে ঐশ্বর্য্য দর্শন নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অগ্নিমান্দ্যহেতু অজীর্ণতা হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কায় দময়ন্তী শুক্তা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। সেই স্নেহপ্রদত্ত দ্রব্যে মহাপ্রভুর উল্লাস হইত।

'রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ ॥'

—চৈঃ চঃ অ ১০।১৩-১৪

'ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
শুক্তাপাতা—কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥
মনুষ্য-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায় ॥
শুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥'

—চৈঃ চঃ অ ১০।১৮-২০

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শুদ্ধপ্রেমবশীভূত শ্রীমন্মহাপ্রভু রাঘবের প্রেমনিষ্ঠা পুরুষোত্তমধামে নিজগণের নিকট

পরমোল্লাসে বর্ণন করিয়া শুনাইয়াছিলেন।—চৈঃ চঃ মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। নিজগৃহে শত শত নারিকেল বৃক্ষ থাকিলেও দূর হইতে অধিকমূল্যে নারিকেল ফল খরিদ করিয়া মহাপ্রভুর ভোগে নারিকেল জল এবং নারিকেলের ভিতরের শস্য নিবেদন করিয়া মহা-প্রেমাবিষ্ট হইতেন এবং মহাপ্রভুও তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতেন। কোন অশুদ্ধ দ্রব্য তিনি ভোগে লাগাইতেন না। একজন সেবক দ্বারের ভিতে হাত দিয়া ফল ধরিলে উহা তিনি বাহিরের লোকের পদধূলিস্পৃষ্ট হইয়াছে চিন্তা করিয়া ফলটী অপবিত্র বিচারে প্রাচীরের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। সুমিষ্ট কলা, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল দূরগ্রাম হইতে বহু মূল্য দিয়া আনিতেন মহাপ্রভুর ভোগের জন্য। রাঘব পণ্ডিতের ফল নিক্ষেপ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে মনে করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অনুভাষ্যে এই বিষয়ে সাবধান করিয়াছেন—'শ্রীরাঘব পণ্ডিত জড়ীয় 'শুচি-বায়ুরোগগ্রস্ত' কর্ম্মজড় ব্যক্তি বা প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় দ্বৈতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ভৌমে ইজ্যধী অর্থাৎ জড়ে চিদারোপকারী মনোধর্ম্মী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবক ছিলেন ; জড়ীয়-কামগন্ধবিহীন অপ্রাকৃত সেবাভাবে মগ্ন থাকিয়া অনুক্ষণ নিজের আরাধ্যবস্তুর সেবা করিতেন।' (চৈঃ চঃ ম ১৪।৮১-৮৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পার্ষদগণসহ নীলাচল হইতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। গৌড়দেশ ভ্রমণকালে পাণিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বিশুদ্ধভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীমাধব, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ এই কীর্ত্তনীয়া-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় তথায় আসিয়া উপ-নীত হইলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনে নিত্যানন্দ প্রভু ভাবা-বিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্যশেষে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট হইলে নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের সহিত রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর মহাভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মহা-ভিষেকের পর দিব্যমাল্য ও বস্ত্রাদির দ্বারা শোভিত হইয়া পুনঃ নিত্যানন্দ প্রভু দিব্যখট্টায় উপবেশন করিলে রাঘব পণ্ডিত ছত্রধারণ করিলেন। তৎকালে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাঘব পণ্ডিতকে কদম্বফুলের মালা সত্বর আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। রাঘব পণ্ডিত কদম্ববৃক্ষের ফুল ফুটিবার তখন সময় নয় জানাইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া অন্বেষণ করিলে ফুলের সন্ধান পাইবে বলিলেন। রাঘব পণ্ডিত বাড়ীতে জম্বীরবৃক্ষে (গোঁড়া লেবুবৃক্ষে) কদম্বফুল দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কদম্বফুলের মালা তৈরী করিয়া রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুকে পরাইলেন। কিছুক্ষণ বাদেই দমনক পুষ্পের গন্ধে দশদিক আমোদিত হইলে নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর দমনক ফুলের মালা পরিয়া এখানে কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য নীলাচল হইতে আসিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নৃত্যকীর্ত্তন লীলার উল্লেখ করিয়াছেন।

'প্রথমেই নিত্যানন্দ প্রিয়গণসঙ্গে।
পাণিহাটী গ্রামেতে আইলা মহারঙ্গে ॥
রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমকরধ্বজ কর।
সবার হইল মহা উল্লাস-অন্তর ॥
রাঘব পণ্ডিত গৃহে যে নৃত্যকীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবার শক্তি ধরে কোন্ জন ॥'

—ভঃ রঃ ১২।৩৬৪৫-৪৭

'রামদাস, গদাধর দাসাদি সহিত।
পাণিহাটী গ্রামে প্রভু হৈলা উপনীত ॥
প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের আলয়েতে।
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভসুখ ব্যাপিল জগতে ॥
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্তজন্ম-স্থানের মহিমা অন্ত নাই ॥'

—ভঃ রঃ ৮।১৫৬-৫৮

পাণিহাটীতে গঙ্গাতটে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে তৎপার্ষদগণের সেবার জন্য যেকালে রঘুনাথ দাস গোস্বামী চিড়াদধি মহোৎসব করিয়া-ছিলেন, তৎকালে রাঘব পণ্ডিত নিঃসক্‌ড়ি প্রসাদসহ তথায় উপনীত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর পুলিন-ভোজন-লীলা দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। চিড়াদধি মহোৎ-সবের পরে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণান্তে সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাঘব পণ্ডিতের প্রেমাকর্ষণে

তাঁহার ভবনে যাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্য দর্শনের জন্য তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল। রাঘব পণ্ডিতের সৌভাগ্য প্রকাশ করতঃ রাঘব মন্দিরে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু দুই আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাঘবের প্রদত্ত অমৃতসম পিঠাপায়স শাল্য-অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জনাদি সমস্ত দ্রব্য পরমতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। রাঘব পণ্ডিত স্নেহপরবশ হইয়া মহাপ্রভুর অবশেষ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে প্রদান করিলেন।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তমধামে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলায়, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় এবং জলকেলি লীলায় মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। রথাগ্রে সাতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপদামোদর মূল গায়ক, অদ্বৈতাচার্য্য নর্ত্তক এবং পাঁচজন দোহারের মধ্যে রাঘব পণ্ডিত অন্যতম ছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"রাঘব পণ্ডিতের সমাধির উপর লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত একটী উচ্চ বেদী বাঁধান হইয়াছে। যে স্থানে সমাধি, তাহারই উত্তরদিকে একটী ভগ্নপ্রায় জীর্ণ গৃহে অযত্ন-সেবিত শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ বিরাজমান। পাণিহাটীর বর্ত্তমান জমিদার শ্রীশিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই সেবার বন্দোবস্ত চলিতেছে।" (—চৈঃ চঃ আ ১০।২৪ দ্রষ্টব্য)। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বের যে অবস্থা, এখন তাহা নাই, নূতন মন্দির ও গৃহাদি প্রকাশিত হইয়াছে।
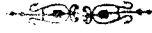
বর্ষারম্ভে

অনন্তকল্যাণগুণবারিধি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশন সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মুখে আমরা আমাদের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র মাসিক 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রের দ্বাত্রিংশত্তম (৩২তম) বর্ষের শুভারম্ভ বন্দনা করিতেছি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুই আমাদিগের পরমার্থপথের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক ভক্তাবিদ্যা-বিদারক ভক্তহৃদয়ানন্দবর্দ্ধক, কিন্তু অভক্তসমীপে অত্যুগ্র—অতিভয়ঙ্কর শ্রীশ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তৎপ্রবর্ত্তিত নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞের সকল বিঘ্ন দূর করেন, এজন্য আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গপাদপদ্ম স্মরণসহ তদভিন্ন শ্রীশ্রীনৃসিংহপাদপদ্মও স্মরণ করিতেছি। পরমকরুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা যেন নির্ব্বিঘ্নে মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণীর আচার ও প্রচার-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি।

শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তত্ত্বত্রয়ের স্মরণে পরমার্থপথ বা ভক্তিপথের সর্ব্ববিঘ্ন বিদূরিত হইয়া যায় এবং বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় ভক্তিপথের পথিক ভক্তের সকল বাঞ্ছাই অনায়াসে পূর্ণ হয়। কৃষ্ণভক্তের প্রার্থনীয় বিষয়—গোলোকবৃন্দাবনে বৃন্দাবনচন্দ্র—শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ, সপরিকর তাঁহার সেবানন্দ প্রাপ্তি ও তাঁহাতে প্রগাঢ় প্রীতিরূপ প্রেমরসাস্বাদন।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ দ্বিতীয় লহরীর প্রথমে সাধনভক্তির যে চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই গুরুপাদাশ্রয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তৎসমীপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ে শিক্ষালাভ এবং 'বিশ্রম্ভেন' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় ইষ্টদেব কৃষ্ণের অবতারস্বরূপজ্ঞানে 'তাঁহার সেবায়ই আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে'—এইরূপ সুদৃঢ়বিশ্বাস সহকারে সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচর্য্যাদি করিতে হইবে। এই ভক্ত্যঙ্গত্রয় সাধকজীবনের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যীভূত বিষয়। সাধনভজন যাহা

কিছু সমস্তই গুরুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। তাঁহাতে বিন্দুমাত্র অনাদর অবিশ্বাস বা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে পরমার্থপথে আর একপদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তি-পথে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অতিসন্তর্পণে পদ-বিক্ষেপ করিতে হইবে, তাঁহাদের আনুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেই পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী হইয়া মায়ারাক্ষসীর করাল কবলে কবলিত হইতে হইবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ সাধনভক্তির প্রথম বিংশতি অঙ্গ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বলিলেও উপরি-উক্ত গুরুপাদাশ্রয়াদি প্রথম তিনটি অঙ্গকেই সর্ব্ব-প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন, যেহেতু গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত অপর কোন ভক্ত্যঙ্গই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আবার যাঁহার সাক্ষাৎ দিব্যজ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে মর্ত্ত্য অর্থাৎ 'মাদৃশ মরণশীল মনুষ্যবুদ্ধি' থাকে, তাঁহার গুরুমুখে-শ্রুত মন্ত্র, তত্ত্ব ও ভজনরহস্য শিক্ষাদি সমস্তই হস্তীস্নানবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়। গুরুদেবের কৃপা হইলেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়, গুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎকৃপা পাইবার অন্য কোন উপায়ই নাই, গুরুপাদপদ্মে অপরাধ থাকিলে কোটি কোটি সংখ্যা নামজপেও নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাইবে না—সাধনভজন সমস্তই ভস্মেঘৃতা-হুতিবৎ নিরর্থক হইয়া যাইবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—যাঁহার ভগবানে যেরূপ পরাভক্তি, গুরুদেবেও সেইরূপ পরাভক্তি থাকিলে তিনিই গুরুকৃপায় বেদাদি শাস্ত্রের সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। অনন্ত-কল্যাণগুণসমুদ্র গুরুদেব তাঁহার কৃপা-বারি-দ্বারা সংসারদাবানলসন্তপ্ত শিষ্যের সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় দৈন্যসহকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন—আমার গুরুবৈষ্ণবে বিন্দুমাত্র রতি হইল না, আমি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইব? যেমন গুরুদেবে, তেমনই বৈষ্ণবে রতি না থাকিলে সাধনভজন কিছুই সার্থক হয় না। কেবল জড়লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অবান্তর বস্তু পাইলে প্রকৃত প্রার্থনীয় প্রেমধনে চির-বঞ্চিত থাকিতে হয়। এজন্য শ্রুতি সাবধান করিয়াছেন—শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন, যাঁহাকে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য দেন, স্বরূপ দর্শনের চক্ষু দেন, তিনিই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ও তত্ত্বাদি উপলব্ধি করিতে পারেন। নিষ্কপট শরণাগত ভক্তের নিকটই ভক্তবৎসল ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন, শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে নিষ্কপট সমর্পিতাত্ম ভক্তই গুরুকৃপাবলে শ্রীগুরু-দেবের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়া সত্য সত্য কৃতকৃতার্থ ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন—তাঁহার এমন সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা লভ্য হয়।

আমরা এজগতের প্রায় সকল মায়াবদ্ধ জীবই আমাদের প্রকৃত বাস্তহারা—প্রাণের প্রাণ—যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণহারা ভাগ্যহীন। আমাদের স্বরূপের বাস্ত—গোলোকবৃন্দাবন, আমাদের জীবাত্মস্বরূপের প্রকৃত প্রাণবল্লভ ত' ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার প্রাণধন কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার বাসভবনই তাঁহার দাসানুদাস ভৃত্যা-নুভৃত্য আমাদের নিত্যবাসস্থল, তাঁহার পরিকর পরি-জনগণই ত' আমাদের স্বরূপের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব—যথাসর্ব্বস্ব, আমরা আজ তাঁহাদিগকে ভুলিয়া কোথায় আসিয়া কাহাদিগকে লইয়া সংসার পাতি-য়াছি! যেখানে শান্তি বলিয়া কিছুই নাই, সেখানে শান্তি কি করিয়া মিলিবে? হায়! হায়! আমাদের এ মায়ামোহঘুমঘোর কি আর কাটিবে না? আর কতকাল আমরা এই মোহনিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইব? ঐ যে বেদপুরুষ তারস্বরে বলিতেছেন—ওহে জীব তোমরা "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—স্বস্বরূপের জাগরণ লাভ করিয়া উত্থিত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার কৃপায় উদ্বুদ্ধস্বরূপ হও—'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ক্রন্দন কর—সরলহৃদয়ের বুকফাটানো ক্রন্দন হইলেই সেই পরমদয়াল প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। তিনি নিজে আসিয়া অথবা তাঁহার নিজজনকে পাঠাইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। অবশ্য আমাদের মায়াকৃত বিমুখতার জন্য তিনি যে নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নহে, আমা-দিগের ন্যায় কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞানশূন্য জীবকে উদ্ধারের

জন্য তিনি বেদপুরাণাদিশাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা মহান্ত গুরুরূপে এবং শাস্ত্রার্থ জ্ঞানপ্রদানার্থ তিনিই আবার চৈত্ত্যগুরুরূপে বিবেকদাতা। তাঁহারই কৃপায় আমাদের জ্ঞান লাভ হয়; আমরা কৃষ্ণকেই আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তারূপে জানিতে পারি। আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি!

'বক'রূপী ধর্ম্মের 'কা চ বার্ত্তা', 'কিমাশ্চর্য্যম্', 'কঃ পন্থা' ও 'কশ্চ মোদতে' (অর্থাৎ এজগতের বার্ত্তা বা সংবাদ কি, আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার কি, গন্তব্য পথ কোন্‌টি এবং সুখী কে?)—এই চারিটি প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

(১) মায়াদেবীর একটি বিরাট্ কড়াই, তাহার মধ্যে জগজ্জীবকে ফেলা হইয়াছে, সূর্য্য হইলেন অগ্নি-স্বরূপ, দিবা ও রাত্রি ইন্ধন বা জ্বালানি কাষ্ঠ, মাস ও ঋতু হইল ঘুঁটিবার হাতা, পাচক ঠাকুর হইলেন মহাকাল, সেই পাচক কাল ঐ বিরাট কড়াইএর মধ্যে জীবসকলকে ফেলিয়া মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়া তাহাদিগকে পাক করিতেছেন। সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্ররূপ জ্বালানি কাষ্ঠ দ্বারা দিবারাত্র এই পাকের কার্য্য চলিতেছে।

(২) প্রতিদিনই ভূত অর্থাৎ জীবসকল যমমন্দিরে গমন করিতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বকর্ণে 'বল হরি হরিবোল' বা 'রামনাম সত্য হ্যায়' ইহা শুনিয়াও অবশিষ্ট লোকে স্থিরত্ব ইচ্ছা করে অর্থাৎ আপনাদিগকে মৃত্যুপথের পথিক না ভাবিয়া অনিত্য সংসার-সুখে উন্মত্ত হইয়া থাকিতে চায়, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

(৩) জড় প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অবলম্বন করিয়া জীবগণ পরস্পরে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তর্কের আর মীমাংসা হয় না। শব্দশাস্ত্র অনন্ত, নানা মুনির নানা মত—এমন কোন ঋষি প্রায়ই দেখা যায় না, যাঁহার একটা না একটা ভিন্ন মত নাই, এইরূপ সঙ্কটস্থলে প্রকৃত ধর্ম্মমত নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় অর্থাৎ ভক্তমহাজনের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। সুতরাং সেই মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করেন, সেই পথকেই আমাদের প্রকৃত অনুসরণীয় পথ বলিয়া জানিতে হইবে।

আমরা সর্ব্বশাস্ত্রের সার মীমাংসাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ধর্ম্মরাজ শ্রীযমরাজের উক্তিতে দ্বাদশজন ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা মহাজনের নাম পাই। জীব কায়, মন ও বাক্যদ্বারা পাপাচরণ করে, তাই তাহার মৃত্যুসময় তিনজন বিকটাকার যমদূত তাহাকে যমরাজের সংযমনীপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। মুমূর্ষু অজামিলের সম্মুখে ঐরূপ যমদূতত্রয় উপস্থিত হইলে অজামিল ভয়ে তাহার কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণকে আহ্বান করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সুকৃতিক্রমে তাহার হৃদয়ে তৎকালে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের স্মৃতি জাগরূক হয়, তৎফলে চতুরক্ষর নারায়ণ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চারিমূর্ত্তি নারায়ণপার্ষদ বিষ্ণুদূত মুমূর্ষু অজামিলের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া যমদূতগণকে অজামিলের দেহ স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন। যমদূতগণ হতোদ্যম হইয়া প্রভু যমরাজের নিকট সকল ঘটনা নিবেদন করিলে সর্ব্বজ্ঞ যমরাজ তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলেন—"হে দূতগণ, তোমরা ব্যথিত হইও না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত, এই ভাগবত-ধর্ম্মের মর্ম্ম ঋষি, দেবতা, সিদ্ধপ্রধান, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি কেহই জানে না, বিদ্যাধর চারণাদির ত' কথাই নাই, আমরা অর্থাৎ ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন (সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার), দেবহূতি-নন্দন কপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি (যমরাজ)—এই দ্বাদশমূর্ত্তি ঐ 'ভাগবতধর্ম্ম'বেত্তা। উহা পরমগুহ্য ও বিশুদ্ধ, কিন্তু দুর্ব্বোধ অর্থাৎ দুঃখবোধ্য। সদ্‌গুরু-কৃপায় উহা বোধগম্য হইলে অমৃত আস্বাদিত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হয়।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

—ভাঃ ৬।২।৪৯

অর্থাৎ "অহো মৃত্যুযন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রের আহ্বান উপলক্ষেও যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও (ব্রাহ্মণাধমও) ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত

সতত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত।"

বিষ্ণুদূতগণ বলিয়াছিলেন—

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরে ।।
—ভাঃ ৬।২।৭

অর্থাৎ "অজামিল যে কেবল একজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটি-জন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। যেহেতু তিনি বিবশ হইয়া কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্তমাত্র নহে, মোক্ষ প্রাপ্তিরও উপায়স্বরূপ পরমমঙ্গলময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন।"

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গোহন্তা যে চ পাতকিনোহপরে ।।
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ।।"
—ঐ ৬।২।৯-১০

অর্থাৎ "স্বর্ণস্তেয়ী (সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণকারী), মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে-সকল মহাপাতকী আছে—শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর 'এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য'—এইরূপ মতি হইয়া থাকে।"

"এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ ।।"
—ভাঃ ৬।৩।১২

অর্থাৎ "নামসংকীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ,—এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীবসকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত।"

এই নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বমহাজনসম্মত, সুতরাং এই নামসংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযোগই মহাজনাবলম্বিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ, ইহাই সধ্রীচীন বা সমীচীন পন্থা।

(৪) যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টমভাগে শাকমাত্র পাক করিয়া ভগবান্কে তাহা ভোগ দিয়া প্রসাদ পান, তিনিই সুখী। এস্থলে অঋণী বলিতে যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া ভগবদ্ভজনরত, তিনিই দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূত-আপ্ত-নৃ—সকল ঋণমুক্ত আর অপ্রবাসী বলিতে এ জগৎটা আমাদের প্রবাসস্থল, ভগবৎপাদপদ্মই আমাদের নিত্য আশ্রয়স্থল, সেই গোলোকবৃন্দাবনবাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন চরণাশ্রিত ভাগ্যবান্ ভক্তই সর্ব্বদা স্বরূপে গোলোক-বৃন্দাবনবাসী বা ব্রজবাসী হইয়া প্রকৃত অপ্রবাসী, তিনিই দিবাশেষে শাকান্নমাত্রও ভগবদ্ভোগে লাগাইয়া তৎপ্রসাদ সেবনে মহানন্দে ভগবদ্ভজনে কালাতিপাত করেন।
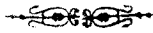
বিরহ-সংবাদ

শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা, আম্বালা সিটি (হরিয়ানা) ঃ নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা গত ২৯ আশ্বিন (১৩৯৮), ১৬ অক্টোবর (১৯৯১) বুধবার শুক্লানবমী তিথিতে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে অপরাহ্নে হরিয়ানা প্রদেশস্থ আম্বালা সহরে স্বধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারপার্টিসহ পাঞ্জাব প্রদেশস্থ রাজপুরায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য ৯ অক্টোবর বুধবার জম্মু হইতে পূর্ব্বাহ্নে সুপারফাষ্ট ট্রেনে যাত্রা করতঃ আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে সন্ধ্যায় পৌঁছিলে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য রাজপুরার শ্রীরঘুনাথ শালদি, আম্বালা সহরের শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা ও আম্বালা ক্যাণ্টের ক্যাপ্টেন শ্রীতুলসীরামজী মঠাশ্রিত ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাই মটরভ্যান ও মটরকারযোগে আম্বালা ক্যাণ্ট

হইতে রাজপুরায় সাধুগণকে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা খুব উৎসাহের সহিত আচার্য্যদেবকে বলিলেন পরদিন রাজপুরায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি অবশ্যই যোগদানের জন্য যাইবেন। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ পরদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীপবন কুমার শর্ম্মা, এড্‌ভোকেট মারুতিকারযোগে আম্বালা হইতে রাজ-পুরায় পৌঁছিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার পিতৃদেবের গুরুতর অসুস্থাবস্থায় আম্বালা ক্যাণ্ট মিশন হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার সংবাদ দিলে সকলে মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মার পুত্রের বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ উক্ত মারুতিকারযোগে আম্বালায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। আম্বালা যাত্রাকালে সদর রাস্তা কোনও কারণবশতঃ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় গ্রাম্যপথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া আম্বালায় পৌঁছিতে হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবকে দেখিয়া শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা উৎকণ্ঠিত হইয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেও কিছুই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার উক্তপ্রকার অবস্থা দেখিয়া সকলেই ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাহার ৬ দিন বাদেই তিনি স্বধামপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিযুক্ত ছিলেন।
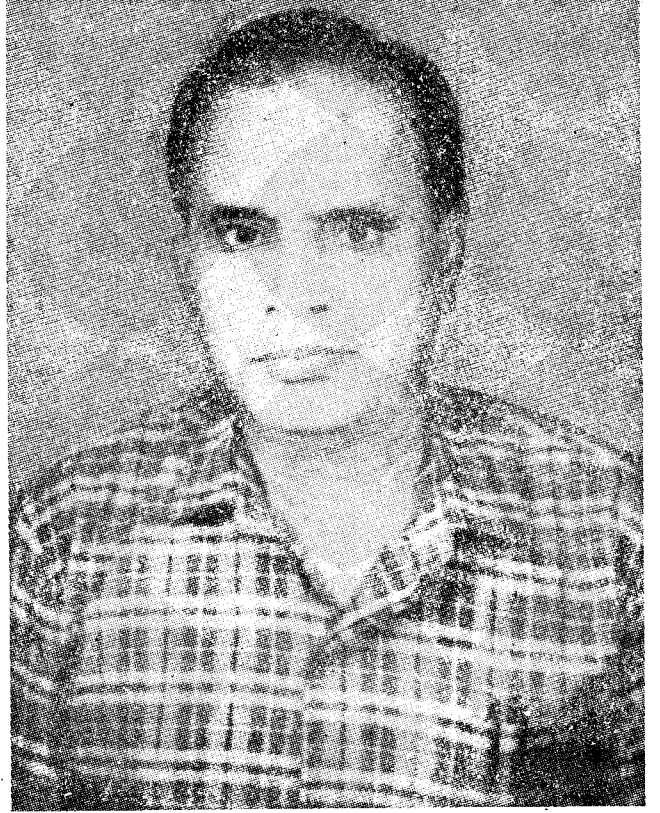
তাঁহার দাহ-সংস্কারকালে চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (বড়) ও শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (ছোট), রোপর হইতে শ্রীযোগরাজ শেখরী, শ্রীতারসেমলাল গ্রোবার, শ্রীগোরেলাল ও শ্রীবেচন প্রসাদ, রাজপুরা হইতে শ্রীরঘুনাথ শালদি ও পাতিয়ালার শ্রীরামসিং প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর রবিবার যথাবিহিত-ভাবে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পরদিন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভোজন অনুষ্ঠানে চণ্ডীগড় মঠের ব্রহ্মচারিদ্বয় এবং রোপরের শ্রীযোগরাজ শেখরী, শ্রীকে-এল্ ভর-দ্বাজ, শ্রীতারসেমলাল গ্রোবার, শ্রীগোরেলাল, শ্রীরমেশ চন্দ্র, শ্রীসুন্দর শর্ম্মা ও শ্রীবিপিন মণ্ডল এবং ভাটিণ্ডার শ্রীরাজকুমার গর্গ ও শ্রীকুলদীপ চোপরা প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট চণ্ডীগড় মঠে শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং উক্ত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনধামে ঝুলনযাত্রা উৎসব-কালে মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষা-নাম শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী। তিনি পাঞ্জাবে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাজরাণী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপরীক্ষিৎ শর্ম্মা শ্রীল গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া পতির ও পিতার ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন। শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা পাঞ্জাব ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে হেড ক্লার্করূপে প্রথমে ভাটিণ্ডায়

পরে রোপরে কার্য্য করিয়াছিলেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৭ সালে আম্বালা সহরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে উদ্যমী সেবকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় নিষ্কপটভাবে আগ্রহযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই প্রচারফলে পাঞ্জাবের অনেক ব্যক্তি শ্রীগৌরবিহিত ভজনে রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন। অপ্রাপ্তবয়সে তাঁহার অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীসুপ্রভারাণী মোদক, তেজপুর (আসাম) ঃ— নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী সুপ্রভারাণী মোদক বিগত ২৭ ভাদ্র (১৩৯৮), ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) শুক্রবার শুক্লা-ষষ্ঠী তিথিবাসরে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে তেজপুরে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বৎসর। ইনি বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাপরায়ণা নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়-মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার আগরপুর গ্রামে। পিতা শ্রীঅমর চন্দ্র মোদক এবং মাতা শ্রীরঙ্গবালা মোদক। তাঁহার পতি শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র মোদক মহোদয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের দীক্ষিত ভক্তিসদাচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীসুপ্রভা মোদক এবং তাঁহার পুত্র পরিজন গৃহের সকলেই বৈষ্ণবসেবায় প্রগাঢ় রুচিবিশিষ্ট। রবীন্দ্রবাবু বড় ধনাঢ্য না হইলেও বহু উপচারে বৈষ্ণবসেবায় অসঙ্কোচে প্রচুর অর্থ. ব্যয় করিয়া থাকেন। নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তিদ্বারা তাঁহারা মঠের বৈষ্ণবগণের অশেষ প্রীতির ভাজন হইয়াছেন। শ্রী-সুপ্রভা মোদকের পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণব-স্মৃতি বিধানানুসারে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের পৌরোহিত্যে যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিশেষতঃ তেজ-পুর গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ মর্ম্মান্তিকভাবে ব্যথিত। করুণাময় শ্রীগৌরহরির কৃপায় তিনি তাঁহার অভিপ্সীত বস্তু লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ইহাতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

শ্রীজগদীশ বর্ম্মণ, তেজপুর (আসাম) ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীজগদীশ বর্ম্মণ গত ২৬ ভাদ্র (১৩৯৮), ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) বৃহস্পতিবার শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর সহরে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল গোয়ালপাড়া জেলার উত্তর শালমারা। তিনি অল্পবয়সে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া মঠবাসীরূপে কতিপয় বৎসর মঠে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে— প্রভৃতি বিভিন্ন মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ থাকায় মঠে পরিশ্রমসাধ্য সেবা করি-তেন। পরে তিনি আসাম রাইফেল্সে পুলিশবিভাগে পুলিশের চাকুরী গ্রহণ করেন। পুলিশের কার্য্যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া তিনি হাবিলদার পর্য্যন্ত পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেও ভক্তিসদাচার ছাড়েন নাই। চাকুরী ব্যপদেশে তাঁহাকে আসামে থাকিতে হওয়ায় তিনি মধ্যে মধ্যে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া গুরুভ্রাতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং মঠের বিভিন্নভাবে সেবা করিতেন। তেজপুর গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবকালে তিনি আসিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণসহ দেখা করি-তেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভুর ব্রজধাম-রজপ্রাপ্তি

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দীক্ষিত কৃপাভিষিক্ত শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু বিগত ৮ পৌষ (১৩৯৮), ২৪ ডিসেম্বর (১৯৯১) মঙ্গলবার কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় আনুমানিক ৮৪ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ ইন্দুপতি প্রভুর অপ্রকট সংবাদ পাইয়া ইম্‌লিতলা শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ, শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠ, কালীয়দহস্থিত শ্রীভজন-কুটীর (পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বনগোস্বামী মহারাজ সংস্থাপিত), সেবাকুঞ্জস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রম প্রভৃতি স্থানীয় বহু মঠ হইতে এবং কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ হইতে বহু ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণব মথুরা রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সমবেত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের এবং অন্যান্য মঠ হইতে আগত সাধুগণ পূজ্যপাদ ইন্দুপতি প্রভুর শ্রীঅঙ্গকে প্রসাদীমাল্য চন্দনের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে যমুনার তটে লইয়া গিয়া যথাবিহিতভাবে দাহকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। যাঁহারা শেষকৃত্যকালে উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ প্রিয়ানন্দ বন মহারাজ, শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামাধবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃপেন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রতাপ ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসন্তোষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম দাস, শ্রীসুরেশ দাস ও শ্রীলক্ষ্মণ ঠাকুর।

পূজ্যপাদ ইন্দুপতি প্রভু বর্ত্তমান বাংলাদেশে খুল্‌না জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি যুক্ত হন। শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর নিকট ইনি ব্যাকরণ এবং ডাক্তার প্রভুর নিকট চিকিৎসাবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্য মঠে দীর্ঘদিন গ্রন্থবিভাগের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বহু অধ্যবসায়ের সহিত ইনি শ্রীমদ্ভাগবত, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের বহু শ্লোক ও স্তব-স্তুতি ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে ইনি পারঙ্গত ছিলেন। ইনি বিষয়নিস্পৃহ, নিষ্কপট, স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। ১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া দীর্ঘদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শাখা মঠে অবস্থান করতঃ ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অলৌকিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ও স্নেহে ইনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শরীরে সামর্থ্য থাকা পর্য্যন্ত ইনি বৃন্দাবন মঠে হিসাব-লেখাকার্য্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অতীব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতেন। মঠের সেবকগণ ইঁহাকে অভিভাবকরূপে পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন তাঁহারা অভিভাবকশূন্য হইয়া হতাশ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের ইনি বিশিষ্ট সদস্যও ছিলেন।

শ্রীল ইন্দুপতি প্রভুর ব্রজরজঃ প্রাপ্তির সংবাদ তিনদিন বাদে নিউদিল্লী মঠে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ২৭ ডিসেম্বর (১৯৯১) সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ কএক শত বৈষ্ণব বিরহোৎসবে যোগদান করতঃ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি প্রভুর আকস্মিক নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৯৮
১১ বিষ্ণু, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, রবিবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯২ | ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ
৬ই মাঘ, ১৩৩৭ ; ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩১

স্নেহাস্পদেষু—

আমরা প্রপঞ্চে অবস্থানকালে আপাত সুখের মায়া-মরীচিকায় ধাবিত হই, তজ্জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে তদ্রূপ উদ্দাম-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া কষ্টের মধ্যে না পড়ি। জন্মে-জন্মে আমরা হরিবৈমুখ্য লাভ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি যথাযথ আচরণ-পূর্ব্বক নিজ-মঙ্গল সাধন করিতে পারি নাই। ইহজন্মে ভগবদ্ভক্ত-গণের অলৌকিক সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উদ্দাম-ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে ব্যস্ত হইলাম! সুতরাং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে! প্রপঞ্চে ত্রিতাপ-তপ্ত জীবসমূহের উচ্ছৃঙ্খলতাকে বহুমানন করিয়া ধনপরিত্যাগকারী নির্ব্বোধ আমি কতই না প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হইলাম! সুতরাং আপনাদের কৃপালাভের আশায় ধাবিত হইয়াও আপনাদের সেবা করিতে সমর্থ হইলাম না! পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ, জগাই-মাধাই হইতেও গুরুতর পাপিষ্ঠ আমার দুর্গতি দেখিয়া আমার নিত্য বান্ধব-গণ কতই না যত্ন করিয়াছেন ; কিন্তু আমি প্রবল-চাঞ্চল্য-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই।

আপনি সাংসারিক সুখশান্তি লাভের জন্য যে পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ও করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনুমোদনের যোগ্যতা নাই। যেহেতু আমাদের চিত্ত আপনাদের ন্যায় সুনীতি-পরায়ণ নহে। যখন আমরা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলাম না, তখন আর তদ্ব্যতীত অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আমাদের

সময় নাই। তজ্জন্য জাগতিক শুভানুধ্যায়িগণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ।

আর একটি বিষয়ে আপনার সহিত আমার মত-ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি * * কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-দোষ ও প্রাকৃত-দুর্ব্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন; আমি কিন্তু সেই প্রতিকূলবিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুনীতি পাঠকালে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব; সকলই আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী নিজেকে গৌর-নিত্যানন্দের ভৃত্য জানিয়া সকলই তাঁহার উপাস্যের দাসেরই দোষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার সে-দিন কবে হইবে—যে-দিন আমি এই কথা বুঝিতে পারিব; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন বুঝিতে পারি—আমি প্রাণিমাত্রে মনো-বাক্যে উদ্বেগ দিলাম। এই বিচার যেন উত্তরোত্তর প্রবল থাকে।

আমি আপনার কোন সেবাই করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনি আপনার প্রিয়জনের পরামর্শে তাঁহা-দের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি অলস, মন্দবুদ্ধি; সুতরাং আপনার ন্যায় কৃতিপুরুষের যথোপযুক্ত সেবা করিতে না পারিয়া দুঃখিত ও অনুতপ্ত আছি। দয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইবে। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
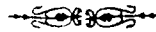
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মা দদর্শ [১০।১৩।৫৪, ৫৭-৬২]

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যপনিষদ্দৃশাম্ ॥৬৬॥

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥
যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকম্ ॥৬৭॥

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচেষ্ট ॥৬৮॥

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥৬৯॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

তখন ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম। তাহাতে যে রসবৈচিত্র্য, তাহা সমস্তই সত্যজ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দমাত্র রস-মূর্ত্তি। উপনিষচ্চক্ষেও তাহাদের ভূরিমাহাত্ম্য অস্পৃষ্ট ॥৬৬॥

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া সম্মুখে দেখিলেন যে, বনটী বৃন্দাবনবাসী জনের আজীব্য দ্রুমাদি দ্বারা পূর্ণ এবং নিত্যপ্রিয়। স্বাভাবিক বৈরাদিভাবযুক্ত নরমৃগাদি মিত্রভাবে বাস করিতেছেন। বৃন্দাবন নিত্যই কৃষ্ণের আবাসভূমি, তথায় ক্রোধ লোভাদি

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।১১, ৩৯]

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥৭০॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ॥৭১॥

ধেনুকবধঃ [১০।১৫।২০-২২]

শ্রীদামা নাম গোপালো রাম কেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্নেদমব্রুবন্ ॥
রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনির্বহণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্ ॥
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥৭২॥

বলদেবঃ [১০।১৫।৩২, ৪০]

স তাং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥
অথ তাল ফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হত ধেনুককাননে ॥৭৩॥

কালীয়দমনম্ [১০।১৬।১]

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥

[১০।১৬।৬৬-৬৭]

পূজায়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্ ॥
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ ॥৭৪॥

[১০।১৭।২০-২২ ও ২৫]

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥
তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নি সর্ব্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥
তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম ॥
ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরম্।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥৭৫॥

নাই ॥৬৭॥

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেখিলেন, সেই বৃন্দাবনে গোপ-বংশীয় শিশুত্বনাট্য বিস্তার করিয়া অদ্বয়ব্রহ্ম অগাধ-বোধস্বরূপ পরতত্ত্ব অনন্ত গুণময় কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ বৎস ও সখাদিগকে চারিদিকে কবলহস্তে অন্বেষণ করি-তেছেন ॥৬৮॥

কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্বর নিজধোরণ অর্থাৎ স্ববাহন হইতে নামিয়া কনকদণ্ডবৎ স্বীয় বপু পৃথি-বীর উপর নিপাতিত করিয়া চারিটী মস্তকাস্থিত মুকুটকোটিদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন এবং আনন্দাশ্রুদ্বারা সেই পদদ্বয়কে অভি-ষেক করিলেন ॥৬৯॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহং-কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, বারি ও ভূমি এইগুলির দ্বারা সংবেষ্টিতত অণ্ডঘটরূপ সপ্তবিতস্তিকায় আমি কে? আবার এইরূপ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুবৎ যাঁহার প্রতি লোমকূপে গবাক্ষদ্বারে বিচরণ করিতেছে, সেই তোমার মহিমার সীমাই বা কোথা? ৭০॥

হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বদৃক্ সমস্ত অবগত আছ। আমাকে অনুগত দাস বলিয়া স্বীকার কর। তুমিই জগৎ সমূহের নাথ। এই জগৎটী তুমিই আমাকে অর্পণ করিয়াছ ॥৭১॥

রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামা-নামক গোপাল, সুবল, তোককৃষ্ণ আদি গোপসকল প্রেমপূর্ব্বক বলিল, হে মহাসত্ত্ব রাম! হে দুষ্টঘাতিন্ কৃষ্ণ! এইস্থান হইতে অল্পদূরে তালপংক্তি পূর্ণ একটী সুমহদ্বন আছে। সেখানে অনেক ফল পড়িয়া আছে ও পড়ি-তেছে; কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সেই সকল ফল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥৭২॥

তখন বলদেব সেই ধেনুকগর্দভের পদদ্বয় হস্ত-দ্বারা ধরিয়া ঘুরাইয়া নিহত করিলেন এবং তাল-বৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। মনুষ্যসমূহ বিগত-ভয় হইয়া সেই হস্তধেনুক কাননে তালফল খাইতে লাগিলেন এবং গরুসকল তৃণভোজন করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

কালিয়বিষে যমুনাজল দূষিত হইয়াছে দেখিয়া

প্রলম্ববধঃ [১০।১৮।১৭-১৮, ২৪]

পশূংশ্চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥
তদ্বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥৭৬

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥৭৭॥

ততঃ বলদেবঃ জ্ঞাতা [১০।১৮।২৮ ও ২৯]

রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা।
স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥৭৮॥

দাবানলপানম্ [১০।১৯।৭, ১২]

ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥৭৯॥

গোপানামার্ত্তিশ্রবণাৎ।
তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥৮০

কৃষ্ণ তাহার শুদ্ধিকামনায় সেই সর্পকে তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। জগন্নাথ কৃষ্ণকে পূজাপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিক্রমা করিয়া কলত্র, পুত্র ও সুহৃদ্‌গণ সহিত কালিয় সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক-দ্বীপে গমন করিল। সেই অবধি নির্ব্বিষ হইয়া যমুনা অমৃতজলা হইলেন ॥৭৪॥

হে রাজেন্দ্র ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্রজবাসী ও গো-সমূহ কালিন্দীকূলে সেই রাত্র বাস করিলেন। সহসা শুচিবনোদ্ভূত দাবাগ্নি সমস্ত ব্রজ দগ্ধ করিতে উপক্রম করিল। সেই ঘোর রাত্রে সকলে নিদ্রিত ছিলেন তখন ব্রজ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সকলে সম্ভ্রমে উঠিয়া মায়া-মনুষ্য পরমেশ্বর কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। স্বজনগণের বৈক্লব্য দেখিয়া জগদীশ্বর অনন্ত শক্তি-ধারী অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণ সেই অগ্নিকে তৎক্ষণাৎ পান করিয়া ফেলিলেন ॥৭৫॥

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ পশু চরাইতেছিলেন, প্রলম্বাসুর তাঁহাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে গোপরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক উপস্থিত হইল। সর্ব্বদর্শন ভগবান্ দাশার্হ তাহা জানিয়াও তাহার বধ বিচার করিয়া তাহার সহিত প্রথমে সখ্য ব্যবহার করিলেন। ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিল এবং প্রলম্ব রোহিণীসুত বলদেবকে বহন করিতে লাগিল ॥৭৬-৭৭

বলদেব প্রলম্বকে জানিতে পারিয়া দৃঢ়মুষ্টির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ পর্ব্বতকে বজ্র দ্বারা আহত করেন তদ্রূপ। এক আঘাতেই সেই অসুর বিদীর্ণমস্তক হইয়া মুখদ্বারা রক্তবমন করিতে করিতে মহারবে বিগত জীবন হইয়া গেল ॥৭৮॥

তদনন্তর দাবাগ্নিরূপ ধূমকেতু বনবাসীদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য হঠাৎ উত্থিত সারথিরূপ বায়ুর সাহায্যে স্থিরজঙ্গমকে নাশ করিতে লাগিল ॥৭৯॥

গোপাদিগের আর্ত্তি দেখিয়া কৃষ্ণ সকলকে চক্ষু নিমীলিত করাইয়া উল্বণ অগ্নিকে মুখদ্বারা পান করিয়া ফেলিলেন এবং মহাযোগ দ্বারা সকলকে অগ্নিমুক্ত করিলেন ॥৮০॥ [ক্রমশঃ]

শ্রীগুরুপূজা

(৩)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের ১ম বিলাসের ৩০তম সংখ্যায় শ্রীমদ্-ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৮৭তম অধ্যায়োক্ত শ্রুতিস্তবের নিম্নোক্ত ৩৩তম শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ।।"

—ভাঃ ১০।৮৭।৩৩

ইহার অর্থ এই যে—"হে অজ (ভগবন্), যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায়বিষয়ে খিদ্যমান (ক্লিষ্ট) এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় সংসারসমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন ।"

মায়াকৃত সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ জীবগণের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ কেহ বা গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না, কেহ বা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী ইত্যাদি—নির্ব্বিশেষ সচ্ছাস্ত্রবিচারের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত যাঁহাকে তাঁহাকে 'গুরু' করিয়া হাতের জল শুষ্ক করিবার 'গতানুগতিক ন্যায়' অবলম্বন করেন ! [এই ন্যায়ের অর্থ এই যে,—গঙ্গাস্নানে সমাগত ব্রাহ্মণগণের তীরে সংরক্ষিত কোশাকুশি গোলমাল হইতে পারে মনে করিয়া অর্থাৎ স্নানান্তে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমক্রমে অন্য ব্রাহ্মণের কোশাকুশি লইয়া না যান, এজন্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজ কোশাকুশি চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য তন্মধ্যে একদলা গঙ্গামৃত্তিকা রাখিয়া গেলেন । তদ্দর্শনে অন্যান্য ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, এইরূপ গঙ্গামাটি রাখাই বোধ হয় নিয়ম, এই মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই নিজ নিজ কোশামধ্যে একদলা মাটি রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিলেন । অতঃপর প্রথম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখেন যে, সকলের কোশায়ই একদলা করিয়া গঙ্গামৃত্তিকা, তখন প্রথম বৃদ্ধপণ্ডিত ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন —অহো জগতে জনসাধারণ এইরূপই গতানুগতিক অর্থাৎ তাহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে এক-জন আর একজনের কর্ম্মের অনুবর্ত্তন বা অনুকরণ মাত্র করে ।]

গুরুকরণ সম্বন্ধে প্রায়শঃ সাধারণ মনুষ্যসমাজে ঐরূপ আনুকরণিক পন্থা বা গতানুগতিক প্রথাই চলিয়া আসিতেছে ! এজন্য প্রায়ই দেখা যাইতেছে— গুরুগিরি একটা বেশ ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, দেশকালপাত্রানুসারে যেখানে যেরূপ গুরু-গিরি ব্যবসায় চলিতে পারে, সেইরূপ বেশধারণ করিয়া বেশ একটা অর্থোপার্জ্জনের ফন্দী আবিষ্কৃত হইয়াছে ! ধন্য কলিযুগ ! তেরি তামাসা দুখ লাগে ওর হাসি ! অজ্ঞসাধারণের মধ্যে ত' বুজরুকী নানাস্থানেই চলিতেছে, আবার তথাকথিত শিক্ষিত মহলেও এরূপ বুজরুকীর অভাব নাই । তাহা আবার উত্তম উত্তম সাধুচিত বেশধারণ করিয়া পাণ্ডিত্যের আবরণে যাত্রাদলের নারদমুনির অভিনয় করিতেছে ! হায় হায় প্রকৃত নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত পরদুঃখকাতর মহাত্মবৃন্দ জগতের এরূপ অবস্থা দেখিয়া বড়ই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছেন । সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ তাঁহার কৃপাশক্তিসঞ্চারিত নিজগণদ্বারা জীবকে গুরুকরণের এ মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ না করিলে জীবগণকে প্রকৃত সদ্‌গুরুপাদা-শ্রয়-লাভের সৌভাগ্য হইতে মনে হয় চিরবঞ্চিতই থাকিতে হইবে ।

উপরিউক্ত 'বিজিতহৃষীক' শ্লোকের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীভগবদ্ভজন-ব্যাপারে মনকে নিশ্চলীকরণার্থ কেহ যদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক আসন-প্রাণায়ামাদি যৌগিকক্রিয়া দ্বারা অতিচঞ্চল মনকে নিগৃহীত করিতে মনস্থ

করেন, তাহাতে বলা হইতেছে—কৃষ্ণপ্রিয়তম কৃষ্ণাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম দৃঢ়ভক্তি দ্বারা মনোনৈশ্চল্য অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—"'সর্ব্বঞ্চৈতদ্ গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ'। গুরুভক্তিং বিনা তু মনো জয়ার্থ অপি যোগা অকিঞ্চিৎকরা এব।" অর্থাৎ গুরুভক্তি ব্যতীত মনোনিগ্রহার্থ যোগাদি উপায় অকিঞ্চিৎকর মাত্র। গুরুসেবা ছাড়িয়া অন্যান্য উপায়কে বহুমানন করিতে গেলে অকৃতকর্ণধার বণিকের পণ্যদ্রব্যপূর্ণ অর্ণবপোতের ন্যায় নানাভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অতি দুর্নিগ্রহ মনকে নিগৃহীত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহার 'সারার্থবর্ষিণী' টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

অতি বলবান্ ব্যাধি যেমন সদ্‌বৈদ্যোপদিষ্ট প্রকারানুসারে তৎপ্রদত্ত ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন-ফলে আরোগ্য লাভ করে তদ্রূপ অভ্যাস অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রকারানুসারে পরমেশ্বর-ধ্যানযোগের নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা এবং 'বৈরাগ্য' অর্থাৎ জড়-রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়ে অনাসক্তি দ্বারা অতিদুর্দ্দান্ত মন অনায়াসেই নিগৃহীত হইতে পারে। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম হইয়া গুরুদেবই আমার পরম শুভানুধ্যায়ী বান্ধব—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে তদুপদিষ্ট বিধানানুসারে সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র শীঘ্র ভজনোন্নতি লাভ হয়, কামাদি অতিভয়ঙ্কর —অতিদুর্জ্জয় রিপুকে দমন করা—অতিচঞ্চল অতিভয়ঙ্কর অবাধ্য মনকে নিগৃহীত করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। গুরুপাদপদ্মকে 'আমার পরমহিতকারী বান্ধব' বলিয়া বিশ্বাস না করিলে গুরুপাদাশ্রয়ই হয় না, তদুপদিষ্ট সাধনভজনে উন্নতিলাভ ত' দূরের কথা! শতসহস্র বিপদঝঞ্ঝাবাত আসিয়া তাহার প্রতি পদবিক্ষেপকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলে, তবে সাধনপথে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় লাভ একান্ত আবশ্যক। তাই সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহু শাস্ত্র-বাক্যাবলম্বনে সদ্‌গুরুর লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে 'মন্ত্রমুক্তাবলী' গ্রন্থোপদিষ্ট একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধার করিতেছি :—

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সদ্‌গুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্‌গরিমানিধি॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।১।৩২-৩৩ ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলীবাক্য

অর্থাৎ 'মন্ত্রমুক্তাবলী' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

'অবদাতঃ'—পাতিত্যাদি দোষরহিত বংশ যাঁহার অর্থাৎ যিনি সদ্বংশজাত; **'শুদ্ধঃ'**—নিজেও পাতিত্যাদি দোষরহিত, 'স্বোচিতাচারতৎপরঃ'—স্বীয় বিহিত আচার-নিরত (গুরূপদিষ্ট সদাচারপরায়ণ), আশ্রমী (চারিটি আশ্রমের যে কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকিয়াও কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণভজনপরায়ণ) ক্রোধরহিত (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়) বলিয়াছেন—'ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা', 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে', ...'নিযুক্ত করিব যথা তথা'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (গীঃ ৩।৩৭)—"হে অর্জ্জুন, রজোগুণসমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। কাম—বিষয়াভিলাষস্বরূপ। কামই অবস্থাভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'ক্রোধ' হয়। কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণ আশ্রয় করিয়া তাহাই ক্রোধ হইয়া পড়ে। কাম অতিশয় উগ্র এবং সর্ব্বভুক্, কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ) সুতরাং এই রজস্তমোগুণোত্থ কাম-ক্রোধকে অতিভয়ঙ্কর সর্ব্বভুক্ প্রধান শত্রুজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবে শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যমাধিকারী ভক্তের ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশ বা তত্ত্বানভিজ্ঞজনে তত্ত্বোপদেশ বা দীক্ষামন্ত্রদানাদি কৃপা এবং ভক্তদ্বেষী —কৃষ্ণাভক্তজনের প্রতি উপেক্ষা বা অসহযোগ নীতি

অবলম্বন—এই সমস্ত লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং অক্রোধ—পরমানন্দ নিত্যানন্দানুগত্যই গুরুদেবের বিশেষ লক্ষণ।); **বেদবিৎ** (বেদজ্ঞ—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন —(গীঃ ১৫।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) "আমিই জগজ্জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত; আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল 'জগদ্ব্যাপী ব্রহ্ম' মাত্র নহি, কিন্তু জীব-হৃদয়স্থিত কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। আবার কেবল 'ব্রহ্ম' বা 'পরমাত্মা' রূপেই জীবের উপাস্য নই, কিন্তু জীবের নিত্যমঙ্গলবিধাতৃস্বরূপ জীবের উপদেষ্টাও বটে। আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য 'প্রকৃতিগত ব্রহ্ম', 'জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা' এবং 'পরমার্থদাতা ভগবান্'—এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশদ্বারা আমিই বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্ত্তা।" অতএব সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবানই বেদব্যাস দ্বারা বেদান্তকর্ত্তা। শ্রীভগবানেরই শক্ত্যাবেশ অবতার বেদব্যাস, সুতরাং বেদব্যাসরূপে বেদান্তকর্ত্তা কৃষ্ণই এবং বেদবিৎ বা বেদার্থবেত্তাও তিনিই—'মত্তোহন্যো-বেদার্থং ন জানাতি' (চঃ টীঃ) অর্থাৎ আমা ছাড়া আর কেহই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানেন না, আমি যাঁহাকে জানাই, তিনিই জানিতে পারেন। সুতরাং ভগবৎকৃপায়ই প্রকৃত বেদজ্ঞতা লভ্য হয়। বেদের সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞানের কথা শ্রীভগবান্ই গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে ৬৫ ও ৬৬ শ্লোকে সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে জানাইতেছেন—'মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতিমূলা ভক্তিই জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত বেদজ্ঞতা। এজন্য শ্রীগুরুদেবের ইহাই একটি প্রধান লক্ষণ—পদকর্ত্তা নয়নানন্দ কীর্ত্তন করিয়াছেন—"চারিবেদ ষড়দরশন, করি' অধ্যয়ন, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে। বৃথা তার অধ্যয়ন, লোচনবিহীন জন, দরপণে অন্ধে কিবা কাজে। বেদবিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার। নয়নানন্দভণে, সেই সে সকলি জানে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার ॥' "বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন ॥ 'অভিধেয়'-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম' প্রয়োজন। পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"—ইহাই বেদের তাৎপর্য্য, এই জ্ঞানলাভই প্রকৃত বেদজ্ঞতা। নতুবা বেদমন্ত্র মুখস্থ করিলেই বা আবৃত্তি করিলেই বেদজ্ঞ হওয়া যায় না।') **সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ**— সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। "ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ। গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা ॥" অর্থাৎ মহাভারতে সর্ব্ববেদার্থ বিরাজিত, আবার সমগ্র মহাভারতের মর্ম্মার্থ সম্পূর্ণরূপে গীতায় রহিয়াছেন। এজন্য গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সুতরাং সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ পদ্মনাভমুখপদ্মবিনির্গত গীতা উত্তমরূপে পান করিতে হইবে। সমগ্র উপনিষৎ দুগ্ধবতী গাভীসদৃশ, কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন সেই গাভীর বৎসস্বরূপ, সেই গাভীর দোহনকর্ত্তা স্বয়ং শ্রীগোপালনন্দন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ, দুগ্ধ—সুমহৎ গীতামৃত, আবার দুগ্ধের ভোক্তা—সুধীঃ অর্থাৎ উত্তম বুদ্ধিমান্ জনগণ। স্বয়ং ভগবান্ই আবার সেই ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা উত্তম বুদ্ধিদাতা। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"আমার নিত্য সংযোগাকাঙ্ক্ষী প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারি জনগণকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে সাক্ষাৎ নিকটে পাইতে পারেন।" আবার ঐ গীতারও তাৎপর্য্য গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত, বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সার মীমাংসা গ্রন্থ—শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবত। গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত অর্থাৎ সমগ্র বেদেরও মর্ম্মার্থবোধক। শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্ববেদেতি হাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃত্য' অর্থাৎ সমগ্র বেদ, মহাভারত ইতিহাসের সারসমূহ এই শ্রীভাগবতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই শ্রীভাগবতবেত্তাই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। **শ্রদ্ধাবান** [শ্রদ্ধা শব্দে ভক্তি বা বিশ্বাস বুঝায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ অধ্যায়ে (৫৯-৬৭) লিখিয়াছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কথা বলিয়া উপসংহারে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া বিচার করিয়াছেন,

ইহাতে ভক্তের শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাস হইলে তিনি সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগাবলম্বনে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন]—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা—বলবান্ ॥
এই আজ্ঞা-বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয় ।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে' ॥"

—ভাঃ ১১।২০।৯

[অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্বেদ উদিত না হয় অথবা মৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি পুণ্যকর্ম্ম কৃত হউক।" —চৈঃ চঃ ম ৯।২৬৬ ধৃত ভাগবতবাক্যের অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য ।]

['শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী ।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর ।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্ ।
মধ্যম-অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠ জন ।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥"]

অনসূয়ঃ (অর্থাৎ অসূয়ারহিত । 'অসূয়া'র আভি-ধানিক অর্থ—গুণে দোষারোপ, দ্বেষ, ক্রোধ ।), প্রিয়বাক্ (প্রিয়বাদী), প্রিয়দর্শন, শুচি (অন্তরে বাহিরে পবিত্র), সুবেশঃ (ভক্তজনোচিত বেশধারী), তরুণঃ (যুবক অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে যুবকতুল্য উৎ-সাহবিশিষ্ট), সর্ব্বভূতহিতে রতঃ (অর্থাৎ শ্রীভগ-বানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্বজীবের হিতসাধনে নিরত) ধীমান্ (বুদ্ধিমান্—'অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্ । নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ।'), অনুদ্ধতমতি (স্থিরমতি), পূর্ণঃ (যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিধন বা প্রেমধন ব্যতীত অন্য কোন জড় লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির আকাঙ্ক্ষা নাই), অহন্তা (অহিংসক), বিমর্শকঃ (অথবা 'অহন্তায়া বিমর্শকঃ' তত্ত্ববিচারক), সদ্গুণঃ (বাৎসল্যাদি গুণ-বিশিষ্ট), অর্চ্চাসু কৃতধীঃ (ভগবৎপূজায় কৃতবুদ্ধি অথবা কৃতনিশ্চয়), কৃতজ্ঞঃ (কৃত-বিষয় স্বীকার), শিষ্যবৎসলঃ (পুত্রপ্রতিম শিষ্যের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাহার ভজনোন্নতিবিষয়ে যত্নশীল), নিগ্রহানু-গ্রহে শক্তঃ (নিগ্রহ অর্থাৎ অনুগ্রহাভাব, দণ্ড, তাড়ন-ভর্ৎসন, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ), হোমমন্ত্র পরা-য়ণঃ (হোম ও মন্ত্রাদিতৎপর), ঊহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ (তর্ক বিতর্কের প্রকারজ্ঞ), শুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তারত), কৃপালয়ঃ (কৃপার আলয়স্বরূপ) ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট গুরুই গরিমার নিধিস্বরূপ ।

সদ্গুরুকরণ-বিচারে কেহ বা 'আশ্রমী' অর্থে গৃহী বলেন, কেহ বা চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী বলেন, কেহ বা গুরুদেবকে বিপ্রকুলোদ্ভূত হইতেই হইবে ইত্যাদি মত প্রকাশ করেন, আমরা কিঞ্চিৎ রায় রামানন্দ-সংবাদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি নিম্নে উদ্ধার করিতেছি । মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭

উক্ত পয়ারের 'অনুভাষ্যে' লিখিত হইয়াছে—

"বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-গৃহস্থই হউন, যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্ম-প্রদর্শক, দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে, বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। মহাপ্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নহে। এই তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীবিশ্বম্ভর মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মাধ-বেন্দ্র পুরী গোস্বামী (মতান্তরে শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ) সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঐ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসীর নিকটই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকা-নন্দ শৌক্রব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্রব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের

নিকট, কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাস গদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্মব্যাধাদি অনেকেরও শিক্ষাগুরু হইবার ব্যাঘাত ছিল না।"

শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সদ্‌কুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৭

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে ভক্তের 'বড়' 'ছোট' প্রভৃতি বিচার জাতিকুলবিদ্যাধনাদি লইয়া প্রদর্শিত হয় নাই, কৃষ্ণভজনে কোন জাতিকুলাদির বিচার নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনে সকলেরই অধিকার আছে। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রবিধি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে তদীয় শ্রীচরণকমলে বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ]

ছিলাম কোথায়, এলাম হেথায়,
কোথায় যাব ভাবি না।
সাধু শাস্ত্র বাণী, কতই যে শুনি,
তবু বোঝা ত' গেল না ॥১॥

আনা গোনা সার, সকলই অসার,
বুঝাইলে ত' বুঝিনা।
কি যেন অভাব, ভেবে কত ভাব,
স্বভাব ছাড়া গেল না ॥২॥

যেতে হবে ঠিক, সব যে বেঠিক,
সঠিক জানা গেল না।
কি করিব হায়, ভাবি যে সদায়,
শেষ হ'ল না বাসনা ॥৩॥

ভাবি সদা মনে, জনমে জনমে,
ভুগেছি কত যাতনা।
যাতনার কথা, জেনে লাগে ব্যথা,
সে ব্যথা দূর হ'ল না ॥৪॥

"শুনি" শ্রীহরি সাধনা, করিলে যাতনা,
সব হয় অবসান।
শ্রীহরি দর্শন, হবে কি কখন,
ভাবিয়া আকুল মন ॥৫॥

কত উপদেশ, স্বদেশ বিদেশ,
দিয়েছি শুনেছি আমি।
এবে ভাবি হায়, লব যে বিদায়,
সঙ্গে কি-যাবে না জানি ॥৬॥

পেয়েছিনু হরি! ভবের কাণ্ডারী,
সদ্‌গুরু এই ভবে।
কিন্তু ভব পার, হইনু অপার,
বলিয়াছি উচ্চ রবে ॥৭॥

অন্তিম আগত, তব পদে নত,
হয়ে দাস সন্ত কয়।
রাঙা পদে ঠাঁই, দিও গো গোসাঁই,
হরি পদে স্থান চায় ॥৮॥

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satisn Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1992

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীঈশান ঠাকুর

(৭৭)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

ঈশান ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শাখায় গণিত হইয়াছেন।

'শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।১১০

ঈশান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহভৃত্য ছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে ভৃত্যরূপে সেবা করিবার সৌভাগ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজপার্ষদ ব্যতীত অন্যের হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তেরই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি মহাপ্রভুকে বাল্য-কালে ক্রোড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মহাপ্রভুর এই সেবার দ্বারা তিনি যে মহাভাগ্যবান্ তাহা পরি-জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি নিমাইএর বালচাপল্য সকল সহ্য করিয়া নিমাইএর সমস্ত আব্দার পূর্ণ করিতেন। নিমাইও ঈশানকে বাদ দিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না।

'ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান।
নিমাইচান্দের অতি প্রিয় যে ঈশান॥
ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুঁটি করে তা ঈশান সমাধয়॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৯৫-৯৭

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবলদেবাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবার সুযোগও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। শচীগৃহে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভোজন-

লীলাকালে ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে ঈশান পাদপদ্ম ধৌত করিতে জল দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য জননীকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং যাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

'ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ৮।৫৯

ঈশান ভগবানের পার্ষদ হওয়ায় সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা ছিলেন। ভগবানের পূজা অপেক্ষাও ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ এই তত্ত্ব জানিয়া তিনি অতি প্রীতির সহিত শ্রীযশোদার অভিন্নস্বরূপ শ্রীশচীমাতার গৃহের যাবতীয় সেবা করিতেন। শচীদেবীর স্নেহ লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। ভক্তের মাধ্যমেই ভগবান্ কৃপা করিয়া থাকেন। ভক্ত-কৃপানুগামিনী ভগবৎ-কৃপা। শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় ঈশানদাসের মহিমা এই-রূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

'বন্দিব ঈশানদাস করজোড় করি।
শচীঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১২।৭৪

'বিপ্র কহে এই দেখি আইলু ঈশানে।
কি বলিব, কে বা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে ॥
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহো সর্ব্বত্র বিদিত।
শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত ॥
সেবিলেন সর্ব্বকালে আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১২।৭০-৭৩

'সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ৮।৭৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার গৃহ, জননী ও তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দেখাশুনার ভার ঈশানের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে—'ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার। যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥'—৭৩ পয়ারের গৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'প্রভুর গৃহভৃত্য ঈশান বিক্ষিপ্ত অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মুক্ত করিলেন। ঈশানের ভাগ্যের সীমা নাই। তিনি প্রভুর জননীর সেবাকার্য্যে চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও ভৃত্য ঈশান তাঁহার প্রভু-জননী ও প্রভুপত্নীর সেবা লাভ করিয়া জগতের ধন্য ভৃত্যগণের মধ্যে পরমধন্য বা ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন।'

ঈশান ঠাকুর দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবী এবং নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সকল ভক্তগণ অন্তর্ধান করার পর তিনি অপ্রকট হন। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দেখাইয়া-ছিলেন। ঈশান যখন সেই লীলাস্থলসমূহ দেখাইয়া-ছিলেন তখন সেগুলি একেবারেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, ইহাতে অনুমান হয় তিনি কত দীর্ঘজীবি ছিলেন।

'প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে।
প্রভুর ঈশান মাত্র আছেন একলে ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১১।৭২১

শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নবদ্বীপধামে ঈশান ঠাকুরের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যখন শ্রীখণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত মিলিত হইতে আসিলেন সংবাদ পাইলেন ঈশান ঠাকুর অন্তর্ধান করিয়াছেন।

---

* ঈশান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহভৃত্য ঈশান ব্যতীত 'ঈশান' নামে আরও কতিপয় ভক্ত ছিলেন। (১) শ্রীল সনাতন গোস্বা-মীর ভৃত্যের নাম—ঈশান। (২) বৃন্দাবনবাসী গৌড়দেশীয় ভক্তের নাম ঈশান। যে সময়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে গোবর্দ্ধনধারী গোপালদেবকে ভক্তগণের সহিত দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের মধ্যে ঈশান অন্যতম। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু যেকালে গোস্বামিগণের গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়-দেশে আসিয়াছিলেন সেই সময় এই 'ঈশানই' তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। (৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে

'পথে আসি লোকমুখে করিনু শ্রবণ।
ঈশান ঠাকুর হইলা সঙ্গোপন ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শচীমাতার অন্তর্ধান লীলার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ও শ্রীঈশান ঠাকুরকে শ্রীবংশী-বদনানন্দ ঠাকুর সেবা করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

(১)

মহারাজ নহুষ

শ্রীনহুষ চন্দ্রবংশীয়* প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আয়ু এবং মাতার নাম স্বর্ভানবী। চন্দ্রের (সোমের) পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু। পুরূরবা চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা নামে খ্যাত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ', শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গভাষায় 'মহাভারতের গদ্যানুবাদ', শ্রীআশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান এবং শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-অবলম্বনে লিখিত।

বিশ্বকোষে নহুষের পত্নীর নাম 'অশোকসুন্দরী', আশুতোষ দেবের বাংলা-অভিধানে 'বিরজা' নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মহারাজ নহুষের ছয়টী পুত্র—যতি, যযাতি, শর্য্যাতি (সংযাতি), আয়াতি (আয়তি), বিয়তি ও কৃতি। নহুষ ন্যায়পরায়ণ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি কঠোর শাসনের দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিগণকে দমন করিয়াছিলেন, এইজন্য শিষ্ট প্রজাগণ তাঁহার শাসনে সুখে বাস করিতেন। তিনি নিজ শক্তিবলে 'তুণ্ড' নামক এক ভীষণ দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। তপোবলে ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। তিনি অজ্ঞানবশতঃ গোবধ করিয়াও স্বীয় পুণ্যবলে গোবধের পাপে লিপ্ত হন নাই। এইরূপ কথিত হয় যে, প্রয়াগ-তীর্থে তপস্যায় নিরত জলমধ্যে নিমগ্ন মহর্ষি চ্যবনকে ধীবরেরা মৎস্যের সহিত জালে উঠাইয়া মহারাজ নহুষের নিকট বিক্রয় করেন। ইনি নিজ মহাপুণ্যফলে স্বর্গে গিয়াছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র যেকালে বৃত্রাসুর বধহেতু ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্তির জন্য মানসসরোবরে লক্ষ্মীর দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া পদ্মনাল তন্তুতে সহস্র-বৎসর কাল ছিলেন, সেকালে দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য শাসনের জন্য নহুষকে স্বর্গের অধিপতি করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গের ঐশ্বর্য্য লাভের পর নহুষ ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, কামপরায়ণ ও বিলাসী হইয়া পড়িলেন। এমন কি ইন্দ্রপত্নী শ্রীশচীদেবীকেও ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে আসিল। দেবগুরু বৃহস্পতি, দেবতাগণ ও ঋষিগণ সকলেই চিন্তিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারাই অশেষ গুণ দেখিয়া নহুষকে অনুরোধ করিয়া স্বর্গের অধিপতি করিয়াছিলেন। হিতে বিপরীত হওয়ায় এখন তাঁহারা অনুতপ্ত। নহুষকে গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা ব্যর্থ হইলেন। ইন্দ্রাণী শচীদেবী বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। ঋষিবাহিত পাল্কীতে আসিলে নহুষের

ঈশান-আচার্য্য নামে একজন ভক্তের নাম উল্লিখিত এবং ব্রজের মৌনমঞ্জরীরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। (৪) অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীঈশান নাগর।

* চন্দ্রবংশীয় ঃ—চন্দ্র হইতে জাত পুরুষ-পরম্পরা চন্দ্রবংশ। জনক, কুরু, যদু প্রভৃতির বংশ। ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। অত্রির পুত্র চন্দ্র।

সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

ইচ্ছা পূর্ত্তি হইবে—এইরূপ আশ্বাসন দিতে শচীকে বৃহস্পতি বুদ্ধি দিলেন। তদনুসারে শচীদেবী নহুষের নিকট উক্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিলে নহুষ কামান্ধ হইয়া, যে ঋষিগণ তাঁহাকে স্বর্গের অধিপতি করিয়াছেন, তাঁহাদের স্কন্ধে পাল্কীতে চড়িয়া শচীর সমীপে উপসন্ন হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ঋষিগণ প্রমাদ গণিলেন। ঋষিবাহিত শিবিকায় চলিবার কালে ঋষিগণের সহিত মন্ত্র-সম্বন্ধে নহুষের তর্ক-বিতর্ক হয়। তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে দম্ভবশতঃ নহুষ অপ্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহার পদ অগস্ত্যমুনির মস্তককে স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া 'সর্পযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। অভিশাপের ফলে নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনে নিপতিত হইলেন।

"পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্দ্বিজৈঃ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥"

—ভাগবত ৯।১৮।৩

'ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্টতা ব্যবহার করায় পিতা নহুষ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অগস্ত্যাদি ঋষিগণ কর্তৃক অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে যযাতিই নৃপতি হইলেন।'

'তাবৎ ত্রিনাকং নহুষঃ শশাস
বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ।
স সম্পদৈশ্বর্য্যমদান্ধবুদ্ধি-
র্নীতস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা ॥'

—ভাগবত ৬।১৩।১৬

'যে পর্য্যন্ত ইন্দ্র জলে পদ্মনাল তন্তুতে বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবলে স্বর্গপালনশক্তিসম্পন্ন নহুষই স্বর্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নহুষ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে হতবুদ্ধি হওয়ায় ইন্দ্রপত্নী শচী তাহাকে সর্পযোনি লাভ করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ নহুষ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রপত্নী শচীকে ভোগ করিবার ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

অত্যন্ত ভীত ও সন্তপ্ত হইয়া অগস্ত্যমুনির নিকট নহুষ পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে মুনিবর করুণাপরবশ হইয়া বলিলেন—'যুধিষ্ঠির মহারাজ আপনাকে শাপমুক্ত করিবেন। আপনার প্রশ্নের সদুত্তর যুধিষ্ঠির মহারাজ দেওয়ার পর আপনি সর্পযোনি হইতে মুক্তি পাইবেন।'

নহুষের শাপ-বিমোচন-প্রসঙ্গ মহাভারত বনপর্ব্বের ৭৯ হইতে ৮১—এই তিনটী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে অবস্থানকালে একদিন ভীমসেন মৃগয়ায় গেলে মহাবল অজগর সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রভূত বলশালী ভীম সর্পের বেষ্টন হইতে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুক্ত হইতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন, সর্পের প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তাহা শুনিয়া অজগর সর্প বলিল বহুদিন হইতে সে ক্ষুধার্ত্ত, তাহাকে খাইবার জন্য সে অভিলাষী। সর্পের ঐরূপ বাক্যে ভীমসেন নিজের মৃত্যুচিন্তা করিয়া ভীত হইলেন না, যক্ষ-রাক্ষস-সঙ্কুল জঙ্গলে ভ্রাতাগণের রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নানাপ্রকার দারুণ অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। ভীমসেনের ফিরিতে বহু বিলম্ব হওয়ায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ ধনঞ্জয়কে দ্রৌপদীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নকুল-সহদেবকে দ্বিজগণের রক্ষার ভার দিয়া ধৌম্যের* সহিত ভীমের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অনেক পথ ভ্রমণের পর তিনি ঊষরভূমিতে ভীমসেনকে মহা অজগর সর্প কর্তৃক বেষ্টিত দেখিতে পাইলেন। অজগর সর্পটী ভয়ঙ্কর, কান্তি হিরণ্যবর্ণ, মুখ গুহাকার ও চারিদন্তযুক্ত। ভীমসেনের নিকট সর্পগ্রস্ত হওয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনার পর যুধিষ্ঠির মহারাজ মহাসর্পকে তাহার সঠিক পরিচয় জানাইতে নিবেদন করিলেন। সর্প তখন পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—'আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ সোমবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র। আমার নাম নহুষ। আমি যজ্ঞ, তপস্যাবলে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। আমি স্বর্গের অধিপতি হইয়াছিলাম। ঐশ্বর্য্য লাভ করার পর আমার দর্প হইল। আমি শিবিকা বহনের জন্য সহস্র ব্রাহ্মণকে নিয়োজিত করিয়াছিলাম। ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ত্রিলোক-

* ধৌম্য ঃ—অসিত ঋষির পুত্র। যুধিষ্ঠির মহারাজ ইঁহাকে প্রধান পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

বাসিগণ আমাকে কর প্রদান করিত। আমি দৃষ্টির দ্বারা সকলের তেজ হরণ করিতে পারিতাম। একদিন অগস্ত্যমুনি আমার শিবিকা বহন করিয়াছিলেন। সেই সময় দৈববশতঃ আমার পদের দ্বারা তাঁহার গাত্রস্পৃষ্ট হয়। তিনি আমাকে 'সর্পযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিশাপ দিলে আমার এই দুর্গতি হয়। আমি নানাপ্রকারে অগস্ত্যমুনির স্তব করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। আমার প্রশ্নের সদুত্তর আপনি দিতে পারিলে আমি ভীমসেনকে ভক্ষণ করিব না, ছাড়িয়া দিব।' যুধিষ্ঠির মহারাজ তাহার প্রশ্ন কি জানিতে চাহিলে সর্প প্রথমে দুইটী প্রশ্নের উত্তর শুনিতে চাহিলেন—(১) ব্রাহ্মণ কে? (২) বেদ্যই বা কে? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির মহারাজ বলিলেন—(১) সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, অক্রূরতা, তপস্যা, দয়া যাহাতে দৃশ্যমান্ হয় তিনি ব্রাহ্মণ। (২) যিনি সুখদুঃখরহিত ও যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য শোক প্রাপ্ত হয় না সেই পরব্রহ্মই বেদ্য। এইরূপভাবে মহাসর্পের সহিত কিছুসময় যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া নহুষ সন্তুষ্ট হইলেন। মনুষ্য সুর ও সুবুদ্ধি হইলেও প্রায়ই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া পতিত হয়। তাহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি নিজেই, নহুষ এইরূপ মন্তব্য করিলেন। নহুষ ভীমসেনকে ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে শাপবিমুক্ত হইয়া দিব্য-দেহ ধারণ করিলেন।

'হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে।
শ্রীমদাদ্‌ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ ॥'
—ভাঃ ১০।৭৩।২০

'পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্য, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অনেক দেব, দৈত্য ও নরপতিগণ সম্পদুদ্ভূত গর্ব্বহেতু নিজপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।'

মনুসংহিতায়ও লিখিত হইয়াছে, নহুষ অবিনয়হেতু বিনষ্ট হইয়াছিলেন—'বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষদ্বৈব পার্থিব।' (মনু ৭।৪১)

ঋক্ সংহিতায়ও নহুষ আয়ুর পুত্র ও যযাতির পিতা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন (ঋক্ ১।৩১।১১, ১০।৬৩।১)।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]
ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সংস্কৃত পরীক্ষার ফল—১৯৯০

উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধি ঃ—(১) শ্রীদিলীপকুমার দাস ব্রহ্মচারী দ্বিতীয় বিভাগ
(২) শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রহ্মচারী ,,
(৩) কুমারী রুমা বণিক ,,

আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন

বৈষ্ণবদর্শনের আদ্য ঃ—(১) শ্রীদিলীপকুমার দাস ব্রহ্মচারী

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আদ্য ঃ—(১) শ্রীতমাল কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
(২) শ্রীবিমান কুমার দাস

পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় পাঞ্জাবপ্রদেশে ভাটিণ্ডা-সহরে স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে ত্রয়োদশ-বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বিগত ১৫ অগ্রহায়ণ (১৩৯৮), ২ ডিসেম্বর (১৯৯১) সোমবার হইতে ২৩ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গোকুল-মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে শ্রীমঠের আচার্য্য দ্বাদশমূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী সাধু সমভিব্যাহারে ১৪ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে মথুরা-জংশন ষ্টেশন হইতে বম্বে-জনতা এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় ভাটিণ্ডা রেল-ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে শতাধিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। প্রচার-পার্টীতে ছিলেন শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীরাম ব্রহ্ম-চারী, শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্ম-চারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্ম-চারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস বনচারী (শ্রীকে-উপাধ্যায়)। গুরুনানক থার্ম্মেল প্ল্যাণ্ট কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে ২ ডিসেম্বর হইতে ৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ৩ ও ৪ ডিসেম্বর প্রত্যহ প্রাতে এবং সহরে নয়ী বস্তীতে শ্রীকুন্দনলাল জৈন ধর্ম্মশালায় ৫ ডিসেম্বর হইতে ১০ ডিসেম্বর প্রত্যহ রাত্রিতে, ৫ ডিসেম্বর হইতে ৭ ডিসেম্বর, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর প্রত্যহ অপরাহ্নে, ৮ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ২ ডিসেম্বর শ্রীহরিমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া থার্ম্মেল কলোনির বিভিন্ন রাস্তা এবং ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীকুন্দনলাল জৈন ধর্ম্ম-শালা হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সহরে ধর্ম্মসম্মেলনে ও নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় সরকার পক্ষ হইতে পুলীশ পাহারার ব্যবস্থা ছিল। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অশান্ত থাকিলেও ধর্ম্মসম্মেলনে ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর যোগদান এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ হরিকথা শ্রবণা-গ্রহ দেখিয়া সাধুগণ পরমোৎসাহিত হইয়াছেন। ভগবদ্বিস্মৃতিই অশান্তির মূলীভূত কারণ। শুদ্ধভক্ত সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ হইতে পরমা-নন্দময় মঙ্গলময় ভগবানের স্মৃতি এবং আনুষঙ্গিক-রূপে সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়।

৮ ডিসেম্বর রবিবার সহরে শ্রীকুন্দনলাল জৈন ধর্ম্মশালায় শ্রীবিগ্রহগণের আলেখ্যার্চ্চার পূজা, আরতি ও মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে মহোৎসবে কএক সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল প্ল্যাণ্ট (Plant) কলোনীস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপূরণ চান্দ ধীমানের গৃহে, ভাটিণ্ডা সহর হইতে আনুমানিক ৬০ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী মান্‌সা সহরে শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ চোটানির (শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর) বিশেষ আহ্বানে তাঁহার গৃহে এবং তত্রস্থ ভাটিণ্ডার শ্রীওম্‌প্রকাশ লুম্বার বৈবা-হিক মহাশয় শ্রীরামচন্দ্র মিড্ডার আলয়ে, ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীগোবিন্দরামজী (তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীসত্যা-দেবীর) গৃহে, ভাটিণ্ডা সহরে সিভিল লাইনস্থ শ্রীবেদ-প্রকাশ লুম্বার তৎপরে আগরওয়াল কলোনীস্থ শ্রীপ্যায়ারীলাল গর্গের বাসগৃহদ্বয়ে এবং নিউবস্তী গলিস্থিত শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ৭ ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব,

সাধুগণ ও গৃহস্থভক্তগণকে মান্‌সা সহরে লইয়া যাইবার জন্য একটি রিজার্ভ বাস ও দুইটী মারুতি-কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর গৃহে সভামণ্ডপে স্থানীয় নরনারীগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শিখসম্প্রদায়ভুক্ত সর্দ্দারগণও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ দাস বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভক্তগণের মান্‌সা হইতে ভাটিণ্ডায় ফিরিতে প্রায় বেলা ২-৩০টা হয়। মান্‌সা ভাটিণ্ডা সহরের মত বেশী বড় না হইলেও সহরটীতে বহু জনবসতি আছে। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল তাঁহার বাসভবনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসম্মেলনের এবং সম্মেলনের পরে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

ভাটিণ্ডা সহর ও থার্ম্মেল কলোনীস্থ শতাধিক মঠাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীরাজকুমার গর্গ (শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী, ভক্তিপ্রাণ), বৈদ শ্রীওম্‌প্রকাশ শর্ম্মা, ভক্তিবারিধি, শ্রীকুলদীপ কুমার চোপ্‌ড়া (শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী), শ্রীদর্শন সিং (শ্রীদামোদর দাসাধিকারী), শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীওম্‌প্রকাশ লুম্বা (শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী), শ্রীপূরণ চান্দ ধীমান (শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী), শ্রীসুধীরকান্ত বাংশাল, শ্রীরামপ্রসাদজী, শ্রীভূপেন্দ্র (শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী) ও শ্রীপ্রেম শেখরী।
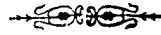
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ সর্ব্বেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমদ্ সর্ব্বেশ্বরদাস বনচারী (বাবাজী বেষ গ্রহণের পর— শ্রীমদ্ সর্ব্বেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ) বিগত ১৫ পৌষ (১৩৯৮), ৩১ ডিসেম্বর (১৯৯১) মঙ্গলবার সফলা একাদশী-তিথি শুভবাসরে শেষরাত্রিতে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহার নিজ-কক্ষে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্য্যাণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৩ বৎসর। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠসমূহের এবং ইস্কন প্রতিষ্ঠানের বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার সমাধিকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তিনি শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠের দাতব্য-চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরূপে চিকিৎসা-সেবা অতীব নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। অনেকের অনেক পুরাতন ব্যাধি তিনি নিরাময় করিয়াছিলেন। তাঁহার এলোপ্যাথিক ঔষধ-প্রয়োগ বিষয়েও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অতি বৃদ্ধ অবস্থাতেও প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করতঃ শ্রীভগবানের স্তব-স্তুতি এবং নিয়মিতভাবে শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ধামরজঃ প্রাপ্তির কএক বৎসর পূর্ব্বে নিরন্তর শ্রীহরির আরাধনায় সময় নিয়োগের জন্য মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট তিনি বাবাজীর বেষ গ্রহণ করতঃ শ্রীমদ্ সর্ব্বেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেও কার্ত্তিকব্রতকালে শ্রীমায়াপুরে তিনি শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব-দিবসে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য, অন্যান্য ত্রিদণ্ডিযতি ও বৈষ্ণবগণের সহিত একত্রে বসিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবোচিত বহু গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। শ্রীধামমায়াপুর অঞ্চলের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী রবিবার শুক্লা-সপ্তমী তিথিবাসরে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। বিরহোৎসবে বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের তিন পুত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাই উৎসবের আনুকূল্য বিধান করেন। তাঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৪ পৃষ্ঠার পর]

দ্বারা অশান্তি যাবে না, শান্তিও লাভ হবে না। স্বরূপ-বিচারে মানুষের স্থূল শরীরকে কেহ ব্যক্তি বলে মানে না বা সেভাবে ব্যবহারিক জীবনেও বিশ্বাস ক'রে চলে না। যতক্ষণ মনুষ্যের শরীরে বোধসত্তা থাকে, ততক্ষণ তার ব্যক্তিত্ব। বোধসত্তা চলে গেলে তাকে আর ব্যক্তি বলে গণনা করা হয় না। সত্তা-ভাব, বোধভাব ও আনন্দভাব এই তিনটী নিয়েই জীবের চিৎস্বরূপ। বাঁচবার চাহিদা, জানবার চাহিদা ও আনন্দের চাহিদা হ'তে স্বরূপে উক্ত তিন তত্ত্বের অস্তিত্ব আমরা অনুভব কর্‌তে পারি। উক্ত সচ্চিদানন্দ (নিত্য স্থিতিশীল চেতন ও আনন্দময়) চিৎস্বরূপকেই আত্মা বলে। আত্মার পক্ষে বিজাতীয় অনাত্মা কখনও সুখদায়ক হ'তে পারে না। আত্মা—সচ্চিদানন্দ, অনাত্মা—তদ্বিপরীত অসৎ, অচিৎ ও আনন্দের অভাব। সুতরাং আমরা যদি দিনরাত্রি অনাত্মা অর্থাৎ জড় পদার্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি, কি ক'রে আমাদের প্রকৃত শান্তি বা সুখ হবে ? অভাবের সঙ্গে ত' আমি অভাবই লাভ করবো। জড়বিষয়ের accumulation কখনও আমাদিগকে সুখ দিবে না, কারণ উহা সুখের অভাব। আত্মার পক্ষে আত্মাই সুখদায়ক, পরমাত্মা পরমসুখদায়ক। বদ্ধাবস্থায় জড় শরীরে আবদ্ধ থাকিতে হওয়ায় আমরা জড় শরীরকে সম্পূর্ণ ignore কর্‌তে পারছি না। আত্মস্বার্থের অনুকূলে শরীরকেও রক্ষা ক'রে চলতে হবে, যতদিন না শরীরের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে সমর্থ হচ্ছি। যে অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে গেছি 'To make the best of a bad bargain' এই Policy ছাড়া অন্য উপায় নাই। আত্মার পক্ষে অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন অসংখ্য অণু আত্মার কারণ বিভু আত্মা বিষ্ণুর বিমুখ যখন জীব অণুস্বতন্ত্রতার দ্বারা হয়, তখনই জীবের এই দুর্গতি উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥ ··· ··· কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ।।" কৃষ্ণশক্ত্যংশ জীবের কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়াই অপরাধ। সেই অপরাধে তার স্বরূপবিস্মৃতি ও বিপর্য্যয়। সাধু-শাস্ত্র-গুরুকৃপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হ'লে সে সমস্ত দুঃখ হ'তে নিষ্কৃতি ও পরাশান্তি লাভ করতে পারে। বিশ্বের তথাকথিত মনীষিগণ কৃষ্ণবিমুখতাকে রক্ষা ক'রে জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার যে বহুবিধ প্রয়াস ক'রছেন, তা' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কৃষ্ণবিমুখতার দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোনও শান্তি আসবে না। যেমন সূর্য্য হ'তে যে রশ্মিকণাসমূহ নির্গত হ'য়ে জগতে এসে পড়ছে, জগৎ সেই রশ্মিকণাগুলিকে সমৃদ্ধ, প্রফুল্লিত করতে পারে না, সূর্য্যই পারেন, তেমনি ভগবান্ হ'তে সমস্ত জীব নির্গত হ'য়ে জগতে এসে পড়লেও জগৎ তা'-দিগকে সুখ দিতে বা সমৃদ্ধ করতে পারে না, ভগবান্‌ই পারেন। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, চাহিদার অপূর্ত্তিতে শান্তি হয় না। আমাদের যত প্রকার চাহিদা আছে, সর্ব্বপ্রকার চাহিদা ভগ-বানের সর্ব্বোত্তম স্বরূপ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ; নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ করতে পারেন। এজন্য নন্দনন্দন কৃষ্ণে অনুরাগময়ী গাঢ় ভক্তি জীবনে পরাশান্তি দিতে পারে। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের অন্য কোনও সুনিশ্চিত উপায় নাই।"

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজও ভাষণ প্রদান করেন।

জলন্ধরে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পাঞ্জাব প্রদেশে অন্যতম প্রসিদ্ধ সহর জলন্ধরে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল) এবং অপর আর একজন গৃহস্থশিষ্য শ্রীশ্যামলালজী এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক সজ্জন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীহিন্দপালজীর উদ্যম ও প্রচেষ্টায় শ্রীল ভক্তি-

সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল হইতে ২ বৈশাখ (১৩৮০), ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় শ্রীভকত সিং পার্কে (প্রতাপবাগে) বিরাট সভামণ্ডপে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মমহাসম্মেলনে সভ্যরূপে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল শ্রীভগবন্ত সিং, শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়াল, শ্রীএস্-পি কানোরিয়া, শ্রীদুর্গাদাস যুগলকিশোর, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীপ্রকাশ চন্দ, পণ্ডিত শ্রীসৎপাল, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীরাম-লাল বাজাজ, শ্রীরামনাথ খান্না ও হাণ্ডা ব্রাদার্স। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ডি-এ-ভি কলেজের (D. A. V. College) অধ্যাপক শ্রীরূপনারায়ণ শর্ম্মা, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবেডিরাম, প্রাক্তন এম্-পি লালা শ্রীজগৎনারায়ণ ও দৈনিক প্রতাপ পত্রিকার সত্বাধিকারী শ্রীবীরেন্দ্র। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবলম্বনে 'শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার শিক্ষা', 'ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা', 'হরিনাম-সংকীর্ত্তন', 'সুসামঞ্জস্য ও শান্তিলাভের উপায়' সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীকৃপারামজী ও শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী। সম্মেলনে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়। বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। **শ্রীল গুরুদেব** শেষ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলেন ঃ—অশান্তির কারণ কাম। নিজ ইচ্ছাপূর্ত্তির নাম কাম। 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। পূজা করলেও কাম, অন্যকে নিধন করলেও কাম, একটি সুকাম—পুণ্য, অপরটি কুকাম—পাপ। 'কাম চলে যাও' বল্লেই কাম যাবে না। ভক্তিশাস্ত্রে কামকে ছাড়তে না ব'লে প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়েছেন। 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা।'—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। কৃষ্ণসুখের জন্য চেষ্টার দ্বারা আমরা পরমানন্দ লাভ করতে পারবো। যেরূপ আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার দূর হয়, তদ্রূপ আনন্দের আবির্ভাবে নিরানন্দ তিরোহিত হবে। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।' কৃষ্ণসুখের চেষ্টাকে প্রেম বলে। পূর্ণপ্রীতি সকলের সুখদায়ক, মঙ্গলদায়ক। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' কাম—Self centred activity, প্রেম—God centred activity. কামেতে নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট জড়বস্তু বা অসুখের সঙ্গ হয়। প্রেমেতে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠবস্তু অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের সঙ্গ-লাভ হয়। ভগবান্ সুখময়, তাঁর সঙ্গ হ'তে আনন্দ আসবে, তখন অন্য বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। শ্রেষ্ঠ আনন্দকে পেলে নিকৃষ্ট বস্তুতে রুচি থাকে না। মিছরির আস্বাদন পেলে তামাক-মাখা গুড় খেতে ইচ্ছা হবে না। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"—গীতা। অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে আচরণমুখে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করেছিলেন এবং তাঁ'র প্রকটকালেই ভারত এবং ভারতের বাহিরে তিনি ৬৪টি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে গেছেন। তাঁর কৃপাসিক্ত শিষ্য-প্রশিষ্যের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে আজ ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হচ্ছে।"

উত্তরপ্রদেশে দেরাদুনে ও বৃন্দাবনে এবং হরিয়াণায় জগদ্ধ্রীতে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে উত্তর প্রদেশে দেরাদুন সহরে গীতা-ভবনে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট বুধবার ও ১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চায় শতদীপ দ্বারা আরতি বিধান করতঃ মহদনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

দেরাদুনের সেসন জজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত গর্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ স্বামী এম-এল-এ সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীজি-এল সিংহ ও টেগোর কালচারাল সোসাইটীর ডক্টর শ্রীবলবীর সিং। শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীগয়াপ্রসাদ শুক্লা। এতদুপলক্ষে গীতাভবনে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন।

হরিয়াণা রাজ্যের আম্বালা জেলার অন্তর্গত জগদ্ধ্রীনিবাসী বিশিষ্ট নাগরিকগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী ধর্ম্মসম্মেলন-অনুষ্ঠান স্থানীয় মাড়োয়ারী অতিথিভবনে ৩ আগষ্ট হইতে ৬ আগষ্ট পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় শ্রীল প্রভুপাদের পূতচরিত্র এবং শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে।

শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বুধবার এবং ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।
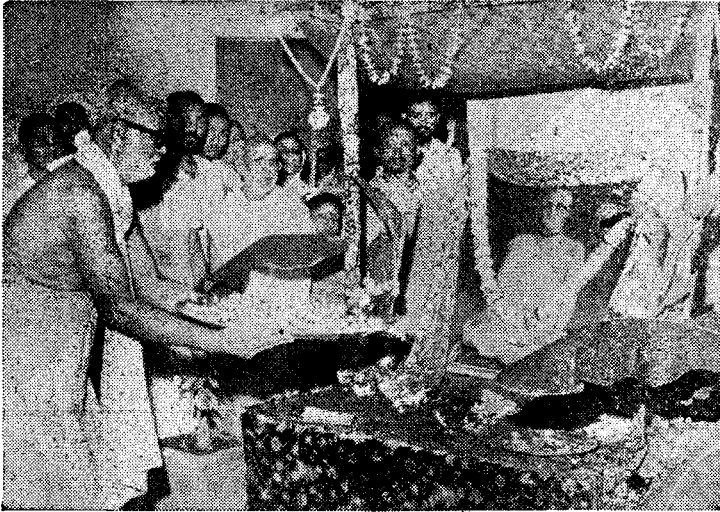
শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উৎসবে (৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট) শ্রীল গুরুদেব শতদীপ দ্বারা আরতি করিতেছেন

আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী এবং মথুরার অতিরিক্ত সেসন জজ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ মাথুর সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। এখানেও শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক শতদীপ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সম্পূজিত হন। শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ ব্যতীত সভায় বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী, শ্রীবনমালীদাস শাস্ত্রী ও মানবসেবা সঙ্ঘের স্বামী শ্রীশরণানন্দজী। শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাসূচক সংস্কৃত স্তব শ্রীবনমালীদাস কর্ত্তৃক পঠিত হয়। লুধিয়ানা-নিবাসী নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ১৫ আগষ্ট বুধবার শ্রীল প্রভুপাদের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাধ্যাহ্নিক মহোৎসবে পূর্ণানুকূল্য করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে উপবিষ্ট বাম হইতে শ্রীল গুরুদেব, শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীবনমালীদাস শাস্ত্রী ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী
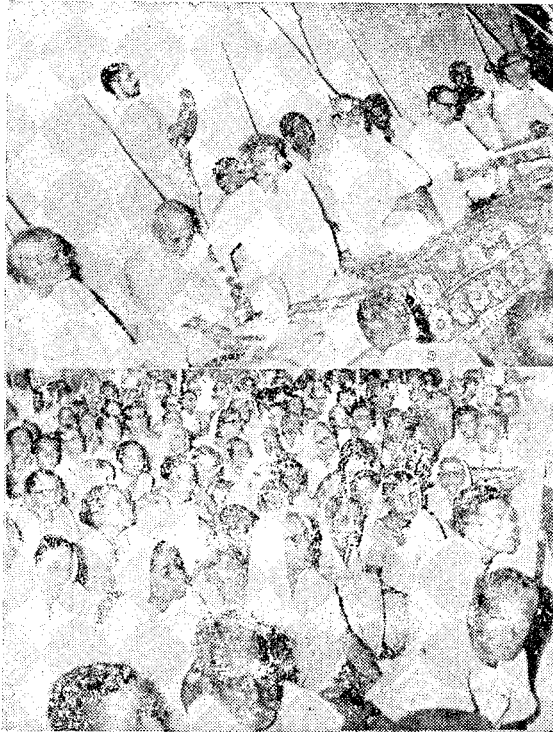
পুরীতে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান—বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীল গুরুদেব, বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র ও শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ

ওড়িষ্যায়, পশ্চিমবঙ্গে ও আসামের বিভিন্ন স্থানে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

ওড়িষ্যায়ঃ—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে পুরীতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের পার্শ্ববর্তী প্রাঙ্গণস্থ সভামণ্ডপে ১০ কার্ত্তিক (১৩৮০), ২৭ অক্টোবর (১৯৭৩) শনিবার হইতে ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর সোমবার পর্য্যন্ত; কটকে নারী সংঘসদন হলে ১৬ নভেম্বর হইতে ১৮ নভেম্বর; ভুবনেশ্বরে শ্রীগুরুসংঘাশ্রমে ২০ নভেম্বর হইতে ২২ নভেম্বর; বালেশ্বরে স্থানীয় টাউন হলে ২৪ নভেম্বর এবং মাড়োয়ারী মন্দিরে ২৫ নভেম্বর; ময়ুরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত উদালা সহরে ২৬ ও ২৭ নভেম্বর; বারিপদায় সেবাসংঘ হলে ২৮ ও ২৯ নভেম্বর—বিশেষ সান্ধ্য-ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওড়িষ্যার যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই মহৎ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন মাননীয় বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র, কটক

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৩৯৯
১১ মধুসূদন, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ১৯৯২ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭ ; ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

বিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গতকল্য আপনার কৃপাপত্রী পাইয়া দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, শ্রীধামের * * সেবায় আপনার যে আন্তরিকী চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা জাগতিক কার্য্যের উৎকর্ষে নিযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আপনার দীর্ঘকাল সঙ্গ-লাভ আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি কথা এই যে, সহস্র জাগতিক, পারিবারিক, আধ্যক্ষিক কার্য্যসমূহ উপস্থিত হইলেও তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শুভাগমন উৎসবকালে বৎসর-মধ্যে তিন চারিদিন আমরা ভিক্ষা করিতে পারি না কি ? * *

"নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—একথা পরম সত্য। সুতরাং * * এবং অন্যান্য বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশক'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়,—এই কথা বোধ করি আপনি অনুমোদন করিবেন। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু। আপনি ত' তাহাই ; কিন্তু আপনার গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে আপনি কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদিগের নিত্য-গুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"।

ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। আপনি বিচক্ষণ,

আপনাকে এ কথা অধিক বলিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা-মাত্র।

বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,—ইহা আমরা জানি। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৬ মাঘ ১৩৩৭ ; ৩০ জানুয়ারী ১৯৩১

কল্যাণীয়বরাসু,—

আপনার ১৪ই মাঘ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * শ্রী * * ভক্তিমান্ ও নির্বিষয়ী ছিলেন। তাঁহার স্বজনাখ্য আত্মীয়-দস্যুগণ তাঁহার * * কে কোনরূপ বঞ্চনা করিতে যাহাতে না পারে, তাহা দেখিতে গিয়াই কু * * তাহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন।

আমি স্বয়ং মায়ামুগ্ধ জীব,—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের আনন্দাশ্রুকে যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে দুঃখাশ্রু মনে করে, তাহারা এক দেখিতে আর এক দেখে। সেই সকল বিষয়ী দিন দিন অধোগতি লাভ করিয়া বহির্জ্জগতের বিষয়কে ধর্ম্মজ্ঞানে নানা অপসম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়ে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণপ্রেরিত ক্ষুধিতগোপালাঃ [১০।২৩।৭, ৯, ১২]

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদ
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি তে ভগবদ্‌যাচঞাং শৃণ্বন্তোহপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥
ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥৮২

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

দূরবনে গরু চরাইতে চরাইতে ক্ষুধিত হইলে গোপবালকসকল রামকৃষ্ণকে জানাইল। কৃষ্ণের আজ্ঞায় তাঁহারা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট গিয়া বলিলেন, হে বিপ্রগণ! গাভী চরাইতে রামকৃষ্ণ দূরবনে আসিয়া ক্ষুধিত হইয়াছেন, আপনাদের নিকট হইতে অন্ন যাচঞা করিয়াছেন। হে ধর্ম্মবিত্তমগণ! যদি শ্রদ্ধা হয়, অন্নদান করুন ॥ ৮১ ॥

ক্ষুদ্রাশাযুক্ত ভূরিকর্ম্মপ্রিয়, মূঢ় বৃদ্ধাভিমানী ব্রাহ্মণগণ সেই ভগবৎ-প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিল না। হে পরন্তপ! তাহারা যখন হাঁ, না কিছুই বলিল না, গোপগণ নিরাশ হইয়া গিয়া রামকৃষ্ণকে জানাইল ॥৮২

[১০।২৩।১৪] ততঃ কৃষ্ণঃ
মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্ ।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ।।৮৩।।

[১০।২৩।১৭, ১৯, ২২, ২৬, ৩৪, ৫০] ততঃ গোপালাঃ
গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ।।৮৪।।

ততঃ যজ্ঞপত্ন্যঃ
চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ।।৮৫।।

তা অপশ্যন্
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ।।৮৬।।

কৃষ্ণঃ
নম্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ।।
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ।।৮৭।।

ততঃ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা হ্যনুতাপেন
তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ।।৮৮।।

[১০।২৪।১৫, ২৮-৩০] ইন্দ্রপূজাবিষয়ে কৃষ্ণঃ নন্দম্
কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্ব স্ব কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্ ।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ।।
যবসঞ্চ গবাং দত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ।।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ।
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে ।।৮৯।।

[১০।২৪।৩৮]
ইত্যদ্রি-গোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ।।৯০।।

ইন্দ্রঃ [১০।২৫।৫, ৭]
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ।।
অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্ ।
মরুদ্‌গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ।।৯১।।

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, তবে তোমরা সেই বিপ্রদিগের পত্নীদিগকে জানাও যে সঙ্কর্ষণ-সহিত কৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই কথা বলিলে সেই মন্মনা, স্নিগ্ধ যজ্ঞপত্নীগণ তোমাদিগকে যথেষ্ট অন্নদান করিবেন ।। ৮৩ ।।

গোপালগণ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া দূরে রামের সহিত আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগগণের সহিত তাঁহাদিগকে অন্নপ্রদান করুন ।। ৮৪ ।।

তাহা শুনিয়া যজ্ঞপত্নীগণ পাত্রে করিয়া বহু গুণশালী চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া, নদীসকল যেমত সমুদ্রাভিমুখে বেগে গমন করে, তদ্রূপ সকলেই প্রিয়কৃষ্ণের প্রতি অভিসার করিলেন ।। ৮৫ ।।

তাঁহারা গিয়া কৃষ্ণের যে মনোহর রূপ দেখিলেন, তাহা শুকদেব বর্ণন করিয়াছেন। হিরণ্যপরিধিবিশিষ্ট, শ্যাম, বনমাল্য, ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু, প্রবালযুক্ত নটবরবেশে অনুব্রতদিগের স্কন্ধে এক হস্ত অর্পণ করিয়া এবং অপর হস্তে একটী পদ্ম ঘুরাইতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার কর্ণোৎপল ও অলকাযুক্ত কপোল এবং মুখপদ্মের হাস শোভা পাইতেছিল ।। ৮৬ ।।

যজ্ঞপত্নীগণ অন্নপ্রদান করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! কুশলকর্ম্মা স্বার্থদর্শিগণ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা সাক্ষাৎ ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মপ্রিয়ে যেরূপ প্রিয়াগণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তনদ্বারা আমাতে যেরূপ ভাব হয়, সেরূপ সন্নিকর্ষে হয় না। অতএব তোমরা ঘরে গিয়া আমাতে ভক্তি কর ।। ৮৭ ।।

পরে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ পত্নীদিগের ভাব জানিয়া এরূপ অনুতাপ-পূর্ব্বক বলিলেন, সেই অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ কৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি। সেই কৃষ্ণ-মায়ায় ভ্রামিত হইয়া আমরা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি ।। ৮৮ ।।

ইন্দ্রপূজার আহরণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন,—হে তাত! স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুবর্ত্তী ভূতগণের সম্বন্ধে ইন্দ্রের কি অধিকার। মনুষ্যগণ স্বভাববিহিত কর্ম্ম করে; তাহাতে ইন্দ্র অন্যথা করিতে অশক্ত। গরু-সকলকে ঘাস খাওয়াইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উপযুক্ত

কৃষ্ণঃ [১০।২৫।১৭, ১৯, ২৩]
নহি সম্ভাবযুক্তানাং সুরানামীশবিস্ময়ঃ ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমানোপকল্পতে ॥
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্ ।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥
ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ॥৯২॥

[১০।২৫।২৪, ২৮]
কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥
ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥৯৩॥

[১০।২৬।২৫]
দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ ।
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্ ॥
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা ।
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্ ॥৯৪

ইন্দ্রঃ [১০।২৭।১৩, ২৮]
ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥৯৫॥
ইতি গো-গোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥৯৬॥

বলি প্রদান কর। গো বিপ্র অনল ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ কর। ইহাই আমার মত। যদি রুচি হয়, এইরূপ করিতে পার ॥ ৮৯ ॥

এইপ্রকার পর্ব্বত, গো ও দ্বিজ যজ্ঞ কৃষ্ণাভিপ্রায়-মত সম্পন্ন করিয়া গোপসকল কৃষ্ণের সহিত ব্রজে গমন করিলেন ॥ ৯০ ॥

ইহা দেখিয়া ইন্দ্র বলিল, অহো! গোপসকল বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে উপাশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় সাধন করিল। নন্দগোষ্ঠ নষ্ট করিবার জন্য আমি ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রজে চলিলাম ॥ ৯১ ॥

ইন্দ্র বর্ষণদ্বারা গোষ্ঠ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির দেবগণের অধিপতি বলিয়া গর্ব্ব হয় না। ভক্ত্যাভাবেই ইন্দ্রের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি। অসৎ ব্যক্তির মানভঙ্গ আমা-হইতে তাহাদের মঙ্গলের জন্যই হয়। এই বলিয়া এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তুলিয়া ভগবান্ ছত্রাকের ন্যায় লীলাপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের দর্শনপথে পর্ব্বতধারণপূর্ব্বক সপ্তাহ পদচালন করেন নাই ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণের যোগানুভাব দেখিয়া ইন্দ্র অতি বিস্মিতভাবে ভ্রষ্টসংকল্প ও নিস্তব্ধ হইয়া স্বীয় মেঘগণকে নিবৃত্ত করিলেন। কৃষ্ণও সর্ব্বভূতের দর্শনপথে লীলাপূর্ব্বক শৈলকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত করিলেন ॥৯৩॥

নিজ যজ্ঞবিপ্লবনিবন্ধন ক্রোধে ইন্দ্র বর্ষা, বজ্রপাত, তীব্রবায়ুদ্বারা উৎপাত করায় পশু ও পশুপাল এবং ব্রজস্ত্রীগণ ক্লিষ্ট হইলে তাহাদের একমাত্র শরণরূপ কৃষ্ণ তদ্দৃষ্টে অনুকম্পহাসের সহিত শৈল উৎপাটনপূর্ব্বক বালক অবস্থায় লীলাছত্রাকের ন্যায় ধারণ করতঃ মহেন্দ্রের গর্ব্বখর্ব্বার্থে গোষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গাভীগণের ইন্দ্র গোবিন্দ আমাদের প্রীতি সম্পাদন করুন ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারিয়া ইন্দ্র প্রণত হইয়া বলিলেন,—হে ঈশ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি জগতের ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা, আমার উদ্যমকে বৃথা করিয়া আমার অহঙ্কারকে তুমি যে নাশ করিলে, তাহাতে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। ইহা বলিয়া গো-গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষেক করিয়া দেবতাগণের সহিত ইন্দ্র অনুজ্ঞাত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৯৫-৯৬ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

(৭৮)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা ।
সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী ॥
—গৌঃ গঃ ১৬৩

'ব্রজে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ 'তুঙ্গবিদ্যা' ছিলেন, তিনি গৌরোদ্গানসরস্বতী প্রবোধানন্দ যতি ।'

'শ্রীবৈষ্ণব এক,—ব্যেঙ্কটভট্ট নাম ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥'
—চৈঃ চঃ ম ৯।৮২

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই পয়ারের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'ব্যেঙ্কট-ভট্ট, তদীয়ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী—ইঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন । ব্যেঙ্কটভট্টের পুত্রের নামই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ।' শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট দাক্ষিণাত্যনিবাসী বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।

'শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে ।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১।৮২

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৯।৮২ পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—'শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীরঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী জনৈক শ্রীসম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গ* তামিলদেশের অন্তর্ভুক্ত, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসীর 'ব্যেঙ্কট', 'তিরুমলয়' প্রভৃতি নাম বর্ত্তমানকালে হয় না। এই বংশ সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্ট 'বড়গলই' শাখাস্থ রামানুজীয় বৈষ্ণব। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা—ত্রিদণ্ডী রামনুজীয়ার্য্যস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ব্যেঙ্কটের পুত্রই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ।'

ইঁহারা প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এবং তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসক হইলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রসঙ্গটী সুন্দররূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণন করিয়াছেন ।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ।

'ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য
শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য ।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্
রূপসনাতনৌ চ ॥'
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।২

'শ্রীরঘুনাথদাস ও শ্রীরূপসনাতনকে প্রীত করিবার জন্য ভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য আমি শ্রীগোপালভট্ট ভক্তির বিলাসসমূহ (পরম-বৈভবরূপ অত্যাবশ্যকীয় সিদ্ধান্তসমূহ) চয়ন করিতেছি ।'

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে (১) শ্রীবৃন্দাবনশতকম্ (২) শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (৩) শ্রীরাধারসসুধানিধি (৪) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ রসিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত। এতদ্ব্যতীত শ্রী-গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লিখিত তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—সঙ্গীতমাধব, আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ, শ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যা, কামবীজ-কামগায়ত্রীব্যাখ্যান, শ্রীগীত-গোবিন্দব্যাখ্যান ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭ পয়ারের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

'প্রকাশানন্দ নামক একজন কৈবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপকযতি বেদের ব্যাখ্যাকালে আমার অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গসমূহকে বিখণ্ডিত করে। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে কাবেরী-প্রবাসী ব্যেঙ্কট-ভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে।

* শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র—ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোল্লিরন নদীর উপর শ্রীরঙ্গম অবস্থিত—তাঞ্জোর-জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে ৪-৫ ক্রোশ পশ্চিমে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ।

ভক্তমাল নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এইপ্রকার ভ্রম দোষ প্রবেশ করায়, অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উপরিউক্ত ভ্রমের বিষয় যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে শ্রীআশুতোষ দেব লিখিত নূতন বাংলা অভিধানে 'প্রবোধানন্দ' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—'তিনি বৈষ্ণব-দার্শনিক, তাঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রবোধানন্দ নাম দেন।'

পুনঃ শ্রীহরিদাস দাস তাঁহার লিখিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে 'প্রবোধানন্দ সরস্বতীর' চরিত্র বর্ণনে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—'মতান্তরে প্রকাশানন্দেরই বৈষ্ণবনাম হয় প্রবোধানন্দ। ··· ···এবং সুধানিধির অন্তিমশ্লোকস্থ 'মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্ত কথা' দ্বারা ইনি যে পূর্ব্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা বুঝা যায়।'

ইহাতে বক্তব্য এই 'মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্ত' কথা থাকিলেই পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই অত্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল মায়াবাদ-বিচারকে খণ্ডন করিয়াছেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার অপেক্ষাও মায়াবাদী বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীপ্রকাশানন্দের উদ্ধার—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পতিতপাবনত্বের ও ঔদার্য্যের অসমোর্দ্ধ্বত্ব নিরূপিত হয়, তজ্জন্য উহা লিখিত হইয়া থাকিবে।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অতিমর্ত্ত্যচরিত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' গ্রন্থে 'গ্রন্থকারের পরিচয়' শীর্ষক শিরোনামায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ পর্য্যটনচ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। উৎকল প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী-সঙ্গমে, পরে বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অনেক তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 'চাতুর্ম্মাস্য' আগত দেখিয়া দশনামি-সন্ন্যাসিগণের বিধি অনুসারে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্রে চারিমাসকাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়ি বৈষ্ণবগণের বাস। দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণের সদাচার-নিষ্ঠা প্রবলা। দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমূহে যেখানে পারমার্থিক বৈষ্ণবের বাস, তথায় স্মার্ত্ত-বিপ্রগণ কোনমতে বাস করিতে সুবিধা বোধ করেন না। শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবলমাত্র শ্রীবৈষ্ণব-সেবিত তীর্থ ছিল। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুভক্ত্যাশ্রিত সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাসকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ও কৃষ্ণকথা-প্রচার দ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময়ের 'তিরুমলয়', 'ব্যেঙ্কট' ও 'গোপালগুরু' নামক তিনটী ভ্রাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্রবংশের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারি চারি মাস কাল অতিবাহিত করেন। এই মধ্যম ভ্রাতা ব্যেঙ্কটের পৌগণ্ডবয়স্ক পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট।

শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা-প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক দয়া-গুণে এই ভট্ট-পরিবার শ্রীকৃষ্ণরসলাভে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শ্রীতিরুমলয়ের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনিও যে শ্রীচৈতন্যগত-প্রাণ ছিলেন—এরূপ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীব্যেঙ্কটের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দের সৎশিক্ষাপ্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। শ্রীকবিকর্ণপূর তৎকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'তুঙ্গবিদ্যা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপালভট্ট,

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথ দাস.ক সন্তোষ-সাধনপূর্ব্বক 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

'কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যাঁর খ্যাতি সরস্বতী ।।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন ।।
পরম-বৈরাগ্য-স্নেহ মূর্ত্তি মনোরম।
মহাকবি, গীত-বাদ্য-নৃত্যে অনুপম ।।
যাঁহার বাক্য শুনি' সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার ।।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয়গত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট ভজন সঙ্কল্পপূর্ব্বক শ্রীগৌরচরণাশ্রয়ে কালবিলম্ব না করিয়া মাথুরমণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিলেন। শ্রীগোপালভট্টেরও ক্রমশঃ ব্রজধামবাস-লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদানুসরণ করিলেন।

অনেকের নিকট এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গের এতদূর প্রিয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীগৌরভক্ত পাঠকের প্রীতির জন্য তাঁহার বিবরণ-মহিমা লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার শ্রীঘনশ্যাম শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন—

শ্রীগোপালভট্টের এ সব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন ।।
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে ।।
পরম-রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন ।।
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে ।।
শ্রীগোপালভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।
গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা ।।
কেনে নিষেধিলা,—ইহা কে বুঝিতে পারে।
নিরন্তর অতি দীন মানেন আপনারে ।।
কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে ।।

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত বাক্যাবলী হইতে স্বকীয়বাদের পুষ্টি দেখা যায়, এজন্য শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণ পারকীয় ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর অধিক আলোচনা করেন না। যাহা হউক, শ্রীনরহরিদাসের ন্যায় নিরপেক্ষ শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তমাত্রেই ভাগ্যবান, সুতরাং তাঁহার ন্যায় সকলে কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের বিমল গৌরানুগত্য ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পারকীয় দাস্যমাধুরী নিরন্তর আস্বাদন করুন।

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাবসমূহ—পরম পরিস্ফুট; ভাষার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ স্থিতি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই প্রবোধানন্দের 'শ্রীবৃন্দাবনশতক' নিত্য পাঠ করিয়া অনুপম প্রীতি লাভ করেন। তদ্‌রচিত 'শ্রীনবদ্বীপশতক' গ্রন্থখানিও শ্রীবৃন্দাবনশতকের ন্যায়। শ্রীপ্রবোধানন্দের 'শ্রীরাধা-সুধানিধি' কাব্যগ্রন্থখানি জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই গ্রন্থপাঠে সাধারণ কাব্যপ্রিয় পাঠকের তাদৃশ সুখানুভূতি না হইলেও উহা—শ্রীহরিরস-স্নিগ্ধ নিষ্কপট ভক্তজনের পরমপ্রিয়। রুচির তারতম্যে উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি; এজন্য পাঠকের সুকৃতির উপর ঐ লোকাতীত ব্রজরসমূলক ভাবগুলি কার্য্য করিবে। 'বিবেকশতক' বলিয়া তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, অধ্যাপক অফ্রেতের গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় এবং বহরমপুরবাসী পরলোকগত রামদাস সেন মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌরবিরোধিগণও ইহা পাঠ করিলে স্ব-স্ব চিত্তের নির্ম্মলতা উপলব্ধি করিবেন। আর বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরানুগগণও ইহা পাঠ করিলে পরমানন্দে অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন। শ্রীগোলোকপতি চারিমাসকাল ধরিয়া যাঁহাদের সেব্য-বিষয় হইয়া দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবমণ্ডলী তাঁহাদের অক্ষয় অমূল্য দ্রব্যভাণ্ডারের কিছু অংশ লাভ করিবার অবশ্যই প্রত্যাশা রাখে।

কেহ কেহ মায়াবাদী কাশীবাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্ব স্থাপনের প্রয়াস পান; আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ,—

প্রকাশানন্দ-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব্ব অনুচর ॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি ॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই' বরাহ-ঈশ্বর।
বেদপ্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর ॥
হস্ত, পাদ, মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে—বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাঁহার চরিত্র ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে !"

এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দপাদকে দেখিতে পান। তাঁহারা তৎকালে 'শ্রী'-সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব ; সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নিত্য শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের সেবক ; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী। এই দুই ব্যক্তিকে 'এক' করিবার চেষ্টা বা সাম্যপ্রয়াস—বাতুলতা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে যথা—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড়ি করি' বলয়ে বিশেষ ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর 'বিগ্রহ' না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ?
সত্য কহোঁ, মুরারি, আমার তুমি 'দাস'।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলি মোরে করে খান খান ॥
যে যশঃ-শ্রবণে আজি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপি অধ্যাপকে বলে,—'মিথ্যা' সে বিলাস ॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥

শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডি-শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা আর শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীশূর দেশাগত রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-জীয়ায়-স্বামী। প্রকাশানন্দ—কাশীবাসী মায়াবাদী, আর প্রবোধানন্দ—কাম্যবনপ্রবাসী বৈষ্ণব। একজন—আর্য্যাবর্ত্তবাসী, অপরজন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব—একজন নির্ব্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষবাদী, পরে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-মতাশ্রিত। একজন বিষ্ণুবৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া উদ্ধারলাভের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর গুরুদেব। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুলচূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়জনক বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলায় ২৫শ পরিচ্ছেদে ও আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দ পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি—মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় 'শ্রী'বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় কিরূপে মায়াবাদী হন, বুঝা যায় না। অতএব, প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপন-প্রয়াস—নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ফলতঃ ঐতিহ্যসমূহের এইরূপ মূলোৎপাটন প্রবৃত্তি অল্প দুঃখের বিষয় নহে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপাল ভট্টদ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান-

কালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে, তাঁহাকে তদীয় প্রকটদশায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এই বিষমভ্রমময়ী চেষ্টা উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে শ্রীভট্ট গোস্বামিদ্বারা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে সেরূপ-ভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তিরত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীল প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে,—

তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, আর **প্রবোধানন্দ।**
তিনভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক এ তিন পর্ব্বতে।
রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥
তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে,—প্রভুবিনে রহিব কেমনে ?
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে ?
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লঞা যাবে ?
চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিনভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করি' আলিঙ্গন।
কহিলা অনেকরূপ প্রবোধ-বচন ॥
কেহ কহে **প্রবোধানন্দের** গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল খ্যাতি যতি **'সরস্বতী'** ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয় তাঁ-বিনা স্বপনে নাহি আন ॥

অধ্যাপকবর অফ্রেতের তালিকায় 'শ্রীসঙ্গীত-মাধব'-নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা হইতে ১৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ গৃহত্যাগ করিয়া কোনও ক্রমে 'একদণ্ড' সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সকলেই 'ত্রিদণ্ড'-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং রামানুজীয়ার্য্যস্বামী নামে অভিহিত হন। শ্রীল প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'ব্রাহ্ম' সন্ন্যাসী বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে উহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিপত্তি হয়।"

শ্রীগুরুপূজা

(৩)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ শ্রুতিস্তবে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের নিত্যত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে—

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়-খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৩০শ সংখ্যাধৃত

অর্থাৎ "হে অজ (ভগবন্), যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ (দুর্দ্দম্য) তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায় বিষয়ে খিদ্যমান্ [বিজিতেন্দ্রিয় প্রাণৈরপি অদমিত মনোঽশ্বং যে নিয়ন্তুং প্রযতন্তে গুরোশ্চরণমনাশ্রিত্য তে উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়-খিদঃ সন্তঃ বহুব্যসনাকুলাঃ ইহ সংসারসমুদ্রে সন্তি তিষ্ঠন্তি পুনঃ পুনর্দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ' অর্থাৎ তাঁহারা উপায়ক্লিষ্ট ও বহুদুঃখাকুল হইয়া ভবসাগরে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হন (শ্রীসনাতন টীকা দ্রষ্টব্য)।] এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা ব্যাকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় উপরিউক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—

"ননু চ তৈরপি মদ্ভজনে মনোনিশ্চলীকরণার্থমষ্টাঙ্গযোগঃ খল্বনুষ্ঠেয় এব। মৈবং তেষাং শ্রীগুরুচরণদৃঢ়ভক্ত্যৈব মনোনৈশ্চল্যমনায়াসেনৈব ভবেৎ। যদুক্তং 'সর্ব্বঞ্চৈতদ্গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ' ইতি। গুরুভক্তিং বিনা তু মনোজয়ার্থকা অপি যোগা অকিঞ্চিৎকরা এবেত্যাহুঃ—বিজিতৈরপি হৃষীকৈরিন্দ্রিয়ৈর্বায়ুভিঃ প্রাণৈঃ অদান্তঃ অপ্রাপ্তদমনঃ মন এব তুরঙ্গস্তং যন্তুং নিয়ন্তুং যে যতন্তি প্রযতন্তে তে গুরোশ্চরণং চরণপরিচরণং সমবহায় বিহায় উপায়খিদঃ অন্যেষ্বুপায়েষু খিদ্যমানঃ সন্তঃ ব্যসনশতান্বিতা বহুবিপদ্ব্যাকুলা ইহ সংসারসিন্ধৌ সন্তি তিষ্ঠন্তি। হে অজ অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃত নাবিকা বণিজ ইব অত্র শ্রুতয়ঃ—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'। (মুণ্ডক), 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' (ছান্দোগ্য) ইতি। 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ' (শ্বেতাশ্বঃ) ইত্যাদ্যাঃ ॥"

অর্থাৎ যদি বল, তাহাদের আমার ভজনব্যাপারে মনকে নিশ্চলীকরণার্থ নিশ্চয়ই অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—না, ঐরূপ যোগাদি অনুষ্ঠানের কোন আবশ্যকতা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভক্তি দ্বারা তাহাদের মনোনৈশ্চল্য অনায়াসেই সংঘটিত হইবে। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'গুরুভক্তি দ্বারা জীব মনোনৈশ্চল্যাদি সমস্তই অনায়াসে জয় করেন।' গুরুভক্তি ব্যতীত মনকে জয় করিবার জন্য যোগাদি পন্থা অবলম্বনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্র, এজন্যই বলা হইয়াছে—হে অজ ইত্যাদি (উপরিউক্ত অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। এবিষয়ে অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয় বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও দ্রষ্টব্য।

কঠশ্রুতিতে শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥"

—কঠ ১।২।৯

—"হে প্রিয়তম নচিকেতঃ, তুমি যে আত্মতত্ত্ববিষয়ে মতি বা বুদ্ধি লাভ করিয়াছ, উহা শুষ্ক তর্কপন্থা দ্বারা আনেয় বা প্রাপ্য নহে অথবা উহাকে তর্কদ্বারা অপনেয় বা সরাইয়াও দেওয়া যায় না (ন আপনেয়া প্রাপণীয়া ন চ অপনেয়া দূরীকরণীয়া)। হে প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম, 'অন্যেন এব' অর্থাৎ যিনি বুঝিয়াছেন, জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই জ্ঞান বা বুদ্ধিই সুজ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞানের কারণ হইবে। 'বত' অর্থাৎ ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সত্যধৃতিঃ (দৃঢ় সঙ্কল্প) তুমি, আমাকর্ত্তৃক নানা প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়াও তুমি সেই (আত্মতত্ত্ববিষয়িণী) মতি হইতে বিচলিত বা বিচ্যুত হও নাই, তোমার মত প্রষ্টা (তত্ত্বজিজ্ঞাসু) বা আত্মতত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়মতি শিষ্য আমাদিগের সর্ব্বদা হউক।"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞান তর্ক বা আরোহ পন্থায় পাওয়া যায় না। প্রকৃত তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে গুরুকৃপায়ই উহা লভ্য হয়। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥

—চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ভগবদ্বাক্য—
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—গীঃ ৪।৩৪

শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—
"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)
তদ্বিজ্ঞানার্থম্ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

(মুণ্ডক ১।২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—
"তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপমাশ্রয়ম্ ॥"

—ভাঃ ১১।৩।২১

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরোক্তি—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

—মহাভাঃ বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয় পর্ব্ব
৩১৩ অঃ ১১৭ সংখ্যা

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্বস্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৪।৫৪-৫৫

[আমি উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যসমূহ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সিদ্ধান্তী মহারাজ-সম্পাদিত কঠোপনিষদ্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলাম।]

পূজ্যপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ-সম্পাদিত কঠোপনিষদে উপরিউক্ত 'নৈষা তর্কেণ' শ্রুতিবাক্যের দ্বিতীয় চরণে 'প্রেষ্ঠ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা নচিকেতার সম্বোধনসূচক। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহা মতিঃ শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা।"

—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৩১ সংখ্যা

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী নাম্নী টীকায় উহার অর্থ করিয়াছেন—

"শোভনজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা পরমযোগ্যত্বেন প্রিয়তমা এষা মতিঃ তর্কেণ নিজ ন্যায়েন হেতুনা প্রোক্তাদন্যেন বিধিনা কৃত্বা ন অপনেয়া অপমার্গে ন প্রবেশনীয়েত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ "শোভনজ্ঞানার্থ পরমযোগ্য প্রিয়তমা এই মতিকে তর্কদ্বারা অর্থাৎ স্বকৃত যুক্তিদ্বারা পূর্ব্বকথিত বিধি হইতে অপমার্গে প্রবেশ করাইবে না।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছেন—

"গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।"

অনন্তর বিশেষপ্রকারে সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। 'মন্ত্রমুক্তাবলী' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুচাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্
গরিমানিধিঃ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২-৩৩

'অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ' শব্দের অর্থ দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিত হইয়াছে—'পাতিত্যাদি দোষরহিতঃ অন্বয়ঃ বংশঃ যস্য সদ্বংশজাতঃ ইত্যর্থঃ, শুদ্ধঃ স্বয়মপি পাতিত্যাদিদোষরহিতঃ' অর্থাৎ যাঁহার বংশ পাতিত্যাদি দোষশূন্য অর্থাৎ যিনি সদ্বংশজাত, যিনি নিজেও পাতিত্যাদিদোষশূন্য, স্বীয় বিহিত আচারপরায়ণ ('সম্প্রদায়' শব্দের আভিধানিক অর্থ—গুরুপরম্পরাগত উপদেশ, সেই সম্প্রদায়বিহিত সদাচারনিষ্ঠ), আশ্রমী [শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন 'আশ্রমী' শব্দের 'গৃহী' অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥'—এই বাক্যানুসারে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বই সদ্‌গুরুর মুখ্য লক্ষণ হওয়ায় গুরুদেব যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হইতে পারেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—"গৃহে কিম্বা বনে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি' ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥" পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-গৃহস্থই হউন, যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে, বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর

করে না।"], ক্রোধহীন (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা', তবে 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে'—এস্থলে উপেক্ষা বা অসহযোগ নীতি অবলম্বন), বেদবিৎ (গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকানুসারে কৃষ্ণকে বেদবেদ্য, ব্যাসাদিরূপে বেদান্তকর্ত্তা ও বেদজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারিলে বেদার্থবোধক শ্রুতিস্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণপঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববেত্তৃত্বই প্রকৃত বেদজ্ঞতা বলিয়া জ্ঞাতব্য), সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ (উক্ত বেদজ্ঞতাই সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তৃত্ব—কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রসার), শ্রদ্ধাবান্ ('শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥—এইরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সচ্ছাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসের নামই প্রকৃত আস্তিক্য।), অনসূয় (অসূয়ারহিত। 'অসূয়া'—অনাদর, গুণে দোষারোপ, দ্বেষ বা ক্রোধার্থে ব্যবহৃত হয়, 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' এই ভগবদুক্ত শ্লোকে 'ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত' বাক্যে গুরুদেবকে মরণশীল মানব বুদ্ধি করিলে তাঁহাকে অত্যন্ত অসূয়া—অনাদর বা অবজ্ঞা করা হয়।), প্রিয়বাক্ (প্রিয়বাদী—কৃষ্ণই সর্ব্বপ্রিয়, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথাই সুতরাং সর্ব্বাত্মপ্রিয়কথন। কৃষ্ণাভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী যোগীদিগের নিকট কৃষ্ণকথা ভাল না লাগিলে তাহাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য কৃষ্ণেতর বিষয়কথা না বলিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরে কৃষ্ণস্মরণই শ্রেয়ঃ। এখানে আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট বাক্য শুনিয়া বড়ই দুঃখ পাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—" 'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'। সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ ॥ * * * যদ্বা তদ্বা (অর্থাৎ যে সে) কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'। সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ 'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার। ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥ * * কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার। বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার ॥ কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন। গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন ॥"—চৈঃ চঃ অ ৫।৯৭-৯৮, ১০২-১০৬। সুতরাং গৌরগতপ্রাণ ভক্তবাক্যই ভক্তকর্ণ-রসায়ন, সেইরূপ গৌর-গোবিন্দ-প্রিয়বাক্য কীর্ত্তনই প্রকৃত প্রিয়বাদিত্ব, তাহাই সদ্‌গুরু-লক্ষণ।), প্রিয়-দর্শন (যাঁহাকে দেখিলে মনে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা কৃষ্ণ অবস্থান করেন—ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সর্ব্বদা বিশ্রামস্থান বলিয়া তাঁহার দর্শন কেমনই যেন এক চিত্তাকর্ষক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যপূর্ণ।), শুচিঃ (বহির্ব্বিচারে অপবিত্র হউন বা পবিত্র হউন—যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউন, যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ পদ্মপলাশলোচন শ্রীবিষ্ণুর স্মরণরত, অন্তরে বাহিরে তিনিই শুচি বা পবিত্র।) শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিভক্তিসুধোদয় ৩য় অ ১১-১২শ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন—

"শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দগ্ধ-দুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।৭৪-৭৫

[সদ্ভক্তিঃ সতী ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তি রূপ দীপ্তাগ্নি-দ্বারা যাহার দুর্জ্জাতিত্ব কল্মষ (অর্থাৎ প্রারব্ধপালী) দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত (কৃষ্ণভজনপ্রভাবে শুচি—পবিত্র-সদাচারসম্পন্ন) চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ, তপ প্রভৃতি মৃতদেহে অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিমত্তাই প্রকৃত শুচিত্ব।], সুবেশ (সুবেশধারী—বেশের তাৎপর্য্য ভক্তজনোচিত ভগবন্নিষ্ঠামূলক না হইলে তাহার কোনই মূল্য নাই। 'বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত'। মূলে কৃষ্ণানুরাগরহিত কোন বেশই 'সুবেশ' নহে। কাশীক্ষেত্রে শ্রীসনাতন গোস্বামীর অঙ্গে ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তদনুকরণে ফল্গুবৈরাগীর কৃত্রিম বেশকে মহাপ্রভু সুবেশ বলিয়া আদর করেন না।) (ক্রমশঃ)

নিউদিল্লী-জনকপুরীতে ধর্ম্মসম্মেলন ও বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিউদিল্লী জনকপুরী A-ব্লকস্থিত রেজিষ্টার্ড শ্রীসনাতন-ধর্ম্মসভার সদস্যগণের সাদর আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপিত শ্রীহরিমন্দিরে বিগত ২৫ অগ্রহায়ণ (১৩৯৮), ১২ ডিসেম্বর (১৯৯১) বৃহস্পতিবার হইতে ১ পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ১৩ ডিসেম্বর হইতে ১৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। রাত্রির ধর্ম্মসভায় উক্ত অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারীর প্রচারফলে এবং তাঁহাদের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপর বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ শুদ্ধান্বিত ছিলেন। বস্তুতঃ তজ্জন্যই উক্ত শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভপদার্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান আসিলে উক্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তদ্‌সমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা), শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল বনচারী (শ্রীকে-উপাধ্যায়), জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু ভাটিণ্ডা হইতে বম্বে-জনতা এক্সপ্রেস ২৪ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস অপরাহ্নে নিউদিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, তথা হইতে পাহাড়গঞ্জস্থ নিউদিল্লী মঠে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ভাটিণ্ডা হইতে দুই দিন পূর্ব্বেই নিউদিল্লী মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী মঠ হইতে জনকপুরীতে ১১ ডিসেম্বর রাত্রিতে যান প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। ২৫ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে প্রচার-পার্টীর সকলে মালপত্র লইয়া টেম্পোযোগে জনকপুরী শ্রীহরিমন্দিরে পৌঁছেন, তৎপর রাত্রি পৌনে সাতটায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতিগণ সমভিব্যাহারে তথায় মোটরকারযোগে শুভপদার্পণ করিলে সনাতন ধর্ম্মসভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীহরিমন্দিরে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থিত শ্রীমঠের মঠরক্ষক এবং শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ভক্তগণসহ তীর্থপর্য্যটনে উত্তরভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি তৎকালে কতিপয় দিবস পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীমঠে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং জনকপুরীতে শ্রীহরিমন্দিরে একদিন সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবই সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে প্রত্যহ অভিভাষণ প্রদান করেন, সময়াভাববশতঃ রাত্রির সভায় ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ভাষণ দিতে পারেন নাই। প্রাতের অধিবেশনে প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ একদিন কিছু সময়ের জন্য বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিসহ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন, অঞ্চলবাসী নরনারীগণের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং শ্রোতৃসংখ্যা এইরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে সভামণ্ডপে সঙ্কুলান হয় না। শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সদস্যগণ উল্লাসের সহিত বলেন তাহাদের সভা-হলে এত শ্রোতৃসংখ্যা কখনও পূর্ব্বে হয় নাই। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণের জন্য আহ্বান আসিতে থাকে।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধি-

কারীর (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজের) গৃহে, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমোহনলাল পাসির বাসভবনে, মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারীর (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের) ব্যবস্থায় এড্‌ভোকেট শ্রীচেতন শর্ম্মার আলয়ে, শ্রীরমেশ খান্নার বাসভবনে, শ্রীমনীশ শেঠের আলয়ে, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবেদপ্রকাশ জলীর গৃহে এবং রমেশনগরস্থ শ্রীসুভাষ অরোরার (মঠাশ্রিতা গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাধারাণীর স্বামী) বাসগৃহের সম্মুখস্থ সভামণ্ডপে, পিতম্‌পুরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েলের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহনুমান্ প্রসাদ গোয়েলের গৃহে এবং উত্তমনগরস্থ শ্রীনওবত রায় গুলাটির (পুত্র শ্রীচন্দ্রপ্রকাশের) বাসভবনে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ বিভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ১৬ ডিসেম্বর সোমবার শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র তাহার ভাড়া-ফ্ল্যাটে দ্বিতলে বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

২৮ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় জনকপুরীস্থ শ্রীহরিমন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া উক্ত অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিগণের অভিনব বাদ্যভাণ্ড, তৎপশ্চাৎ বৃহৎ চিত্রিত পতাকাসহ স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপরে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনরত মৃদঙ্গবাদকসহ শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারিগণ এবং সর্ব্বশেষ পুরুষ মহিলা ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী সজ্জিত ছিল। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চলিতে থাকাকালে পথে বহু মন্দিরের নির্ম্মাতা সদস্যগণ পুষ্পমাল্য এবং ফলমিষ্টি হালুয়া প্রসাদের দ্বারা ভক্তগণকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা ও আপ্যায়িত করেন। তদঞ্চলবাসী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এইরূপ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা তাহাদের অঞ্চলে কখনও হয় নাই। স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি ডক্টর শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভাটিয়া, সহ-সভাপতি শ্রীমোহনলাল পাসি, সেক্রেটারী শ্রীবেদপ্রকাশ জলী এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সদস্যগণ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।
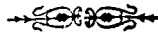
দেরাদুনে ও নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন ঃ—অবস্থিতি ৩ পৌষ (১৩৯৮), ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা মঠের), শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস বনচারী ও জম্মুর শ্রীজিতেন্দ্র মিশ্র ১৮ ডিসেম্বর দিল্লীজংশন ষ্টেশন হইতে মুসৌরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে দেরাদুন ষ্টেশনে পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীপ্রেমদাস প্রভুজী প্রভৃতি ভক্তগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। একটি প্রাইভেট কারে এবং তিনটি ট্যাক্সিযোগে সকলে রেলষ্টেশন হইতে দেরাদুন মঠে উপনীত হইলেন। দেরাদুন মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মীয়মাণ দ্বিতল সংকীর্ত্তন-ভবনের কার্য্য কতদূর কি অগ্রসর হইয়াছে ও অন্যান্য নির্ম্মাণকার্য্য দেখিবার জন্যই শ্রীমঠের আচার্য্যের দেরাদুন মঠে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংকীর্ত্তনভবনের নির্ম্মাণকার্য্যের আনুকূল্য বিধানের মুখ্য দায়িত্ব অর্পিত আছে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব

নিষ্কিঞ্চন মহারাজের উপর। তিনি দেবপ্রসাদ প্রভু ও ইঞ্জিনিয়ার আদির সহিত আলোচনা করিয়া কার্য্যারম্ভের জন্য পুনঃ আনুকূল্যের ব্যবস্থা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ২২ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে সান্ধ্যধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতের অধিবেশনে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

স্থানীয় নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীললিতাপ্রসাদ প্রভুর (শ্রীছজ্জুলালজীর) গৃহে, শ্রীযুগলকিশোর সতির আলয়ে, স্বধামগত শ্রীঈশ্বরচাঁদ শর্ম্মার গৃহে ও মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুন্দরদাসজীর বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভপদার্পণ করিয়া হরিকথা বলেন। সকলের গৃহেই হরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়, পাহাড়গঞ্জ-নিউদিল্লী ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামূলে নিউদিল্লী সহরে পাহাড়গঞ্জে হরিমন্দির গলিস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা কার্য্যালয়ে স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠে এবং রাত্রিতে শ্রীমঠের নিকটবর্ত্তী শ্রীহরিমন্দিরে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টী সহ দেরাদুন হইতে ২৩ ডিসেম্বর যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে নিউদিল্লী মঠে ফিরিয়া আসেন। প্রাতের প্রথম অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, প্রাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে এবং রাত্রির অধিবেশনে প্রত্যহ শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের সম্মুখস্থ রাস্তা দুইটী সুন্দরভাবে জরীফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

৯ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিবাসরে মধ্যাহ্নে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জ এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীহরিমন্দিরে সমাপ্ত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে ভক্তগণ পরমোল্লাসভরে সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। মূল-কীর্ত্তনীয়ারূপে সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

স্থানীয় শ্রীমঠের শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী আদি ত্যক্তাশ্রমী সেবকগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব নয়মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারীসহ নিউদিল্লী হইতে ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার A. C. Express-এ রওনা হইয়া পরদিন রাত্রিতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব—পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের শুভ উপস্থিতিতে ও মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ৩০ পৌষ (১৩৯৮), ১৫ জানুয়ারী (১৯৯২) বুধবার হইতে ৪ মাঘ, ১৯ জানুয়ারী রবিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথি পর্য্যন্ত

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় নাগরিকগণ ছাড়াও মফঃসল হইতে শ্রীমঠে বহু ভক্ত—অতিথির সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীকল্যাণময় গাঙ্গুলি, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৫ম অধিবেশনে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর হৈমী বসু এবং পদ্মশ্রী ও ডাক্তার বি-সি-রায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট চক্ষুশল্য-চিকিৎসক ডাক্তার অনুতোষ দত্ত। ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'ধর্ম্মের ভিত্তি ঈশ্বর বিশ্বাস', 'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম', 'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়—এক অথবা বহু', 'মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব', সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। পরমপজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন খড়্গপুর ও কলিকাতা-বেহালাস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ। ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে এড্‌ভোকেট শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভায় বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের অনুষ্ঠানের শেষ দিবস প্রাতের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

৩ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইবার সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় বহু ত্রিদণ্ডিযতি সন্ন্যাসী যোগদান করায় শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা প্রার্থনামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে পর পর সমস্ত রাস্তা মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুরের মৃদঙ্গবাদকগণ পরমোৎসাহে মৃদঙ্গ বাজাইলে ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। নরনারীগণ উৎসাহের সহিত সমস্ত রাস্তা রথাকর্ষণ করেন।

৪ মাঘ, ১৯ জানুয়ারী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারীর সহায়তায় পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা-মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ভোগরাগারাত্রিকান্তে সমবেত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

কটকে শতবার্ষিকী সভার ২য় অধিবেশন—বাম হইতে—শ্রীমদ্ পরমহংস মহারাজ, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র, ব্যারিষ্টার শ্রীরণজিৎ মহান্তি ও শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র, পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র, কটকের পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, বাঁকী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, পুরীর পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীকুঞ্জবিহারী পাণ্ডা, ওড়িষ্যার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীসদাশিব মিশ্র, শ্রীপ্রাণনাথ মহান্তি আই-এ-এস্, ব্যারিষ্টার শ্রীরণজিৎ মহান্তি, বালেশ্বর জেলাধীশ শ্রীএস্ সাহু আই-এ-এস্, জেলা ও সেসন জজ শ্রীএস্-এন্ মিশ্র, অবসরপ্রাপ্ত ডি-পি-আই শ্রীজি-সি সৎপতি, পণ্ডিত শ্রীনবকিশোর শাস্ত্রী, অধ্যাপক ডক্টর কে-সি বেহেরা ও অধ্যাপক শ্রীএস্-কে গুপ্ত। প্রতিটী সভায় শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরমার্থী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযতিশেখর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী। ওড়িষ্যার মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীবি-ডি জাত্তি এবং দৈনিক সমাজ পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর শ্রীরাধানাথ রথ শুভেচ্ছা-বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব পুরুষোত্তমধামে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে **তাঁহার অভিভাষণে** বলিয়াছিলেন—"বহু সুকৃতিফলে পুরুষোত্তমধামে অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। পুরুষোত্তমধাম' নাম কেন হ'ল? "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম—ভগবান্। তিনি ক্ষরপুরুষ জীব এবং অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হ'তেও শ্রেষ্ঠ। এজন্য তাঁকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলা হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এখানে জগন্নাথরূপে প্রকাশিত। অণুত্ব (পরমাত্মত্ব), বিভুত্ব, মধ্যমত্ব, সর্ব্বত্ব যে তত্ত্বে নিহিত রয়েছে—তিনি ভগবান্। ব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক্ প্রতীতি এবং পরমাত্মা আংশিক প্রতীতি। ভগবান্ জগন্নাথরূপে শ্রীপুরুষোত্তমধামে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব

ব্যক্ত করেছেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি নিয়ে গৌরাঙ্গরূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হ'য়ে জগন্নাথের প্রকৃত স্বরূপ জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথকে দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ-স্বরূপে দর্শন করেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমধামের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এখানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবের গূঢ়তম প্রেমের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। আমাদের গুরুদেব এই পুরুষোত্তম-ধামে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৫'শে মাঘ শুক্রবার মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে বড়দাণ্ডস্থিত পুলীশথানার পার্শ্বে 'নারায়ণছাতা'র সংলগ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—কলিযুগে পুরুষোত্তম-ধাম হ'তে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হ'বে পদ্মপুরাণের এই ব্যাসবাণীর সার্থকতা আমাদের গুরু-দেবের আবির্ভাবের পরেই আমরা দেখ্তে পাই।

তিনি তাঁর প্রকটকালে ভারতে এবং ভারতের বাইরে ৬৪টি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। আজ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রচারফলে নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, লণ্ডন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শ্রীজগ-ন্নাথদেবের রথযাত্রা হচ্ছে, হাজার হাজার নরনারী রথযাত্রা উৎসবে যোগ দিচ্ছেন, বহু পাশ্চাত্যদেশীয় নরনারী বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্ছেন, রাস্তায় রাস্তায় মৃদঙ্গ করতালসহ সংকীর্ত্তন হচ্ছে। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য আজ সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা সেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সুমহান্ আদর্শের উত্তরাধিকারী হ'য়েও বিপথগামী হ'য়ে পড়ছি এবং হিংসা, মাৎসর্য্যকে বহু-মানন করছি। আমাদের মহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ এদেশে আসছেন। আমরা যেন সেটা ভেবেও আমাদের মহান আদর্শকে সংরক্ষণের যত্ন করি, সংযত জীবন যাপন করি।"

পশ্চিমবঙ্গ ঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান মেদিনীপুর সহরে ৫ পৌষ (১৩৮০), ২১ ডিসেম্বর (১৯৭৩) শুক্রবার হইতে ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় বিদ্যাসাগর হলে এবং ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে ; নদীয়া জেলার অন্তর্গত জেলাসদর কৃষ্ণনগর সহরে ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ১৫ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত স্থানীয় টাউন হলে ; বীরভূম জেলান্তর্গত বোলপুর
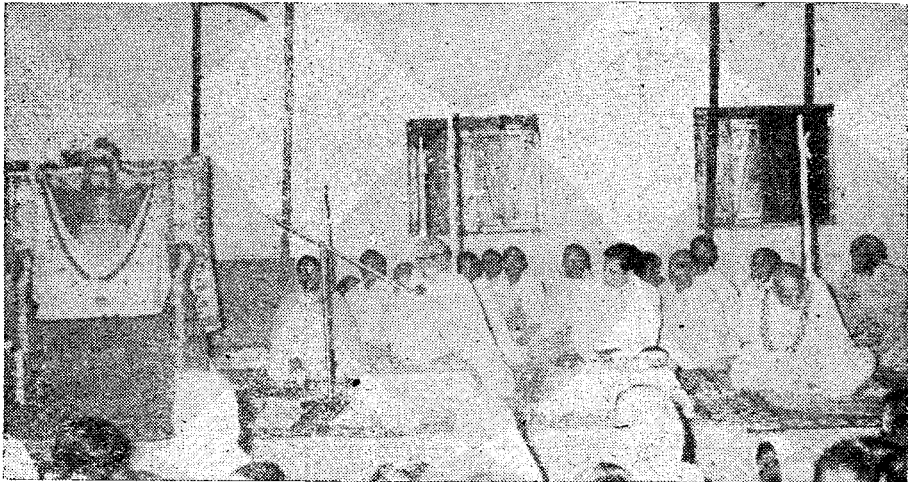
কৃষ্ণনগর টাউনহলে সভার ২য় অধিবেশন—শ্রীল গুরুদেব ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার বামপার্শ্বে জেলাধীশ শ্রীমিহির কুমার মৈত্র ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহরে ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী (১৯৭৪) হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থানীয় রেল ময়দানে ; কুচবিহার সহরে ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী ও ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে ; দিনহাটায় ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী স্থানীয় মহেশ্বরীভবনে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন—মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ শ্রীসত্য-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপঞ্চানন মাইতি এড্‌ভোকেট, মেদিনীপুরের উপশাসক শ্রীঅজিৎ কুমার সেন এম্‌-এ ষট্‌তীর্থ, নদীয়া জেলার এস্‌-পি শ্রীরাজেন্দ্র কুমার নিগম আই-পি-এস্‌, জেলাধীশ শ্রীমিহির কুমার মৈত্র, জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহরায়, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী, বোলপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার চপল কুমার চ্যাটার্জ্জী, কুচবিহার শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজের অধ্যক্ষ নির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত, কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল কর এম্‌-এল্‌-এ, দিনহাটা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জৈন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য্য। শ্রীল গুরুদেবের প্রত্যেক স্থানে প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্য-পাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণও প্রতিটী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে কেহ কেহ ভাষণও দিয়াছিলেন।

আসাম ঃ—প্রতিষ্ঠানের আসাম প্রদেশস্থ চারিটী প্রচারকেন্দ্র বরপেটা জেলার সরভোগ, শোণিতপুর জেলাসদর তেজপুর, গোয়ালপাড়া জেলাসদর গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলাসদর ও আসামের বর্ত্তমান রাজধানী গৌহাটীতে ১৯ জানুয়ারী (১৯৭৪) হইতে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান শ্রীল গুরুদেবের নিয়ামকত্বে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন প্রধান শিক্ষক শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত এস্‌-পি শ্রীজীবন চন্দ্র নাথ, দরং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ বড়ঠাকুর, তেজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা, তেজপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপ্রিয়নাথ গোস্বামী, গোয়ালপাড়া সহরের শ্রীবিশ্বনাথ নাথ এড্‌ভোকেট, গৌহাটী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর জে-সি মহন্ত, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ডক্টর এম্‌-এন্‌ গোস্বামী, আচার্য্য শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী ও অবসরপ্রাপ্ত ডি-পি-আই শ্রীডি-গোস্বামী। প্রত্যেক স্থানে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির (B. S. S. Centenary Committeeর) উদ্যোগে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২৬ মাঘ (১৩৮০), ৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) শনিবার হইতে ১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, নগর-সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মসম্মেলন, ভক্ত ও ভগবানের মহিমা-শংসনমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন—প্রথম তিনদিন শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ; শেষের দুইদিন—হাজরা রোডস্থ মহারাষ্ট্রনিবাসহলে। কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্যে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে যোগ দিয়াছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায়চৌধুরী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীশম্ভু চন্দ্র ঘোষ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট,
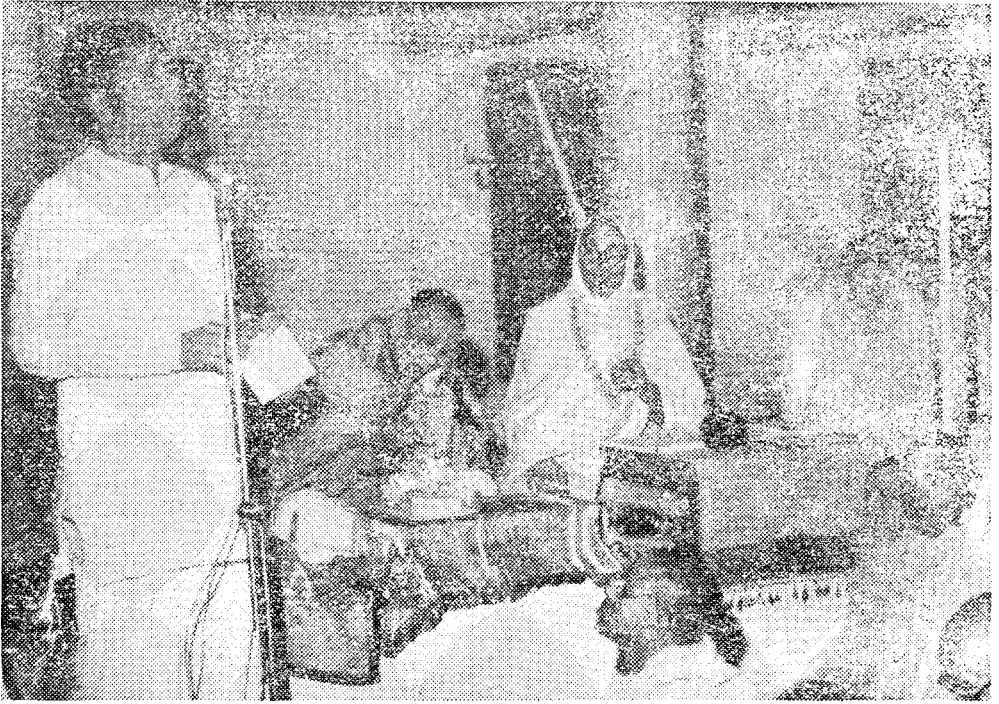
কলিকাতা মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান—ভাষণরত শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, তাঁহার বামে প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শ্রীল গুরু মহারাজ ও শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। পাঁচদিনের বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'বিশ্বশান্তি লাভের উপায় ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'মঠমন্দির ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'শ্রীগুরুপূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষা', 'সমাজকল্যাণে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অবদান' এবং 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর'। শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ (নবদ্বীপ), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ (মেদিনীপুর), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ (কাল্না, বর্দ্ধমান), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ (বর্দ্ধমান), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ (রিষ্ড়া), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ (বৃন্দাবন), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ (দমদম), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত ঘোটকদ্বয়চালিত গাড়ীতে রৌপ্যসিংহাসনোপরি এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল মধ্বাচার্য্য, শ্রীল রামানুজাচার্য্য, শ্রীল বিষ্ণুস্বামী আচার্য্য ও শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যগণের আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত বিমানে সমাসীন হ'য়ে শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ৫টি ব্যাণ্ডপার্টি ও একটি হিন্দুস্থানী কীর্ত্তনপার্টি ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..............................
Vill..............................
P. O..............................
Dist..............................
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, প.হাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯
১৩ ত্রিবিক্রম, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ২৯ মে ১৯৯২ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ ; ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১০।৩।৩১ তারিখের পত্র পাইয়া আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপশমের কথা জানিতে পারিলাম। সমস্তই ভগবদিচ্ছা ; সুতরাং অসুবিধাসমূহ উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না।

* * * ভগবৎপ্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়,, ইহা আপনি জানেন। অধিক আর কি লিখিব, শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে নিরাময় করিয়া তদীয় সেবায় নিযুক্ত করুন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, ১৩৩৮ ; ৯ই অক্টোবর, ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাওয়া গেল। সুস্থাবস্থায় পাদসম্বাহন ও তনুমর্দ্দনাদি কার্য্যে অপরকে নিযুক্ত করাইবার অধিকার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কাহারই নাই,—ইহাই শাস্ত্রবিধি। সুতরাং আমরা যথাসাধ্য

উহা পালন করিব। আপনার শীঘ্রই ঢাকা-মঠে বা গৌড়ীয় মঠের কার্য্যে যোগ দিতে হইবে। সুতরাং আসানসোল প্রভৃতি স্থানের কার্য্যশেষে তথায় গেলে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি লিখিব, কোন প্রকার কলহ-বৃদ্ধি প্রভৃতি না হয়। সকলেরই একই উদ্দেশ্য ও একই সেবাস্বার্থে থাকিলে কোনও-প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা হয় না। সেখানে আপাত-বিরোধও প্রেমপর সেবার উৎকর্ষ-সাধনেই পর্য্যবসিত হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
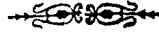
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

বরুণালয়ান্নন্দানয়নং [১০।২৮।১-৩]

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥
তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি॥
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥৯৭॥

[১০।২৮।১০, ১৩, ১৪]

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যোবিস্মিতোঽ-ব্রবীৎ॥৯৮॥

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥
ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥৯৯

ততঃ রাসলীলা বিংশকিরণে দ্রষ্টব্যা। ততঃ শ্রীনন্দস্যাহিগ্রাসাদ্বিমোচনম্। [১০।৩৪।১, ৪, ৫, ৮, ৯]

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্যুক্তৈঃ প্রযুযুস্তেঽম্বিকাবনম্॥
উষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ॥
কশ্চিন্মহানহিস্তত্র বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়া গতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ॥
অলাতৈর্হন্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্॥১০০॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

একাদশীর দিনে নিরাহারে জনার্দ্দনকে অর্চ্চন করতঃ দ্বাদশী-তিথিতে নন্দ কালিন্দী-জলে স্নানার্থ প্রবেশ করিলেন। বরুণভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। রাত্র থাকিতে উদকপ্রবেশ করায় আসুরীবেলার অজ্ঞতা হইয়াছিল। সেই দোষে নন্দ নীত হইলে স্বজনের অভয়দ কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া পিতাকে উদ্ধারের জন্য বরুণালয়ে গমন করিলেন॥ ৯৭॥

ইন্দ্রিয়াতীত অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকপালমহোদয় বরুণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এবং বরুণ যে কৃষ্ণে ভক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া নন্দ জ্ঞাতিদিগকে বিস্মিত হইয়া সেই কথা বর্ণন করিয়াছিলেন॥৯৮॥

গোপগণ নিত্যসিদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহায়স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তাঁহাদের অনুগত সাধন-সিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিদ্যা কামধর্ম্ম দ্বারা উচ্চাবচ গতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে, আমরাও তাহাই করিতেছি, এই মনে করিয়া মহাকারুণিক সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ সেই

অথ শঙ্খচূড়বধঃ [১০।৩৪।২৪, ২৫, ৩০-৩২]

গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নপি।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ॥
শঙ্খচূড় ইতিখ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ॥
তমন্বধাবদ্গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ॥
অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ॥
শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্করম্।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্॥১০১

ততঃ বনগমনবিচ্ছেদাদ্গোপীনাং বিরহগীতং দ্রষ্টব্যং বিংশ কিরণে। ততঃ অরিষ্টবধঃ। [১০।৩৬।১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৬]

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ ক্ষুরবিক্ষতাম্॥১০২

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসর্য্যাবস্থিতো হরিঃ॥১০৩॥

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ॥১০৪॥

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরম্।
আপতৎ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিত॥১০৫

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্র মম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ॥১০৬॥

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ॥১০৭

অরিষ্টে নিহতে গোষ্ঠে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্নারদো দেবদর্শনঃ॥১০৮॥

সকল গোপদিগকে প্রকৃতির পরতত্ত্বে যে গোলোকনামা স্বীয় অচিন্ত্যলোক, তাহা দেখাইলেন॥ ৯৯॥

একদিবস শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে জাতকৌতুক হইয়া গোপসকল গোযান আরোহণে অম্বিকাবনে গিয়াছিলেন, সরস্বতী তীরে যতব্রত হইয়া জলপান করিয়া সেই রাত্রে তথায় মহাভাগ নন্দ সুনন্দকাদি বাস করিলেন। একটি মহাসর্প সেই বিপিনে বুভুক্ষিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া নিদ্রিত নন্দকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অলাতদ্বারা অর্থাৎ অগ্নিশলাকা-দ্বারা তাড়িত হইয়াও সেই সর্প নন্দকে ছাড়িল না। সাত্বতপতি কৃষ্ণ স্বীয় পদদ্বারা সেই সর্পকে স্পর্শ করিলেন। কৃষ্ণপাদস্পর্শে তাহারও সমস্ত অশুভ হত হইল। বিদ্যাধরদিগের অর্চিতদেহ প্রকাশ হইল। সর্পবপু দূরীকৃত হইল॥ ১০০॥

হোরিকা পূর্ণিমায় গোপীসকল, কৃষ্ণের গীত শ্রবণ করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া আপনাদিগকে বিগতবস্ত্র এবং স্রস্তকেশমালা বলিয়া জানিতে পারেন নাই। কুবেরা-নুগত শঙ্খচূড়-নামা যক্ষ সেই সময় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার শিরোরত্ন লইবার চেষ্টা করিলেন। বলদেব সেই সময় স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদূরে গিয়া বিভু ঐ দুরাত্মার মস্তক মুষ্টিদ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও চূড়ামণিটি লইলেন। শঙ্খচূড়কে মারিয়া তাহার ভাস্করমণি গ্রহণ করতঃ তাহা প্রীতিপূর্ব্বক গোপীগণের দর্শনপথেই অগ্রজকে অর্পণ করিলেন॥ ১০১॥

তদনন্তর কৃষ্ণের বনগমনে গোপীগণ যে বিরহ-গীত গান করিয়াছিলেন, তাহা বিংশ কিরণে পঠনীয়। তাহার পর অরিষ্টবধ। অরিষ্টনামা বৃষমূর্ত্তি অসুর গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিষ্টের পৃষ্ঠে ককুধ অতিশয় সমৃদ্ধ। সে নিজ ক্ষুরদ্বারা পৃথিবীকে বিক্ষত করিয়া আসিতে লাগিল। কৃষ্ণ "আমি অরিষ্টকে বধ করিব, ভয় নাই" এইরূপ আস্ফোট করিতে করিতে করতল-শব্দদ্বারা তাহাকে ক্রোধিত করিয়া সখার স্কন্ধে হস্ত প্রসারিত করত দাঁড়াইলেন। কুপিত হইয়া অরিষ্ট খুরের দ্বারা পৃথিবী লিখিতে লিখিতে উর্দ্ধ পুচ্ছভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৌড়িয়া আসিল॥ ১০২-১০৪॥

ভগবান্ তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে পুনরায় সত্বরে উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ নিঃসরণ করতঃ ক্রোধদ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়া পড়িল॥ ১০৫॥

তাহার দুই শৃঙ্গ নিগ্রহপূর্ব্বক পদাক্রমণদ্বারা ভূতলে ফেলিয়া পীড়ন করায় আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন সে নিপতিত হইল॥ ১০৬॥

এই প্রকারে ককুদ্মী অরিষ্টকে বধ করিয়া, গোপগণদ্বারা স্তূয়মান হইয়া বলদেবের সহিত গোপীগণের নয়নোৎসব কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ।।১০৭

অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণকর্তৃক গোষ্ঠে অরিষ্ট নিহত হইলে দেবদর্শন ভগবান্ নারদ কংসকে তাহা বলিলেন ।। ১০৮ ।। (ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুপূজা

(৪)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সদ্গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে 'অগস্ত্যসংহিতা'য় লিখিত আছে—

"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ ।
অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ ।।
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ।।"
—হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪

অর্থাৎ "দেবোপাসক, শান্ত ['ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলেই অশান্ত । কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—মদ্বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই—পথ, সেই শমোগুণোপেত ব্যক্তিই শান্ত। 'মন্নিষ্ঠবুদ্ধিত্বং বিনা কেবলা শান্তির্বিগীতা' (চক্রবর্ত্তীটীকা)—অর্থাৎ বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব ব্যতীত কেবলা শান্তি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তত্বই শান্তি, শ্রীগুরুদেব এই প্রকার শান্তিবিশিষ্ট ।], জড়বিষয়ে নিস্পৃহ বা স্পৃহাশূন্য, অধ্যাত্মবিদ্ (শরীর-চিত্ত-আত্মা-পরমাত্মা-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞ), ব্রহ্মবাদী (বেদাধ্যাপক), বেদশাস্ত্রার্থ-কোবিদ (বেদশাস্ত্রের অর্থবিশারদ), মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্রসংহারে সমর্থ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ (কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা), যন্ত্রমন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, মর্ম্মভেত্তা (সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্তা), রহস্যবিৎ, পুরশ্চরণকৃৎ [পুরশ্চরণ—পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ,। হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।। অর্থাৎ প্রত্যহ ত্রিকালীন পূজা, প্রত্যহ জপ, প্রত্যহ তর্পণ, প্রত্যহ হোম ও প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন মন্ত্রের এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ, (হঃ ভঃ বিঃ ১৭বিঃ ৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ঐ ১৭।১৩০ সংখ্যায় লিখিত আছে —"অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ । তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা ।। গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ। পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ।। যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়োভবেৎ ।।") অর্থাৎ "শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য দেবজ্ঞানে চিন্তা করিয়া—ভগবদভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহরূপে ভাবিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে শ্রীগুরুর ছায়ানুগামী হইয়া থাকিবে । যাবতীয় ধর্ম্মই গুরুমূলক, সুতরাং প্রত্যহ গুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে হইবে। পুরশ্চরণাদিরহিত হইয়াও ঐরূপ ক্রিয়া অর্থাৎ গুরুসেবা দ্বারা মন্ত্রী অর্থাৎ লব্ধমন্ত্র শিষ্য অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধ পারদসংস্পর্শে তাম্র সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ গুরুসমীপে থাকিলেও শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া উঠে ।" এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্দর্শিনীটীকায় লিখিতেছেন—

"কেবলং শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রকারান্তরমাহ অথবেতি ত্রিভিঃ ।"

অর্থাৎ "কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহেই পুরশ্চরণসিদ্ধি হয়, ইহাই 'অথবা' প্রভৃতি শ্লোকত্রয়ে কথিত হইল ।"], হোম-মন্ত্র-সিদ্ধ, মন্ত্রাদির প্রয়োগবেত্তা, তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহস্থই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । এস্থলে 'গৃহী' সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-

বাণী ৩২।২ সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

'বিষ্ণুস্মৃতি' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"পরিচর্য্যা-যশো-লাভ-লিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫

অর্থাৎ "যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা, যশঃ ও ধনাদি লাভের ইচ্ছুক হন, তিনি গুরুপদের উপযুক্ত নহেন। যিনি কৃপাসিন্ধু, সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বভূতের উপকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয়সংছেত্তা ও নিরলস, তিনিই গুরুরূপে অভিহিত হন।"

[এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্দর্শিনী টীকায় ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি তত্তদ্গুণযুক্ত হইয়াও কেবল নিজপরিচর্য্যাদি প্রাপ্তিনিমিত্ত শিষ্যানুবন্ধক অর্থাৎ শিষ্যসম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাদৃশ গুরু উপেক্ষণীয় ('লাভ' বলিতে ধনাদি লাভ। 'শিষ্যেৎ দীক্ষয়েৎ' 'শিষ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ') যদ্বা (অথবা) 'শিষ্যাৎ' অর্থে শিষ্যতঃ সকাশাৎ—শিষ্যের নিকট হইতে—পরিচর্য্যাদিলিপ্সুর্যঃ স গুরুর্ন ভবতীত্যর্থঃ অর্থাৎ পরিচর্য্যাদি লাভেচ্ছু ব্যক্তি কখনই গুরু নহেন। তাহা হইলে কি নিমিত্ত গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে, যিনি কৃপাসিন্ধু—পরমদয়ালুতাবশতঃই যিনি লোকহিতে নিরত। সুসম্পূর্ণ—সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, আর একটি বিশেষ অর্থ—যিনি পূর্ণবস্তু ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহাতে কোন জাগতিক অভাব বা অপূর্ণতা স্থান পাইতে পারে না।]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।
তদভাবাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ।
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ।
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥"

—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬

অর্থাৎ সর্ব্বকালজ্ঞ (পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবিৎ) ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ, তদভাবে শান্তাত্মা (শান্তস্বভাব), ভগবন্ময়, ভাবিতাত্মা (শুদ্ধচিত্ত), সর্ব্বজ্ঞ (সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাবিধানবিৎ), শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়সমন্বিত (পুরশ্চরণাদিদ্বারা মন্ত্রসাধন, গুরুসাধন ও দেবসাধন—এই সিদ্ধিত্রয় সংযুক্ত)-ক্ষত্রিয়কে আচার্য্যত্বে (মন্ত্রোপদেষ্টৃত্বে—মন্ত্রোপদেষ্টাগুরুরূপে) অভিষিক্ত করিবেন। ক্ষত্রিয় গুরু হইলে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে পারিবেন অর্থাৎ মন্ত্রদানে সমর্থ হইবেন। যদি ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, তাহা হইলে তাদৃশ গুণসম্পন্ন বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র—এই জাতিদ্বয়ের প্রতি নিত্য মন্ত্রদান রূপ অনুগ্রহ করিবেন। হে মহামতে, ঐরূপ গুণশালী শূদ্রও সজাতীয় শূদ্রের প্রতি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারেন। পুরশ্চরণানন্তর নিজগুরুদ্বারা অভিষিক্ত না হইলে মন্ত্রোপদেশে অধিকার হয় না।"

এ বিষয়ে বিশেষ বিধি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৭-৩৮)—

"বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্বকথিত গুণ-সম্পন্ন বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু স্বদেশে বা অন্যস্থানে বিদ্যমান থাকিতে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হীনবর্ণ ব্যক্তি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহাদি করিবেন না। বর্ণশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে যিনি যথা তথা উহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক—উভয় প্রকার অর্থের হানি হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিধি প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইঁহারা প্রতিলোমবিচারানুসারে

দীক্ষা প্রদান করিবেন না অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ হইয়া উত্তম বর্ণকে দীক্ষা দিবেন না।"

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে—

"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১৷৩৯-৪১

অর্থাৎ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ [অশেষবৈষ্ণবধর্ম্মরতঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবাংশ্চ (দিগ্‌দর্শিনী টীঃ—অশেষবৈষ্ণবধর্ম্মআচারপরায়ণ এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানসম্পন্ন)] ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রেরই গুরু। যাবতীয় লোকের মধ্যে তিনি শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয়। (কিন্তু) মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-শূন্য হইলে তিনি কখনও গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না। (তাহা হইলে বৈষ্ণব কে ?—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—) যিনি সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ, তিনিই তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হন, তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥"

অর্থাৎ অবৈষ্ণব গুরূপদিষ্ট মন্ত্রগ্রহণফলে নরকগামী হইতে হয়, এজন্য সচ্ছাস্ত্রোক্ত সম্যক্ বিধানানুযায়ী বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে 'ব্রজেৎ' 'গ্রাহয়েৎ' এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগদ্বারা বৈষ্ণবগুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং গুরুপাদাশ্রয়-ব্যাপারটি একটা ছেলেখেলার বিষয় নহে। যাঁহাদের হৃদয়ে সত্য সত্য নিষ্কপট ভজনেচ্ছার উদ্‌গম হয়, তাঁহাদের কর্ত্তব্য—নিষ্কপটে ভগবৎ পাদপদ্মে তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ের সদিচ্ছা জ্ঞাপন, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার নিষ্কপট বাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। অনেকের ধারণা—"নিজেদের পছন্দমত 'গুরু' স্বীকার করিলেই হাতের জল শুদ্ধ হইয়া গেল; আমরা কলির জীব, সংসারে ছেলেপুলে লইয়া ঘর করি—জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হয়, আমরা কি অত আচার বিচার মানিয়া উঠিতে পারি ? যেখানে খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশী ধরকাট্ না থাকে, সেখানেই গুরু করা নির্ঝঞ্ঝাট হইবে।"

কিন্তু শাস্ত্রবিধিবিগর্হিত—সৎসম্প্রদায়-বহির্ভূত যাঁহাকে তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে কি গুরুকরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ? শাস্ত্রবিধি না মানার পরিণাম কি, তাহা শ্রীভগবান্‌ই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—"যিনি শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করেন, তিনি সুখ, সিদ্ধি, পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি করণীয় নহে, এবিষয়ে নিজের খেয়ালখুসীমত না চলিয়া গীতাভাগবতাদি শাস্ত্রোক্ত মহাজনবাক্যই তোমার প্রমাণ (প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান-জনক বা উৎপাদক) হউক।" (গীঃ ১৬৷২৩-২৪ দ্রষ্টব্য)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার গীতা 'সারার্থবর্ষিণী' টীকায় উক্ত ষোড়শ অধ্যায়ের সারার্থ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"আস্তিকা এব বিন্দন্তি সদ্‌গতিং সন্ত এব তে।
নাস্তিকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥"

অর্থাৎ 'আস্তিক' (অর্থাৎ সচ্ছাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস-সম্পন্ন) ব্যক্তিগণই সদ্‌গতি লাভ করেন, তাঁহারাই সাধু। আর যাঁহারা নাস্তিক (অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন), তাঁহারা নরকগতি লাভ করেন—ইহাই এই অধ্যায়ের সারার্থরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

'সম্প্রদায়' শব্দের আভিধানিক অর্থ—গুরু-পরম্পরাগত সদুপদেশ। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদ্‌রচিত 'প্রমেয় রত্নাবলী' এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে পদ্মপুরাণোক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥"

[আমরা শ্রীঅক্ষয় কুমার শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীগৌরসুন্দর শর্ম্মা ভাগবত-দর্শনাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট (revised) কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের জয়েণ্ট সেক্রেটারী পি, শাস্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক ১৯২৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে প্রকাশিত গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রণীত দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত 'প্রমেয় রত্নাবলী' গ্রন্থ হইতে উপরিউক্ত শ্লোক-ত্রয়ের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি ।]

বঙ্গানুবাদ যথা—

"পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা—সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র জপ করিলে কোন ফল হয় না, অতএব কলিকালে চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় আবির্ভূত হইবেন। জগতের পবিত্রতা-সম্পাদনকারী বিষ্ণুভক্ত শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায় কলি-যুগে উৎকলপ্রদেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অথবা পুরুষোত্তম (জগন্নাথ) ক্ষেত্র হইতে আবির্ভূত হইবেন। উক্ত চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নিম্বার্ককে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন।"

তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্ বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রশ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বরাশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ইতি ।

উহার বঙ্গানুবাদ যথা—

"পদ্মপুরাণে স্বীয় গুরুপরম্পরা উক্ত হইয়াছে যথা ঃ—শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ের আদিগুরু। শ্রীকৃষ্ণ-শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মশিষ্য নারদ, নারদশিষ্য বাদরায়ণ অর্থাৎ বেদব্যাস। বেদব্যাসশিষ্য শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য শ্রীমান্ পদ্মনাভ, পদ্মনাভশিষ্য শ্রীনৃহরি, তদীয় শিষ্য মাধব, তাঁহার শিষ্য অক্ষোভ্য, তদীয় শিষ্য জয়তীর্থ, জয়তীর্থশিষ্য শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, তদীয় শিষ্য দয়ানিধি, তচ্ছিষ্য শ্রীবিদ্যানিধি, তাঁহার শিষ্য রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রশিষ্য জয়ধর্ম্ম, তাঁহার শিষ্য পুরুষোত্তম, তদীয় শিষ্য ব্রহ্মণ্য, তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ, তদীয় শিষ্য লক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র, আমরা ভক্তি-সহকারে যথাক্রমে এই বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের স্তব করি। শ্রীমাধবেন্দ্রের শিষ্য তিনজন—(১) ঈশ্বরাচার্য্য, (২) অদ্বৈতাচার্য্য ও (৩) নিত্যানন্দ,—ইঁহারা জগদ্গুরু, আমরা ইঁহাদিগের অর্চ্চনা করি। ঈশ্বরশিষ্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া জগদ্বাসিগণকে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহারও আরাধনা করি।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থোক্ত দশমূলরহস্যের 'স্বতঃসিদ্ধো বেদঃ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ-দোষশূন্য যে সকল ভক্ত তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্লভ্য হয়। এইজন্য পদ্মপুরাণে ('সম্প্রদায়-বিহীনাঃ' ইত্যাদি শ্লোক) লিখিত হইয়াছে। এই সকল (অর্থাৎ শ্রী-ব্রহ্মা-রুদ্র-সনক) সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রাচীন। ব্রহ্মাদিক্রমে আজ পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেয় শাস্ত্রে প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরুপরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে, তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সম্প্রদায়-স্বীকৃত গ্রন্থে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান আচার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের নামসকল সম্প্রদায়-প্রণালীতে আছে।"

(শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রদত্ত) ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রণালীটি এইরূপ—

"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্‌ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্ ॥

শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ ॥
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ ॥
জয়ধর্ম্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোভূদ্ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্ ॥
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ ॥"

উহার বঙ্গানুবাদ ঃ—

"বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের শিষ্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। তাঁহার শিষ্য নারদ, ব্যাসদেব আবার নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা-হেতু শ্রীশুকদেব ব্যাসের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাযশস্বী মধ্বাচার্য্য ব্যাস হইতে কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিলেন। মধ্বের শিষ্য নরহরি। নরহরির শিষ্য মাধব বিপ্র। অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু। তাঁহার শিষ্য মহানিধি। তাঁহার অনুগত সেবক রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি। সেই জয়ধর্ম্ম মুনির অনুগতগণের মধ্য হইতে শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বিষ্ণুপুরী স্বামীই 'ভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জয়ধর্ম্মের শিষ্য ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম। তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই ব্যাসতীর্থ 'বিষ্ণুসংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীলক্ষ্মীপতি। তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র (পুরী)। এই মাধবেন্দ্র হইতেই শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রচিত 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন (ভাঃ ১১।১৪।৩-৭ দ্রষ্টব্য)—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টি-সময়ে আমি তাহা বিশেষরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন, ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতিভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত বেদ-সংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম—আম্নায়। যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি? * * * শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয় কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"

* * * *

"শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ—শ্রীমধ্বের সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ, শ্রীরামানুজের শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত, তদীয় সর্ব্বস্বত্ব এবং শ্রীনিম্বার্কের নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতিবিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। **স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।**"

সুতরাং সৎসম্প্রদায়ানুগত্য স্বীকার না করিয়া যে কোন ব্যক্তি হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে—সেই গুরু উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হউন বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতই হউন, তৎপ্রদত্ত মন্ত্র ফলদায়ক হইবে না, ইহাই সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত। আমরা কএকস্থলে আর একটি ব্যাপার দেখি, গুরুকেই বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারই পূজা করা হয়, শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণের আর স্বতন্ত্রপূজা করা হয় না। ইহাও সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে। আমরা এবিষয়ে আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় পূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণই জগত্রয়-গুরু। সেই মূল বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই মাদৃশ মায়ামোহমুগ্ধ জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ ধারণ করিয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। গুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম—কৃষ্ণাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহস্বরূপ। পরম করুণ শ্রীগৌরসুন্দর বা কৃষ্ণের করুণাশক্তিই গুরুরূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া আমাদিগকে মোহান্ধতমঃ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" "তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—'তদ্বিজ্ঞানার্থঃ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ', শ্বেতাশ্বতর বলেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ছান্দোগ্যশ্রুতি বলেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি। শ্রীগুরুদেবকে ভগবত্তুল্য মর্য্যাদা দিতে হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া গুরুকে দিয়া কৃষ্ণের রাসলীলা—যাহা সর্ব্বলীলামুকুটমণি, তাহা করান' যাইবে না, তাহা করাইতে গেলে সম্পূর্ণ সচ্ছাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে। সৎসম্প্রদায়াশ্রিত সম্প্রদায়েও আজকাল অনেক সদাচারবিরুদ্ধ বিচার প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাও বড়ই দুঃখের বিষয়। গলায় তুলসীমালা ও হাতে জপের মালা দেখা গেলেও অনেককে মৎস্য মাংস পেঁয়াজ রসুন চা পান সিগারেট প্রভৃতি অমেধ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বা তাহার অনুমোদন করিতেও দেখা যাইতেছে, ইহাও বড়ই পরিতাপের বিষয়। "গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥ লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি'। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥" ইত্যাদি মহাজনবাক্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনেকে আহারাদি বিচারকে আদৌ আমল দিতে চাহেন না, কিন্তু ছান্দোগ্য শ্রুতি সাবধান করিতেছেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"। সুতরাং এই বেদবাক্য অবহেলা করা কখনই পরমার্থানুকূল বিচার হইবে না, "নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব', 'হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ', 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি', 'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে পরমার্থপথের পথিক মাত্রেরই বিশেষ লক্ষ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর একটি বিশেষ লক্ষ্যীভূত বিষয়—হরিভজনই জীবাত্মার নিত্যাবৃত্তি, সেই বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে এবং সেই ভজনকথা অন্যকে শুদ্ধভাবে না বলাও জীবহিংসারূপ মহাপাপের প্রশ্রয় দেওয়া। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস উচ্চস্বরে নামজপ করিবার আদর্শ প্রদর্শনদ্বারা বৃক্ষাদি স্থাবর জীবেরও উপকার সাধনের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥ যা'রে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥" 'গুরু' অভিমান ছাড়িয়া গুরুর কার্য্য নাম

বিতরণ করিতে হইবে। হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যরূপ মহানর্থ ছাড়িতেই হইবে। ইহাকে কখনই প্রশ্রয় দিতে হইবে না। শ্রীভগবান্ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম দিয়াছেন। আমরা ভগবদ্‌ভজনচেষ্টা দ্বারা নিজ নিত্যমঙ্গল সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আচার-প্রচারদ্বারা সর্ব্বদা পরহিতসাধনব্রতে ব্রতী হইলে শ্রীভগবান্‌ও আমাদের প্রতি অবশ্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। পরের অনিষ্ট করিবার চিত্তবৃত্তি মনুষ্যের মনুষ্যত্ববিঘাতক, উহাতে ভগবান্ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অবশ্য তাই বলিয়া গুরুদেব তাঁহার শিষ্যের হিতসাধনের জন্য যে শিষ্যকে তাড়ন ভর্ৎসনাদি করিয়া থাকেন, তাহা কখনই দোষাবহ হইবে না। তবে যদি শিষ্যপ্রতি দ্বেষহিংসা মাৎসর্য্যবশতঃ তাড়নাদি হয়, তাহা অবশ্যই গর্হণীয়, কিন্তু সদ্‌গুরু কখনও ঐপ্রকার কুৎসিৎ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে পারেন না। গুরুনামধারী গুরুব্রুব-গণই ঐরূপ ঘৃণিত চিত্তবৃত্তি পোষণ করিয়া থাকে। পিতামাতা বা অভিভাবক গুরুজন আমাদিগকে বাল্যকালে যে তাড়ন ভর্ৎসন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিষ্কপট স্নেহেরই আদর্শ। তবে আজকাল কলির প্রভাব ক্রমশঃই যেরূপ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হই-তেছে, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধে নানা ভাব-বৈপরীত্যই দৃষ্ট হইতেছে। আমরা এজন্য সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্যের লক্ষণ বিশদ্‌রূপে বর্ণন-প্রয়াসী হইয়াছি। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মাচরণের ধ্বজা তুলিয়া কুধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যেমন সেই প্রতি-ষ্ঠানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাহাকে 'ধর্ম্মধ্বজী' এইরূপ আখ্যা দেওয়া হয়, সেইরূপ গুরু বা শিষ্যে প্রকৃত ভজনবিজ্ঞতা বা ভজনপ্রয়াস না থাকিলে তাদৃশ গুরু বা শিষ্যকে 'গুরুব্রুব' বা 'শিষ্যব্রুব' এইরূপ আখ্যা দেওয়া হয়। "Even devils can quote scriptures" অর্থাৎ সয়তানেরাও তাহাদের সয়তানী ঢাকিবার জন্য শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃত সদাচার পালন না করিয়া কেবল শাস্ত্রবাক্য আওড়াইয়া সদ্‌গুরুত্ব ও সচ্ছিষ্যত্ব বজায় রাখা যায় না, নিজেকে চৌর্য্যাপরাধ হইতে বাঁচাইবার জন্য 'ঐ চোর' নীতি অবলম্বনের ন্যায় সদ্‌গুরু বা সচ্ছিষ্যের লক্ষণ-সূচক কতকগুলি শাস্ত্র-বাক্য আবৃত্তি করিয়া নিজের মাহাত্ম্য জাহির করিবার চেষ্টা করিলে আমার অন্তরের অন্তস্তলে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি অবশ্যই আমার ভাবের ঘরের চুরী ধরিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যাহাতে জগতে প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা সং-রক্ষিত হয়, ইহাই আমাদের সকলেরই লক্ষ্যীভূত বিষয় হউক।

পরমার্থ একটি ছেলেখেলার বিষয় নহে। শাস্ত্র-কার মহাজনগণের অন্তর্গত-উদ্দেশ্য, যাহাতে আমরা সর্ব্বপ্রকার কপটতাশূন্য হইয়া বাস্তব সত্যের অন্বে-ষণে নিষ্কপটে প্রধাবিত হইতে পারি।

অনেকের ধারণা—শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বাধ্য-বাধকতার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য নাস্তিক হইয়া পড়াই ভাল। কিন্তু তাহাতেই কি রেহাই পাওয়া যায়? বিবেক তাহাকে কি শান্তিতে থাকিতে দিতেছে? শতসহস্র বিপরীত যুক্তিতর্ক উঠাইয়া তাহার মনকে সর্ব্বক্ষণই পাগল করিয়া তুলিতেছে! শ্রীভগবানের স্থাবরজঙ্গমাত্মক সৃষ্ট জগতের যে দিকেই দৃক্‌পাত করা যাউক না কেন, কেবল 'প্রকৃতি'র দোহাই হইয়া তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দিতেছে না, গীতার "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০) এই ভগবদ্বাক্য তাহার স্মৃতিপথে জাগরুক হইয়া তাহার নাস্তিকতা চূরমার করিয়া দিতেছে—"হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠান-হেতুই প্রকৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করেন।" কারণহীন কার্য্য হয় না, জড়াপ্রকৃতি জগৎসৃষ্টিকার্য্য কি করিবে? জড়বিজ্ঞান জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু এই জীবজগতের একটি লোম সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। মনুষ্য পশু-পক্ষীকীটপতঙ্গাদি জঙ্গম বা বৃক্ষপর্ব্বতাদি স্থাবরাত্মক জগতের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক, সে দিকেই একটি সর্ব্বশক্তিমান কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া স্থির থাকিবার—নাস্তিক্য বজায় রাখিবার কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। সুতরাং নাস্তিক তোমার বাহাদুরী দেখান' থামাইয়া দাও, সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ে আস্তিক হও, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর, ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হও—তোমার মঙ্গল হউক।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ দুষ্মন্ত

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে 'হে ভারত!' এইরূপ সম্বোধন করতঃ তাঁহার বংশ বর্ণনকালে 'পুরু' হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পুরুর বংশে জন্মেজয়ের আবির্ভাব হয়। জন্মেজয় হইতে প্রাচিন্বান্—প্রবীর—মনস্যু—চারুপদ—সুদ্যু—বহুগব—সংযাতি— অহংযাতী—রৌদ্রাশ্ব—ঋতেয়ু—রন্তিনাব—সুমতি—রেভি—মহারাজ দুষ্মন্ত। মহারাজ দুষ্মন্ত চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি। চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ পুরূরবা। পুরূরবার পিতা বুধ। বুধের পিতা চন্দ্র। চন্দ্রের পিতা অত্রি। অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র। বিশ্বকোষে দুষ্মন্ত চন্দ্রবংশীয় ঐতি রাজার পুত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীহরিবংশ-পাঠে বিদিত হওয়া যায় দুষ্মন্তের পিতা মহারাজ সুরোধ, জননী উপদানবী।

'দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্ত্তিতঃ॥'

—ভাঃ ১২।১২।২৬

'দুষ্মন্তনন্দন ভরত, শান্তনু, তৎপুত্র এবং যযাতির জ্যেষ্ঠনন্দন যদুর বংশ বর্ণিত হইয়াছে।' কুরু-পাণ্ডবের মূল দুষ্মন্তরাজনন্দন ভরত, এইজন্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে 'হে ভারত!' এইরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে মহারাজ দুষ্মন্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত কথা এই—দুষ্মন্ত রাজা মৃগয়ায় গিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে পৌঁছিয়াছিলেন। তথায় লক্ষ্মীর ন্যায় প্রভাবসম্পন্না পরমাসুন্দরী নারীকে দেখিতে পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'পুরুবংশের কেহ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না'—এইরূপ বলিয়া তিনি মধুরবাক্যে তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে শকুন্তলা বলিলেন তিনি মহামুনি কৌশিক বিশ্বামিত্রের কন্যা, মেনকার দ্বারা বনে পরিত্যক্তা, পরমপূজ্য কণ্বমুনির দ্বারা পালিত। বিবিধ উপচারে রাজার সেবা করিতে শকুন্তলা ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে রাজকন্যাসদৃশ জানিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন। গান্ধর্ব্ব-বিধানানুসারে তাঁহাদের বিবাহ হইল। রাজা দুষ্মন্ত নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শকুন্তলার গর্ভে মহাবিক্রমশালী পুত্র ভরত জন্মগ্রহণ করিলেন। কণ্বমুনি শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই পুত্র এইপ্রকার শক্তিশালী হইলেন যে তিনি বালক অবস্থায় বলপূর্ব্বক সিংহকে ধরিয়া আনিয়া তাহার সহিত খেলা করিতেন। ভগবান্ হরির অংশাংশসম্ভূত পুত্র ভরতকে লইয়া শকুন্তলা ক্রমশঃ পতি দুষ্মন্তের সমীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু মহারাজ প্রথমে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও আকাশবাণীর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্ত্রী-পুত্ররূপে পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'পিতুর্য্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি॥'

—ভাগবত ৯।২০।২৩

'পিতা দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। ভগবানের অংশাংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহার মহিমা পৃথিবীতে পরিগীত হইত।'

মহাভারতে প্রসঙ্গটী এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

কৌরবদিগের আদি পুরুষ বীর্য্যবান্ দুষ্মন্ত। তিনি পৃথিবীপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতেন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া মৃগয়ায় গমন করিলে প্রজাগণের নিকট বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন। অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি নন্দনকাননের ন্যায় বিচিত্র বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ একটী রমণীয় বন দেখিতে পাইলেন। মহাপরাক্রমশালী মহারাজ সৈন্যগণের দ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলে মৃগ, ব্যাঘ্র-সিংহাদি হিংস্র পশু ও হস্তিগণ পলায়ন করিল। সেই বনে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বানর ও অপ্সরাগণ ক্রীড়া করিতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু রাজা শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তিনি ক্রমশঃ জনশূন্য প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কশ্যপনন্দন মহর্ষি

কণ্বের আশ্রমে উপনীত হইলেন। তপোবনসদৃশ আশ্রমের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করতঃ সৈন্য-সামন্তকে বাহিরে রাখিয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণকে লইয়া প্রবিষ্ট হইলেন, পরে তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, আশ্রমসংশ্লিষ্টা মালিনী নদী প্রবাহিতা দেখিতে পাইলেন। আশ্রমে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে একজন তাপসবেশ-ধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী কন্যা বাহির হইলেন। সেই কন্যা রাজাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতঃ আসন, পাদ্য অর্ঘ্যের দ্বারা পূজা বিধান করিলেন। কণ্বমুনির দর্শনের জন্য রাজা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে কন্যা রাজাকে কিছু সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। কন্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে রাজা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা কন্যার পরিচয় জানিতে চাহিলে শকুন্তলা কণ্বমুনির দুহিতা বলিয়া নিজেকে পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু কণ্বমুনি ঊর্দ্ধরেতা, তাঁহার কন্যা কি প্রকারে হইতে পারে বিশ্বাস না হওয়ায় রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে শকুন্তলা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইরূপ—'একসময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি ভীষণ তপস্যায় নিরত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট করার জন্য স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেনকা মহাক্রোধী বিশ্বামিত্রের মহাপ্রভাবের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করতঃ তাঁহাকে তপোভ্রষ্ট করিতে ভীত হইলেও দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতে না পারায় দেবরাজের নিকট তাঁহার কার্য্যের জন্য বায়ুর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। দেবরাজ উক্ত সহায়তা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। বায়ুর সহায়তার ক্রীড়ার দ্বারা মেনকা বিশ্বামিত্রকে মোহিত করিলে বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার সঙ্গ হয়। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে একটী কন্যার জন্ম হয়। কার্য্য সিদ্ধি হওয়ায় সদ্যজাত সন্তানকে মালিনী নদীর তটে পরিত্যাগ করিয়া মেনকা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র সমাকীর্ণ বীজনবনে সদ্যপ্রসূতা বালিকা পরিত্যক্তারূপে থাকিলে যাহাতে বনমধ্যে মাংসলোলুপ পশুগণ বালিকাকে হিংসা করিতে না পারে, তজ্জন্য শকুন্তগণ চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া মেনকা-তনয়াকে রক্ষা করিতেছিল। এমন সময় কণ্বমুনি স্নানের জন্য উক্ত নদীতটে গেলে বালিকাকে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্রমে আনিয়া তাহাকে কন্যাভাবে লালন-পালন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে জন্মদাতা, প্রাণদাতা ও অন্নদাতা ইঁহারা তিনজনেই পিতা। এই কন্যা নির্জ্জনবনে শকুন্তগণ কর্তৃক পরিবারিতা ছিলেন বলিয়া ইহার শকুন্তলা নাম হয়।'

শকুন্তলার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া মহারাজ দুষ্মন্ত তাহাকে রাজকুমারীর ন্যায় বিচার করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শকুন্তলা তাহার পালিত পিতা কণ্বমুনির আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে বলিলে, রাজা দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয়গণের ছয় প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমীচীন বলিলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রস্তাবিত বিবাহেতে একটি শর্ত আরোপ করিলেন,—তাহার যে পুত্র হইবে সেই পুত্র যুবরাজ ও মহারাজের উত্তরাধিকারী হইবে। রাজা দুষ্মন্ত উক্ত শর্ত মানিয়া লইলেন। রাজধানীতে ফিরিবার পূর্ব্বে শকুন্তলাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন যে চতুরঙ্গিণী বাহিনী প্রেরণ করিয়া তাহাকে রাজধানীতে লইয়া আসিবেন। মহারাজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কৃত কর্ম্মের জন্য চিন্তিত ও অনুতপ্ত হইলেন। কণ্বমুনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে শকুন্তলাকে লজ্জাপরতন্ত্র দেখিয়া দিব্যদর্শনে সব বুঝিতে পারিয়া শকুন্তলাকে প্রবোধ দিলেন এবং গন্ধর্ব্ববিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে বলিলেন, বিশেষতঃ রাজা দুষ্মন্ত ধর্ম্মাত্মা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিলেন—শকুন্তলার গর্ভে এক মহাত্মা মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন। দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহের তিনবৎসর পর মহাবীর্য্যবান্ পুত্রের জন্ম হইলে ঋষিগণ বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিলেন। বালকের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন জঙ্গল হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী, শূকর, মহিষ ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে বৃক্ষে বান্ধিয়া খেলা করিতেন। কণ্বমুনির আশ্রমের মুনিগণ এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বালকের নাম 'সর্ব্বদমন' রাখিলেন।

অনন্তর শকুন্তলা পালিত পিতা মহর্ষি কণ্বের নির্দ্দেশক্রমে পুত্রসহ হস্তিনাপুরে পতি দুষ্মন্ত মহারাজের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কণ্ব-ঋষির শিষ্যগণ, যাঁহারা শকুন্তলার সহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকল কথা রাজসমীপে নিবেদন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শকুন্তলা মহারাজের নিকট পুত্রের কথা নিবেদন করতঃ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। নরপতি দুষ্মন্তের নিজকৃত পূর্ব্বকার্য্যের কথা স্মরণপথে আসিলেও কঠোর নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন—"রে দুষ্ট তাপসী! তুই কার ভার্য্যা? তোর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তুই যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যা।" দুষ্মন্তের নিষ্ঠুর বাক্যে শকুন্তলা লজ্জিতা, অভিভূতা ও অচৈতন্যের ন্যায় নিস্তব্ধ হইলেন। শকুন্তলা পরে দুঃখিতা ও ক্রোধযুক্তা হইয়া 'রাজা সবকিছু জানিয়াও না জানার ভান করিতেছেন'—এইপ্রকারে রাজাকে তিরস্কার ও বহুভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন, রাজা যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু রাজার নিজ ঔরসজাত সন্তানকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নহে। উহা শুনিয়া রাজা আরও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেন—'এই বালক তাহার পুত্র নহে, স্ত্রীলোকের কথা প্রায় মিথ্যা হয়। এই পুত্র বালক হইয়াও অতিকায় শালস্তম্ভের ন্যায় বিরাটকায় অল্পকালের মধ্যে কিরূপে হইতে পারে? মেনকা কামবশবর্ত্তিণী হইয়া শকুন্তলাকে উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার স্বভাবও তদ্রূপই হইবে।' শকুন্তলা তদুত্তরে রাজার জন্মাপেক্ষা তাঁহার জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতঃ বলিলেন, রাজার যদি সত্যকথায় বিশ্বাস না থাকে তিনি চলিয়া যাইতেছেন, রাজার সহিত মিলনের তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজা গ্রহণ না করিলেও তাঁহার পুত্র পৃথিবীর সম্রাট হইবে। শকুন্তলা প্রস্থান করিলে রাজার সমক্ষে এবং সকলের সমক্ষে এইরূপ আকাশবাণী হইল—'হে দুষ্মন্ত! তোমার পুত্রকে ভরণপোষণ কর। শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না। শকুন্তলার গর্ভজাত এই তনয়কে আমাদের বচনানুসারে তোমাকে ভরণ করিতে হইবে। এই কারণে ইহার নাম ভরত হইবে।'

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পুরোহিত ও অমাত্যগণকে কহিলেন—"আপনারা সকলেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছেন। এই পুত্র আমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদি শকুন্তলার বাক্যে আমি নিজপুত্রকে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে প্রজাগণের হৃদয়ে সংশয় থাকিত—এই পুত্র শুদ্ধ কিনা।" রাজা দুষ্মন্ত ভরতকে পুত্ররূপে পাইয়া পরমাহলাদিত হইলেন এবং শকুন্তলাকে বুঝাইয়া বলিলেন—অবৈধ উৎপন্ন পুত্র রাজ্যাধিকারী হইলেন এইরূপ অপবাদ নিরাকরণের জন্যই তিনি তাঁহার সহিত ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। ভরত সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তি হইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কণ্ব তাহাকে ভূরি দক্ষিণাবিশিষ্ট যাগ করাইয়াছিলেন। এই ভারতীকীর্ত্তি সেই ভরত হইতেই হইয়াছে এবং তাহা হইতেই ভারতকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

বিশ্বকোষে মহাকবি কালিদাস প্রণীত **'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'**-নামক গ্রন্থে যে দুষ্মন্ত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের বর্ণন হইতে পৃথক্। বিশ্বকোষে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত লোকনিন্দাভয়ে কপটভাব অবলম্বন করিয়া শকুন্তলা-বৃত্তান্ত স্মৃতি পথারূঢ় হইলেও তাহাকে অন্যায়রূপে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী নিস্যন্দিত শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসা মুনির শাপপ্রভাবে বিস্মৃত হন এবং প্রতি পদে পাছে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন, না জানিয়া কি করিয়া পরস্ত্রী গ্রহণ করেন ইত্যাদি ধর্ম্মলোপ আশঙ্কা করিয়া বাধ্য হইয়া তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, বিশেষতঃ শকুন্তলা এই সময় গর্ভবতী ছিলেন, কোন্ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি না জানিয়া গর্ভিণী স্ত্রীকে নিজপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে? শকুন্তলা রাজাকে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে দেখাইতে পারিলেন না। ইহাতে রাজার আরও সন্দেহ হইল, কাজেই শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলেন।

মহাভারতে শকুন্তলাও নিতান্ত লজ্জাহীনা হইয়া পুংশ্চলীর ন্যায় রাজাকে নানাবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী লজ্জা।"

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

চাঁচল (মালদহ) ঃ—মালদহ-জেলান্তর্গত চাঁচল-নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর (শ্রীসুনীল চন্দ্র ঘোষের) পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচার-পার্টী সহ বিগত ১৮ পৌষ (১৩৯৮), ৩ জানুয়ারী (১৯৯২) শুক্রবার কলিকাতা-শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শ্রীগৌড়-এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে মালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, পুনঃ সুনীলবাবুর পুত্র শ্রীসুজিত ঘোষের ব্যবস্থানুযায়ী প্যাসেঞ্জার ট্রেনযোগে 'সামসি' ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে মিনি ট্রাক্‌যোগে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় চাঁচলে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। চাঁচলে প্রবেশমুখে গাড়ী খারাপ হইলে মেরামতে আধা ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচার-পার্টীতে ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা), শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী। চাঁচল-বাজারে সুনীলবাবুর তিনটী গৃহে সাধুগণ অবস্থান করেন। চাঁচলে প্রতি বুধবার যে হাট বসে তাহা মালদহে প্রসিদ্ধ। হাটের ময়দান-সংলগ্ন সুনীলবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী শনিবার হইতে ২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৫ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করে। রাস্তায় মুখ্য দর্শনীয় চাঁচলের মহারাজার শ্রীমন্দির। পরদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার ও বৈষ্ণবসেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গ শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টী সহ ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় চাঁচল হইতে বাসযোগে মালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, তথা হইতে গৌড়-এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গোপালপুর (নদীয়া) ঃ—নদীয়া-জেলান্তর্গত গোপালপুরনিবাসী [পোষ্ট অফিস—প্রীতিনগর, রেল ষ্টেশন—পায়রাডাঙ্গা] মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত মহোদয়ের) আমন্ত্রণে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তদ্‌-সমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী) ৮ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে কলিকাতা মঠ হইতে যাত্রা করতঃ শিয়ালদহ-ষ্টেশন হইতে লোকেল ট্রেনে পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশনে অপরাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীবালকৃষ্ণ প্রভু ও স্থানীয় ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু উক্তদিবস প্রাতে এবং তৎপূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী তথায় পৌঁছিয়াছিলেন প্রাক্-ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। চাকদহের অন্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবকগণও ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীবালকৃষ্ণ প্রভুর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। পরবর্ত্তিকালে যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ মঠের ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীবালকৃষ্ণপ্রভুর গৃহ-প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে

২৩ ও ২৪ জানুয়ারী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ২৪ জানুয়ারী মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবালকৃষ্ণপ্রভুর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উদ্যম এবং তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

২৫ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আসেন।

আমতা (হাওড়া)ঃ—শ্রীমায়াপুর ও কালনাস্থিত শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপাভিষিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য হাওড়া—আমতানিবাসী শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং তাঁহার সন্ন্যাসী-শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ১১ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী রবিবার বেলা ১২-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা হইতে দুইটী ট্যাক্সিযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় আমতায় শুভপদার্পণ করেন। শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর দ্বিতল বাসভবনে বৈষ্ণবগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। উক্ত গৃহের দ্বিতলে প্রশস্ত কক্ষে রাত্রিতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় সভায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সন্ন্যাসী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ। সভার শেষে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গুরু-বৈষ্ণবের জয়গানমুখে বিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কীর্ত্তন করিলে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

উক্ত দিবস রাত্রিতেই শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সমুপস্থিত নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন। বৈষ্ণবসেবায় প্রযত্নের জন্য শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী ও তাঁহার গৃহের সকলে এবং কানপুরের শ্রীমদ্ মদনমোহন দাসাধিকারী প্রভুর পরিজনবর্গ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যদ্বয় শ্রীদয়াল ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২৭ জানুয়ারী প্রাতে ট্যাক্সিযোগে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীহিন্দ্‌পালজী আগরওয়াল, জলন্ধর (পাঞ্জাব)ঃ

পাঞ্জাব-প্রদেশের জলন্ধরসহরনিবাসী শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত ভক্তপ্রবর শ্রীহিন্দ্‌পালজী আগরওয়াল বিগত ১২ মাঘ (১৩৯৮), ২৭ জানুয়ারী (১৯৯২) সোমবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে নিউদিল্লীস্থিত 'Excort'-হাসপাতালে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। তিনি জলন্ধরজেলান্তর্গত চিট্টি-গ্রামে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি জলন্ধর D. A. V. College হইতে B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইং ১৯৪৩ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিদুষী ও ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী উষা আগরওয়াল প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে পতির ধর্ম্মে ও জনহিতকর-কার্য্যে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়া সদ্‌গুণসম্পন্না স্ত্রী-রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শ্রীহিন্দ্-

পালজী ব্যবসায়ক্ষেত্রেও ইটের ভাটার কার্য্য আরম্ভ করিয়া জলন্ধর সহরে প্রতিপত্তি লাভ করতঃ চল্লিশ বৎসর যাবৎ 'Jallandhar Brick-Kiln Owners Association'-এর সভাপতিপদে আসীন ছিলেন। তিনি শিল্প-বিভাগেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-সরকারের স্থানীয় শিল্প-সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

শ্রীহিন্দ্‌পালজী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য। তাঁহাদের ভক্তি ও সেবাপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার গৃহে সপার্ষদে শুভপদার্পণ এবং অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজও তৎকালে শ্রীল গুরুদেব-সমভিব্যাহারে ছিলেন।

শ্রীহিন্দ্‌পালজী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। শ্রীহিন্দ্‌পালজীর গুরুদেবও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে বলিতেন—মহাপুরুষোচিত অসামান্য ব্যক্তিত্ব (Gigantic Spiritual Personality)। শ্রীহিন্দ্‌পালজী এবং তাঁহার গৃহের সকলে শ্রীল গুরুদেবের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে প্রতি বৎসর তাঁহাদের গৃহে আনিয়া হরিকথা শ্রবণ ও বৈষ্ণবসেবার আয়োজন করিয়া থাকেন।

স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য জলন্ধরসহরে একটী কেন্দ্র সংস্থাপনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি উহা কার্য্যকরী করার জন্য মুখ্যভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারই মুখ্যপ্রচেষ্টায় ও সহায়তায় পাঞ্জাবে জলন্ধরসহরে প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রাধা-মাধব মন্দির সংস্থাপিত হয়। জমীসংগ্রহ, শ্রীমন্দির—নাট্যমন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মাণে তিনিই মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীভূপেন্দ্র কুমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রাধামাধব মন্দিরের সমুন্নতির বিষয় অধিক চিন্তা ও যত্ন করিয়া থাকেন।

জলন্ধর সহরে আদর্শনগরে শ্রীহিন্দ্‌পালজীর গৃহে সামাজিক প্রথানুসারে অনুষ্ঠিত তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্যে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণববিধানানুসারে তাঁহার গৃহে ১০ ফেব্রুয়ারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধামাধবমন্দিরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীহিন্দ্‌পালজীর অকস্মাৎ প্রয়াণে পাঞ্জাব-প্রচারে এক শূন্যতার সৃষ্টি হইল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত জলন্ধরনিবাসী ভক্তগণ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ নরনারীগণ সকলেই মর্ম্মান্তিকভাবে বিরহ-সন্তপ্ত।

আসামে তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগস্থ মঠসমূহের বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং নওগাঁও সহরে ও গোয়ালপাড়া জেলায় মালাধরায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচার-পার্টি সহ বিগত ১৪ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী বুধবার কলিকাতা হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে আসামে প্রচার-ভ্রমণে যাত্রা করতঃ তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগস্থ শাখামঠসমূহের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান এবং নওগাওঁ সহরে ও মালাধরায় প্রচারান্তে ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ সোমবার কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে প্রচার-পার্টিতে ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গুয়াহাটী), শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতপ্রপন্নদাস বনচারী, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারিসহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে এবং আগরতলাস্থিত শ্রীমঠ হইতে শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী আসাম প্রচারে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত থাকিবার জন্য পূর্ব্বেই গুয়াহাটী মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

নগাওঁ ঃ—অবস্থিতি ১৭ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২০ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মসম্মেলন ও নিবাসস্থান—নগাওঁ বাঙ্গালী পূজাবাড়ী। বাঙ্গালী পূজাবাড়ীর সুপ্রশস্ত থিয়েটারহলে প্রত্যহ সান্ধ্যধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীআনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন কলেজের অধ্যাপক শ্রীশরৎমাধব কুশ্রে। সভার বক্তব্যবিষয় ঃ—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম'। ১৯ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার বাঙ্গালী পূজাবাড়ী হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রার সহিত পুলিশ পাহারা ছিল।

হয়বরগাওঁয়ের মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ) রিজার্ভ মিনিবাসে গুয়াহাটী হইতে নগাওঁ আসিবার কালে পার্টির সহিত ছিলেন। গুয়াহাটীর শ্রীতুহিনবরণ দাস চৌধুরীও আসিয়াছিলেন। নগাওঁয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীবৈষ্ণব দাসাধিকারী ও শ্রীজয়দেব ভাওয়াল শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ত্রিদণ্ডিযতিগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালী পূজাবাড়ীতে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবেণীমাধব দাস, সেক্রেটারী শ্রীপুলক রায় এবং স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী শ্রীফণিলাল সেন মহোদয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সাধুগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তেজপুর মঠের শ্রীকরুণাময় বনচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য পূর্ব্বে নগাওঁয়ে পৌঁছিয়া একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীবৈষ্ণব দাসাধিকারী ও শ্রীজয়দেব ভাওয়ালের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—অবস্থিতি ২১ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২৫ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত।

নগাওঁএর ভক্তগণের ব্যবস্থায় রিজার্ভ মিনিবাস-

যোগে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার বেলা ১২টায় নগাওঁ হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ১-৩০ ঘটিকায় তেজপুর মঠে পৌঁছিলে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ বহু ভক্তসহ সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ২৩ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বাহ্নে পূজা-মহাভিষেকান্তে সুরম্য রথারোহণে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে এবং রথে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডীযতি ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ সমভিব্যাহারে ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় এল্-বি রোডস্থ সরকার মহোদয়গণের (শ্রীস্বপন সরকার, শ্রীনিতাই সরকার, শ্রীগৌরাঙ্গ সরকার, শ্রীরাধু সরকার) গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ কৃষ্ণকথামৃত পরিবেশনকালে বলেন শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কপট প্রপত্তিই শান্তি লাভের একমাত্র উপায় এবং শ্রীনৃসিংহদেবের স্মরণে সর্ব্ব বিঘ্ন দূরীভূত হয়।

বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (পুলক সরকার), শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীকরুণাময় বনচারী, শ্রীভরত দাস, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী (নিমাই), শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস (নিমুয়া), শ্রীনয়নমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দীসেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ—অবস্থিতি —২৭ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভৈমী একাদশী তিথি পর্য্যন্ত। গোয়ালপাড়া মঠের উৎসবানুষ্ঠানের বহু পূর্ব্বেই শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ উক্ত মঠে শুভপদার্পণ করতঃ অভিভাবকরূপে অবস্থান করায় সেবকগণের সেবোৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে—১১ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন। গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং মেঘালয় হইতেও ভক্তগণের এবং পার্ব্বত্য উপজাতি নরনারীগণের বিপুল সমাবেশ হয়। পার্ব্বত্য উপজাতীয় ভক্তগণ চাল-ডাল-তরিতরকারি সমস্তই গ্রামাঞ্চল হইতে লইয়া আসেন, পরমোৎসাহে তাঁহারাই রন্ধনাদিসেবা এবং তাঁহারাই পরিবেশন করেন। দিন-রাত্রি তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। অন্যান্য মঠ হইতে গোয়ালপাড়া মঠের এই বৈশিষ্ট্য বিলক্ষণরূপে অনুভূত হয়। সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ (পার্ব্বত্য-রাভা-ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ (বাংলা ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ (বাংলা ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ (হিন্দীভাষায়) এবং শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী (অসমীয়া ভাষায়) বক্তৃতা করেন। গোয়ালপাড়া মঠের উৎসবে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রচারপার্টির ব্যক্তিগণ ছাড়াও যোগ দিয়াছেন গুয়াহাটী মঠের শ্রীনরহরি দাস ও শ্রীতারিণী দাস, জলন্ধর হইতে শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু, কলিকাতা মঠের শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, রংজুলির শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, কাশীকোটরার শ্রীসুরেশ্বর দাস,

গোলাঘাটের শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, নিমুয়ার শ্রীরাধাকান্ত দাস ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী।

১২ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীল মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাদামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে তদনুগমনে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল দাস সমস্ত রাস্তা মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরদিবস ১৩ ফেব্রুয়ারী শ্রীল রামানুজাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের প্রাকট্যতিথিতে পূর্ব্বাহ্নে পূজা, মহাভিষেক ও মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ মহাভিষেককার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনতারণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথদাস বনচারী, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীপীতাম্বর দাস, শ্রীভাগ্য দাস, শ্রীরাধাকান্ত দাস, শ্রীনরহরি দাস (নির্ম্মল), শ্রীতারিণী দাস, শ্রীরুদ্র দাস, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীজগদানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীকিরণ দাসাধিকারী, শ্রীনবকুমার দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীউমা দাসাধিকারী, শ্রীনারায়ণ বৈশ্য প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় মহোৎসব অনুষ্ঠান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গোয়ালপাড়া সহরের নিকটবর্ত্তী আগিয়া-দোরাপাড়াস্থ শ্রীধরণীকান্ত দাস মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনায় ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তথায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস সহরে ১নং কলোনীস্থিত বারোয়াড়ী দুর্গাবাড়ীতে অষ্টমপ্রহর নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘাটনের জন্য শ্রীমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

গোয়ালপাড়া ও মেঘালয়ের অনেক নরনারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী ঃ—অবস্থিতি—২ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৬ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ১৫ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু।

৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী-তিথিতে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট-শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক এবং অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথাকর্ষণে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে, বিশেষভাবে কামরূপ ও বরপেটা জেলা হইতে বহু নরনারী উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। পরদিবস মহোৎসবানুষ্ঠানে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনিল প্রভু, শ্রীকানু, শ্রীনরেন দাস, শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপালদাস ব্রহ্মচারী (গুণধর দাস), শ্রীজগন্নাথ দাস, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বীরেন দেব প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদার প্রভুর গৃহে ৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব-মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পূতচরিত্র কীর্ত্তনমুখে হরিকথা বলেন। তাঁহার গৃহে বিবিধ উপচারে বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদার প্রভুর গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহার জামাতা শ্রীপ্রশান্ত ঘোষের গৃহেও সদলবলে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। বহুদিন বাদে টাংলার শ্রীশশধর ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সুখী হইয়াছিলেন। শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব যে সময়ে টাংলাতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে সপার্ষদে প্রথম শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শশধর বাবুর সহিত শ্রীল গুরুদেবের ও সাধুগণের পরিচয় হয়। তিনি তথাকার ধনাঢ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি শ্রীল গুরুদেবের অভিপ্রায় অনুসারে তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের নীচুস্থান মাটি দিয়া ভরাট করিবার জন্য একমাসের জন্য তাঁহার ট্রাকটি দিয়াছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব একবার তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীপূর্ণকান্ত গর্গে মহাশয়ের প্রার্থনায় তাঁহার স্থানীয় বামুনি ময়দান—জ্যোতিনগরস্থ বাসভবনে রাত্রিতে তাঁহাদের মিনিবাসে মঠ হইতে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথা বলিয়াছিলেন। পূর্ণবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিতা শিষ্যা, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় রুচিবিশিষ্টা। তাঁহারাও বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বরপেটা জেলা (আসাম)ঃ—অবস্থিতি—৭ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে প্রাক্-ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবের পর ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন শ্রীভাগবত-প্রপন্নদাস বনচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনরহরি দাস ও শ্রীতারিণী দাস—সেবকবৃন্দ। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীপূর্ণকান্ত গর্গে মহোদয়ের ব্যবস্থায় তাঁহার রিজার্ভ মিনিবাসে গুয়াহাটী মঠ হইতে ২০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ১১-১৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় চক্‌চকাবাজারস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করেন। উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বরপেটা জেলা ও কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং আসামের অন্যান্য স্থান হইতেও শতাধিক ভক্ত-অতিথি আসিয়াছিলেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ আসামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মঠ। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এতন্নিবন্ধন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিজগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা ও বার্ষিক উৎসব শ্রীল প্রভুপাদের সংস্থাপিত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন করিয়া সুখী হইতেন। তদনুসরণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ প্রতিবৎসর সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা ও বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তনভবনে দিবসত্রয়-ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'নাম-মাহাত্ম্য', 'বিশ্বশান্তির উপায়' ও 'গুরুতত্ত্ব'।

৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ৯।। কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে অতিক্রম করতঃ সরভোগ সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে রাত্রি ৬-৩০টায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিপুল সংখ্যক নরনারী শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন।

১৩ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ১১৮ বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইলে পর ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় বৈষ্ণবগণ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে সর্ব্বক্ষণ গুরুকৃপা ও শ্রীপ্রভুপাদকৃপা প্রার্থনামূলক কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহোৎসবকালে বর্ষা না হওয়ায় ভক্তগণের মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইতে অসুবিধা হয় নাই।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীরমানাথ দাস বাবাজী মহারাজ, পূজারী শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীহরমোহন প্রভু, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের, প্রচারপার্টীর সেবকগণের এবং কোক্রাঝাড়, কাশীকোট্রা ও জালাহ অঞ্চলের গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজের বিশেষ প্রযত্নে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকখণ্ড ও অতিথি-ভবনাদি নির্ম্মাণে যথেষ্ট সমুন্নতি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ উল্লসিত হন।

প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন গুরুভ্রাতাদ্বয় শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীভগবান দাসাধিকারীর গৃহে ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে পদার্পণ করতঃ তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পরদিবস স্বধামগত শ্রীদামোদর পাঠকের পুত্রগণের (শ্রীভূমিধর পাঠক, শ্রীগদাধর পাঠক প্রভৃতি পুত্রগণের) বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব চকচকা-বাজারস্থ তাঁহাদের গৃহে পূর্ব্বাহ্নে সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ অসমীয়া ভাষায় হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সভার আদি ও অন্তে নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

বরপেটা ও কামরূপ জেলার বহু নরনারী শুদ্ধ-ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

মালাধরা-আমগুড়ি (গোয়ালপাড়া) ঃ—অবস্থিতি —১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

আসামের বরপেটা, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলায় গ্রাম-পঞ্চায়তি নির্ব্বাচনের দরুণ সমস্ত প্রাইভেট বাসসমূহ সরকার হইতে লওয়ায় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ বহু চেষ্টা করিয়াও রিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তবে তিনি তাঁহার পরিচিত বন্ধুর দ্বারা বরপেটা রোডের লাইন বাসে সিট রিজার্ভ করাইয়াছিলেন। বাসটি প্রাতঃ পৌনে ৮টায় মঠের গেটের সম্মুখে ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে দাঁড়াইলে সকলেই তাহাতে কোনওপ্রকারে উঠিয়া পড়েন। বাস ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী যোগিগোফায় পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৫ মিঃ-এ পৌঁছে। ব্রহ্মপুত্র নদ পারের জন্য ষ্টীমলঞ্চের ব্যবস্থা আছে। মালপত্র অনেক থাকায় বার বার লঞ্চ হইতে যাতায়াত করতঃ মাল আনিতে আনিতেই লঞ্চ ছাড়িয়া দেয়। পরে লঞ্চের সারেংকে বিশেষ প্রার্থনা করিলে সে আবার লঞ্চটি পারে লইয়া যায়। ইহাতে কিছু সময় বৃথা নষ্ট হয়। যাত্রিগণের পারাপারের জন্য সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় ব্যবস্থাপকগণের চিন্তা করা উচিত। ব্রহ্মপুত্রের অপরপার্শ্বে পঞ্চরত্ন-পাহাড়। পাহাড় ও নদের সমাবেশে স্থানের দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। মালাধরা-আমগুড়ির একজন ভক্ত পঞ্চরত্ন হইতে গোয়ালপাড়া মঠে লইবার জন্য একটি প্রাইভেট বাসে সিট রিজার্ভ করিয়াছিলেন। সেই বাসওয়ালা সাধুগণের মালপত্র দেখিয়া টিকেট ফেরত দিয়া চলিয়া যান। ব্যবস্থাপক ভক্তটি এইরূপ ঘটনায় হতাশ

হইয়া পড়েন। অল্পসময়ের মধ্যে একটি সিটি বাস তথায় আসিলে সকলে মালপত্রসহ তাহাতে উঠিয়া বেলা ১২টায় গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছেন। সাধুগণ মালাধরায় যাইয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবেন, মঠের সেবকগণ এই সংবাদ পাওয়ায় মধ্যাহ্নে সাধুগণের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করেন নাই। যাহা হউক সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণের পর পৌনে ৩টায় রিজার্ভ প্রাইভেট বাসে যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন পৌনে ৪টায় মালাধরা এম্-ভি হাইস্কুলের নিকটে সাধুগণ উপনীত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ অগণিত নরনারী-গণ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তনসহ মাল্যাদি দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গোয়ালপাড়া হইতে যাত্রার প্রাক্কালে মঠবাসী ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরাঙ্গ দাসের জননীর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তির গৃহে কিছুসময়ের জন্য শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

মালাধরা এম্-ভি হাইস্কুল হইতে সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান প্রায় দুই কিলোমিটার। উক্ত দিবস বেলা ১টা হইতে মালাধরা এম্-ভি হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবসহ সাধুগণের তথায় শুভপদার্পণে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ এক-নাগাড়ে প্রায় ২॥ ঘণ্টা স্থানীয় রাভা ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভার সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সহস্র সহস্র নরনারী বহু দলে বিভক্ত হইয়া বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডসহ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে আচার্য্যদেবের সম্মুখে ও পশ্চাতে চলিতে থাকেন। বিপুল লোকসংঘট্ট এবং পাহাড়ীগণের ঢাল, তরোয়াল, পাখোয়াজ আদিসহ বিচিত্র বাদ্য-নৃত্য-গীত, তন্মধ্যে খৃষ্টান পাহাড়ীগণেরও বিচিত্র বাদ্য নৃত্য দর্শন করিয়া সাধুগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা জীবনে কখনও এইরূপ শোভাযাত্রা দেখেন নাই। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী শিষ্য প্রাচীন বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন তিনি জীবনে কখনও এইরূপ শোভা-যাত্রা দেখেন নাই, মুভির (MOVIE) সাহায্যে ইহার স্মৃতি সংরক্ষণ করা উচিত ছিল। মালাধরা-আমগুড়ী গ্রামাঞ্চল; দূরে দূরে টিলাতে গৃহাদি দেখা যায়, কোথায়ও কোন লোকবসতি তেমন দেখা যায় না, কিন্তু এইরূপ লোকসংঘট্ট কোথা হইতে হইল ভাবিয়া সকলে বিস্মিত। সহরে ঘনবসতি, কিন্তু সভায় বা শোভাযাত্রায় লোক সমাগম দেখা যায় না, এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। এইরূপ অনুমিত হয় বহু দূর দূর গ্রামাঞ্চল হইতে নরনারীগণ আসিয়া একত্রিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের তিন দিন দিবারাত্র লোকের ভীড়, সমস্ত দিন-রাত্রি রন্ধন হইতেছে এবং প্রসাদ পরিবেশিত হইতেছে। রাত্রিতে লোকগুলি কোথায় থাকেন ভাবিয়া কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। দূরে দূরে ছোট ছোট কূপ, এক কূপের জল শেষ হইলে অন্য কূপ হইতে জল আনা হয়, মহিলারা কূপের জল বহন করেন, পুরুষেরা সঙ্গে চলেন, রাত্রিতে তাঁহারা (Daylight) ডেলাইট স্কন্ধে করিয়া দ্রুতগতি চলেন। নরনারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত। মঠাশ্রিত স্থানীয় ভক্তগণ রন্ধন ও পরিবেশনাদি সেবা করেন। খোলা ময়দানে লম্বা লম্বা কাঠ পাতিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে সকলে বসিয়া প্রসাদ পান। সহরবাসিগণের মত কোনও প্রকার আড়ম্বর নাই, কিন্তু সকলেই প্রফুল্ল, কাহারও কোনও অভিযোগ নাই। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকিরণ চন্দ্র দাসাধি-কারী-স্ত্রী-পরিজনবর্গ আমগুড়িতে একটী টিলাতে অবস্থান করেন। তাঁহার গৃহের সম্মুখে খোলা স্থানে বিরাট সভামণ্ডপ তৈরী হইয়াছে, উক্ত সভামণ্ডপে শোভাযাত্রা আসিয়া শেষ হয়। পাহাড়ী ভক্তগণ কর্ম্মঠ। নিজেরাই সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, আবার নিজেরাই ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তৈরী করিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাহাদের বেশী সময় লাগে না। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতিগণ এবং কতিপয় ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকিরণ চন্দ্র দাসাধিকারীর গৃহে এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ নিকটবর্ত্তী আরও একটী টিলায় শ্রীজিতেন্দ্র রাভার গৃহে অবস্থান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় স্বধামগত শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারীর গৃহে এবং তাঁহার গৃহেতেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে রন্ধন ও

প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সন্ন্যাসিগণের গ্রামদেশে শৌচাদিতে অসুবিধা দূর করার জন্য কিরণ প্রভু তাঁহার গৃহে একটী সেনিটারী পায়খানাও তৈরী করিয়াছেন। যাহাতে বৈষ্ণবগণের সেবাতে কোনওপ্রকার ত্রুটী না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের দৃষ্টি। তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সরল ব্যবহারে এবং প্রীতির সহিত প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণে সাধুগণ সকলেই প্রসন্ন। পাহাড়ী এলাকা চতুর্দ্দিকে জঙ্গল বেষ্টিত থাকায় রাত্রিতে এবং প্রাতের দিকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এইরূপ শুনা যায় পূর্ব্বে নাকি আরও ঘন জঙ্গল ছিল, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী থাকিত, এখন দেখা যায় না। বর্ষাকালে কর্দ্দমাক্ত রাস্তা হইলে চলাফেরার নাকি অসুবিধা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৭ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্যধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বাইদা রাজ্যিক চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীদেবেশ্বর কলিতা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভার প্রধান অতিথি হন যথাক্রমে বাইদা নেহেরু বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীলিষ্টিরাম রাভা এবং মালাধরা এম্-ভি স্কুলের শিক্ষক শ্রীব্রিটিসন রাভা। ২৬ ফেব্রুয়ারী মহোৎসব দিবসে মধ্যাহ্নেও ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ (অসমীয়া ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ (রাভা ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ (বাংলা ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ (বাংলা ভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ (হিন্দী ভাষায় ও রাভা ভাষায় লিখিত ভাষণ), শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রভুপদ দাসাধিকারী (অসমীয়া ভাষায়)। প্রতিটী ধর্ম্মসভায় অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। 'নাম-মাহাত্ম্য', 'বৈষ্ণবমাহাত্ম্য', 'জীবধর্ম্ম' যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

সাধুগণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একদিন সভায় স্থানীয় রাভাভাষী নরনারীগণ তলোয়ার লইয়া তাঁহাদের দেশীয় পদ্ধতিতে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। খৃষ্টানগণও তলোয়ার লইয়া তাঁহাদের জাতীয় নৃত্য গান দেখান ও শুনান। অবশ্য তাঁহাদের ভাষা সকলের বোধগম্য হয় নাই। অসমীয়া মহিলাগণ অসমীয়া ভাষায় দশাবতারের মহিমা নৃত্য করিয়া শুনাইলে তাহা অনেকের বোধগম্য হয় এবং ভগবল্লীলার স্মরণ হওয়ায় সকলে সুখী হন।

২৬ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে মালাধরায় এম্-ভি হাইস্কুলের সম্মুখস্থ ময়দানে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সভায় অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ শ্রোতা রাভাভাষী হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি শ্রোতাগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজকে প্রথমে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীল আচার্যদেব ২।৪টী কথা রাভাভাষায় বলিলে শ্রোতৃবৃন্দের হাস্যরসের উদ্দীপনা হয়। রাভা ভাষার সহিত কিছু কিছু অসমীয়া ও বাংলা শব্দ মিশ্রিত আছে। শ্রীল আচার্য্যদেব রাভা ভাষায় এইরূপ বলিলেন—'আংয়ি রাভাকথা ফাওমাঞ্চা। তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ রাভাকথা ফাওমান। ওনি ত্বিকাং কানিম।' ইহার অর্থ—'আমি রাভাকথা জানি না। তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ জানেন। তিনি প্রথমে বলিবেন।'

শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম মালাধরা-আমগুড়ির সন্নিকটে ছোট বালাসারি গ্রামে। এইজন্য তিনি স্থানীয় ভাষা ভালরূপ জানেন। তুর্য্যাশ্রমী মহারাজকে পাইয়া উক্ত অঞ্চলের রাভাভাষী নরনারীগণ খুবই উল্লসিত নিজেদের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাওয়ায়। শ্রীমদ্ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের ভাষণের পরে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশ্বশান্তিলাভে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে অসমীয়া ভাষায় বলেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণ এবং স্থানীয় শতাধিক গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় আমগুড়ি শ্রীকিরণ প্রভুর বাসভবন হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া ৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১১-৩০ ঘটিকায় মোঘো বালাসারিস্থ শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর গৃহে শুভপদার্পণ করেন। উক্ত দিবস জানকীবল্লভ দাসাধিকারীর

গৃহে ধর্ম্মসভার অধিবেশন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী-গীতি কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব নরোত্তম ঠাকুরের পূতচরিত্র অবলম্বনে কিছু সময় হরিকথা বলেন। আমগুড়ি হইতে সংকীর্ত্তনসহ মোঘো বালাসারি যাইবার কালে দুইদিকের দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া ভক্তগণের নবদ্বীপধাম পরিক্রমার স্মৃতি হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ যাওয়ার সময় এবং ফিরিবার সময় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে নিম্নলিখিত ভক্তগণের গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন—

১। শ্রীকর্ম্মেশ্বর রাভা, ছোট বালাসারি।
২। শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা শ্রীসমেশ্বর গিরি রাভা।
৩। শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী, মোঘো বালাসারি।
৪। শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারী, দেপালচুং।
৫। শ্রীঅজিত ভগবান দাসাধিকারী, দেপালচুং।
৬। শ্রীঅভিরাম দাসাধিকারী, দেপালচুং।
(পিতা—ক্ষীরেন প্রভু)
৭। শ্রীধেনু রাভা, দেপালচুং।

১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আমগুড়ি-মালাধরা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব রিজার্ভ বাসে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় সদলবলে গুয়াহাটী যাত্রা করেন। কিরণ প্রভুর গৃহ হইতে যাত্রাকালে স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপুষ্প-গোপাল দাসাধিকারীর গৃহে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় কিছুক্ষণ অবস্থানের পর নিকটবর্ত্তী রিজার্ভ বাসে সাধুগণসহ উঠিলে ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া বাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকেন। ভক্তগণ অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিলে সাধুগণ সকলেই কিছুক্ষণের জন্য বিরহ-বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়েন। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে উক্ত দিবস গুয়াহাটী মঠে পৌঁছিয়া তথায় পরদিবস অবস্থান করতঃ ১লা মার্চ্চ কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।
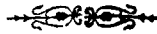
ইং ১৯৯২ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে [৪ চৈত্র (১৩৯৮), ১৮ মার্চ্চ (১৯৯২) বুধবার] গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ
(২) শ্রীনারায়ণন (কলিকাতা—কেরল রাজ্যের অধিবাসী)
(৩) শ্রীমতী রুমা বণিক (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)
(৪) শ্রীযুধিষ্ঠির চন্দ্রনাথ (গোলাঘাট, আসাম)
(৫) শ্রীমতী রিতা শর্ম্মা (জম্মু)

তৃতীয় বিভাগ

(৬) শ্রীঅনন্ত বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (রোপর, পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বাষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-৩৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৯৯
১৫ বামন, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ৩০ জুন ১৯৯২ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪, জগজ্জীবনপুরা, কাশীধাম
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ; ২০শে অক্টোবর, ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু,—

গতকল্য শ্রীযুক্ত * * র প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে * * সা—পর্ণকুটীরে বাস করিয়া ভজনের উন্নতি-সাধন-মানসে কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মাদ্রাজের হরিকীর্ত্তন-কার্য্যের বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী বহু-জন্মে ঐরূপ বিষয়-কার্য্য করিলেও চলিবে। কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতী আমি নহি ; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরও ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জ্জুনের ন্যায় বৃক্ষযোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্ত্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। নির্জ্জনভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে অবলম্বন-পূর্ব্বক "ষড়্ রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী" ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে। বাহিরে North Gopalpuram-এর মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের মোটরে চড়িয়া অকপট

ভিক্ষুকের বেশ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার * * ভেকধারী * * ভ * * র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু ; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচারপ্রণালীর সহিত জনকরাজা ও রায়রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। জনকরাজা বা রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে। কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে ; কিন্তু অন্তরে যদি কাপট্য প্রবেশ করে, তবে কোনদিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।

এই পত্রখানি আপনি স্বয়ং পাঠ করিবেন এবং * * ও * * মহাশয়কে ভাল করিয়া পড়াইবেন।

ভগবান্ ও ভক্তির অনুষ্ঠানকে খর্ব্ব করিতে হইবে না। অনেকে এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধা লাভ করিয়াছে, আলস্য শিখিয়াছে। * * ও প্রকৃত-বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
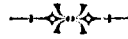
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৪ পৃষ্ঠার পর]

ততঃ কেশীবধঃ [১০।৩৭।১]

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং
মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্ব্বন্নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ ॥১০৯॥

[১০।৩৭।৭]

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥১১০॥

ততঃ ব্যোমবধঃ [১০।৩৭।২৬, ২৮-৩০, ৩২, ৩৩]

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াং চৌরপালাপদেশতঃ ॥১১১॥

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িতো বহূন্ ॥১১২॥

গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্নীতান্মহাসুরঃ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ ॥১১৩॥

তস্য তৎকর্ম্ম বিজ্ঞায়ঃ কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥১১৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত কেশী নামক বৃহৎ ঘোটক-মূর্ত্তি অসুর খুরের দ্বারা মহীকে নির্জরিত করিয়া মনের ন্যায় বেগে উপস্থিত হইল। সটাদ্বারা অভ্র-বিমানসমূহকে আকাশে বিচ্ছিন্ন করিয়া হ্রেষারবে সকলকে ভীত করিতে লাগিল ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণ স্বীয় হস্ত তাহার বদনে প্রবেশ করাইয়া তাহা বৃদ্ধি করিলে সেই সংবর্দ্ধমান কৃষ্ণবাহু-দ্বারা নিরুদ্ধবায়ু হইয়া পদচতুষ্টয় ছুড়িতে ছুড়িতে প্রস্বেদময় গাত্র এবং বহির্গত চক্ষুর্দ্বয় সেই অসুর মল মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে বিগতজীবন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ॥ ১১০ ॥

এক দিবস গোপালসকল পর্ব্বতসানুতে গরু চরাইতে চরাইতে চৌরপালবেশে নিলায়নক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর গোপালবেশে মেঘ হইয়া গোপবালকদিগকে হরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে গিরিদরি মধ্যে লইয়া লইয়া ফেলিতে লাগিল এবং প্রস্তরদ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চারিটী বা পাঁচটী গোপাল বাকী থাকিলে সাধুশরণদ কৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া সেই গোপবেশী অসুরকে সিংহ যেরূপ বৃককে ধরে, সেই-

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥১১৫॥

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্দেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্ ॥১১৬॥

কেশীপ্রেরণাৎ প্রাক্ অক্রূর রামকৃষ্ণনয়নার্থমনুজ্ঞাতঃ [১০।৩৮।১, ৩৪]

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিঃ মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায়প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥
রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥১১৭॥

[১০।৩৮।৩৫]

ভগবদ্দর্শনাহলাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ ॥১১৮॥

[১০।৩৯।৮, ১০, ১১, ৩৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬]
পৃষ্টো ভগবতে সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥
শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো রামশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥
গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্ব্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥
ভগবানপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥১১৯॥
গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমুপব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥
তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্যস্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥
যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণূরথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥১২০॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস-বর্ণনে একোনবিংশঃ কিরণঃ।

রূপ ধরিলেন। হস্তদ্বয় দ্বারা তাহাকে নিগ্রহ করিয়া মহীতলে পাতিত করিলেন। স্বর্গে দেবতাগণ দেখিতে লাগিল, তাহাকে পশুবধের ন্যায় মারিয়া ফেলিলেন। গুহার আচ্ছাদন নির্ভেদ করিয়া গোপদিগকে তথা হইতে বাহির করিলেন। অনুগত দেবতাগণ স্তব করিতে লাগিল। তখন গোকুলে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১১-১১৬ ॥

কেশী প্রেরণের পূর্ব্বেই ধনুর্যাগে কৃষ্ণরামকে আনিবার জন্য কংস অক্রূরকে আজ্ঞা দিয়াছিল। অক্রূর সেই রাত্রে মথুরায় থাকিয়া রথে পরদিন প্রাতে নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিলেন এবং রথ হইতে নামিয়া স্নেহবিহ্বলভাবে অক্রূর রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন ॥ ১১৭ ॥

ভগবদ্দর্শনে আহলাদবাষ্পসমূহের দ্বারা চক্ষু ছল ছল করিতেছে। পুলকিতাঙ্গ হইয়া মহা উৎকণ্ঠে স্বীয় বিবরণ বলিতে বলিতে শক্তি পাইলেন না ॥১১৮

পৃষ্ট হইয়া মধুবংশজ অক্রূর কৃষ্ণকে সকল কথা বর্ণন করিলেন। যদুগণের প্রতি কংসের বৈরানুবন্ধ ও বসুদেব বধোদ্যমও শুনাইলেন। অক্রূরবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পরবীরনাশী রাম হাস্য করিয়া পিতা নন্দকে রাজাজ্ঞা অবগত করাইলেন। নন্দ মহাশয় আজ্ঞা করিলেন, হে গোপগণ! সমস্ত গোরস সংগ্রহপূর্ব্বক রাজযোগ্য উপায়ন প্রস্তুত কর ও শকটসকলে বলদ যোজনা কর। ভগবান্ কৃষ্ণরামও অক্রূরের সহিত হে নৃপ! বায়ুবেগরথে অঘনাশিনী কালিন্দীর তীরে পেঁ ৗছিলেন ॥ ১১৯ ॥

গোপীগণ অনুরঞ্জিত হইয়া প্রিয় কৃষ্ণকে অনুব্রজ্যা করিয়া তন্নিকটে প্রত্যাদেশ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। স্বীয় প্রস্থানে গোপীগণ বিশেষ অনুতাপিত হইতেছেন দেখিয়া প্রেমের সহিত সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া 'আমরা আবার আসিব' এইরূপ দ্যোতক লক্ষণ বলিলেন। যে পর্য্যন্ত রথের কেতু দেখা গেল এবং যে পর্য্যন্ত চক্ররেণু অনুভূত হইল সে পর্য্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণপ্রতি চিত্তকে প্রস্থাপিত করিয়া চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস-বর্ণনে ব্রজলীলাকীর্ত্তনে একোনবিংশকিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা

শ্রীগুরুপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর]

আমরা অবশ্য সদ্‌গুরুর লক্ষণবিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত—'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'—এই বাক্যেরই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ-প্রয়াসী হইব। বর্ণাশ্রমবিচারের প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা প্রকৃত কৃষ্ণানুরক্ত সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে বঞ্চিত না হইয়া পড়ি, ইহাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্যীভূত বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য।

'অগুরু' বা নিন্দিত গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে 'তত্ত্বসাগরে' কথিত হইয়াছে—

"বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্‌বাদী গুণনিন্দকঃ।
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ।
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৪২ ধৃত তত্ত্বসাগরবাক্য

অর্থাৎ বহ্বাশী (বহুভোজী—উদরলম্পট, জিহ্বাবেগের সঙ্গে সঙ্গেই উদর ও উপস্থবেগগ্রস্ত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥' —চৈঃ চঃ অ ৬।২২৭), দীর্ঘসূত্রী (বিলম্বে কার্য্যকারক), বিষয়াদিলোলুপ (স্ত্রীপুত্রাদি জড়বিষয়াসক্ত, জড়রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শলুব্ধ), হেতুবাদরত ('প্রতিকূল তর্কপরায়ণ'—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত অর্থ), দুষ্ট (হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদিদোষদুষ্ট), অবাগ্‌বাদী [অবাচ্য পরপাপাদিবক্তা (দিগ্‌দর্শিনী টীকা)], গুণনিন্দক ("যাঁহা গুণ শত আছে তাহা না করে গ্রহণ। গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥"—চৈঃ চঃ অ ৮।৭৯), অরোমা (লোমশূন্য), বহুরোমা (বহুলোমবিশিষ্ট), নিন্দিতাশ্রমসেবক (নিন্দিত আশ্রমের সেবাপরায়ণ), কালদন্ত (কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট), অসিতৌষ্ঠ (কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট), দুর্গন্ধিশ্বাসবাহক (দুর্গন্ধপূর্ণ নিশ্বাসবাহী), দুষ্টলক্ষণসম্পন্ন, যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ বহুপ্রতিগ্রহাসক্তঃ (যে গুরু স্বয়ং দানাদিতে সমর্থ হইয়াও শিষ্যাদি বা অন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বহুপ্রতিগ্রহে অর্থাৎ দানগ্রহণে আসক্ত, সেই প্রকার গুরু শিষ্যের শ্রী ক্ষয় করেন।)।

শিষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধেও 'মন্ত্রমুক্তাবলী'তে কথিত হইয়াছে—

"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ।
কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং।
নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৄণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ।
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥"

অর্থাৎ শিষ্য শুদ্ধসৎকুলসম্ভূত (শুদ্ধ অর্থাৎ যে কুলে কোন পাতিত্যাদিদোষ নাই), শ্রীমান্ (ভক্তজনোচিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট), বিনীত (অনুদ্ধত নম্রপ্রকৃতি), প্রিয়দর্শন (কমনীয় মুখশ্রীসম্পন্ন), সত্যবাক্ (সত্যভাষী), পুণ্যচরিত (পবিত্র চরিত্র), অদভ্রধীঃ (মহাবুদ্ধি), দম্ভবর্জিত (কুলধনবিদ্যাদিজনিত দম্ভশূন্য), কাম-ক্রোধপরিত্যাগী, গুরুপাদদ্বয়ের ভক্ত (সর্ব্বদা গুরুসেবাপরায়ণ), কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ দেবতাপ্রবণ অর্থাৎ দেবতার প্রতি অনুরক্ত, নীরোগ, নির্জিতাশেষপাতক (অশেষ পাতকজয়ী), শ্রদ্ধাযুক্ত (অর্থাৎ সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত), নিত্য দেবতা, বিপ্র ও পিতৃগণের পূজারত, যুবা (যুবক বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাকার্য্যে যুবকবৎ উৎসাহী), নিখিল ইন্দ্রিয় বিজয়ী (অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনরত) ও করুণালয় (অর্থাৎ কারুণ্যগুণের আলয় বা নিবাস, নিধান, আধার বা ভাণ্ডারস্বরূপ)। এইসকল লক্ষণযুক্ত সচ্ছিষ্যই দীক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধেও (ভাঃ ১১।১০।৬) লিখিত আছে—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবক—শিষ্য অভিমানশূন্য, অহঙ্কারশূন্য, দক্ষ—'অনলস' (দিগ্‌দর্শিনী টীকা), নির্ম্মম [জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ (ঐ টীকা)] অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে মমতারহিত, দৃঢ়সৌহৃদ (গুরৌ চ দৃঢ়সৌহৃদঃ —ঐ টীকা) অর্থাৎ গুরুর প্রতি দৃঢ়প্রীতিযুক্ত, অসত্বর (অব্যগ্রঃ—ঐ টীকা)—গুরুসেবা বা ভগবদর্চ্চামূর্ত্তি সেবনে বা নাম-মন্ত্র-জপাদিতে ব্যগ্রতা-রাহিত্য, যেহেতু ব্যগ্রতা শ্রদ্ধাহীনতার নিদর্শন, অর্থ অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু—তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু, অসূয়া অর্থাৎ গুণে দোষারোপ বা দ্বেষ-ক্রোধাদিরহিত, অমোঘবাক্ (ব্যর্থালাপরহিত—ঐ টীকা) অর্থাৎ কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্যান্য বৃথালাপবর্জ্জিত—এইসকল গুণসম্পন্ন হইবেন।

[শ্রীকুন্তীদেবী কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥"
—ভাঃ ১৷৮৷২৬

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, সৎকুল, বিদ্যা এবং রূপাদি লাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কাম ভক্তের লভ্য তোমার শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।" (শ্রীচক্রবর্ত্তীটীকা সারার্থ-দর্শিনীতে 'অভিধাতুং' শব্দের—'কৃষ্ণ-গোবিন্দেতি অভিধানমপি বক্তুম্' এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'অকিঞ্চনগোচরং ত্বাং' এই বাক্যের 'নাস্তি ত্বদন্যৎ কিমপি যেষাং তে জড়াভিমানশূন্যা ভক্তাস্তেষামেব বিষয়ভূতং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণং' অর্থাৎ যাঁহাদের তোমা ছাড়া অন্য কোন বিষয় গ্রহণেচ্ছা নাই, এইরূপ জড়াভিমানশূন্য যে ভক্ত, তাঁহাদেরই একমাত্র বিষয়স্বরূপ যে তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকেও 'অভিধাতুং' অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ গোবিন্দেতি বক্তুমপি ন অর্হতি—ন শক্নোতি' অর্থাৎ তাহারা তোমাকে—হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ ইহা বলিয়া ডাকিতেও সমর্থ হয় না।), 'বিত্ত' অর্থে ধন, সম্পত্তি, এস্থলে বিদ্যারূপ সম্পত্তিকেই 'ঐশ্বর্য্য' বলা হইয়াছে। 'শ্রুত' শব্দার্থ—শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, 'শ্রী' অর্থে 'রূপ' বা 'সৌন্দর্য্য'। মানুষ উত্তমকুলে জন্মলাভ, বিদ্যা রূপ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, শাস্ত্রজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য এবং রূপ বা সৌন্দর্য্যাদির অভিমানে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণকৃপালাভে চিরবঞ্চিত হয়। 'মৎসর' শব্দার্থ—পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ; 'দ্বেষ' শব্দার্থও—ঈর্ষা, ক্রোধ, শত্রুতা ; 'ঈর্ষা' বা ঈর্ষ্যা শব্দার্থও—পরশ্রীকাতরতা ; সুতরাং হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি সমানার্থবোধক। নির্ম্মৎসর সাধুগণই নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যাবধারণে সমর্থ হন।] শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই কথিত হইয়াছে—"এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছেন।" সুতরাং ভক্তিপ্রতিকূল ষড়রিপুর মধ্যে অতিভয়ঙ্কর শত্রু মাৎসর্য্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ না করিতে পারিলে সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রণীত ভাগবত বর্ণিত বা নিরূপিত পরমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি-যোগের একবর্ণও উপলব্ধির বিষয় হইবে না। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ—এই পঞ্চরিপুই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মাৎসর্য্যরিপুতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এজন্য মহাশত্রু মাৎসর্য্যাক্রান্ত ব্যক্তি হ্লাদিনীর কৃপা হইতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকে। তজ্জন্য মাৎসর্য্যহীন ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত।

অতঃপর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার ১৷৪৫ সংখ্যার টীকার প্রারম্ভে লিখিতেছেন,—শিষ্য উপরি-উক্ত গুণহীন হইলেও, শ্রীগুরুদেব তচ্চরণে ভক্তি বা আর্ত্তির সহিত শরণাগত ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিলেও তিনি নিম্নলিখিত দোষবন্ত শিষ্যব্রুবগণকে অবশ্যই উপেক্ষা করিবেন। তৎসমুদয় উপেক্ষ্য শিষ্যলক্ষণ সম্বন্ধে অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে,—

"অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ ॥
অসূয়া-মৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে।
বিদূষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ।
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥
অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ ॥
যদ্যেতে হ্যপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।

ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ ।
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ১।৪৫-৪৭

যাহারা 'অলস'—পরমার্থচেষ্টা বিষয়ে উদাসীন, মলিন (শাস্ত্রোক্ত স্নান, পবিত্র বস্ত্রাদি ধারণ ইত্যাদি সদাচারহীনতা দোষদুষ্ট । ইংরাজীতে একটি কথা আছে—cleanliness is next to godliness, তাই বলিয়া বিলাসিতাকে কখনই প্রশ্রয় দিতে হইবে না), ক্লিষ্ট (বৃথা ক্লেশকারী—"গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম । কার লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম ॥"), দাম্ভিক ['স্বস্যাধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্ব-প্রখ্যাপনম্' (গীঃ ১৬।৪ চঃ টীঃ) অর্থাৎ নিজের অধার্ম্মিকত্ব সত্ত্বেও ধার্ম্মিকত্ব বিজ্ঞাপন], কৃপণ—ব্যয়কুণ্ঠ (যিনি স্বতত্ত্ব-পরতত্ত্ব-সাধ্য-সাধনতত্ত্বাদি না জানিয়া এজগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই বস্তুতঃ কৃপণ ; ব্যবহারিক বা পারমার্থিক বিষয়ে অর্থের সদ্ব্যবহারবিষয়ে অনভিজ্ঞ—যক্ষাদি অপদেবতা-গ্রস্ত), দরিদ্র (শ্রীভগবানে প্রেমধনোপার্জ্জনে চেষ্টাহীনতাই প্রকৃত দারিদ্র্য, তিনিই সর্ব্বদা অসন্তুষ্টচিত্ত ; কিন্তু "সদা নাম লবে, যথা লাভেতে সন্তোষ । এইমাত্র আচার করে ভক্তিধর্ম্মপোষ ॥"—এইরূপ ভক্তিপোষক পরমার্থ চেষ্টাহীন ব্যক্তিই সর্ব্বদা দারিদ্র্যক্লিষ্ট—সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভের অনুপযুক্ত—প্রাকৃত অর্থাভাবক্লিষ্ট চিত্ত), রোগগ্রস্ত, ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, রাগিণঃ অর্থাৎ জড়বিষয়াসক্তচিত্ত ; অনিত্য জড়বিষয়ভোগ-লোলুপ ; অসূয়া-মৎসরগ্রস্ত (গুণে দোষারোপ ও পরশ্রীকাতরতা-দোষদুষ্ট), শঠ (ধূর্ত্ত, বঞ্চক, গূঢ় বিপ্রিয়কারী, মনে একভাব বাহিরে আর একভাব), পরুষ (কর্কশ বা নিষ্ঠুর)-ভাষী, অন্যায়রূপে অধর্ম্মাশ্রয়ে ধন উপার্জ্জনকারী, পরস্ত্রীতে আসক্ত ("অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার । স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"), বিদ্বজ্জনের শত্রু—মৎসরস্বভাব, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য (নিজে অবিদ্যার সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তথাপি নিজেকে ধীর বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী), ভ্রষ্টব্রত (ভক্তিঅনুকূল সঙ্কল্প হইতে চ্যুত), কষ্টবৃত্তিসম্পন্ন অর্থাৎ কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহকারী (পরমার্থচেষ্টা-শূন্য, এইরূপ ব্যক্তির গুরুপাদাশ্রয়ের চেষ্টা গুরুর অন্ন দ্বারা নিজের বা দুঃস্থ পরিবারবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহচেষ্টা মাত্র, পরমার্থচেষ্টা লোকদেখান অভিনয় মাত্র), পিশুন-স্বভাব (পরদোষসূচক, পরোক্ষে পরের দোষ কীর্ত্তন করা, সম্মুখে কিছু না বলিয়া অন্তরালে পরের দোষ বলিয়া বেড়ান), খল (অতি ভয়ঙ্কর বিষধর ক্রূরপ্রকৃতি সর্প অপেক্ষাও খলস্বভাব দুর্জ্জন ব্যক্তি অতীব ভয়াবহ, খলপ্রকৃতি ব্যক্তির চিত্তে পরহিতচেষ্টার গন্ধমাত্র নাই, সর্ব্বদাই তাহার চিত্ত পরের অনিষ্টচিন্তায় ভরপূর—পরদুঃখপ্রদ), বহুভোজী ("জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায় । শিশ্নোদর-পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায় ॥" জিহ্বা-লাম্পট্যের সঙ্গে সঙ্গে উদরলাম্পট্য বৃদ্ধি পায়, উদর-লাম্পট্যের সহিত উপস্থ লাম্পট্যের বৃদ্ধি অনিবার্য্য । বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ষড়্-বেগ জীবকে সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত করে, এই ষড়্বেগবিজয়ীই সত্য সত্য গোস্বামী—জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং যাহারা জিহ্বা ও উদরলম্পট—বহুভোজী; তাহাদের উপস্থের বেগ দুর্দ্দম্য হওয়ায় তাহাদের পারমার্থিক জীবন অতীব বিপৎসঙ্কুল, তাদৃশ ব্যক্তি-গণকে শিষ্যত্বে স্বীকার করা মহাশক্তিশালী আচার্য্য ব্যতীত অন্যের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক), ক্রূরকর্ম্মা (নরহত্যাদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর কর্ম্মরত), দুরাত্মা (দুষ্ট চিত্ত বা দুষ্টস্বভাব), নিন্দিত বা কলুষিত-স্বভাব ইত্যাদি এবং ইহা ব্যতীত অপর যাহারা পাপিষ্ঠ, পুরুষাধম (পরস্ত্রীসঙ্গাদি অত্যন্ত ঘৃণ্যকর্ম্মাসক্ত) এবং যাহাদিগকে 'অকৃত্য' অর্থাৎ কুৎসিৎ কর্ম্ম বা কুকর্ম্ম হইতে কিছুতেই নিবারিত করা যায় না ও যে সকল ব্যক্তি গুরুশিক্ষা অসহিষ্ণু অর্থাৎ যাহারা গুরূপদেশ সহ্য করিতে অসমর্থ, তাদৃশ জনগণকে বর্জ্জন করিবে, তাহাদিগকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিবে না, ঐ-সকল প্রকৃতির লোক কখনই শিষ্য হইবার যোগ্য নহে । যাঁহারা লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া ঐসকল অযোগ্য ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন, সেই সকল গুরু মহাদোষভাক্ হন, তাঁহাদের উপর দেবতার আক্রোশ বা অভিশাপ আসিয়া পড়ে, তাঁহারা দেবতার অভিশাপের পাত্র হন, দারিদ্র্যদুঃখপ্রপীড়িত ও পুত্রদার-বিবর্জ্জিত হন এবং দেহাবসানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তির্য্যগ্ যোনি (পশুপক্ষ্যাদি যোনি) প্রাপ্ত হন ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেও কথিত হইয়াছে—

"জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তত্ত্বং ন দাপয়েদিতি ॥
গুরোঃ পরীক্ষা চান্যোন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।
ব্যবহারস্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে ॥"

অর্থাৎ "জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল ও অক্ষপাদ (গৌতম—ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা)—এই ছয় ব্যক্তি হেতুবাদী তার্কিক। যে সমস্ত পুরুষাধম এই সকল ভক্তিপ্রতিকূল তর্কপরায়ণ তার্কিক ব্যক্তির মতানুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহারাও হেতুবাদী বলিয়া অভিহিত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিবে না। গুরুশিষ্যের পরস্পরে একবর্ষকাল সহবাসদ্বারা পরস্পরের ব্যবহার বা আচরণ বা চেষ্টা ও স্বভাব অনুভবদ্বারা পরস্পরের পরীক্ষা সম্পাদিত হয়।"

অনন্তর গুরু-শিষ্যের পরীক্ষণ সম্বন্ধে মন্ত্রমুক্তাবলীতে কথিত হইয়াছে—

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥৪৯

অর্থাৎ গুরুশিষ্যের একবৎসরকাল একসঙ্গে বসবাসদ্বারা পরস্পরের ব্যবহার (চেষ্টা), স্বভাব (শীল, চরিত্র) অনুভবের দ্বারা উভয়ের গুরুত্ব বা শিষ্যত্ব অভিজ্ঞাত হইতে পারে, অন্যথায় অর্থাৎ তাহা না হইলে জানিতে পারা যায় না, ইহাই স্থির—নিশ্চিত।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ"

অর্থাৎ শিষ্য একবৎসর গুরুসহ বাস না করিলে তাহাকে মন্ত্রদান করিতে নাই।

সারসংগ্রহেও তদ্বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে,—

'সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।'

অর্থাৎ সদ্গুরু নিজ আশ্রিত শিষ্যকে একবৎসরকাল পরীক্ষা করিবেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার উক্ত ৫০ সংখ্যক শ্লোকের দিগ্দর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

"গুরুশ্চ ত্ববশ্যমেব শিষ্যপরীক্ষা কার্য্যা ইত্যত্র হেতুমাহ রাজ্ঞীতি"—

"রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥"

—ঐ সারসংগ্রহোক্ত

অর্থাৎ গুরুদেবও অবশ্যই শিষ্যকে সম্বৎসরকাল পরীক্ষা করিবেন, যেহেতু অমাত্যকৃত দোষ যেমন রাজাতে এবং ভার্য্যাকৃত পাপ যেমন স্বামীতে উপগত হয় (আসিয়া পড়ে), তদ্রূপ গুরুদেবও শিষ্যার্জ্জিত পাপভার নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এজন্য ক্রমদীপিকায়ও কথিত হইয়াছে যে—

সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতয়ান্তরাত্মা,
তং স্বৈর্ধনৈঃ স্ববপুষাপ্যনুকূলবাণ্যা।
অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াতিধীর স্তৎষ্টে
বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাম্ ॥৫১॥

অর্থাৎ (মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিষ্য) অকুটিল (নিষ্কপট) ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিন বৎসর যাবৎ নিজধনরাশি, নিজদেহ ও অনুকূলবচনদ্বারা ভগবদ্-বুদ্ধিতে (শ্রীভগবানের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহবিচারে) শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিবে। গুরুদেব প্রীত হইলে তদনন্তর শিষ্য মন্ত্রদীক্ষা লাভের জন্য শ্রীগুরুদেবের চরণসমীপে মন্ত্রদীক্ষালাভার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে।

এইরূপ গুরু-শিষ্য-বিচার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান-সমূহ অমান্য করিয়া যাঁহারা নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে অনুতাপ ভোগ করিতে হইয়াছে, হইতেছে বা হইবেই, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে শ্রীভগবন্নিজজন অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণ শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের অতীত, তাঁহারা ভগবদিচ্ছানুসারেই সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে কোন পাপ স্পর্শ করিতেই পারে না। আমরা ক্ষুদ্রশক্তি জীব, তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের অনুকরণ করিতে গেলে আমাদিগকে অবশ্যই সন্তাপগ্রস্ত হইতে হইবে। যদিও চলিত ভাষায় বলা হয়—'গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য মিলে এক', তথাপি জানিতে হইবে—সচ্ছিষ্য যেমন দুর্ল্লভ, সদ্গুরুও তেমন অত্যন্ত দুর্ল্লভ। "আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা"—শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের বক্তা শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। শাস্ত্রও বলেন

—"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

অর্থাৎ শিষ্যবিত্তাপহারক গুরু বহু পাওয়া যায়, কিন্তু শিষ্যের প্রকৃত সন্তাপহারক—অবিদ্যার জ্বালা নিবারণ করতঃ প্রকৃত পরমার্থপ্রদ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়-লাভ বড়ই দুর্লভ।

মন্ত্রদান, গীতাভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা, মহাজন-পদাবলী বা মহামন্ত্রনামকীর্ত্তনাদিকে যাঁহারা জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা পারমার্থিক জগতের মহাশত্রু, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐসকল ব্যবসাদার গুরুব্রুবগণের নিকট মন্ত্রগ্রহণ বা পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ দ্বারা কেহই প্রকৃত পরমার্থসম্পদ্ লাভ করিতে পারিবেন না। উঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী কর্ম্মী জ্ঞানী যোগীদের ন্যায় অবৈষ্ণব বা অসাধু। শ্রীল জগদানন্দ প্রভু তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদাই নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বৈ সাধুগুরু আছে কেবা আন॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮ম বিলাস ১১১ সংখ্যক শ্লোকে স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিত আছে—

"গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া কৃচিৎ॥"

উহার 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ, তত্র হেতুঃ পাপাদ্‌ভিয়া তথা সতি পাপঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥"

অর্থাৎ 'দেবতা ও (তৎসেবক) ব্রাহ্মণগণের তুষ্টিবিধানার্থ ব্রাহ্মণ নৃত্য-গীতাদি করিবেন। কিন্তু কখনও তাহা নিজ জীবিকানির্ব্বাহার্থ যোজনা করিবেন না, তাহা করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।'

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন—গীতনৃত্যাদি কখনই নিজ জীবিকানির্ব্বাহার্থ যোজনা করিবে না, তাহা করিলে অবশ্যই পাপে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

বেদবেদান্ত ইতিহাস-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে লিখিত আছে—

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ কৃচিৎ॥"
—ভাঃ ৭।১৩।৮

অর্থাৎ "প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক ('প্রলোভনাদিনা বলান্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ'—চঃ টীঃ) অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, বহু গ্রন্থের অভ্যাস ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।" ('আরম্ভান্ মঠাদি ব্যাপারান্'—চঃ টীঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১১শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরসঃ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচক, হরিনাম এবং বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্র, 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশনদ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ বিপ্রগণও তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খ শিষ্যের ভীতি উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারেন না।

'মন্ত্র বা নাম বিক্রয়' অর্থ—মন্ত্র বা মহামন্ত্রনাম

দীক্ষা দিয়া বা মহামন্ত্রনাম নানা সুরতাল বাদ্যাদি সংযোগে কীর্ত্তনাদি দ্বারা বা নামের টহল দিয়া অর্থ উপার্জ্জন, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা বা ঘণ্টাচুক্তিতে বক্তৃতাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত প্রতিকূল বিচার। অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টার পরিবর্ত্তে পরমার্থানুশীলন-ব্যপদেশে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টায় ভক্তিদেবীর কোন প্রীতি সম্পাদন করা হয় না। ঐরূপ 'মঠ মন্দির-দালানবাড়ীর না কর প্রয়াস'—এইরূপ উক্তিতে বহু জাঁকজমকপূর্ণ মঠমন্দিরাদি করিয়া জড় লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার্জ্জনাশাকেই নিরসন করা হইয়াছে। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী প্রচার-দ্বারা ব্যাপকভাবে জগদ্ধিতকর কার্য্যের উদ্যমকে কখনই নিরাস করা হয় নাই, জানিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম সখা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দির-কর্ম্মণি ॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া ॥
অমানিত্বং অদম্ভিত্বং কৃতস্য চাপয়িকীর্ত্তনম্।"

—ভাঃ ১১।১১।৩৮-৪০

অর্থাৎ মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা (বিগ্রহপ্রতিষ্ঠায় অনুরাগ), উদ্যান (পুষ্পপ্রধান—ফুলের বাগান), উপবন (ফলপ্রধান—ফলের বাগান), আক্রীড় (ক্রীড়াস্থান—বিহারস্থান), পুর (চক্রবেষ্টন)-মন্দির-কর্ম্মণি (মন্দিরাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে) স্বতঃ সংহত্য চ (স্বয়ং—একাকী অথবা সম্ভূয়—মিলিতভাবে) উদ্যমঃ (চেষ্টা) অমায়য়া (অকপটভাবে) দাসবৎ (সেবকবৎ) সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং (ধূলি কঙ্করাদি অপাকরণ—অপসারণ এবং গোময়াদি দ্বারা আলেপন) তথা সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ (জলসেচন ও সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডল-রচনাদ্বারা) মহ্যং (আমার) গৃহশুশ্রূষণং (গৃহসেবা) অমানিত্বং অদম্ভিত্বং কৃতস্য চ অপয়ি কীর্ত্তনং (মানশূন্যতা, দম্ভরাহিত্য, প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় নিজ সেবাদি আচরণের কথা অপরের নিকট বলিয়া না বেড়ান') ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে স্বীয় লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষায় মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে।

'শাস্ত্র' কাহাকে বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইয়াছে—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্য গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥

—মাধ্বভাষ্যধৃত স্কান্দবাক্য

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূলরামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই-সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। উঁহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত অন্য যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে কুবর্ত্ম বলা যায়।

গীতার মাধ্বভাষ্য ধৃত নারদীয় পুরাণবচনে পাওয়া যায়—

"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা।
পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ ॥"

অর্থাৎ পঞ্চরাত্র, মহাভারত, মূলরামায়ণ, ভাগবতপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ বেদ বলিয়া কথিত।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে, যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥

—ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৪ সংখ্যা ধৃত

—শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র—আমারই আজ্ঞাস্বরূপ। যে ব্যক্তি উহার উল্লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি আমার আজ্ঞাচ্ছেদক হওয়ায় আমার বিদ্বেষীই হইয়া থাকে। আমার ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও বৈষ্ণব নহে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১ম বিঃ ৪১ সংখ্যা ধৃত পদ্মপুরাণবচন হইতে প্রদর্শন করিয়াছি—সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করেন, তদ্ব্যতীত সকলেই অবৈষ্ণব, সেইরূপ অবৈষ্ণব সৎ-সম্প্রদায়ানুগত্যশূন্য ব্যক্তির নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র ফলবান্ হয় না, তজ্জন্য পুনরায় সম্যক্ সচ্ছাস্ত্রবিধানানুসারে বৈষ্ণবসদ্‌গুরুসকাশে মন্ত্র

গ্রহণ না করিলে নরকগতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইবে না। ঐ পদ্মপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।"

(আমি এস্থলে আমাদের গৌড়ীয় কণ্ঠহারের বিস্তৃত ব্যাখ্যাটি উদ্ধার করিতেছি—)

"দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট বস্তু সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্মুখ-রিত পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ নামা-পরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।"

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

(৭৯)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'আচার্য্য ভগবান্ খঞ্জ কলা গৌরস্য কথ্যতে।'
—গৌঃ গঃ ৭৪

'খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যকে গৌরাঙ্গের কলা বলিয়া থাকেন।' ইনি শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। ইনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহরনিবাসী ছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যশাখা বর্ণনে ভগবান্ আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী। শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি।।'—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩৬। ভগবান্ আচার্য্যের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম নবদ্বীপ, কিন্তু তিনি হালিসহরনিবাসী ছিলেন, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পিতা শ্রীশতানন্দ খান ধনাঢ্য বিষয়ী। ভগবান্ আচার্য্য পরম বৈষ্ণব, সুপণ্ডিত ও সখ্য-ভাবযুক্ত ছিলেন। স্বরূপ দামোদরের সহিত তাঁহার সখ্যব্যবহার। তিনি একান্তভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একাকী মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহেতে বহুবিধ উপচারে ভোজন করাইতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিষয়টি এইরূপভাবে বর্ণিত আছে ঃ—

'পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্-আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য।।
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার।।
একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ।।
ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন।।'

ভগবান্ আচার্য্য কোনদিনই ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিষয়কথা শুনিতেন না, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ করিতেন। নীলাচলে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধারের পর মহাপ্রভু যে সকল ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভগবান্ আচার্য্য অন্যতম।

'ভগবান্ আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয়।।'
—চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৮৮

নীলাচলে অদ্বৈতাচার্য্যের আগমনবার্ত্তা পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-গদাধরাদি ভক্তগণসহ যখন অদ্বৈতাচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন, তৎ-কালেও ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীভগবান্

আচার্য্য। 'কাশীশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য ভগবান্। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেমভক্তিপ্রধান ॥'—চৈঃ ভাঃ অ ৮। ৫৭। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন সমুদ্রে যাইতে চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধনরূপে দেখিয়া মহাভাবাবেশে ধাবমান্ হইলে মহাপ্রভুর জন্য চিন্তিত হইয়া যে সকল ভক্ত মহাপ্রভুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন।

'পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥'
—চৈঃ চঃ অ ১৪।৯০

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রার পরে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া যখন নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তৎকালে ভগবান্ আচার্য্য সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্নিধানে অবস্থানের জন্য আসিয়া পেঁাছিয়াছিলেন।

'রামভদ্রাচার্য্য, আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১০।১৮৪

ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ ছিলেন এবং গার্হস্থ্যজীবন স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য। খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবা দেবী যখন গণ-সহ খেতুরীধামে গিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের মধ্যে ভগবান্ আচার্য্যের পুত্র শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য ছিলেন।

'খঞ্জ ভগবানাত্মজ রঘুনাথাচার্য্য।
আসিয়া মিলিলা তেঁহো সর্ব্বগুণে আর্য্য ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১০।৩৮২

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে ভগবান্ আচার্য্যের চরিত্র পাঠে এইরূপ জানা যায়—"ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ভগবান্ আচার্য্য ন্যায়াচার্য্য উপাধি লাভ করেন। পিতা পুত্রের অল্পবয়সে বৈরাগ্য দেখিয়া নবদ্বীপবাসী মধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। তৎসত্ত্বেও পুত্র সংসারের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নীলাচলে উপনীত হন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলে তিনি পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রমানাথ। কিন্তু সংসার-বিরক্ত ভগবান্ আচার্য্য পরে পুত্র ও পত্নীকে নিজ শ্যালক ও শিষ্যবর্গের নিকট রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবস্থানের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন।"

শাখানির্ণয়ে লিখিত আছে—

'আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময়কলেবরম্।
যস্য স্মরণ-মাত্রেণ গৌরপ্রেম প্রজায়তে ॥'

ভগবান্ আচার্য্যের অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল। সরলতার জন্য তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার সরলতা সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ আচার্য্যের ছোটভাই শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে গিয়াছিলেন বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য। বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া গোপাল ভট্টাচার্য্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবান্ আচার্য্যের নিকট আসিয়া তাঁহার বেদান্ত অধ্যয়নের পারঙ্গতির কথা জানাইলে ভগবান্ আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাকে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সন্নিধানে লইয়া আসিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু গোপাল ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ বিচারের কথা জানিয়া উল্লসিত হইলেন না, কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রীতির আভাস দেখাইলেন। ভগবান্ আচার্য্য পুনঃ তাঁহার ছোট ভাইকে স্বরূপ দামোদরের নিকট লইয়া আসিয়া নিবেদন করিলেন—'আমার ছোট ভাই গোপাল ভালরূপে বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট আপনারা সকলে বেদান্তের ভাষ্য শুনুন।' স্বরূপ দামোদর সরল অন্তঃকরণ ভগবান্ আচার্য্যের এইরূপ কথা শুনিয়া প্রেমক্রোধ প্রকাশ করতঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে। মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে। সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে ঈশ্বর মানে। মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর। মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥'—চৈঃ চঃ অ ২।৯৪-৯৬। ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ দামোদর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বলিলেন—তাঁহাদের মন কৃষ্ণনিষ্ঠ, শারীরকভাষ্য শুনিয়া তাঁহারা ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইবেন না। স্বরূপ দামোদর পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বুঝাইলেন

হৃদয়বিদারক মায়াবাদকথা শুদ্ধভক্তের পক্ষে শ্রবণ অপ্রয়োজনীয়।

'স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা—এইমাত্র শুনে।।
জীব-জ্ঞান কল্পিত, ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ।।'
—চৈঃ চঃ অ ২।৯৮-৯৯

স্বরূপ দামোদরের উপদেশবাণীর তাৎপর্য্য বুঝিয়া ভগবান্ আচার্য্য লজ্জিত ও ভীত হইয়া ছোট ভাই গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

আরও একটী ঘটনার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী একজন বিপ্র কবি (যদ্বা-তদ্বা কবি) মহাপ্রভুর সম্বন্ধে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত বিপ্রের সহিত ভগবান্ আচার্য্যের পরিচয় ছিল। সেই বিপ্রকবি তাঁহার রচিত নাটক প্রথমে ভগবান্ আচার্য্যকে শুনাইলেন এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণও শুনিলেন। তাঁহারা সকলেই নাটকের প্রশংসা করিলেন। বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা হইল মহাপ্রভুকে ঐ নাটক শুনাইবেন। 'রসাভাসদোষ' ও 'সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ' কথায় মহাপ্রভুর সন্তোষ হয় না বলিয়া স্বরূপ দামোদরের অনুমোদনের পর মহাপ্রভু শুনিতেন। ভগবান্ আচার্য্যের আগ্রহে স্বরূপ দামোদর বিপ্রকবির কথা শুনিতে স্বীকৃত হইলেন। বিপ্রকবি নাটকের নান্দী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলে সকলে সুখী হইলেও স্বরূপ দামোদর সুখী হইলেন না, শ্লোকের দুইস্থানে অপরাধরূপ দোষ প্রদর্শন করিলেন।

বিপ্রকবি কৃত নিজশ্লোকের ব্যাখ্যা—

'কবি কহে; জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর।।
সহজে জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে।।'
—চৈঃ চঃ অ ৫।১১৪-৫

স্বরূপ দামোদরের দোষ প্রদর্শন—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস।।
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃতকায়।।
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ংভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান।।
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্তজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই গতি।।"
—চৈঃ চঃ অ ৫।১১৭-১২০

আর একটি মহা প্রমাদ করিয়াছ। ঈশ্বরে দেহ-দেহি-ভেদ রূপ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছ, ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই—

আর এক কৈরাছ পরম-প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ।।
—ঐ ১২১-১২২

'ঈশ্বরের দেহ-দেহি-ভেদ-জ্ঞানই তাঁহাকে বদ্ধজীব বলিয়া ভ্রমের হেতু।' তাঁহার স্বরূপ, দেহ—সমস্তই চিদানন্দময়, তাহাতে কোন বিভেদ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণীয়।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ।।"
—চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-৩২

বিপ্রকবি বিস্মিত, লজ্জিত ও ভীত হইলে স্বরূপ দামোদর তাঁহার দুঃখ অপনোদনের জন্য শুদ্ধা সরস্বতীর দ্বারা নিন্দাসূচক বাক্যেরও কৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশক অর্থরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে—বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইলে বিপ্রকবি ভক্তগণের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুকে গৃহে উত্তমরূপে ভোজন করাইবার মানসে একদিন কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবীদেবীর নিকট সুগন্ধ সরুচাল মাগিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভোজনের সময় উহা জানিতে পারিয়া ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন। বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু, ইহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভুর এইরূপ কঠোরতা প্রদর্শন। প্রভু কহে—'বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন।।'—চৈঃ চঃ অ ২।১১৭

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

(৩)

মহারাজ নৃগ

সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনু, তাঁহার পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজারূপে প্রসিদ্ধ। ইক্ষ্বাকুবংশে মহারাজ নৃগ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রতি ভীষ্মের উপদেশবাণী হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় গোদান করিয়া ভূপালগণের মধ্যে যাঁহারা অশেষ কীর্ত্তি ও স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মহারাজ নৃগ অন্যতম। (মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৭৫ অধ্যায়)।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৬৪ অধ্যায়ে নৃগরাজের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

বলি মহারাজার শতপুত্রমধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বাণাসুর। বাণাসুর অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন। তিনি সহস্রহস্তে বাদ্য বাজাইয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণও তাঁহার নিকট ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। বাণাসুরের কন্যা ঊষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত ঊষাকে দেখিতে পাইয়া বাণরাজা অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজার যুদ্ধ হয়। শিবের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজাকে প্রাণে নিহত করেন নাই। চারিহস্ত বাদে সমস্ত হাতই কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বাণরাজা রুদ্রের পার্ষদগণের মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঊষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া দ্বারকায় নিজ রাজধানীতে শুভপদার্পণ করিলে দ্বারকাবাসিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন।

একদিন দ্বারকায় জাম্ববতীনন্দন সাম্ব এবং প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু গদ প্রভৃতি যাদবকুমারগণ উপবনে ভ্রমণের জন্য গিয়াছিলেন। তথায় বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইলেন। বনমধ্যে জলের অন্বেষণ করিতে করিতে একটি কূপ দেখিতে পাইলেন। কূপে কোন জল নাই। কিন্তু পাহাড়ের মত একটা প্রাণীকে কূপের মধ্যে পতিত দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া নির্ণয় করিলেন প্রাণীটি 'কৃকলাস' হইবে। কৃকলাসের ঐপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের করুণার উদ্রেক হইল। কূপ থেকে কৃকলাসটিকে উঠাইবার জন্য রজ্জু আদি দ্বারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তাহাকে উঠাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট যাইয়া—কূপে কৃকলাস পড়িয়া থাকার কথা, বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা উঠাইতে অসমর্থ হইয়াছেন—সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সহিত কূপের নিকট আসিলেন এবং অনায়াসে বামহস্তে কৃকলাসকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া সেই প্রাণী কৃষ্ণের করকমল স্পর্শে কৃকলাসদেহ হইতে মুক্ত হইয়া দেবশরীর প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও তাহার প্রকৃত স্বরূপ লোকসমাজে প্রকাশের জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেনই বা কৃকলাস দেহ লাভ করিয়াছিলেন, এখন দেবতা হইলেন, তাহার প্রকৃত পরিচয় কি? কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবদেহধারী কৃকলাস বলিলেন—'আমি ইক্ষ্বাকুর পুত্র। আমি নৃগ মহারাজ নামে খ্যাত। দাতাগণের মধ্যে আমি অন্যতম প্রসিদ্ধ। আমি বহু সদ্‌ব্রাহ্মণকে অসংখ্য, দুগ্ধবতী গাভী দান করিয়াছি। বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি এবং বহু কূপ পুষ্করিণী আদি খনন করাইয়াছি। একদিন আমি একজন ব্রাহ্মণকে একটি ধেনু দান করি। সেই ধেনুটি সেই ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে পলাইয়া আমার গৃহে গাভীগণের সহিত মিলিত হয়। আমি এই ঘটনার কথা কিছুই জানি না। আমি ভুলবশতঃ সেই গাভীটিকে আবার আর একজন ব্রাহ্মণকে দান করি। সেই গাভীর পূর্ব্বের মালিক গাভীটিকে আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট দেখিতে পাইয়া গাভীটি তাঁহার বলিয়া দাবি করেন। তখন উভয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। আমার নিকট ঐ সংবাদ আসে। আমি তাঁহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট যাই এবং বিবাদ মিটাইবার

চেষ্টা করি। আমি একটি ধেনুর বিনিময়ে লক্ষ ধেনু দিতে ইচ্ছা করি, নিজের ত্রুটীর জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু ব্রাহ্মণ দুইজন আমার অনুরোধ গ্রহণ না করিয়া গাভী না লইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যান। কিছুদিন বাদে আমার অন্তিমকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে যমদূতগণ আমাকে ধরিয়া যমরাজার নিকট লইয়া আসেন। যমরাজা আমার নিকট পাপ ও পুণ্যের মধ্যে কোন্ ফলটী অগ্রে গ্রহণ করিব, তাহা জানিতে চাহিলেন। আমার পুণ্যের ফল অনন্ত, কিন্তু পাপের ফল অত্যল্প, উহা জানিতে পারিয়া আমি পুণ্যফলের পরিবর্ত্তে পাপের ফল অগ্রে ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। সেই পাপের ফলে আমি অধঃপতিত হইয়া কৃকলাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।'

নৃগরাজা নিজের আত্মপরিচয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বিমানা-রোহণে স্বর্গে গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য সকলকে শুনাইয়া বলিলেন অগ্নিসদৃশ তেজস্বী ব্যক্তিও যদি ব্রহ্মস্ব অপ-হরণ করে তাহার মঙ্গললাভ হয় না। হলাহল বিষের প্রতিকার আছে, কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহারীর প্রতিকার নাই। অগ্নি জলের দ্বারা প্রশান্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মস্ব-রূপ কাষ্ঠ-জাত অগ্নি বংশকে বিনাশ করে।

'ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষম্।
প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্॥'
—ভাঃ ১০।৬৪।৩৫

'সম্যগ্রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণধন ভোগ করিলে উহা তিনপুরুষ নষ্ট করিয়া থাকে, পরন্তু বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে উহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ এবং পরবর্ত্তী দশপুরুষ বিনষ্ট হয়।'

'রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ॥'
—ভাঃ ১০।৬৪।৩৬

'যে সকল নরপতি রাজ্যসম্পদে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মস্ব গ্রহণ উচিত মনে করে, তাহারা বস্তুতঃ নরক প্রার্থনা করিয়া থাকে, ঐ সকল মূর্খ নিজের অধোগতি বিচার করে না।'

'গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্॥
রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দান্ নিরঙ্কুশাঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥
ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্‌যদ্‌গৃদ্ধ্বাল্পায়ুষো নরাঃ।
পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ॥'
—ভাঃ ১০।৬৪।৩৭-৪০

'হৃতসর্ব্বস্ব রোদনশীল, কুটুম্বভারগ্রস্ত, আতিথ্যাদি সৎকর্ম্মনিরত বিপ্রগণের অশ্রুবিন্দুসমূহ যত সংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, ব্রহ্মস্বাপহারী স্বেচ্ছাচারী রাজগণ এবং তদ্বংশীয়গণ তত বৎসর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজপ্রদত্ত অথবা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বৎসর যাবৎ বিষ্ঠা-মধ্যে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। মানবগণ যে ব্রাহ্মণ-ধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অল্পায়ুঃ, পরাজিত এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের উদ্বেগজনক সর্পরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণধনে আমার যেন কখনও স্পৃহা না হয়।'

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে সত্তর অধ্যায়ে নৃগ-রাজের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং মহাভারতে বর্ণনের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখা যায় না। মহাভারতের বর্ণনে জানা যায় নৃগরাজা পাপফল ভোগের জন্য যখন মহীতলে পতিত হইতে-ছিলেন, তখন ধর্ম্মরাজের উচ্চৈঃস্বরে ভাসমান এইরূপ বাণী শুনিয়াছিলেন—'জনার্দ্দন বাসুদেব তোমাকে উদ্ধার করিবেন, পূর্ণ সহস্রবর্ষের পর তোমার দুষ্কৃত-কর্ম্ম ক্ষয় হইবে, তুমি শাশ্বত লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবে।' সেই প্রসঙ্গে শেষে ভগবান্ বাসুদেব এই বাক্য বলিয়া-ছিলেন—পুরুষের জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণস্ব হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের গো যেমন নৃগরাজকে নিহত করিয়াছে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণস্ব সত্যকে বিনষ্ট করে।

'যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড়্‌ভুগ্‌বর্ষাণামযুতাযুতম্॥'
—ভাঃ ১১।২৭।৫৪

'যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেবতা-ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ব্যক্তি অযুত-অযুত-বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ঠাভোজী কৃমির জন্ম লাভ করিয়া থাকে।'

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রীধামমায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বাংলাদেশ হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে পরিক্রমা অনুষ্ঠানের দুইদিন পূর্ব্বে প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে পরিদর্শনের জন্য ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুর লোকালে শান্তিপুর ষ্টেশন, পরে ছোট লাইনের ট্রেনে নবদ্বীপ-ঘাট ষ্টেশন হইয়া শ্রীধামমায়াপুর মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পরিক্রমার ভিক্ষা সংগ্রহান্তে বাঁকুড়া হইতে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া মঠবাসী ও বহু গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাসদিবসে ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীমঠে মধ্যাহ্নে আসিয়া পেঁ'ছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ বাঁকুড়ার যাত্রিগণের বুক পুনর্নির্ম্মাণের জন্য হায়দ্রাবাদ হইতে পুরী হইয়া শ্রীদামোদরব্রতের শেষে শ্রীমায়াপুর মঠে পেঁ'ছিয়াছিলেন। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌর-গোপাল ব্রহ্মচারী মেদিনীপুর বাঁকুড়া অঞ্চলে ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারীর প্রচারপার্টির সহিত শেষের দিকে যোগ দিয়া বাঁকুড়া হইতে বাসযোগে পরিক্রমার যাত্রিগণসহ ১১ মার্চ্চ বুধবার অধিক রাত্রিতে শ্রীমায়াপুর মঠে আসিয়া পেঁ'ছেন। শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান করতঃ বিভিন্ন স্থানের মহিমা কীর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় মঠের সেবকগণ ও ভক্তগণ সকলেই পরমোৎসাহিত। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ তাঁহার অনুগমনে পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ সমস্ত স্থানের মহিমা শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলাভাষায় বলেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ হিন্দীভাষী যাত্রিগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন।

২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ; ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শনিবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ ; ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ রবিবার একাদশী তিথিবাসরে কীর্ত্তন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণভক্তিক্ষেত্র শ্রীমধ্যদ্বীপ ; ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ সোমবার সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ এবং ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ মঙ্গলবার পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। এই-বার সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা দিবসে পূর্ব্বের ন্যায় শোন-ডাঙ্গায় কিংবা শরডাঙ্গা জগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী আমবাগানে অপরাহ্নে যাত্রিগণকে চিড়াগুড় জলখাবার দেওয়ার পরিবর্ত্তে আমবাগানে ডাল-চাল-তরকারি মিশ্রিত খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়। খিচুড়ী প্রসাদ পাওয়ায় যাত্রিগণের পথশ্রান্তি হ্রাস পায়। সেদিন মঠে পেঁ'ছিতে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকা হয়। ২ চৈত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমাদিবসে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে মঠের সন্ন্যাসী,

ব্রহ্মচারী ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। পরিক্রমার শেষদিবসে যাত্রিগণের সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী, বিদ্যানগর হইয়া, বিদ্যানগর হাইস্কুলে পেঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। এইজন্য বিদ্যানগর মহাবিদ্যালয়ের পশ্চাতে ময়দানে যাত্রিগণের প্রসাদ পাওয়ার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশিত সোজাপথে যাত্রিগণ রাত্রি ৮ ঘটিকায় নবদ্বীপ গঙ্গাঘাটে আসিয়া উপনীত হন, নৌকা পার হইয়া ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে পেঁছিতে রাত্রি প্রায় ৮-৩০, ৯টা হয়। রাত্রির সভাতে বন্দনভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপের মহিমা শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তগণকে শুনান হয়।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরিক্রমার সেবাপরিচালনে বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারিসহ মেদিনীপুর অঞ্চলে পরিক্রমার ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। নবদ্বীপের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজও পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণ কীর্ত্তন, পরিবেশন, মৃদঙ্গ বাদন প্রভৃতি সেবায় আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়াছেন। আনন্দপুরের ভক্তগণও উৎসাহের সহিত মৃদঙ্গবাদন সেবা করিয়া সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের বাংলাভাষায় এবং শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের হিন্দীভাষায় প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে সমস্তদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যার সময় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পরে মহাসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ দুই বৎসরের হিসাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক হিসাব হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষার জন্য হিসাবপরীক্ষক (Auditor) রূপে চক্রবর্ত্তী এণ্ড নাথকে নিয়োগ করা হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের এবং মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়িগণের নির্য্যাণে, স্বধামপ্রাপ্তিতে ও প্রয়াণে বিরহ-বেদনা প্রকাশ করা হয়—পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমদ্ সর্ব্বেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীসুবলসখা বনচারী, শ্রীসজ্জনানন্দদাস বনচারী, শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামল কুমার আচার্য্য,

শ্রীলোচনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা, শ্রীরমেশ চাঁদ সুদ, শ্রীপ্রিয়লাল দাসাধিকারী, এড্ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, রেড্ডি কৃষ্ণা রেড্ডি, শ্রীমতী আশালতা দে, শ্রীমতী সন্তোষ শেখড়ী ও শ্রীমতী নিকা রাভা।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভাপতিমহোদয় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় আনুকূল্য করায় আসামপ্রদেশের 'কোকরাঝাড়স্থ শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীকে' (ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথকে) **'সেবা-ব্রত'**—এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

উক্ত দিবস বহু ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হন।

৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব তিথিবাসরে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। যাত্রিগণ অধিকাংশ উক্ত দিবস প্রসাদ সেবনান্তে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পরদিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০-২০ মিঃ-এ রিজার্ভ বাসে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বোলপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসভা

বীরভূম জেলান্তর্গত বোলপুর সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ আট মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী এবং দুই মূর্ত্তি পাঞ্জাবের গৃহস্থ ভক্তদ্বয়সহ ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ রবিবার হাওড়া হইতে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে পূর্ব্বাহ্নে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে পৌনে একটায় বোলপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। কৃষ্ণনগর মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজও উক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য শুভাগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য আমধরার শ্রীসুধীরকৃষ্ণ প্রভুর সহিত শ্রীমায়াপুর মঠ হইতে শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী দুইদিন পূর্ব্বে বোলপুরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারানুকূল্যের জন্য গিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা মঠের), শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীরাজারামজী ও শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভুজী। সাধুগণের বাসস্থান পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দ্বিতল মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। স্থানীয় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে ২২ ও ২৩ মার্চ্চ সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ডাক্তার শ্রীচপল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী। ধর্ম্মসভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'ধর্ম্মের দেশ ভারতবর্ষ—তার বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ কি?' এবং 'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়—এক অথবা বহু'। বক্তব্যবিষয়গুলির উপর দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। সভাপতিদ্বয়ের ভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, রায়পুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ।

৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ন ১০টার মধ্যে ফিরিয়া আসে।

উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে স্থানীয় শ্রীনিত্যানন্দ ভাণ্ডারে পাঠকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরদিবস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য স্বধামগত শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারীর বার্ষিক বিরহ-উৎসব তাঁহারই বাসন্তীতলাস্থিত বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বার্ষিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীসুবোধবাবু, তাঁহার পুত্র নিতাই এবং শ্রীগোরাচাঁদের ব্যবস্থায় এবং শ্রীগোরাচাঁদের স্ত্রী পরিজনবর্গের প্রচেষ্টায় উৎসবটি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, শ্রীকমল তরফদার, শ্রীমধু রায়, শ্রীমতী বিল্ববাসিনী দত্ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণবসেবায় ও উৎসবে আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সেবাব্রত, মঠাশ্রিত ভক্ত আমধরার শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস প্রভু, শ্রীভোলানাথ ঘোষ ভক্তিবিজয়, শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু, শ্রীকমল তরফদার, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীঅজিত সরকার, শ্রীসুবোধ সাহা, শ্রীগোরাচাঁদ সাহা, শ্রীহারাধন, স্বধামগত শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিকের পরিজনবর্গ প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টায় বোলপুরের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ বোলপুর হইতে ২৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ১টায় শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও উপস্থিতিতে চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ২৫ চৈত্র (১৩৯৮), ৮ এপ্রিল (১৯৯২) বুধবার হইতে ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উত্তর ভারতে প্রচার-ভ্রমণের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ কলিকাতা হইতে প্রথমে ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ শুক্রবার হিমগিরি এক্সপ্রেসে জম্মু যাত্রা করেন। লুধিয়ানার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় তথাকার প্রচার-প্রোগ্রাম স্থগিদ রাখার জন্য চণ্ডীগঢ় হইতে কএকটী পত্র দৈনিক পত্রিকায় উদ্ধৃতাংশসহ কলিকাতা মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রেরিত হওয়ায় এবং পুনঃ পুনঃ চণ্ডীগঢ় হইতে ফোন আসায় শ্রীল আচার্য্যদেব জম্মু হইতে লুধিয়ানায় যাওয়ার প্রোগ্রাম স্থগিদ করেন। তিনি প্রচারপার্টিসহ জম্মু হইতে লুধিয়ানায় না গিয়া ১লা এপ্রিল বুধবার আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে প্রাতে নামিয়া তথা হইতে চারিটী মোটরকার ও ভ্যানযোগে চণ্ডীগঢ় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুর ও জলন্ধরের প্রচার-প্রোগ্রাম নিশ্চিতরূপে স্থির করার জন্য তত্তৎস্থানের ব্যবস্থাপকগণকে চণ্ডীগঢ় মঠে পৌঁছিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অপেক্ষমান ভক্তগণ শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবকে এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণকে পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

লুধিয়ানা হইতে শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজাইগীরদাসজী কোচ্চর), জলন্ধর হইতে শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে) এবং হোশিয়ারপুর হইতে শ্রীসুশীল কুমার পরাশর—ব্যবস্থাপকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত পরপর মিলিত হইয়া পূজনীয় বৈষ্ণবগণের সহিত পরামর্শ

করিয়া স্থির করেন বিজ্ঞাপিত প্রচার প্রোগ্রাম তিন স্থানেই হইবে, কিন্তু নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে না। তদনুসারে চণ্ডীগঢ় হইতে লুধিয়ানায় বিজ্ঞাপিত প্রচার-প্রোগ্রামের একদিন পরে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টী-সহ লুধিয়ানায় পৌঁছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ওড়িষ্যার উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রী-অনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনা-নন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরি দাস ও শ্রীরাজারামজী ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার লুধিয়ানা নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০-২০ মিঃ-এ রিজার্ভ বাসে রওনা হইয়া বেলা ১টায় চণ্ডীগঢ় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, জম্মু, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লী ও দেরাদুন হইতেও দুই শতাধিক ভক্ত অতিথি ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তা ও আনুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারিসহ পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ জম্মু হইতে পার্টীর সহিত চণ্ডী-গঢ়ে আসেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতিপদে বৃত হন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র নাথ (PVSM), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিক্রম কুমার, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বারীন্দ্র কুমার, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বসন্ত কুমার এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅনি-রুদ্ধ যোশী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে যথাক্রমে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রীডি-আর শর্ম্মা, পাঞ্জাব রাজ্যসরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীমোহনলাল, ব্রিগেডিয়ার পি-এস্ যশপাল, পাঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন স্পীকার সর্দ্দার শ্রীনসীব সিং গিল্। সভার নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয় —'দুঃখময় সংসারে শান্তির উপায়', 'ভগবৎপ্রেম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য', 'ভক্তসেবাই ভগবানের সেবা', 'ভগবৎপ্রপত্তিই নিত্যা শান্তিলাভের একমাত্র উপায়', 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত'। শ্রীল আচার্য্য-দেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। প্রাতের অধিবেশনে হরিকথা পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহা-বীর মহারাজ।

২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীমঠের অধি-ষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকটবাসর শুক্লাসপ্তমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহ-গণের পূজা ও মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও পূজারী শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন।

২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল শনিবার শ্রীরামনবমী তিথি-বাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ রমণীয় রথা-রোহণে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ বাহির হইয়া চণ্ডীগঢ় সহরের ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টর সমূহের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। চণ্ডীগঢ় কেন্দ্রীয় সরকার হইতে

বিপুল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অশান্ত থাকিলেও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদানকারী ভক্তসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীশ্রী-গুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের নৃত্যকীর্ত্তনের পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্ম-চারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবনের বড় কৃষ্ণদাস) ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রী-অভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রী-নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপাণি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীপরমহংস দাস, শ্রীধন-ঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীশুকদেব রাজবক্সী, শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল কারাকা, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীজহর দাস, শ্রীঅরুণ মিত্তল, শ্রীজয়প্রকাশ ও এড্‌ভোকেট দেওয়ান সিং নাগপাল প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সমবেত প্রচেষ্টায় চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসব সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসব সমাপ্তির পর শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টী সহ চণ্ডীগঢ় মঠে ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি হরিকথামৃত পরিবেশনের জন্য আহূত হইয়া শ্রী-দৌলাতরাম কাটারিয়া (Sector 20-C), শ্রীরমেশ কুমার দুয়ার পুত্র শ্রীলালচাঁদ দুয়া (Sector 32-A), শ্রীপ্রেমচাঁদ কৌশল (Sector 20-A), শ্রীচন্দ্র-প্রকাশ সাপ্রা, এড্‌ভোকেট (Sector 38-A), শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী (শ্রীধরমপাল সেখরী, Sec-tor 46-A), শ্রীমুকুন্দ দাস (মনোজ, Sector 41-A), শ্রীনন্দকিশোর গুপ্তা (Sector 20-A) সজ্জনগণের বাসভবনে বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে সদলবলে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।
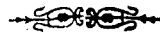
জম্মুতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

জম্মুনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদনলাল গুপ্ত ভক্তিবিজয় মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চতুর্দ্দশ মূর্ত্তি সাধু সমভিব্যাহারে গত ১৩ চৈত্র (১৩৯৮), ২৭ মার্চ্চ (১৯৯২) শুক্রবার কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ২৯ মার্চ্চ অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় জম্মু ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। গান্ধী-নগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অতিথিভবনদ্বয়ে সাধুগণ অবস্থান করেন।

শ্রীল আচার্যদেব ৩০ মার্চ্চ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে ভক্তগণসমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার অনুগমনে শুভ প্রবেশ করিয়া শ্রীমদনলাল গুপ্তের জামাতা শ্রীশশীপাল মহাজনের গান্ধী কলোনীস্থিত নবনির্ম্মিত বাসভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদিত হয়। শ্রীগুরুপূজা ও আরাত্রিকাদির পর সমবেত যোগদান-কারী নরনারীগণের এক সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারাই সকলপ্রকার অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে—শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলেন। অনুষ্ঠানের পর ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূল মিষ্ট প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। অতিথিবর্গের সৎকারের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় এবং পরদিন পূর্ব্বাহ্নে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের প্রোগ্রাম বিষয়ে আলোচনার জন্য সদলবলে ৩১ মার্চ্চ মঙ্গল-বার রাত্রিতে লুধিয়ানা যাত্রা না করিয়া জম্মু হইতে চণ্ডীগঢ় রওনা হইয়া যান।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যবাণীর ত্রয়োদশ বর্ষারম্ভে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীল গুরুদেবের আশীর্বাণী

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলেন। আমরা তাঁহার শুভ প্রাকট্যের জয়গান করি।

বর্ত্তমান রজস্তমোগুণপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট জনগণের মধ্যে নির্গুণা প্রেমময়ী সুকল্যাণকারিণী বাণীর প্রাকট্য সজ্জনহৃদয়ে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোর সঞ্চার এবং নিরাশার মধ্যেও যেন আশার সঞ্চার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তি। উহাই শ্রীচৈতন্যবাণীর সিদ্ধান্ত ও প্রাণ। শ্রীচৈতন্যবাণীর ত্রয়োদশবর্ষারম্ভে ঐ বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শতবার্ষিকীর প্রারম্ভ। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলায় শ্রীচৈতন্যবাণীরূপেই আমাদিগের নিকট প্রকট রহিয়াছেন এবং কৃপোপদেশ বিতরণ করিতেছেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ তথা) শ্রীচৈতন্যবাণী অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পরতমতত্ত্বরূপে জানাইয়াছেন। জীবমাত্রই তাঁহার তটস্থাশক্তির অংশ। জড় বা মায়াও তাহারই ছায়া-শক্তির অভিব্যক্তি। (শ্রীচৈতন্যের তথা) শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপশক্তির পরিণতিই যাবতীয় চিজ্জগৎ। সুতরাং চিৎ, জড় ও তটস্থা শক্তি পরিণত যাবতীয় বস্তুই শ্রীভগবানের সম্পত্তি। তিনিই একমাত্র ভোক্তা, সকলই তাঁহার ভোগ্য। অতএব পূর্ণের সেবায় প্রত্যেক বস্তু যথাযোগ্যরূপে নিয়োজিত হইলেই প্রত্যেকের তত্ত্বতঃ স্বধর্ম্ম পালিত হইবে। উহা স্বাভাবিক হওয়ায় কাহারও অহিতকর হইতে পারে না। মধ্য পথে কেহ কোন বস্তু ভোগ করিতে গেলেই প্রতিক্রিয়াজনিত ক্লেশ লাভ হইবে। পক্ষান্তরে ইহার অর্থ এই নয় যে, জীব জড়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করুক। শ্রীভগবান্ হইতে প্রাপ্ত নিজ নিজ সত্তা, ইন্দ্রিয়সমূহ ও পাঞ্চভৌতিক দেহাদি সকলই পূর্ণের সেবার অনুকূলে নিয়োজিত করাই শ্রীভগবানের প্রতি যাবতীয় শক্তি ও শক্তির পরিণতির শুদ্ধ কর্ত্তব্য পালন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসুখেতর ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াই ব্যভিচার এবং স্ব স্ব অনধিকার চর্চ্চা।

সকল জীবের স্বার্থ ও পরমার্থই শ্রীকৃষ্ণভজন। উক্ত ভজন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে অবস্থিত যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে থাকিয়া সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কোন প্রকৃত বর্ণ বা আশ্রমে অভিনিবিষ্ট হইলে নির্গুণ শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ বা শুদ্ধ সেবা হইবে না। উহার ফলে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যবাণী সকল মনুষ্যকেই তজ্জন্য প্রাকৃত গুণময় কর্ম্মফলজনিত উপাধিতে অনাসক্ত থাকিয়া নিজ নিজ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও আত্মার কারণ শ্রীগোবিন্দভজনের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করেন, ভৌগোলিক মাটীর সীমা স্থির করতঃ প্রাদেশিকতা অথবা স্বাদেশিকতা, অজ্ঞানজ ত্রিগুণভাবোত্থ কোন বর্ণজ কিম্বা আশ্রমজনিত কর্ত্তব্যে মাত্র আবদ্ধ থাকিতে পরামর্শ দেন না। পূর্ণ নির্গুণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই মনুষ্যের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত। উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার নিমিত্ত নিজ নিজ গুণত্রয় বিভাবিত চিত্তের উপযোগী অথচ নির্গুণ শ্রীহরির সেবানুকূল পন্থাই প্রথমে স্বীকার্য্য। সাধক ক্রমশঃ শুদ্ধ ভক্তের সেবা, সঙ্গ ও কৃপাবলে অনন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে রুচি লাভ করিলে সমস্ত গুণময় ও লৌকিক বাধা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তিতে অধিরূঢ় হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী 'শুদ্ধভক্তের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লাভের অন্য কোন সুনিশ্চিত পন্থা জগতে নাই'

বলিয়া প্রচার করেন। তজ্জন্য ভক্ত ও ভগবৎ সেবাই যুগপৎ সাধকের কৃত্য। উভয় তত্ত্বই নিত্যারাধ্য। সাধু ভক্ত বৈকুণ্ঠ বস্তু। বৈকুণ্ঠ বস্তুই বদ্ধ জীবকে কৃপাপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে লইতে পারেন। শ্রীবিষ্ণু, বৈষ্ণব ও বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠ বস্তু। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাও বৈকুণ্ঠবৃত্তি। সুতরাং বৈকুণ্ঠই বৈকুণ্ঠপ্রাপক।

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব জীবদুঃখে কাতর হইয়া এই ভূলোকে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-রূপে ইং ১৮৭৪ সালে প্রকট হইয়া "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি, নরাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ" নীতি অনুশরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নিজে জীবনে কখনও অসৎ সঙ্গ করেন নাই অথবা তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আপাত জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করেন নাই, কিম্বা জড়-প্রতিষ্ঠার আশায় কাহাকেও কর্ম্মাদির উপদেশ করেন নাই। তিনি কোটি সৎকর্ম্মাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ও সেবাই নিঃশ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায় জানিয়া সাধুসঙ্গের মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত পৃথিবীর নানাস্থানে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনে, মঠ-মন্দির নির্ম্মাণে ও সাধুসঙ্গের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ প্রদানে বদ্ধজীবকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান হিংসা-প্লাবিত পৃথিবীতে শ্রীভগবৎপ্রেমের বার্ত্তাবহনকারী শ্রীচৈতন্যবাণীর সুপ্রসার অত্যা-বশ্যক ও পরমহিতকর।"

শ্রীচৈতন্যবাণীর চতুর্দ্দশ বর্ষারম্ভে শ্রীল গুরুদেবের বাণী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ অবদান-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ

'শ্রীচৈতন্যবাণী' আজ ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করতঃ চতুর্দ্দশে প্রকাশিতা হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাচ্য ও বাচক দ্বিবিধস্বরূপ। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যলীলারসময়-স্বরূপ। তাঁহার বাচকস্বরূপ বা বাণী উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ। তজ্জন্য আমাদের ন্যায় জড়বিষয়াবদ্ধ, বিমুখ ও অন্ধ জীবগণের নিকটে প্রেমময় পরমদয়ালু অবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাণীর প্রাকট্য কত সৌভাগ্যসূচক তাহা বর্ণনাতীত। আমি তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথির বন্দনা করি।

কলির তাণ্ডব-নৃত্যে যে সময়ে জগতের বহির্ম্মুখ জনগণ প্রমত্ত, এমন কি ধাম্মিক বলিয়া অজ্ঞজনের নিকট মহাসমাদরে পূজ্যপাদ বলিয়া খ্যাত, কলির গুপ্তচরগণ যে সময়ে কোমলমতি সজ্জনদিগকে ছলবাক্যে বিপথে চালিত করিতেছিল, সেই সময়ে জগতের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে শ্রীচৈতন্যের প্রেমিক-পার্ষদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংকীর্ত্তনমুখরিত ভক্তিপূত গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীর বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক প্রচার করিবার জন্য প্রেম-ময় পতিতপাবনাবতার শ্রীজগন্নাথদেবের প্রেরণায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও বাণীর সেই মূর্ত্তবিগ্রহ 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে আখ্যাত হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেজন্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন—

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

আমাদের ন্যায় শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ ও বিষয়াসক্ত দুর্ভাগাগণের তথা কাঙ্গালদের ত্রাণের নিমিত্ত ভুবন-পাবনধামে শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্নস্বরূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাচ্য ও বাচক স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে বাচক-স্বরূপ অধিকতর কৃপালু। আমাদের ন্যায় বিমুখ জীবও জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত সুকৃতিবলে তাঁহার সঙ্গলাভ করিলে আত্মকল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায় আজ পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশ হইতে ম্লেচ্ছ, দুরাচার ব্যক্তিও হিংসা এবং অসদাচার বর্জ্জন করতঃ প্রেমময় শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণসেবাভিলাষী হইয়া ভারতের নানাস্থানে আগমনপূর্ব্বক নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর দয়ার কোন সীমা নাই। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটে তাঁহার বাচক-স্বরূপ বা তাঁহার বাণী 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-রূপে উপস্থিত হইয়া আরাধ্যের বিরহে আমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রাকট্য বিধান করিতেছেন। এইরূপ পরমোদার, শুদ্ধভক্তগণের বিরহবেদনায় প্রাণসঞ্চারকারী এবং ভজনবলপ্রদানকারী শ্রীগুরুরূপী শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্তা হউন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায় আজ বিশ্বের নানা দেশবাসী সুকৃতিমান্ সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যচরণে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ জীবন সার্থক করিতেছেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট মনুষ্যগণ যেদিকে দৃষ্টি দেন সেইদিকেই হতাশ হইয়া কেবল দুঃখ, ভয় ও শোকের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছেন। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বাক্যাড়ম্বের ছলনায় লোকদিগকে প্রলোভিত করতঃ কেবল বঞ্চনা করিতেছেন, নিজ পার্থিববিত্ত ও যশের মোহ ছাড়িতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহাদের আওতায় পড়িয়া বহুলোক নীতিবিগর্হিত কার্য্যে জীবন ক্লিষ্ট করিতেছেন। অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থসমস্যার সমাধান দিতে আসিয়া অজ্ঞতা ও প্রাকৃত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসমস্যাকে দুঃখদায়ক এবং আরও জটিলতর করিতেছেন। সমাজনীতিবিদ্‌গণ লোকের নিকট বাহবা প্রাপ্তির আশায় মনুষ্যের পরম কল্যাণের পথ বিসর্জ্জন দিয়া অবুঝলোকদের আপাত মনোমুগ্ধকর কথা দ্বারা 'জগাখিচুড়ী-বাদ' প্রবর্ত্তন করিতেছেন। অধিকাংশ বণিক কেবল প্রাকৃত অর্থকেই জীবনের মৃগ্য ও সুখের প্রতীক মনে করিয়া যে কোন উপায়ে অপরের স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াও নানাবিধ অসদুপায়ে নিজকল্পিত সুখের আশায় কল্পনাতীত অতীব গর্হিত আচরণেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সুখের আশায় তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত সুখের সঙ্গ তাঁহারা লাভ করিতেছেন না। শ্রীভগবানই প্রকৃত সুখের স্বরূপ। ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু স্থানে কপটতা, ভেল্কিবাজী এবং বেদ ও বেদানুগ সৎ-শাস্ত্রের নির্দ্দেশাবলী উল্লঙ্ঘন করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করতঃ নিজের প্রাকৃত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছেন। সংযমের আচরণ ও উপদেশ যেন দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষা ও ডাকবিভাগের কলঙ্ক কেহ দেখেন নাই। এখন তথায়ও জঘন্য আচরণ এবং কল্পনাতীত দুষ্প্রবৃত্তি লক্ষিত হইতেছে। অনেকে বেকার সমস্যা, অন্ন, বস্ত্র ও গৃহাদির সমস্যাকেই এই অধঃপতনের প্রধান কারণ বলিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ নিষ্কাম একাহারী ছিন্নবস্ত্র বাসহীন ব্যক্তিকেও সুখী দেখা যায়; পরন্তু বহু লালসাযুক্ত কোটীপতিও দুঃখ অশান্তিতে দগ্ধীভূত হইতেছেন, এমন কি অসহ্য যাতনায় ও মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করারও নজীর আছে। ভোটের আশায় দুষ্ট ব্যক্তিদের যথোচিত শাসন করা হয় না এবং শাসকশ্রেণীও নিজেদের রচিত দেশের হিতকর নীতির প্রতি বিশ্বাসের অভাবহেতু অনেকে কেবল নিজের চেয়ার থাকিবে না ভয়ে যথোচিত ন্যায়ের মর্য্যাদা দিতে পারেন না। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, তাহাই সাধারণভাবে জনসাধারণ বা তাঁহাদের অনুগত জনগণ অনু-করণ করিয়া থাকেন। মুখে কেবল লোকহিতকর বুলি আওড়াইয়া নিজে অন্যের অহিতসাধন করতঃ দুষ্ট আচরণ প্রদর্শন করিলে তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের বা সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সমাজে যে সকল বুদ্ধিমান্ ও ভাল লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতার ও উপকারিতা সমাজ বা রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা 'যো হুকুম'-দার নহেন বলিয়া। বহু স্থানে, এমনকি বিদ্যার্থিগণও মদ্যপান ও অন্যান্য নেশায় প্রমত্ত হইতেছে; তবু তাহাদিগকে উপদেশ করিবার নিমিত্ত—তাহাদিগকে সংযমের পরামর্শ দিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট, শিক্ষকবর্গ এবং অভিভাবকগণও কিছু বলিতে সাহস করেন না। কারণ তাঁহাদের মধ্যেও বহু ছিদ্র থাকায় তাঁহারা বলিতে সঙ্কোচিত হইতে বাধ্য। ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের

প্রধানগণ অন্ততঃ সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত কিছু শাস্ত্রবিহিত নিষ্কপট উপদেশ দিতে পারেন, যদি তাঁহারা নিজেরা সংযত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে লোক-সংগ্রহের লালসায় এবং প্রতিষ্ঠার লোভে সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তনের কোন যত্ন করেন না।

এহেন দুঃসময়েও হে করুণাময়ী শ্রীচৈতন্যবাণী! আপনি মুক্তকণ্ঠে জগতের স্থানে স্থানে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে জীবের কল্যাণের মার্গ অকুণ্ঠচিত্তে প্রদর্শন করিতেছেন। আপনার কৃপাময় প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাবলম্বীদের মধ্যেও আপনার কৃপার প্রসার দর্শন করিয়া হতাশার মধ্যেও যেন আলোক ও আশার সঞ্চার দেখিতেছি।

বিশ্বের সর্ব্বত্র আপনার কৃপার মহিমা উপলব্ধি করুক এবং আপনার অসমোর্দ্ধ্বা দয়ায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী বাচক-স্বরূপের আশ্রয়ে জগদ্বাসী পরম মঙ্গললাভে মনুষ্যজন্ম সার্থক করুক। আমি পুনঃ পুনঃ আপনার বাচ্য ও বাচক এই উভয় স্বরূপের নিকটে করুণাভিখারী—এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হউন। জগদ্বাসী চৈতন্যবাণী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে মাতিয়া উঠুক ; পরস্পর পার্থিব ও নশ্বর ইন্দ্রিয়জ সুখমন্য দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করুক। আপনার কৃপায় সকলে বাস্তব পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ মাধুর্য্যরস-ময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচরণে ও ঔদার্য্যরসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে আকৃষ্ট হউন। তাঁহার সহিত নিজেদের নিত্যসম্বন্ধ উপলব্ধি করতঃ মনুষ্য-কল্পিত প্রাকৃত ভৌগোলিক দেশ, জাতি, বর্ণ ও আশ্রমাদির ভেদ ছাড়িয়া শ্রীভগবানে প্রীতিযুক্ত হউন। শ্রীভগবৎসম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমতাযুক্ত ও প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উত্তম কল্যাণ সাধনে সমর্থ হউন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..............................
Vill..............................
P. O..............................
Dist..............................
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } *শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৯৯*
১৭ শ্রীধর, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, শুক্রবার, ৩১ জুলাই ১৯৯২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa
4, Hope Road, Lucknow Cant
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ; ৩রা নভেম্বর, ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার অতিবিস্তৃত একখানি পত্র পাইলাম। * * মহারাজের ৪।৫ খানা পত্র পাইলাম * * *। লোকেরা নিতান্ত বহির্ম্মুখ, সুতরাং তাহাদের ব্যবহার তদনুরূপই হইবে। ধীরভাবে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা একদিন-না-একদিন তাহাদের দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিবে।

আপনারা কেহই দৈবদুর্ব্বিপাকরূপ বর্ষার জন্য বা ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে, আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিকদিন অবস্থান করে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আনুকূল্য সংগ্রহ করিবেন। * * *।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa
4, Hope Road, Lucknow Cant
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ; ৩রা নভেম্বর, ১৯৩১

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনম্—

আপনার ১২ই কার্ত্তিকের কার্ড পাইলাম। আপনি হারমনিষ্টের লেখার উপর কি সমালোচনা করিয়াছেন, এখনও দেখি নাই। আপনি লিখিয়াছেন,—"তথাকার কএকজন বলিতেছেন যে একবার কত টাকা খরচ করিয়া প্রদর্শনী দেখাইলেন, পুনরায় এত টাকা খরচ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? এই টাকা অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে দিলে তাহারা খাইতে পাইত। পরের টাকা পাইয়াছেন, আমোদে খরচ করিতে কষ্ট হয় না। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন।" আপনি তাঁহাদিগকে বলিবেন যে, শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী দেখিবার চক্ষু সংগ্রহ করিতে হইলে পারমার্থিক-বিদ্যালয়ে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া লেখাপড়া শিখিতে হয়। নিজের উদর পূরণ বা দরিদ্র বন্ধুবর্গের উদর পূরণ করিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইবার দুষ্পিপাসাগ্রস্ত হইলে পারমার্থিক-সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিবার যোগ্যতা হয় না। সুতরাং পরমার্থ-বিষয়কে নিজ-ভোগের আমোদ-প্রমোদ মনে করিয়া টাকা খরচ করিতে পরাঙ্মুখ হইলে সংসার-নরকে বাস করিয়া সেবাবিমুখতা লাভ হয়। এই সকল নারকী চিরদিন দেওয়া-নেওয়া-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিবে।

ভাগবতের কথা গৌড়ীয়মঠে যথাস্থানে জানাইবেন। আধ্যক্ষিক-বিচারপরায়ণ জনগণ সেবাবিমুখ জনগণকে অন্নাদি দান করেন ; আমরা সেই বিচার হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত বলিয়া পারমার্থিক-প্রদর্শনীর জন্য সমগ্র জগৎকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণ-বাহী, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত।

অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

বিংশঃ কিরণঃ—সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসমধুরিমা

শরদি গোপীনাং পূর্ব্বানুরাগঃ। প্রলম্ববধানন্তরং। [১০।১৫।৪২-৪৩]
শুকঃ পরীক্ষিতম্। [১০।২১।৫]

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥১॥

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

রাধাপদাশ্রিতাঃ সর্ব্বে গৌরকৃপাপ্রসাদতঃ।
সিদ্ধপ্রেমরসে মগ্না বন্দে তান্ গৌরজীবনান্ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। তন্মধ্যে মধুরপ্রীতি সর্ব্বোত্তমা। তাহা কেবল ব্রজগোপীদিগের নিত্যধন। গোপীদিগের কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে পূর্ব্বরাগ হয়। পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন, সম্ভোগ ও বিচ্ছেদাদি

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি ।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥ ৩ ॥

[১০।২১।২-৩]

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥৪॥

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্ ।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৫॥

[১০।২১।১০]

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম ॥৬॥

[১০।২১।১১]

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্যবিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৭॥

[১০।২১।১৩]

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥৮॥

[১০।২১।১৪, ১৬-১৭]

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥৯॥

বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই পূর্ব্বরাগ বর্ণন। মস্তকের উপরে ময়ূর-পুচ্ছ-ভূষণ, নটবরবপু, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার শোভা, কনকের ন্যায় কপিশবর্ণ বস্ত্র পরিধান, বৈজয়ন্তী মালা-শোভিত গলদেশ এবং বেণুরন্ধ্রে অধর-সুধা পরিপূরণ—এই সমস্ত শোভায় শোভিত এবং গোপবৃন্দের সহিত স্বীয় পদাঙ্কদ্বারা রতিজনক বৃন্দাবনে গীতকীর্ত্তি কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

গোপদরজ দ্বারা ছুরিতকুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ বন্যপ্রসূন আবদ্ধ রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরহাস দ্বারা রুচির। বেণুতে গান করিতেছেন। অনুগগণের দ্বারা তাঁহার লীলাকীর্ত্তি গীত হইতেছে, এইপ্রকারে লক্ষিত কৃষ্ণের নিকট উৎকণ্ঠাদৃষ্টিযুক্ত নয়ন-শোভিত গোপীগণ একত্রে আগমন করিলেন ॥ ২ ॥

দিবাভাগে কৃষ্ণমুখমধু চক্ষুভৃঙ্গের দ্বারা পান করিয়া ব্রজগোপীগণ বিরহজ-তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজগোপীদিগের সলজ্জহাস, বিনয় এবং অপাঙ্গ-মোক্ষরূপ সৎকৃতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥

উন্মত্ত ভৃঙ্গ ও পক্ষীসমূহ-নিনাদিত সরসী, সরিৎ ও পর্ব্বত-শোভিত কুসুমিত-বনরাজিতে গরু চরাইবার জন্য পশুপালগণের সহিত সবলদেব শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই কামোদয়কারী বেণুগীত ব্রজস্ত্রীগণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের অনুপস্থিতি সময়ে কোন গোপী স্বসখীগণের নিকট এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

আহা! সখী! আশ্চর্য্য দেখ! দেবকীসুত কৃষ্ণের পাদাম্বুজলক্ষ্মী স্পর্শ করিয়া এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছেন। দেখ গোবিন্দের বেণুধ্বনি শুনিয়া মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। তাহা দেখিয়া পর্ব্বতসানু হইতে অন্য সমস্ত সত্ত্ব প্রয়োজনান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক নীচে আসিতেছে ॥৬॥

আহা! মূঢ়গতিপ্রাপ্ত এই হরিণীগণ ধন্য, কেননা নন্দনন্দনের বিচিত্র বেশ দর্শন করিতেছে। উহারা এবং কৃষ্ণসার সকল বাদিত বেণুনাদ শ্রবণ করত প্রণয়াবলোক-বিরচিত কৃষ্ণপূজা করিতেছে ॥ ৭ ॥

দেখ, গরুগুলি কৃষ্ণমুখবিনির্গত বেণুগীতসুধা উচ্চকর্ণপুটে পান করিতেছে। বৎসগুলি মাতৃস্তন হইতে গলিতদুগ্ধ পান করিতে করিতে গীতমোহিত-ভাবে স্তন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থির হইয়া চক্ষে অশ্রু-কণার সহিত মনে মনে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছে ॥৮॥

হে মাতঃ! আবার দেখ, এই বনে বিহগসকল মুনিপ্রায়। বৃক্ষের প্রবালসদৃশ দ্রুমভুজে বসিয়া চক্ষু নিমীলন করত বাক্‌শূন্য হইয়া কৃষ্ণদর্শন করিতেছে এবং কৃষ্ণের বেণু-গীত শ্রবণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহরামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্ ।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ সবপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥১০॥
পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরুষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥১১॥

[১০।২১।২০]
এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥১২॥
ইতি পূর্ব্বানুরাগং শরৎ প্রসঙ্গে বর্ণিতম্। পুনঃ হেমন্তে। [১০।২২।২২]

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়াবহাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥১৩॥

[১০।২২।২৪-২৭]
তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥১৪॥
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্ ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥১৫॥
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।
ভর্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥১৬॥
যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥১৭॥

রাম ও গোপগণের সহিত বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ ব্রজপশুগুলি রৌদ্রে চালিত করিতেছেন, সেই সময়ে প্রেমদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া সমুদিত কুসুমাবলী সহকারে কৃষ্ণ-বপুর সদৃশ সখা স্বরূপ মেঘমালা ছত্ররূপে আপনাদিগকে বিধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

দেখ, পুলিন্দরমণীগণ কৃতার্থা। কৃষ্ণপাদাব্জ-রাগরূপ শ্রীকুঙ্কুম-দ্বারা কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্তন-মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কামপীড়ায় পীড়িত হইল। তৎসংলগ্ন তৃণে আপনাদের কানন ও কুচ ঘষিত করিয়া সেই কামপীড়াকে শান্তি করিল। ইহারা বড় ভাগ্যবতী ॥ ১১ ॥

বৃন্দাবনচারী-শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলা পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

এইপ্রকার শরৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বানুরাগ বর্ণিত হই-য়াছে। এখন হেমন্তপ্রসঙ্গে কিছু লীলা বর্ণন হইতেছে। কুমারীগণ কাত্যায়নী-ব্রত করিলে স্নানকালে তাঁহা-দের বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেক পরিহাসাদিপূর্ব্বক, ক্রমে তাহাদিগকে বস্ত্র পুনঃ প্রদান করিলেন। তখন গোপকুমারীগণ দৃঢ়ভাবে প্রলব্ধ হইয়া লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন। বঞ্চিত, পরিহাসিত এবং ক্রীড়িতভাবে বস্ত্রহৃত হইল। তাহাও অনেক ছলনার সহিত প্রদত্ত হইল। ইহাতে যেটুকু প্রিয়সঙ্গ হইল, তাঁহারা তাহাতে নির্বৃত্তিলাভ করত কৃষ্ণকে অসূয়া বাক্য বলেন নাই ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ বুঝিলেন যে, ইঁহারা আমার পদস্পর্শ-কামনায় ধৃতব্রতা হইয়াছেন। তখন ঐ অবলাদিগকে দামোদর বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে সাধ্বীগণ! আমাকে অর্চ্চন করাই তোমাদের সঙ্কল্প, তাহা আমি জানিয়াছি। আমা-কর্ত্তৃক অনু-মোদিত হইয়া তোমাদের সঙ্কল্প সত্য হউক ॥১৫॥

আমাতে কাম দোষের জন্য নয়। অন্যকাম যে পরিমাণে অমঙ্গলময়, কৃষ্ণকাম সেই পরিমাণে পূর্ণ মঙ্গলময়। মদাবিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের কাম স্বার্থপর কামতাৎপর্য্য হয় না। ভর্জিত ও কথিত (অগ্নিপক্ব) ধান যেরূপ বীজ উৎপত্তি করে না, সেইরূপ মৎসম্বন্ধি কাম সর্ব্বকামবীজ ধ্বংস করে ॥ ১৬ ॥

হে অবলাগণ! হে সতীগণ! তোমরা ব্রজে স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন কর। যে উদ্দেশ্যে তোমরা আর্য্যা কাত্যায়নীর ব্রত করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। আগামী শরৎনিশাযোগে আমার সহিত তোমরা রমণ করিবে ॥ ১৭ ॥

(ক্রমশঃ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস (মহাভারত)-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি নিখিল শাস্ত্রের সার-মর্ম্মস্বরূপ—মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১।৩।২৮ শ্লোকে) অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বশক্তি—সর্ব্ব অবতারের অবতারী—সর্ব্ব অংশ-অংশাংশের মূল অংশী—স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে। শ্লোকটি এইরূপ—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

[ইহার অর্থ—"কিন্তু উপরিউক্ত অবতারগণের (এই ১।৩।২৮ শ্লোকের পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদের) কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ অবতার এবং অংশের অংশ-বিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্যপীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব।"]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে 'এতে······ স্বয়ং' এই শ্লোকাংশের অনুবাদ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে ঃ—

"পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদিলীলা ৫ম পঃ ৭৩-৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছেন—কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বা দ্বিতীয় দেহস্বরূপ শ্রীবলরাম—মূলসঙ্কর্ষণ, তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ—কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি কৃষ্ণের অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে 'কলা' বলা হয়। মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের তিনি অংশী—অবতারী—সর্ব্বজিষ্ণু ('জিষ্ণু' শব্দার্থ—অবতারী।)

কৃষ্ণ নারায়ণের অংশী, নারায়ণে ৬০টি গুণ, কৃষ্ণের আরও চারিটি অসাধারণ গুণসহ চতুঃষষ্টি গুণ। (চৈঃ চঃ ম ৯।১৪২—) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্বআদি, সর্ব্বঅংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥
'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥'
(ব্রঃ সং ৫।১)

[অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণেরও কারণ-স্বরূপ।]

স্বয়ংভগবান্ 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' পর নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২০।১৫২-১৫৫

['পর' নাম—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য নাম। কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি ভগবানের মুখ্য নাম। —অঃ প্রঃ ভাঃ]

"অবতারসব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস ॥
যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে হয় দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।"
—চৈঃ চঃ আ ২।৭০, ৮৮-৯০

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের দুই নাম—
'স্বয়ংভগবান্' আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
—চৈঃ চঃ ম ২০।২৪০

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই মূলতত্ত্ব। তাঁহার অসংখ্য অবতার। শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৬ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ।।'

অর্থাৎ (শ্রীউগ্রশ্রবা সূত নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—) "হে দ্বিজাঃ (শৌনকাদি ঋষিগণ !) যেরূপ অক্ষয়-সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রপ্রবাহসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্ব-সাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রকটিত হন ।"

শ্রীভগবানের অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে বা অপ্রাকৃত-বৈভব হইতে প্রাকৃতবৈভবে অবতরণকে 'অবতার' বলে । (চৈঃ চঃ ম ২০।২৬৩-২৬৪ দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ।।
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার ।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ।।"
—চৈঃ চঃ ম ২০।২৪৫-২৪৬

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে অবতারগণের বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য । আমরা প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে নিম্নে উহার কিছু দিগ্‌দর্শন মাত্র করিতেছি ঃ—]

পুরুষাবতার ত্রিবিধ ঃ—কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী । আদি পুরুষাবতার কারণ-বারিধি বিরজায় শয়ন করিয়া আছেন, তিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী—মূল কর্ত্তা—'সর্ব্ব জগতের স্বামী' । তিনি স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে ঈক্ষণদ্বারা প্রকৃতি স্পর্শনপূর্ব্বক প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপাদন করতঃ তাহাতে জীবরূপ বীজ আধান করেন । (ভাঃ ৩।৫।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । কারণসমুদ্রের একপারে পরব্যোম বা চিদ্‌বৈভব বৈকুণ্ঠ, অপর পারে প্রকৃতি বা মায়াবিলাস অচিদ্‌বৈভব দেবীধাম । বিরজার পারস্থ পরব্যোমে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই, সেখানে রজস্তমঃ বা তাহাদের সহিত মিশ্রসত্ত্ব বা কালবিক্রম নাই, তথায় শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদ-ভক্তগণ বাস করেন—ভাঃ ২।৯।১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য । ঐ কারণাব্ধিশায়ীই তদংশ দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী-রূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক দেখেন—সব অন্ধকারময় ও কোথায়ও থাকিবার স্থান নাই, তখন তিনি স্বীয় স্বেদজলে অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত করিয়া তথায় শেষশয্যায় শয়ন করিলেন । তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে এক পদ্ম উত্থিত হইল ; সেই পদ্মই ব্রহ্মার জন্মসদ্ম অর্থাৎ জন্মনিকেতন । ঐ পদ্মের নালটি (মৃণাল) চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক । এই ব্রহ্মাই—গুণাবতারত্রয়ের অন্যতম—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, আবার এই গর্ভোদশায়ী হইতেই অপর দুই গুণাবতার বিষ্ণু ও রুদ্রের উদ্ভব । বিষ্ণু সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা হইয়াও স্বয়ং গুণাতীত বস্তু, মায়িক গুণত্রয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । এইটিই—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে, প্রকৃতির অন্তর্যামী হইয়াও প্রাকৃত গুণত্রয়দ্বারা অস্পৃষ্ট (এতদীশনমীশস্য)—বিষ্ণুরূপে তিনি ত্রিশক্তি-ধৃক্ হইয়া জগতের স্থিতি বা পালনকার্য্য করেন । আবার ঐ গর্ভোদশায়ী হইতে সংহারকর্ত্তা বা প্রলয়-কর্ত্তা রুদ্রেরও উদ্ভব হয় । কিন্তু এই গুণাবতারদ্বয় —ব্রহ্মা ও শিব, মায়ার অধীন । শ্রীবিষ্ণুদ্বারা সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য এবং সংহারিকাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া রুদ্র প্রলয়-কার্য্য করেন । এইজন্য মায়াধীশ বিষ্ণুর সহিত মায়াবশ জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের সমগ্র জীবশক্তি ও প্রকৃতির কারণরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূল কর্ত্তা—কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু—প্রথমপুরুষাবতার ; তিনিই অর্থাৎ তাঁহারই অংশ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবস্বরূপ—হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু ; ইনিই সহস্রশীর্ষাদি ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় পুরুষ—মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত তত্ত্ব । আবার সেই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর অংশই অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয় পুরুষাবতার —ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে তিনি সর্ব্বভূতস্থ বিরাট্ বা ব্যষ্টি বা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে প্রতি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপে পালনকর্ত্তা, ইনি গুণাবতার ও তৃতীয় পুরুষাবতার পালনকর্ত্তা বিষ্ণু—উভয় অবতারমধ্যে গণিত । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারাই গুণাবতারত্রয়রূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা । গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করতঃ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব

—এই তিনটি গুণাবতার প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে কোন জীবোত্তমকে ভক্তিমিশ্রপুণ্যক্রমে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া তাঁহাতে নিজ সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করতঃ ব্রহ্মারূপ ধারণপূর্ব্বক ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবসৃষ্টি-কার্য্য করেন। কোন কল্পে যোগ্য জীব না পাইলে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু নিজেই অংশে ব্রহ্মা রূপ ধারণ করতঃ সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়ের ৮৯তম শ্লোকটি প্রমাণস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে—

"ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎপ্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে (সূর্য্য-কান্তাদি মণিসমূহে) নিজ তেজঃকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধানপূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড (ব্রহ্মাণ্ডের) বিধান করেন, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও লিখিয়াছেন—

"ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন॥
গর্ভোদশায়ী-দ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি'॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয়॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩০২-৩০৩, ৩০৫

আবার রুদ্রতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন—

"নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরে।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরে॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩০৭

ব্রহ্মা ও শিবতত্ত্ব সম্বেদনার্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত শ্রীভাগবতবাক্যটিও উদ্ধার করিয়াছেন—

"যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্ম্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা-ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩০৬ ধৃত ভাঃ ১০।৬৮।৩৭ শ্লোক

শ্রীজাম্ববতীসুত সাম্বের দুর্য্যোধনকন্যা স্বয়ম্বরা লক্ষ্মণাকে পত্নীত্বে বরণকালে কৌরবপক্ষীয় ক্রুদ্ধ রাজন্যবর্গের সাম্বকে বন্দী করিয়া রাখিবার সংবাদ দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণের চতুরঙ্গ সৈন্যসহ কৌরববিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম দর্শনে বলদেব কৃষ্ণকে নিরস্ত করিয়া উদ্ধবসহ হস্তিনাপুরে আগমন করেন এবং কৌরবগণ অন্যায়পূর্ব্বক সাম্বকে বন্দী করিয়াছেন, ইহা বলিয়া দুর্য্যোধনকে তৎকন্যা লক্ষ্মণাকে সাম্বহস্তে সমর্পণের কথা বলিলে দুর্য্যো-ধনাদি কৌরবপক্ষ বলদেবসমক্ষেই দর্পভরে যাদব-গণপ্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করায় বলদেব রুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নিখিল তীর্থগণের পরম-তীর্থস্বরূপ যাঁহার পাদপঙ্কজরজঃ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি (বলদেব) এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী—আমরা কেহ যাঁহার অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজঃ নিরন্তর মস্তকে ধারণ করিতেছি, ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সামান্য একটা তুচ্ছ রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য!'

[গুণাবতার রুদ্রতত্ত্বটি বড়ই জটিল। এজন্য আমরা এস্থলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের ব্যাখ্যাও উদ্ধার করিতেছি। প্রথমে কবিরাজ গোস্বামিলিখিত উপরিউক্ত ৩০৬ সংখ্যক পয়ারের পরবর্ত্তী কএকটি পয়ার ও সংস্কৃত প্রামাণিক শ্লোক-সমূহ নিম্নে উদ্ধার করতঃ পরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্য উদ্ধার করিলাম।]

'মায়াসঙ্গবিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥৩০৮
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥ ৩০৯

(১) "ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"৩১০

—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫

শিব—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত—'বিষ্ণু'—পরমেশ ॥৩১১

[ইহার প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।৩-৫ শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—]

(২) 'শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৩১২

(৩) হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥'

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণমায়াপার ॥৩১৪
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥৩১৫

[ইহার প্রমাণ-স্বরূপ ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৬ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—]

(৪) 'দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'৩১৬

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী—ভক্ত-অবতার।
পালনার্থ বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥৩১৭

[ইহার প্রমাণশ্লোকস্বরূপ শ্রীনারদের প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মার উক্তি—]

(৫) "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥"৩১৮
—ভাঃ ২।৬।৩২

[উপরিউক্ত ১ হইতে ৫নং সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—]

১নং শ্লোকের অনুবাদ—

"(অম্লাদি) বিকারবিশেষযোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হইয়া জাত হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"—ব্রঃ সং ৫।৪৫

২নং শ্লোকের অনুবাদ—

(ভাঃ ১০।৮৮।৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—) "শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, শঙ্কর নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয়-কর্তৃক সম্যগ্‌রূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণময় রূপে অবস্থিত। তিনি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপে বর্ত্তমান।"

[ইহার (ভাঃ ১০।৮৮।৩) পরবর্ত্তী ভাঃ ১০। ৮৮।৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—"সেই অহঙ্কার হইতে মনঃ, দশ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম)—এই ষোড়শসংখ্যক বিকারপদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকারসমূহের মধ্যে ঔপস্থ্য, জৈহ্ব বা মানস সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিয়া প্রার্থনানুরূপ সর্ব্বপ্রকার বিভূতি লাভ করা যায়।"

১০।৮৮।৪ মূল শ্লোকটি এইরূপ—

"ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কিঞ্চন।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥"

[(ইহার অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা ঃ—"ততঃ (অহঙ্কারম্) ষোড়শ (ষোড়শসংখ্যকাঃ) বিকারাঃ (মন ইন্দ্রিয় ভূতরূপাঃ) অভবন্ (জাতাঃ) অমীষু (বিকারেষু মধ্যে) কিঞ্চন (ঔপস্থ্যং জৈহ্ব্যং মানসং বা সুখমুদ্দিশ্য শিবং) উপধাবন্ (ভজন্) সর্ব্বাসাং বিভূতীনাং (সম্পদাং) গতিং (স্বরূপং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)"]

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।৮৮।৩ শ্লোকোক্ত 'গুণৈঃ সংবৃতঃ ত্রিলিঙ্গঃ' বাক্যের অর্থ লিখিতেছেন—'অস্মান্ কৃপয়া স্বীকুরু' ইতি বৃতত্বাৎ ত্রিলিঙ্গং ত্রিগুণময়ঃ নতু জীব ইব তৈর্বলাদ্ বদ্ধ ইতি ভাবঃ'—অর্থাৎ মায়িক গুণসকল শিবসমীপে 'কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে বরণ করুন' এইরূপ প্রার্থনা করায় শিব তাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছেন, অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য জীবগণ যেরূপ মায়িকগুণত্রয় কর্তৃক বলপূর্ব্বক বশীভূত হন, শিব তদ্রূপ জীববৎ মায়াবল দ্বারা বশীভূত হন নাই, শ্রীভগবদিচ্ছায় সৃষ্টিবর্দ্ধনার্থ মায়িক গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৩নং হরিহি ভাঃ ১০।৮৮।৫ শ্লোকের অনুবাদ—

অর্থাৎ 'শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ তত্ত্ব ; তিনি সর্ব্বদৃক্ ও সকলের উপদ্রষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়।" (ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

(৪)

মহারাজ যযাতি

মহারাজ যযাতি চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজ নহুষের ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র। মহারাজ নহুষের বংশ-বিবরণী শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা দ্বাত্রিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মহারাজ যযাতির চরিত্র রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ নহুষ অগস্ত্য মুনির অভিশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনে নিপতিত হইলে নহুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যযাতি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। মহারাজ যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়াও দৈব-প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দৈবের ঘটনাটি মহাভারতে আদি পর্ব্বে কচ-দেবযানী-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার-কথা—দেবতাগণ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানিবার জন্য বৃহস্পতির পুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ কচের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে প্রথমে সংহার করিয়া শৃগাল-কুকুরের দ্বারা খাওয়ায় এবং দ্বিতীয়বার তাহাকে নিষ্পেষণ করিয়া সমুদ্রের জলে মিশাইয়া দেয়। কন্যা দেবযানীর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া তাহাকে দুইবারই জীবিত করিয়াছিলেন। তাহাতে অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তৃতীয়বার কচকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্য্যকে পানপাত্র প্রদান করিলে শুক্রাচার্য্য ঐরূপ দুষ্কার্য্যের বিষয় জানিতে না পারিয়া পান করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য কন্যার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তৃতীয়বার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা-মন্ত্র প্রয়োগ করিলে কচ শুক্রাচার্য্যের উদরে জীবিত হইয়া গুরুদেবকে জানাইলেন তিনি তাঁহার উদরে আছেন। শুক্রাচার্য্য উপায়ান্তর-রহিত হইয়া কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা দিলেন এবং তাঁহার পেট চিরিয়া বাহির হইয়া পুনরায় তাঁহাকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা জীবিত করিতে বলিলেন। শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশানুযায়ী কচ সেইরূপই করিলেন। কচ দীর্ঘকাল যাবৎ শুক্রাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিয়া গুরুদেবের এবং গুরুকন্যা দেবযানীর সেবা এইরূপ ঐকান্তিক প্রীতির সহিত করিয়াছিলেন, যেজন্য উভয়েই কচের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবযানী কচের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলে কচ তাহা অসঙ্গত বুঝিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'কচ যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছে, তাহা কার্য্যকরী হইবে না।' কচও প্রতি অভিশাপে বলিলেন তিনি মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করিলে উহা কার্য্যকরী হইবে না ঠিক, কিন্তু তিনি যাহাকে শিক্ষা দিবেন তাহার দ্বারা উহা কার্য্যকরী হইবে এবং দেবযানীর ব্রাহ্মণ পতি হইবে না। কচের অভিশাপই দৈবের বিধানরূপে দেবযানীকে ক্ষত্রিয় যযাতির পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

শুক্রকন্যা দেবযানীর সহিত মহারাজ যযাতির কিভাবে মিলন হইল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ণনাটী এইরূপ—একদিন দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখীকে সঙ্গে লইয়া গুরু-কন্যা দেবযানীর সহিত পুরী মধ্যস্থিত পুষ্পবৃক্ষ পরিপূর্ণ অলিকুলের মধুর শব্দদ্বারা ঝঙ্কৃত অতিশয় রমণীয় উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। উদ্যানে একটি জলাশয় দেখিয়া সকলে তটে নিজ নিজ বস্ত্র রাখিয়া জলবিহার করিতে লাগিলেন। জলবিহার-কালে তাহারা অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন মহাদেব উমাদেবীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া সেইদিকে আসিতেছেন। তাহারা লজ্জিত হইয়া অতিদ্রুত-তীরে উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা অসাবধান বশতঃ না জানিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিয়া ফেলিলেন। উক্ত গর্হিত কার্য্যের জন্য দেব-যানী শর্ম্মিষ্ঠাকে কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'কুক্কুরী যেমন যজ্ঞীয় হবি স্পর্শ করে,

তুই তেমন আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করলি। ব্রাহ্মণগণ পরম পুরুষের মুখ-স্বরূপ, তাঁহারা ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করেন। তাঁহারা বেদমার্গের প্রদর্শক। সুরেশ্বরগণ, এমনকি, বিশ্বাত্মা ভগবানও ব্রাহ্মণগণকে বন্দনা ও পূজা করেন। তদুপরি আমরা ভৃগু-বংশ-জাত। তোর পিতা বৃষপর্ব্বা আমাদের শিষ্য। তুই কোন সাহসে আমার বস্ত্র ধরলি? অসতী শূদ্রের যেমন বেদস্পর্শ নিষিদ্ধ, তদ্রূপ তোদেরও আমার বস্ত্র স্পর্শ নিষিদ্ধ।' দেবযানীর ঐ প্রকার নিষ্ঠুর ও মর্ম্ম-পীড়াদায়ক বাক্য শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল—'রে ভিক্ষুকি! তোদের নিজের আচরণের কথা তোরা ভুলে গেলি। তোরা কাকের ন্যায় আমাদের বাড়ীতে প্রতীক্ষা করিস্ না। তোরা নির্লজ্জ বেহায়া। তোকে আমি সায়েস্তা করছি।' শর্ম্মিষ্ঠা অসহ্য ক্রোধে জোর করিয়া দেবযানীর বস্ত্র হরণ করিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

মহারাজ যযাতি মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দৈবক্রমে জলপানের জন্য উক্ত কূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবযানীকে কূপের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মহারাজ যযাতির দয়া হইল। দেবযানীকে পরিধানের জন্য নিজ উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং নিজ হাত দ্বারা তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে কূপ হইতে উঠাইলেন। দেবযানী যযাতির পরিচয় জানিতে পারিয়া প্রীতিপূর্ণ বাক্যে কহিলেন,—'হে বীর! আপনি যে আমার কর ধারণ করিলেন, সেই কর যেন অন্যে ধারণ না করে। আমাদের পতি-পত্নী সম্বন্ধ ঈশ্বরের দ্বারা কৃত; কোন জাগতিক ব্যক্তির দ্বারা নহে। আমি বৃহস্পতি-তনয় কচের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছি—আমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না। এইজন্য দৈবহেতু আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ হইল।' মহারাজ যযাতি দেবযানীর প্রস্তাব অশাস্ত্রীয় ও অনভিপ্রেত বুঝিলেও দৈবের মিলন মনে করিয়া দেবযানীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ প্রস্থান করিলে দেবযানী কাঁদিতে কাঁদিতে নিজগৃহে আসিয়া পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পৌরোহিত্য কর্ম্মের নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে দেবযানীকে লইয়া পুর হইতে বাহির হইলেন। গুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপের ভয়ে ভীত হইয়া দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা পথিমধ্যে শুক্রাচার্য্যের পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ প্রশমিত হইল। তিনি বলিলেন কন্যাকে পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, রাজার উচিত দেবযানীর অভিলাষ অনুযায়ী কার্য্য করা। বৃষপর্ব্বা দেবযানীর অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে দেবযানী বলিলেন তাহার পিতা যেখানে তাহাকে সমর্পণ করিবেন, সেখানে শর্ম্মিষ্ঠা তাহার সখীগণকে লইয়া দাসীরূপে অবস্থান করিবে। 'শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলে বিপদ এবং প্রসন্ন হইলে প্রয়োজন সিদ্ধি', এইরূপ বিচার করিয়া শুক্রাচার্য্যের এবং দেবযানীর প্রসন্নতার জন্য বৃষপর্ব্বা সহস্র শখীসহ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচর্য্যার জন্য অর্পণ করিলেন।

শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠাসহ দেবযানীকে মহারাজ যযাতির হস্তে প্রদান করিলেও মনে মনে চিন্তিত হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা রাজকন্যা, মহারাজ যযাতির সহিত তাহার সম্বন্ধ কখনও হইতেও পারে। এইজন্য তিনি মহারাজ যযাতিকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন শর্ম্মিঠাকে কখনও পত্নীরূপে গ্রহণ না করেন। যদিও শর্ম্মিষ্ঠা দাসীর ন্যায় দেবযানীর সেবা করিতেছেন তথাপি মনে মনে দেবযানীর প্রতি তাহার বিরূপ ভাব রহিয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা সুযোগ সন্ধানে আছেন, কিভাবে মহারাজ যযাতিকে বশীভূত করা যায়। দেবযানীকে সুপুত্রবতী দেখিয়া কোনও এক সময় ঋতুকাল উপস্থিত হইলে শর্ম্মিষ্ঠা মহারাজ যযাতিকে নির্জ্জনে পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মবিৎ রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ হইলেও ঈশ্বর-প্রেরিত বোধে রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা পূরণ করিলেন। দেবযানীর দুইটী পুত্র হইল—তাহাদের নাম যদু ও তুর্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটী পুত্র হইল—দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। পতির নিকট শর্ম্মিষ্ঠার তিনটী পুত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া দেবযানী অভিমানে ও ক্রোধে মুর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃগৃহে দ্রুত-

গতি ধাবিত হইলে, মহারাজ যযাতি ভীত হইয়া পত্নীর পিছনে পিছনে চলিলেন। কিন্তু তাহাকে অনেক সান্ত্বনা বাক্যদ্বারাও এবং পায়ে ধরিয়াও সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। শুক্রাচার্য্য কন্যার নিকট সব শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'মনুষ্যদিগের বিকৃতরূপকারী জরা তোর শরীরে প্রবিষ্ট হউক।' অভিশপ্ত হইয়া মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ বলিলেন শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ কেবল তাহাকেই বঞ্চিত করিল না, দেবযানী উক্ত অভিশাপের দ্বারা অধিক বঞ্চিত হইলেন অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ বস্তুতঃ তাঁহার কন্যার উপরই প্রযুক্ত হইল। অভিশাপের ফল হিতে বিপরীত হইল বুঝিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্য যযাতিকে এই বর দিলেন তিনি ইচ্ছামত তাঁহার জরা-বার্দ্ধক্যের বিনিময়ে কাহারও যৌবন লইয়া উপভোগ করিতে পারিবেন। শুক্রাচার্য্যের নিকট বিনিময় ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ যযাতি প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে যৌবন প্রদানপূর্ব্বক বার্দ্ধক্য লইতে বলিলেন। যদু পিতার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না, এই যুক্তি প্রদর্শন করতঃ—কেহই গ্রাম্য সুখভোগ ব্যতীত বিষয়-বিরক্তি লাভ করে না। মহারাজ যযাতি তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনু তিন পুত্রকে বার্দ্ধক্য লইয়া যৌবন দিতে বলিলে তাহারাও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য অস্থির যৌবনকেই সুখের কারণ ও নিত্য মনে করিয়া পিতৃ-বাক্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। সর্ব্বশেষ যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, কিন্তু গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুকে উক্ত প্রস্তাব দিলে পুরু পিতৃ আজ্ঞা পালন করা সমীচীন মনে করিয়া নিজ যৌবনের বিনিময়ে পিতার বার্দ্ধক্য লইতে স্বীকৃত হইলেন। পুরু পিতৃ-আজ্ঞা পালনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতঃ বলিলেন—যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় সম্পাদন করেন, তিনি উত্তম পুত্র; পিতা আদেশ করিলে যে পুত্র তাহা পালন করেন, তিনি মধ্যম পুত্র; যে পুত্র, পিতা আদেশ করিলে অশ্রদ্ধার সহিত সেই কার্য্য করে, সে অধম পুত্র, আর যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে মলমূত্র-সদৃশ। পুরু হৃষ্টচিত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ যযাতি পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ মহারাজ যযাতি সপ্ত-দ্বীপান্বিতা পৃথিবীর অধিপতি হইলেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে পালন করেন, তদ্রূপ প্রজাগণকে তিনি পালন করিতে লাগিলেন। দেবযানীও বিবিধভাবে পতির আনন্দ বর্দ্ধন করিলে, মহারাজ যযাতি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিষয় ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

মহারাজ যযাতি দীর্ঘকাল স্ত্রীসঙ্গ ও বিষয় ভোগ করিয়া পরে বুঝিতে পারিলেন এই সবই অনিত্য ও তুচ্ছ। তিনি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া পত্নীর নিকট নিজ আচরণ অনুরূপ কল্পিত ছাগ-ছাগী বিষয়ক একটি গল্প বলিলেন। কোনও এক সময়ে একটি ছাগ বনের মধ্যে নিজ প্রয়োজন বস্তু অন্বেষণ করিতে করিতে দৈববশতঃ কূপের মধ্যে একটি ছাগীকে দেখিতে পাইয়া কাম-পরবশ হইয়া ছাগীকে কূপ হইতে উঠাইল। ছাগী ছাগকে পতিত্বে বরণ করিল। কিছুদিন বাদে উক্ত ছাগী নিজ প্রিয়তমাকে অন্য ছাগীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া মাৎসর্য্যবশে উক্ত ছাগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পালনকর্ত্তা কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট গেল। ছাগীর নিকট ছাগের কুব্যবহারের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ক্রোধে ছাগের রতি সামর্থ্য হরণ করিল, পরে নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পুনরায় তাহাকে রতি সামর্থ্য প্রদান করিল। সেই ছাগ ছাগীর সহিত বহু বৎসর যাবৎ ভোগ সুখে অতিবাহিত করিলেও তাহার বৈরাগ্যের উদয় হইল না। মহারাজ যযাতি এই গল্পটি বলিয়া দেবযানীকে বুঝাইলেন তাহার অবস্থা ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে। পৃথিবীতে ধান্যাদি ভোজ্যদ্রব্য, সুবর্ণ, পশু, স্ত্রী কোন-টাই মনের বাসনা পূর্ত্তি করিতে পারে না। কামের ইন্ধনের দ্বারা কাম বর্দ্ধিত হয়।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥'

—ভাঃ ৯।১৯।১৪

'ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তু উপ-

ভোগের দ্বারা ভোগ পিপাসা বৰ্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না।'

সর্ব্ব প্রাণীতে রাগদ্বেষাদি বৈষম্যরহিত সমদৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ সমস্তই সুখময় দেখেন। যাঁহারা বাস্তব সুখাভিলাষী তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টজনক ভোগপিপাসাকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন, যে ভোগ পিপাসা বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও যায় না। কামী ব্যক্তিগণের ভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়সমূহ যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। এইজন্য নিঃশ্রেয়-সার্থী ব্যক্তি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥'
—ভাঃ ৯।১৯।১৭

'মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত একাসনে উপবেশন করা উচিত নহে। যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়-সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।'

বিষয় ভোগ করিতে করিতে যযাতি মহারাজের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার ভোগ পিপাসা নিবৃত্ত হইল না, বরং বর্দ্ধিত হইল। ভোগের পথ শান্তির পথ নহে, ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তিনি সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মন সন্নিবিষ্ট করিলেন। যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য বিষয়-সমূহ অনিত্য ও দুঃখপ্রদ বুঝিয়া ত্যাগ করেন, তাঁহারাই আত্মদর্শী। অনুক্ষণ নশ্বর বস্তুর চিন্তাই সংসারবন্ধন। মহারাজ যযাতি পত্নী দেবযানীকে বিষয় নিস্পৃহ হইতে উপদেশ করিয়া নিজের যৌবন কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে অর্পণ করিয়া তাহার জরা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ যযাতি যদুকে দক্ষিণ দিকে, তুর্ব্বসুকে পশ্চিমদিকে, দ্রুহ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে, অনুকে উত্তর দিকের অধীশ্বর এবং পুরুকে পৃথিবীর ধনসমূহের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। রাজা যযাতি বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিষয় ভোগে অভ্যস্ত হইলেও ক্ষণিকের মধ্যে তিনি সকল বিষয় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বনমধ্যে কঠোর আরাধনা করিয়া ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করিলেন। দেবযানীও পতির নিকট শ্রুত পরিহাসযুক্ত গল্পের তাৎপর্য্য বুঝিয়া নিবৃত্ত মার্গ গ্রহণ করিলেন। তিনিও ভগবানের মায়াকল্পিত স্বপ্নতুল্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণে তন্ময়তা লাভ করতঃ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে যযাতি মহারাজের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে ৭৬ অধ্যায় হইতে ৮৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত। সেই বর্ণন খুবই বিস্তৃত, তাহা সংক্ষিপ্ত-চরিতামৃতে উল্লিখিত হওয়া সম্ভব নহে। কিছু কিছু প্রণিধান-যোগ্য বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

দেবযানীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার কটূক্তি—'তোমার পিতা দৈত্যগণের গায়ক, স্তুতি-পাঠক, নিত্য যাচক ও প্রতিগ্রাহক, পক্ষান্তরে আমার পিতা স্তূয়মান, দাতা ও অপ্রতিগ্রাহী?' দেবযানীর নিকট উহা শুনিয়া কন্যাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শুক্রাচার্য্য বলিলেন—'তুমি স্তুতি-পাঠক, যাচক ও প্রতিগ্রাহীর কন্যা নও। তুমি স্তূয়মান ব্যক্তির কন্যা। আমার অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক বল আছে। স্বর্গে ও পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহার নিয়ন্তা আমি। যিনি নিন্দিত হইয়া নিন্দা সহ্য করেন, তিনি পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যিনি ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ নিরাশ করেন, তিনি পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যিনি ক্ষমা-দ্বারা ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনি পুরুষ বলিয়া উক্ত হন ইত্যাদি বাক্য বলিলেও দেবযানীর অসন্তুষ্ট মন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। 'শিষ্য হইয়া শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার যে করে না' তাহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে ইত্যাদি বলিয়া দেবযানী পিতাকে উত্তেজিত করিলেন।

ভৃগুশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফল হয় না বটে, কিন্তু যথাকালে ফল হয়। যেমন গুরুতর ভোজন-দ্বারা তৎক্ষণাৎ অপকার না হইলেও, পরিণামে অবশ্যই অপকার হয়। তদ্রূপ পাপকর্ম্মের দ্বারা নিজের উপর ফল দেখা না গেলেও পুত্র ও পৌত্রাদিতে তাহার ফল অবশ্যই হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ, গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণ, নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-তনয় কচকে তোমরা বধ করিয়াছিলে। বধের অযোগ্য কচকে বধ করায় তাহারই ফলস্বরূপ দুহিতা দেবযানী অসুরকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দ্বারা প্রায় বধের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শুক্রাচার্য্য অসুরগণকে ত্যাগ করিবেন এইরূপ বুঝিয়া বৃষপর্ব্বা বহু অনুরোধ-উপ-

রোধের দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

দেবযানী তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেও মহারাজ যযাতি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণে প্রথমে সাহসী হন নাই। যযাতি গ্রহণ না করার কারণ দর্শাইলেন—ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধষতর। সর্প দংশনে এক ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, শস্ত্রের দ্বারাও এক-ব্যক্তি নিহত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে রাজ্য কুল সব কিছুই ধ্বংস হয়। সুতরাং শুক্রাচার্য্য দান না করিলে তিনি দেবযানীকে গ্রহণ করিতে পারেন না। দেবযানীর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য্য নিজ-কন্যাকে মহারাজ যযাতির নিকট সম্প্রদান করিতে আসিলে এবং তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বলিলে মহারাজ যযাতি বর্ণশঙ্কর-জন্য মহান্ অধর্ম্ম তাঁহাকে যেন স্পর্শ না করে, শুক্রাচার্য্যের নিকট এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দেবযানী বহু বৎসরকাল মহারাজ যযাতির সহিত অবস্থানের পর গর্ভধারণ হয় ও পুত্র জন্মে। সহস্র বৎসর অতীত হইলে যৌবনপ্রাপ্ত শর্ম্মিষ্ঠার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। তাহার স্বামী না থাকায় তিনি যযাতিকে ভর্তৃত্বে বরণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের নিষেধ বাক্য শুনাইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা কোন্ কোন্ স্থানে মিথ্যা বাক্য বলা বায় ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বহু যুক্তি প্রদর্শন করিলে ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি শর্ম্মিষ্ঠার ইচ্ছা পূর্তি করিলেন।

মহাভারতের বর্ণনে আরও জানা যায় মহারাজ যযাতি মৃগয়ায় বনভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া উদ্যান-মধ্যস্থ যে কূপে আসিয়াছিলেন এবং হস্তদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীকে যে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তিনি মৃগয়ায় আসিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া পুনরায় দ্বিতীয়বার উপস্থিত হইয়াছিলেম। দ্বিতীয়বার তিনি আসিয়া দেবযানীকে বৃষপর্ব্বা-তনয়া শর্ম্মিষ্ঠা ও দুই সহস্র দাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত থাকিতে দেখিতে পাইলেন। মহারাজ যযাতি দেবযানীর নিকট তাহার ও শর্ম্মিষ্ঠার পরিচয় জানিতে চাহিলে দেবযানী উভয়ের পরিচয় সংক্ষিপ্ত-ভাবে দিয়া মহারাজ যযাতির পরিচয় এবং কিজন্য তিনি আসিয়াছেন জানিতে চাহিলেন। যযাতি মহা-রাজ নিজের পরিচয় দিয়া মৃগয়ার্থ বাহির হইয়া জল পানের জন্য তথায় আসিয়াছিলেন, এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী দুই সহস্র কন্যা ও দাসী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতি মহারাজের অধীনা হইয়া তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরবর্ত্তী বিষয়গুলি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণের পরিচয় দেব-যানী সাক্ষাৎভাবে তাঁহার পতির নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে। মহাভারতের বর্ণনায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। মহাভারতের বর্ণ-নায় জ্ঞাত হওয়া যায় দেবযানী মহারাজ যযাতির সহিত নির্জ্জন বনে ভ্রমণকালে দেবতুল্য তিনটি কুমার বালককে খেলা করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবকুমারের ন্যায় এই তিনটী কুমার কাহার সন্তান? মহারাজের ন্যায় তাঁহাদের তেজ ও রূপ দেখিতেছি। মহারাজ কোন উত্তর না দিলে দেবযানী কুমারগণকেই তাহা-দের নাম, বংশ ও পিতৃ পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারগণ সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহা-রাজকে পিতারূপে দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন তাহাদের জননী শর্ম্মিষ্ঠা। বালকগণ পিতার নিকট আনন্দভরে আসিলেও, পিতা কোন আনন্দ প্রকাশ না করায়, সমাদর না করায়, গম্ভীরভাবে থাকায়, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের জননী শর্ম্মিষ্ঠার নিকট পেঁৗছিল। দেবযানী রাজার প্রতি বালকগণের প্রীতি দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পরবর্ত্তী বিষয়ের বর্ণনায় বিশেষ পার্থক্য নাই।

মহাভারতে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ এইভাবে লিখিত আছে—'মহারাজ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে অধর্ম্মকে প্রিয় বোধ করিলে, এইজন্য অনতিবিলম্বে দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করুক।' মহারাজ যযাতি কামবশবর্ত্তী হইয়া উহা করেন নাই, ধর্ম্মের জন্য করিয়াছেন এইরূপ বলিলে শুক্রাচার্য্য তদুত্তরে বলেন তাঁহার অনুমতি লইয়া করা উচিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে মিথ্যাচার ঠিক নহে।

মহাভারতে পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করার বিষয়টি এইরূপভাবে লিখিত আছে—মহারাজ যযাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'তোমরা সকলেই আমার কথা শুন। আমি জ্যেষ্ঠকে রাজ্য প্রদান করিব না। জ্যেষ্ঠ যদু আমার আজ্ঞা পালন করে নাই। যে পুত্র পিতার প্রতিকুল আচরণ করে, সে পুত্রের মধ্যে গণিত হয় না। যে পুত্র মাতা-পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, হিতকারী ও বিনীত, সে পুত্রই পুত্র। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ইহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছে। পুরু আমার কথা শুনিয়াছে। এইজন্য পুরু কনিষ্ঠ হইলেও আমার উত্তরাধিকারী হইবে। গুরু শুক্রাচার্য্যও এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।' যদুর বংশে যাদবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ, দ্রুহ্যুর বংশে ভোজগণ, অনুর বংশে ম্লেচ্ছ-জাতি এবং পুরুর বংশে পৌরববংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাভারতের বর্ণনে জানা যায় মহারাজ যযাতি পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপোবলে স্বর্গে গমন করিয়া কিছুকাল তথায় সুখে বাস করিয়াছিলেন। যযাতির স্বর্গবাসকালে তাহার ন্যায় তপস্বী কে ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে যযাতি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষির মধ্যে কেহই তাহার তুল্য তপস্বী ছিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র যযাতির এইরূপ অভিমান দৃপ্ত বাক্য শুনিয়া বলিলেন তিনি সকলকেই অবমাননা করিলেন, স্বর্গবাসের অযোগ্য, অতএব দেবলোক হইতে পতিত। মহারাজ যযাতির প্রার্থনা—দেবলোক হইতে পতনেতে তাহার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তিনি যেন সাধুর মণ্ডলীতে পতিত হইতে পারেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্রূপই হইবে বলিলেন। ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গ হইতে যযাতির পতন দেখিতে পাইলেন রাজর্ষিপ্রবর অষ্টক।* রাজর্ষি অষ্টক যযাতির পরিচয় কি, কেন বা তিনি স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতেছেন ইত্যাদি জানিতে চাহিলে যযাতি নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন তিনি সর্ব্বপ্রাণীর অপমান করিয়াছেন, এইজন্য অল্প পুণ্য হইয়া শূর ও সিদ্ধলোক হইতে পতিত হইতেছেন। যযাতি ও অষ্টকগণের মধ্যে দীর্ঘসময় বার্ত্তালাপ হইল। বার্ত্তালাপটি সংক্ষেপে এইপ্রকার—

যযাতি—যে ব্যক্তি জন্মের দ্বারা বৃদ্ধ হয়, সে দ্বিজাতিগণের পূজ্য।

অষ্টক—শাস্ত্র বলেন যিনি বিদ্যা ও তপোবৃদ্ধ, তিনি দ্বিজাতিগণের পূজ্য।

যযাতি—'বিদ্যা ও তপস্যাদি দ্বারা অহঙ্কার হয়। উক্ত অহঙ্কারে তাহার নরক প্রাপ্তি হয়। সাধুগণ অসাধুগণের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হন না। অহঙ্কারের ফলেই আমার স্বর্গ হইতে পতন ঘটিয়াছে। আমার পুণ্যরূপ বিপুল ধন ছিল। আমার দর্প হওয়ায় সেই সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞ, যিনি আমার এই দুরবস্থা হইতে শিক্ষা লাভ করেন।'

এইভাবে অষ্টকগণের সহিত যযাতির নানাবিধ প্রশ্নোত্তর হয়। প্রশ্নোত্তর বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে মহাভারতে বর্ণিত প্রসঙ্গটি অধ্যয়নের জন্য নিবেদন করা যাইতেছে।

অষ্টকগণ মহারাজ যযাতিকে তাঁহাদের পুণ্যের বলে স্বর্গে যাইতে বলিলে মহারাজ যযাতি অস্বীকার করিলেন।

রাজা শিবির সহিতও মহারাজ যযাতির নানাবিধ প্রশ্নোত্তর হয়। শিবিও যযাতিকে স্বর্গে যাইবার জন্য পুণ্য দিতে চাহিলেও তিনি তাহাও স্বীকার করিলেন না। অষ্টকগণ যযাতির ঐরূপ কার্য্যে বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কাঁহার সন্তান? এবং তিনি কে? তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কেহই করিতে সমর্থ নহেন। মহারাজ যযাতি তাঁহার সঠিক পরিচয় দিয়া বলিলেন—তিনি নহুষের পুত্র, পুরুর পিতা, তাঁহার নাম যযাতি। তিনি পৃথিবীর সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। অষ্টকগণ তাঁহার পরমাত্মীয়। তিনি তাহাদের মাতামহ। তিনি আরও বলিলেন, সমস্ত লোক, মুনিগণ দেবতাগণ এক সত্যনিষ্ঠাদ্বারা পূজ্যতম হইয়া থাকেন।

অতঃপর মহারাজ যযাতি দৌহিত্রগণ কর্তৃক

* অষ্টক—'পুণ্যবান্ রাজা। পিতা বিশ্বামিত্র, মাতা যযাতির কন্যা মাধবী।' আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান-চরিতাবলী। সুতরাং মহারাজ যযাতি অষ্টকের মাতামহ।

মুক্তি লাভ করিয়া কীর্ত্তির দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। যযাতি মহারাজের এই প্রসঙ্গ পাঠ করিলে সকল বিপদ দূর হয়।

ঋকবেদ সংহিতায় যযাতি মহারাজের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। 'মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো যযাতিবৎ সদনে পূর্ব্ববচ্ছুচে।' ঋক ১।৩১।১৭
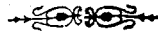
উত্তরভারতে—লুধিয়ানায়, হোশিয়ারপুরে, জলন্ধরে, যমুনানগরে ও দেরাদুনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারকবৃন্দ সমভিব্যাহারে পাঞ্জাব-প্রদেশে—লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর ও জলন্ধরে, হরি-য়াণায়—যমুনানগরে এবং উত্তরপ্রদেশে—দেরাদুনে শুভপদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উত্তর ভারতে প্রচার-ভ্রমণের জন্য কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত গত ১৩ চৈত্র (১৩৯৮), ২৭ মার্চ্চ (১৯৯২) শুক্রবার হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ জম্মু ও চণ্ডীগড় হইয়া ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল বৃহস্পতি-বার অপরাহ্নে লুধিয়ানায় নিউ মডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে উপস্থিত হইলে প্রতীক্ষমান স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সাধুগণের ও বহিরাগত অতিথিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় সনা-তন ধর্ম্ম মন্দিরের দ্বিতল অতিথিভবনে। কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে প্রচার-পার্টীতে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ওড়িষ্যার উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, নবদ্বীপের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী) শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচী-নন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-রঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু ও জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু চণ্ডীগড় হইতে পার্টীর সহিত লুধি-য়ানায় যান নাই, তদ্পরিবর্ত্তে পার্টীর সহিত গিয়া-ছিলেন শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরহরি দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ মদন-মোহন দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্ম-চারী (বড়) লুধিয়ানায় প্রচার-প্রোগ্রামে যোগ দেন।

লুধিয়ানার প্রচার-প্রোগ্রামের পরে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। জম্মুতে প্রচার, চণ্ডী-গড় মঠের বার্ষিক উৎসবের সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

লুধিয়ানায় অবস্থিতি—১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল বৃহ-স্পতিবার হইতে ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত।

২ এপ্রিল রাত্রিতে এবং অন্যান্য দিন প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্ম সম্মেলন অনু-ষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ রাত্রির সভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহা-রাজ। প্রাতে হরিকথা বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। রাত্রির সভায় ও শ্রীমন্দির পরি-ক্রমাকালে নৃত্যকীর্ত্তনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

৬ এপ্রিল মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসা-দের দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে আপ্যায়িত করা হয়। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অশান্ত হইলেও নরনারীগণের মধ্যে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানে নিরুৎসাহ ভাব লক্ষিত হয় নাই। সরকার পক্ষ হইতে শ্রীমন্দিরের নিরা-

পত্তার জন্য ২৪ ঘণ্টা বহু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ পাহাড়ার ব্যবস্থা ছিল।

শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে পুরানা শহর মাধোপুরীস্থ শ্রীমঙ্গীলালজীর গৃহে, সুদা মহল্লাস্থিত শ্রীবিদুর কাশ্যপের বাসভবনে, মডেল টাউনস্থিত শ্রীরাকেশ কাপুরের আলয়ে এবং শাস্ত্রী নগরস্থ শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ৫ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহে বহু বিশিষ্ট ধনাঢ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। গৃহের ছাদে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও তাহার অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীরাকেশ কাপুর বৈষ্ণবসেবার জন্য এবং অভ্যাগতগণকে বিচিত্র প্রকারের প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

লুধিয়ানায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে প্রধানরূপে উদ্যোগী হইয়াছিলেন শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজাইগীর দাস কোচ্চর) এবং স্বধামগত শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুরের পুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর।

হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব)—অবস্থিতি—৪ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে লুধিয়ানা হইতে ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার রিজার্ভবাসে পূর্ব্বাহ্নে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়া চণ্ডীগড় মঠের উৎসবান্তে ও চণ্ডীগড় সহরে বিভিন্নস্থানে প্রচারান্তে ৪ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল শুক্রবার রিজার্ভবাসে অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় চণ্ডীগড় হইতে রওনা হইয়া উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় হোশিয়ারপুর শহরে হরিনগরস্থ শ্রীহরিবাবার প্রতিষ্ঠিত শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথ দাস, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ও শ্রীদীনদয়াল দাস পূর্ব্বে চণ্ডীগড় হইতে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। দেরাদুন মঠ হইতে শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারীর পত্রে তথায় সেবকের অভাব জানিয়া শ্রীল-আচার্য্যদেব চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীরাধারঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারীকে ১৪ এপ্রিল প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে দেরাদুনের মঠে পৌঁছাইয়া এবং তথাকার মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রদাস ব্রহ্মচারীকে দেরাদুনে প্রচার-প্রোগ্রামের বিষয় জানাইয়া চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া আসেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীচক্রপাণি দাস হোসিয়ারপুরে প্রচারপার্টীতে যোগ দিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী হোসিয়ারপুরে প্রচারকালে অবস্থান করিয়া, একদিন তথা হইতে নিকটবর্ত্তী জলন্ধরস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দির দর্শনে যান এবং চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের সহিত কলিকাতা যাত্রা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ নিউদিল্লী হইতে ১৮ই এপ্রিল হোশিয়ারপুরে পৌঁছেন। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত, ভাটিণ্ডার শ্রী ও-পি লুম্বা (পার্থশারথি-দাসাধিকারী) শ্রীদামোদর দাস (শ্রীদর্শন সিং), শ্রীকুলদীপ চোপরা, রোপরের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রি প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ হোসিয়ারপুরের ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

১৮ এপ্রিল শনিবার হইতে ২০ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীহরিবাবামন্দিরে সংকীর্ত্তনভবনে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে এবং ১৯ এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নের বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বর্ক্তৃতা করেন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ১৯ এপ্রিল রবিবার মহোৎসবে মধ্যাহ্নে সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

এতদ্‌ব্যতীত বিশেষভাবে আহূত হইয়া সন্ন্যাসী,

ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণসহ শ্রীল আচার্য্যদেব ১৮ এপ্রিল নিউকৃষ্ণনগরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুশীল কুমার পরাশরের গৃহে, ১৯ এপ্রিল শ্রীগীতামন্দিরে এবং ২০ এপ্রিল হীরাকলোনিস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালের বাসভবনে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। গৃহস্থ ভক্তদ্বয়ের গৃহে মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তত্রয়—শ্রীমদনগোপাল আগর-ওয়াল, শ্রীসুশীল কুমার পরাশর ও শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় হোসিয়ার-পুরে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীচক্রপাণি দাস সহ চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জলন্ধর (পাঞ্জাব)—অবস্থিতি-৮ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল সোম-বার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব রিজার্ভবাসযোগে সদলবলে হোসিয়ারপুর শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে জলন্ধর শহরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দিরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্তনসহ সম্বর্দ্ধিত হন।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রকট-কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে জল-ন্ধর সহরে নিখিল পাঞ্জাব ধর্ম্মসম্মেলন বিরাট আকারে সুসম্পন্ন হইত। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, চণ্ডীগড়, হরিয়াণা, নিউদিল্লী হইতেও ভক্তগণ বিপুল-সংখ্যায় যোগ দিতেন। শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আগর-ওয়াল (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী) সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহের অল্পবয়স্ক যুবক শিষ্য হইলেও তাঁহার ঐকা-ন্তিক গুরুনিষ্ঠা ও সেবা-প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির বাণী সমগ্র পাঞ্জাবে প্রচারিত হয়। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর জলন্ধরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপনের প্রবল ইচ্ছা ছিল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পাঞ্জাব, হিমাচল ও হরিয়াণার ভক্তগণের একত্র মিলনের জন্য চণ্ডীগড়ে মঠ সংস্থাপন করেন। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর স্বধাম প্রাপ্তির এবং শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানের পর জলন্ধরে প্রতাপবাগে শ্রীলগুরুদেবের আশ্রিত শিষ্যগণ এবং স্থানীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির সংস্থাপিত হল। শ্রীমন্দির, নাট্য মন্দির, সাধুনিবাস রমণীয়রূপে প্রকাশিত হই-য়াছে। প্রতিষ্ঠানের নাম—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-রাধামাধব মন্দির। উক্ত মন্দির সংস্থাপনের পর হইতে প্রতি বৎসর ধর্ম্মসম্মেলন উক্ত মন্দিরেই আয়োজিত হইয়া আসিতেছে। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি শান্ত থাকায় পূর্ব্বে সম্মেলন রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত হইত, অধুনা কএক বৎসর পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ায় রাত্রি ৯টার মধ্যে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এইবৎসর ভক্তগণ ১০ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে এবং মহোৎসব দিবসে পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহা-বীর মহারাজ। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, চণ্ডীগড় ও জম্মু হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়া-ছিল। ২৬ এপ্রিল মহোৎসব দিবসে অগণিত নর-নারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যহারে সেণ্ট্রাল টাউনস্থিত শ্রীকমলকৃষ্ণ গুপ্তের গৃহে, মডেল টাউনস্থিত শ্রীপ্রদীপ কুমার শেঠির, মাষ্টার তারাসিং নগরস্থ শ্রীরাজকুমার জিন্দেলের, বাগ্‌করম্বক্সস্থিত শ্রীভগতরামজীর, আদর্শনগরস্থ স্বধামগত শ্রীহিন্দপালজীর পুত্র শ্রীভূপেন্দ্র কুমার

আগরওয়ালের, শ্রীতারসেমলাল গুপ্ত ও শ্রীপ্রেম আগর-ওয়ালের বাসভবনে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীনরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস), শ্রীবিপিন কুমার, শ্রীরাজকুমার জিন্দেল, শ্রীভূপেন্দ্র কুমার আগরওয়াল প্রভৃতি ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

যমুনানগর (হরিয়াণা)—হরিয়াণা প্রদেশের যমুনানগরস্থ শ্রীদর্শনলালজীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমঠের আশ্রিতা শিষ্যা। তিনি চণ্ডীগড় মঠের উৎসবে আসিয়া যমুনানগরে প্রচারের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইলে জলন্ধরের প্রোগ্রাম একদিন কম করিয়া দেরাদুনের পথে যমুনানগরে প্রচার-প্রোগ্রাম করা হয়। দেরাদুনের প্রচার-প্রোগ্রামের জন্য শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীকে শ্রীল আচার্য্যদেব অগ্রিম একদিন পূর্ব্বে দেরাদুনে প্রেরণ করেন। শ্রীল আচার্যদেব পার্টীর অন্যান্য সকলকে লইয়া ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল সোমবার রাত্রি ১২ ঘটিকায় জম্মু শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ট্রেনে জলন্ধর হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতঃ ৬টায় সাহারণপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। সাহারণপুর ষ্টেশনে কিছুসময় অবস্থানের পর যমুনানগর হইতে মারুতিকার সহ শ্রীদর্শনলালজীর ব্যক্তি সাহারণপুর ষ্টেশনে আসিয়া পেঁাছেন। মারুতিকারে অধিক ব্যক্তি যাওয়া সম্ভব নহে দেখিয়া শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে দশ মূর্ত্তি সাহারণপুর হইতে বাসে দেরাদুন রওনা হইয়া যান। সাহারাণপুর হইতে দেরাদুনের পথ অধিক দূর নহে। সবসময় বাস বা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। দেরাদুন পেঁাছিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। শ্রীল আচার্য্যদেব চারিমূর্ত্তি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী-সহ মারুতিকারে সাহারণপুর ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় যমুনানগরস্থ শ্রীদর্শনলালজীর নবনির্ম্মিত গৃহে উপনীত হন। সেদিন হরিবাসর তিথি। শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী বাসযোগে কিছু পরে আসিয়া পেঁাছেন। চণ্ডীগড় হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, চক্রপাণিদাস সেবকসহ অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীদর্শনলালজীর গৃহে পার্টীর সহিত আসিয়া যোগ দেন। শ্রীদর্শনলালজীর গৃহেই ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে ধর্ম্মসভায় বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব একাদশী ব্রতপালন-মহিমা বর্ণনমুখে হরিকথার দ্বারা সকলকে কৃষ্ণভজনে উদ্বুদ্ধ করেন। নিকটবর্ত্তী জগদ্ধ্রী সহরের মঠাশ্রিত ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে উক্ত দিবস রাত্রিতে সিভিল লাইনস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তলের গৃহে, চৌকবাজারস্থ শ্রীটেকচাঁদজীর গৃহে এবং শ্রীমতী মিত্র রাণীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীদর্শনলালজীর গৃহে পারণ করিয়া সকলে একটী মারুতিকারে এবং একটী মারুতি ভ্যানে রওনা হইয়া বেলা ১ টায় দেরাদুন মঠে আসিয়া পেঁাছেন। রাস্তায় একটী কারের চাকা পাঙ্কচার হওয়ায় মেরামতের জন্য কিছু সময় যায়। দেরাদুনে পেঁাছিতে কিছু বিলম্ব হয়।

শ্রীদর্শনলালজী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বৈষ্ণব-সেবার জন্য হার্দ্দ্য যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)—দেরাদুনে ডি-এল্‌-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থিতি—১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল বুধবার হইতে ২৫ বৈশাখ, ৮ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত।

দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির রমণীয়ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় স্থানীয় নরনারীগণের মঠের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী উক্ত মন্দির-নির্ম্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দ্বিতলে নাট্যমন্দির নির্ম্মীয়মাণ অবস্থায় থাকায় তাহা পরিদর্শনের এবং উক্ত নির্ম্মাণকার্য্যের দ্রুত অগ্রগতির জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু অধিক সময় লইয়া তথায় আসেন। দেরাদুন মঠের নির্ম্মাণ কার্য্যের আনুকূল্য সংগ্রহে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের

উপরে দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় তিনিও শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আগমন করেন। দেরাদুনের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া গরম হয় নাই।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে প্রত্যহ রাত্রির সভায় শ্রীলআচার্য্যদেব এবং প্রাতের অধিবেশনে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ বিভিন্ন দিনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে সাধুগণসহ ধর্ম্মপুরস্থ শ্রীতুলসীদাসপ্রভুজী, গুরুদোয়ারা-রোডস্থ শ্রীরামশরণ দাসজী, ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীস্বরূপচাঁদ শর্ম্মা, রাজপুররোডস্থ শ্রীসুন্দরদাসজী, রায়পুররোডস্থ স্বধামগতা শ্রীলীলাবতী গোয়েল, শ্রীসরস্বতী বিহারস্থ শ্রীনামসিংজী, রায়পুর এস্টেট-অর্ডিনান্স ফেক্টারি কলোনিস্থ শ্রীপুষ্পেন্দু বিকাশ দত্ত, কেবলবিহারস্থ শ্রীহুকুমচাঁদ শর্ম্মা, ডি-এল্ রোডস্থ স্বধামগত শ্রীরামচন্দ্র চৌবেজী, সেবক আশ্রম রোডস্থ শ্রীভীমসেন এবং শ্রীশ্যামলাল ব্যাত্রার বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথার দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় সকলকে প্রবুদ্ধ করেন।

৩রা মে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং তদ্‌সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপাণি দাস দেরাদুন হইতে চণ্ডীগঢ় এবং শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বাদশমূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিসহ ৮ই মে শুক্রবার মুশৌরী এক্সপ্রেসে দেরাদুন হইতে যাত্রা করতঃ পরদিন নিউদিল্লী মঠে পৌঁছিয়া দুই রাত্রি অবস্থান করতঃ ১১ই মে নিউদিল্লী হইতে ডি-লাক্স ট্রেনে রওনা হইয়া ১২ই মে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী ঊষা দাশগুপ্তা, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শ্রীকৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী ঊষা দাশগুপ্তা গত ১৩ বৈশাখ (১৩৯৯), ২৬ এপ্রিল রবিবার ৮১ বৎসর বয়সে নিজগৃহে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। তিনি বাল্যবয়সে বিধবা হন, চাকুরী করিয়া সংসারব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। গুরুনিষ্ঠা, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় আগ্রহ এবং হরিকথা শ্রবণে আর্ত্তির দ্বারা তিনি সকল বৈষ্ণবের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মঠের সমস্ত অনুষ্ঠানে এবং শ্রীমায়াপুর, বৃন্দাবন, পুরীমঠের অনুষ্ঠানসমূহে যোগ দিতেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন আগরতলায় থাকায় তিনি প্রায়ই আগরতলায় যাইয়া আগরতলা মঠের অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্তা ছিলেন, প্রায়ই আসিয়া মহারাজকে আর্ত্তির সহিত বলিতেন তিনি বৃদ্ধা ও অসুস্থা হইলেও যেন মঠে আসিতে পারেন সাধু দর্শন করিতে ও হরিকথা শুনিতে।

২৩ বৈশাখ, ৬ মে বুধবার কলিকাতায় তাঁহার গৃহে শ্রাদ্ধ পারিবারিক বিধানমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের অনুরোধে শ্রীমঠের আচার্য্য সাধুগণসহ তাঁহার গড়িয়াহাটা রোডস্থ গৃহে ৬ আষাঢ়, ২১ জুন রবিবার অপরাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধযুক্ত ভগ্নীর পুত্র শ্রীতপন কুমার সেনগুপ্তের আনুকূল্যে কলিকাতা মঠে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন। তাঁহার স্বধামগত আত্মার কল্যাণের জন্য সাধুগণ প্রার্থনা জানাইতেছেন।

শ্রীনিমাই দাস বনচারী, যশড়া শ্রীপাট (চাকদহ), নদীয়া ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীনিমাইদাস বনচারী প্রভু গত ১৮ জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৯), ১ জুন (১৯৯২) সোমবার শুক্লা-প্রতিপদ তিথিতে বেলা ১১-৪৫ মিঃ-এ নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫। মঠ হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাকে বহন করিয়া গঙ্গার তটে তাঁহার শেষ দাহকৃত্য যথারীতি সম্পন্ন করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণও সঙ্গে গিয়াছিলেন। যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে —শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দে)। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিমাইদাস প্রভুকে নিষ্কপট নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ও বয়স্ক ব্যক্তি জানিয়া যশড়া মঠের মঠরক্ষক পদে নিয়োজিত করেন। তিনি বহুদিন যাবৎ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও শ্রীল গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দায়িত্বের সহিত উক্ত মঠের সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও চলিবার শক্তি হ্রাস পাইলেও, গৃহে গৃহে যাইয়া মঠের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। তাঁহাকে যশড়া, চাকদহ, সোমড়া ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ব্যক্তিগণ সকলেই চিনিতেন এবং ভালবাসিতেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, এজন্য তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা বলিতেন। স্থানীয় মাইকওয়ালা, প্যাণ্ডেলওয়ালা, দোকানদার আদি সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সকলের দ্বারা উৎসবের সময় কার্য্য করাইতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে উপযুক্ত প্রদেয় অর্থ দিতে পারিতেন না, তাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহারা জানিতেন নিমাই প্রভুর নিষ্কপট প্রচেষ্টা শ্রীজগন্নাথের এবং যোগদানকারী ভক্তগণের সেবার জন্য। অতি বৃদ্ধ এবং চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় তিনি মঠরক্ষকের দায়িত্ব শেষে ছাড়িয়া দিলেও সর্ব্বদাই মঠের অভিভাবকরূপে ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। যখনই তাঁহার অসুবিধা হইত তিনি পত্রের দ্বারা মহারাজকে জানাইতেন। শেষ সময়ে যখন তিনি খুব অসুস্থ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য তাঁহার সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যশড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ সাক্ষাৎভাবে তাঁহার চিকিৎসা, শুশ্রূষা এবং অন্যান্য বিষয়ে দেখাশুনা করিতেন। তাঁহার বিরহোৎসব যশড়া মঠে ১লা আষাঢ়, ১৬ জুন মঙ্গলবার শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবের পরদিন বিরহোৎসব হওয়ায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং বহু সাধুবৈষ্ণব উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। দৈববশতঃ সেদিন ভারত বন্ধ থাকায় ইচ্ছা থাকিলেও বৈষ্ণবগণ যশড়া শ্রীপাট ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারেন নাই।

শ্রীনিমাই প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং যশড়ানিবাসী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষভাবে বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৩৯৯
১৯ হৃষীকেশ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa
4, Hope Road, Lucknow Cant
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ; ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু—

পুরী মহারাজের নামীয় আপনার পত্র লক্ষ্ণৌ-এ প্রাপ্ত হইলাম। আমি গত শনিবার এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ আসিয়াছি। পুরী মহারাজ সম্প্রতি এলাহাবাদেই আছেন। তাঁহার নিকট আপনার পত্র Redirect করা হইল। গত পরশ্ব শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ, অপ্রাকৃত প্রভু ও বাসুদেব সিম্‌লা ভোজ্জি-রাজ্যে গমন করিয়াছেন। পথে গিরি মহারাজ ও ধীরকৃষ্ণকে তাঁহাদের সহিত লইবার ইচ্ছা আছে। শ্রীমান্ * * পণ্ডিতের ন্যায় আপনার চিত্তকে কখনও চঞ্চল করিবেন না। শরীরের অধিক সৌখ্যবৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায় ; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকলপ্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়। কাশীতে বিশ্বনাথের দয়া হইলেই আপনার চিত্ত স্থির হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Delhi Gaudiya Math
3, Haily Road, New Delhi
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ; ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩১

সসম্মান নিবেদন—

আপনার ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের এক কার্ড ও তৎপরে আর একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

পরের স্বভাব ও কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতও বলিয়াছেন—পরনিন্দকের গতি নরক-প্রাপিকা। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম সংশোধন করিবেন,—ইহাই আমার উপদেশ।

শিক্ষার্থিগণ ও শিষ্যগণের যে সমালোচনার জন্য আমি বাধ্য হই, সেরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে আপনি কেন দৌড়িয়া যান, বুঝিলাম না।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা
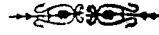
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর]

তথা শরদি [১০।২৯।১, ৪, ৮]

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥১৮॥
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ১৯ ॥
তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥২০॥

[১০।২৯।৯, ১১]

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥২১॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ ॥২২॥

সমাগতাস্তাঃ কৃষ্ণঃ [১০।২৯।১৯]

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥২৩

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

শরৎলীলা বর্ণন করিতেছেন। শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাযুক্ত সেই সকল রজনী দেখিয়া যোগমায়াবলে কৃষ্ণ রমণ করিতে মনন করিলেন। চিচ্ছক্তিই যোগ-মায়া। প্রাপঞ্চিক জগতে চিল্লীলা প্রকট করা কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়ার কার্য্য ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ব্রজ-স্ত্রীগণ কৃষ্ণগৃহীত-মানস হইলেন। সকলেই পরস্পরের অলক্ষিত উদ্যমের সহিত কৃষ্ণের নিকট হইয়া চলিলেন ॥ ১৯ ॥

পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের দ্বারা নিবারিত হইয়াও গোবিন্দ অপহৃতচিত্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ গমনে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥

সাধনপরা গোপীগণ অন্তর্গৃহগত হইয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া কৃষ্ণভাবনাযুক্ত চিত্তে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥২১

সেই পরমাত্মার অংশীরূপ কৃষ্ণকে পারকীয় বুদ্ধিতে সঙ্গত হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করত সদ্য প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া পড়িলেন ॥ ২২ ॥

[১০।২৯।২৭]
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥২৪॥
গোপ্যঃ [১০।২৯।৩৩]
কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম-
ন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ২৫ ॥
[১০।২৯।৩৮, ৪০, ৪২, ৪৮]
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রি মূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥২৬॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ২৭ ॥
ইতিবিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥২৮
তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৯ ॥
[১০।৩০।৩-৪]
গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৩০॥

নিত্যসিদ্ধাগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রেমোচিত ছলের সহিত কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, হে সুমধ্যমাগণ! এই রজনী ঘোর-রূপা ঘোরসত্ত্বদ্বারা নিষেবিত। অতএব ব্রজে নিজ নিজ গৃহে গমন কর। এখানে থাকা উচিত নয় ॥২৩

আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন দ্বারা আমাতে ভাব হয়। এরূপ সন্নিকর্ষে সেরূপ ভাব হয় না। অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণের সেইরূপ অসদৃশ বাক্য শুনিয়া গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতি প্রিয় আত্মা। নিত্য প্রিয়বস্তু। কুশলবুদ্ধি জনগণ তোমাতে রতি করেন। আর্ত্তিদ অনিত্য পতি পুত্র প্রভৃতিতে কি হইবে! হে বরদেশ্বর! তোমাতে বহুকাল আশা ধরিয়া আসি-তেছি। হে অরবিন্দ নেত্র! আমাদিগকে ত্যাগ করিও না ॥ ২৫ ॥

হে বৃজিনার্দন! নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা আশায় তোমার পদমূল প্রাপ্ত হই-য়াছি। তোমার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণে তীব্রকামতপ্ত যে আমরা, আমাদিগকে, হে পুরুষভূষণ! দাস্য দান কর ॥ ২৬ ॥

এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হইয়া আর্য্য-চরিত হইতে বিচলিত না হয়। ত্রৈলোক্য-সৌভগরূপ তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শন করিয়া গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগ পুলক ধারণ করে। আমরা ত' তোমার নিত্য সহচরী, আমাদের প্রতি তোমার এই পরিহাস-বাক্য চলিবে না ॥ ২৭ ॥

যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহাদের এইরূপ বিক্লবিত বাক্য শুনিয়া অল্প হাস্য করতঃ আত্মারাম হইয়াও গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন। ভগবত্তত্ত্বের একপ্রান্ত পূর্ণ আত্মারামতা এবং অপর প্রান্ত লীলা-ধাম। আত্মারামতাই ভগবানের স্বধর্ম্ম। তত্ত্যাগে পরস্ত্রীগ্রহণই পারকীয় রস ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের সহিত রাসবিলাসে রাধাপ্রতিপক্ষ গোপী-দিগের সৌভগমদ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের তজ্জনিত সম্মান দেখিয়া কেশব তাহা প্রশমিত করিয়া প্রসাদ দিবার জন্য সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, লীলাপোষণের জন্য নিত্যসিদ্ধাগণ শ্রীমতীর স্বপক্ষ প্রতিপক্ষভেদে দ্বিবিধা। রাসে শ্রীমতীর সহিত সমপক্ষ ব্যবহার হওয়ায় প্রতিপক্ষের যে সৌভগ হইল, তাহা প্রশমিত করিবার আশায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সে সময়ে সপক্ষগণ মনে মনে আনন্দিত থাকিয়া প্রতি-পক্ষ যূথেশ্বরীর সহিত অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন ॥২৯

গোপীদিগের তৎকালে অধিরূঢ়ভাব উদয় হইল। প্রিয়তম কৃষ্ণের গতি, স্মিত, প্রেক্ষণ, ভাষণাদিতে প্রতিরূঢ় মূর্ত্তি হইয়া 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া অবলা-গণ তদাত্মিকা হইয়া পড়িলেন। বিচ্ছেদসময়ে প্রিয়কে দূরে না রাখিতে পারিয়া এইরূপ তদাত্মিকাভাব প্রকাশ করা একটী প্রেমবিকার। ইহাকেও মহাভাব বলেন।

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ।।৩১।।

[১০।৩০।২৪, ২৬]
এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্ ।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥
তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ।।৩৩

[১০।৩০।২৮-৩৩, ৩৫, ৩৭-৪০]
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ।।৩৪।।
ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ।।৩৫।।
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ।।৩৬
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্ ।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ॥
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা ।।৩৭।।
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩৮ ॥
কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্ ।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ।।৩৯।।

পরস্পর কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমসকল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানপক্ষে যে সাযুজ্য, তাহাতে আর রস উদয় হয় না। প্রেমপক্ষে এই ক্ষণিক সাযুজ্যের একটি আশ্চর্য্যভাব এই যে, কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণ-সদৃশভাব দর্শনে তাহা আর থাকে না ॥ ৩০ ॥

যখন কৃষ্ণকে অধিক মনে পড়িল, তখন বিহ্বল হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সকলে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ ভাব ত্যাগ করিয়া মিলিতপূর্ব্বক কৃষ্ণবিষয়-গান করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আকাশবৎ সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে বর্ত্তমান কৃষ্ণবিষয়ে বনস্পতিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগি-লেন। ইহাই অন্যপ্রকার প্রেমবিকার ॥ ৩১ ॥

এইরূপে কৃষ্ণবিষয়ে বৃন্দাবন-লতা ও তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের একস্থানে পরমাত্মা কৃষ্ণের দুই পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩২ ॥

সেই পদচিহ্ন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মুখে অবলাগণ কৃষ্ণপদদ্বয় বধূ-পদ-চিহ্ন-সহিত সুপৃক্ত দেখিয়া আর্ত্তভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

প্রতিপক্ষের যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী বলিলেন। হে সখীগণ! এই যে রাধিকা আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাগ্যবতী। ইনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ভগবান্ হরিকে অধিক আরাধনা করিয়া 'রাধিকা' এই নামটী লাভ করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন আমা-দিগকে রাসস্থলীতে পরিত্যাগ করতঃ গোবিন্দ অধিক প্রীত হইয়া ইঁহাকে একান্তে আনিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

হে সখীগণ! কৃষ্ণের পাদপদ্মরেণু ব্রহ্মা, শিব ও রমাদেবী পাপবিনাশের জন্য প্রাপ্তমাত্র শিরে ধারণ করেন। রাধিকার পদরেণুযুক্ত হইয়া ইহা অধিক ধন্য হইল। এস্থলে রাধিকার মাহাত্ম্যজ্ঞানে চন্দ্রা-বলীর সৌভগমদ দূর হইল ॥ ৩৫ ॥

রাধিকা-সহচরী ললিতা সোল্লুণ্ঠ উক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে শৈব্যে কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত রাধাপাদপদ্ম সম্পৃক্ত থাকায় কোন ক্ষোভের বিষয় নাই, কেননা রাধিকা ব্যতীত ইহাতে আর কাহারই বা অধিকার ঘটে। তবে কথা এই, আমাদের সকল গোপীর ধন যে কৃষ্ণাধরামৃত, তাহা তিনি একা লইয়া ভোগ করেন, এইমাত্র ক্ষোভের বিষয় বটে ॥ ৩৬ ॥

বিশাখা বলিতেছেন, আহা! রাধিকার কি সৌভাগ্য! আর এখানে তাঁহার পদচিহ্ন দেখা যাই-তেছে না। বোধ হয় তাঁহার সুকোমল পদতল তৃণাঙ্কুরের দ্বারা খিন্ন হওয়ায় প্রিয় কৃষ্ণ আপনার প্রেয়সী রাধাকে কোলে করিয়া চলিলেন। আবার দেখ, এই হরিপদচিহ্নসকল অধিকতর মগ্ন হইয়াছে। বধূ রাধিকাকে বহন করিতে গিয়া ভারাক্রান্ত রাধিকা-কামী কৃষ্ণের পদচিহ্ন দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আবার এই স্থানে দেখ, মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা রাধা অবরোপিত হইয়াছেন। বোধ হয় কৃষ্ণ কান্তার জন্য ফুল তুলি-বেন বলিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥৪০

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥৪১॥

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৪২ ॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥৪৩॥
অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥৪৪
[১০।৩০।৪৪]
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥৪৫॥

অনঙ্গমঞ্জরী বলিলেন, আহা দিদির কি সৌভাগ্য! এইখানে দেখ কৃষ্ণের পদাগ্রভাগ অধিক মগ্ন হইয়াছে। প্রিয় কৃষ্ণ প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া পদের অগ্রভাগ মগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন ॥৩৮॥

রূপমঞ্জরী বলিলেন, দেখ এইস্থলে কামীকৃষ্ণ কামিনী রাধার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই কার্য্য সাধিবার জন্য নিভৃতে শ্রীমতীকে আনিয়াছিলেন। সকল গোপীর সহিত রাসমণ্ডলে একতা দেখিয়া রাধিকার যে স্বভাবতঃ বাম্য হয়, তাহা শান্ত করিবার জন্য তদীয় গ্রন্থিতকেশে পুষ্পচূড়া দিবার জন্য এইখানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

আত্মারাম কৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত একান্ত খণ্ডিত সম্ভোগ রস আস্বাদন করিতেছিলেন। রমণসময়ে কামীর যে দৈন্য, তাহা কৃষ্ণে লক্ষিত হইতেছিল। কামিনীর যে অভিমানাদি দুর্ল্লভতা ভাবরূপ দৌরাত্ম্য, শ্রীমতীতে স্বভাবতঃ প্রকাশ হইল। এবম্ভূতভাবে রাধাকৃষ্ণের বিহারাবসানে অন্য গোপীদিগের বিক্লবতা শ্রীমতীর মনে উদয় হইল। অন্য সমস্ত গোপীগণ শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের মিলনে শ্রীমতীর স্বাভাবিক সুখ হয়। রাস ব্যতীত সকলের সহিত কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হয় না। রাসে কৃষ্ণের মন হইয়াছে। অতএব স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক দৃপ্ত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি শ্রান্ত হইয়াছি। চলিতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় লইয়া চল। অর্থাৎ রাসস্থলীতে লইয়া যাও ॥ ৪০-৪১ ॥

কৃষ্ণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়া প্রিয়াকে কহিলেন, আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণ শ্রীমতীর বিপ্রলম্ভ ভাব দেখিবার মানসে অন্তর্দ্ধান হইলেন। বিপ্রলম্ভে প্রথমতঃ সুখাধিক্য আবার স্বাধীনভর্ত্তৃকার যে দৃপ্তিভাব রূপ দৌরাত্ম্য তাহা বিগত হয়। অতএব শ্রীমতীকে সম্পূর্ণরূপ রাসসুখ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই রসভঙ্গী। বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হইলে শ্রীমতী বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

হে নাথ! হে মহাভুজ! হে রমণপ্রেষ্ঠ! এখন তুমি কোথায় রহিলে? হে সখে এই কৃপণা দাসীকে আবার দেখা দাও ॥ ৪৩ ॥

যে সকল গোপীগণ কৃষ্ণের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে প্রিয়বিশ্লেষে মোহিত দুঃখিতা সখীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪ ॥

তখন সকলে মিলিয়া কালিন্দীর পুলিনে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণৈকভাবনাযুক্ত হইয়া তদাগমন আকাঙ্ক্ষায় একস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

(৫)

মহারাজ শান্তনু

ততশ্চাক্রোধনস্তস্মাদ্দেবাতিথিরমুষ্য চ।
ঋক্ষস্তস্য দিলীপোহভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ ॥
দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ।
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্তু বনং গতঃ ॥
অভবচ্ছান্তনু রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ।
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ॥
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্মণা তেন শান্তনু।

—ভাঃ ৯।২২।১১-১৪

অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধ, অক্রোধের পুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের তিন পুত্র—দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লীক। দেবাপি রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলে শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্ব্বজন্মে মহাভিষ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা যে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইতেন। সকলকে শান্তি প্রদান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু।

শ্রীমদ্ভাগবতে শান্তনু রাজা সম্বন্ধে একটি ঘটনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। শান্তনুর রাজত্বকালে রাজ্যে ১২ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। প্রজাগণের রক্ষা কি-ভাবে হইবে চিন্তিত হইয়া শান্তনু অনাবৃষ্টির কারণ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—'হে রাজন! জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে আপনি রাজ্যভোগ করিতেছেন, এই পাপেই অনাবৃষ্টি হই-তেছে। অতএব রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শীঘ্র আপনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করুন।' শান্তনু রাষ্ট্রের হিতের কথা চিন্তা করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। এদিকে শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার শান্তনুকে রাজপদে অধিষ্ঠিত রাখিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। দেবাপি যাহাতে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার অনুপযুক্ত হন তজ্জন্য অশ্ববার শান্তনুর সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইয়া তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া দেবাপি শান্তনুর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দেবাপি বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইলে রাজপদ লাভে অযোগ্য হওয়ায় শান্তনুই পুনরায় রাজা হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিলেন।'

মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৯৩ পৃষ্ঠা হইতে ৯৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মহারাজ শান্তনুর চরিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে শান্তনুর চরিত্র লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

দ্বাপরযুগে চন্দ্রবংশের একবিংশতি পর্য্যায়ের হস্তিনাপুরের বিখ্যাত রাজা শান্তনু। ইঁহার পিতা প্রতীপ এবং মাতা শৈব্যরাজনন্দিনী সুনন্দা। মহারাজ শান্তনু পূর্ব্ব জন্মে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব মহারাজ মহাভিষ-নামে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। মহারাজ মহাভিষ সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ, একশত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা ব্রহ্মার নিকট বহু দেবতা ও বহু রাজর্ষির সহিত মহারাজ মহাভিষ উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গাদেবী তাঁহাদের সমক্ষে আগ-মন করিবামাত্র তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র বায়ুর দ্বারা উন্মুক্ত হইলে উপস্থিত সকলেই লজ্জিত হইলেন, কিন্তু মহারাজ মহাভিষ লজ্জিত না হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া মহা-রাজ মহাভিষকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন—'তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর।' মহারাজ মহাভিষ ব্রহ্মার নিকট মর্ত্ত্যলোকে প্রতীপের ঔরসজাত সন্তানরূপে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মা বলি-লেন 'তাহাই হইবে'।

মহারাজ মহাভিষের প্রতি আকৃষ্টা গঙ্গাদেবী মনে মনে মহারাজকে চিন্তা করিতে করিতে যাওয়ার সময় অভিশাপগ্রস্ত বসুগণের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎকার হয়। অষ্টবসু—আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব (দ্যু)—গণ-দেবতা। গণদেবতা হইতে অভিশপ্ত হইয়া বসুগণের নরযোনি প্রাপ্তির ইতিবৃত্তও মহাভারতে বর্ণিত হই-য়াছে। বরুণদেবের পুত্র বশিষ্ঠ 'আপব' নামে বিখ্যাত

হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষির অন্যতম। নিমির অভিশাপে বশিষ্ঠের চৈতন্যলোপ হইলে ব্রহ্মার উপদেশে তিনি পুনরায় মিত্রাবরুণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর পার্শ্বে তাঁহার অতীব রমণীয় আশ্রম বিদ্যমান ছিল। সুরভিগাভী ও কশ্যপ ঋষিকে অবলম্বন করিয়া সুরভিনন্দিনী গাভীর জন্ম হয়। ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ সেই নন্দিনীকে হোমধেনুরূপে গ্রহণ করিলেন। সুরভি-নন্দিনীগাভী মুনিগণ-সেবিত পরম রমণীয় তপোবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বসুগণ নিজ নিজ পত্নী-সহ সেই তপোবনে আসিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। 'দ্যু' নামক বসু পত্নীর পরামর্শে কামধেনু সুরভিনন্দি-নীর মহিমা অবগত হইয়া সবৎস সুরভিনন্দিনীকে হরণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ অনেক অন্বেষণ করিয়াও সুরভিনন্দিনীকে দেখিতে না পাইয়া পরে দিব্যনেত্রে জানিলেন বসুগণ সুরভিনন্দিনীকে হরণ করিয়াছেন। 'অষ্টবসু মর্ত্ত্যলোকে নররূপে জন্ম-গ্রহণ করুক' বশিষ্ঠ মুনি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করি-লেন। অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া বসুগণ বশিষ্ঠের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'তোমরা সকলেই সম্বৎসরের মধ্যে শাপমুক্ত হইবে। কেবল 'দ্যু' নামক বসু নিজকর্ম্ম-দোষে মানবযোনিতে দীর্ঘকাল বাস করিবে। এই মহামনা 'দ্যু' মর্ত্ত্যলোকে সন্তান উৎপাদন করিবে না, স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া পিতার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকিবে।'

মহারাজ মহাভিষ অভিশাপের ফলে পৃথিবীপতি প্রতীপের দ্বিতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রতী-পের তিনপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র শান্তনু।

ভূপতি প্রতীপ গঙ্গার তটে তপস্যারত ছিলেন। গঙ্গাদেবী সলিল হইতে উঠিয়া প্রতীপের দক্ষিণ ঊরু ভজনা করিলে প্রতীপ তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করিয়া পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলেন এবং গঙ্গাদেবীকে বলিলেন তিনি তাঁহার পুত্রকে পতিরূপে পাইবেন।

এদিকে দৈবের নির্দ্দেশে অভিশপ্ত বসুগণের সহিত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎকার হয়। নিজ অভিশাপের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বসুগণ গঙ্গার নিকট প্রার্থনা জানাই-লেন—'হে গঙ্গে, আমরা আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন।' এইহেতু গঙ্গাদেবী সন্তানগণকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কেবল ঋষির আজ্ঞায় 'দ্যু' নামক বসুকে নিক্ষেপ করেন নাই। 'দ্যু' নামক বসুই শান্তনুর সন্তানরূপে দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে বিখ্যাত হন।

একদা মহারাজ শান্তনু মৃগয়ায় বাহির হইয়া গঙ্গার তীরে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী এক রমণীকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। দৈববশতঃ মহারাজের উক্ত রমণীর প্রতি আকর্ষণ হইল। তিনি তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে নিজ ভার্য্যারূপে গ্রহণের ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। দিব্যমূর্ত্তি-ধারিণী গঙ্গাদেবী বসুগণের প্রার্থনা স্মরণ করিয়া মহারাজ শান্তনুকে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—'আমি আপনার মহিষী ও বশবর্ত্তিনী হইব, কিন্তু আমার দ্বারা যদি কোন শুভ বা অশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিবেন না, যদি বলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ত্যাগ করিব।' মহারাজ গঙ্গাদেবীর সর্ত্ত মানিতে স্বীকৃত হইলে উভয়ের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। নবপরিণীতা ভার্য্যার ঔদার্য্যগুণে ও পরিচর্য্যায় মহারাজ প্রসন্ন হইলেন।

কিছুদিন মহারাজ শান্তনু গঙ্গাদেবীর সহিত সুখে বাস করার পর তাঁহার পর পর ৮টী পরমসুন্দর পুত্র হইল। গঙ্গাদেবী পুত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলে বিসর্জ্জন করিলে গঙ্গার নিষ্ঠুর আচরণে শান্তনু মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু গঙ্গার শুভা-শুভ কার্য্যে তিনি বাধা দিবেন না, এইরূপ বাক্য দেওয়ায়, গঙ্গার কার্য্যে বাধা দিতে পারিলেন না। পর পর ৭টী পুত্র হারাইবার পর অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গার কার্য্যে বাধা প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে বাধা প্রদান করিলেন না, এখন বাধা দিলেন, সবই দৈবের নিয়ন্ত্রণ। গঙ্গা-দেবী পতি শান্তনুকে পূর্ব্বেই সর্ত্তারোপ করিয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহার কার্য্যে বাধা দিলেই তিনি চলিয়া

যাইবেন। গঙ্গা অষ্টমপুত্রকে জলে বিসর্জ্জন না দিয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আপনার এই পুত্রকে আমি বধ করিব না। কিন্তু আপনি নিয়ম ভঙ্গ করায় আমিও থাকিব না। আমি জহ্নু মুনির কন্যা গঙ্গা। দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য আপনাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। আপনার পুত্রগণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। তাঁহারা মহাভাগ অষ্টবসু। বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ভিন্ন তাঁহাদের জনক এবং আমি ভিন্ন তাঁহাদের জননী হইবার কেহই যোগ্য নহেন। অষ্টবসুকে পুত্ররূপে পাইয়া আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন। অষ্টবসুর সঙ্গে আমার এইরূপ সর্ত্ত ছিল জন্মগ্রহণ মাত্রই তাঁহাদিগকে আমি মনুষ্যজন্ম হইতে মুক্তি দিব। এইহেতু আমি জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু শেষ অষ্টম পুত্রটী বসুগণের নিকট আমার প্রার্থনায় এবং বশিষ্ঠের নির্দ্দেশহেতু আপনার নিকট থাকিবেন, ইঁহাকে আপনি পালন করিবেন। এই কুমারে প্রত্যেক বসুর অষ্টমাংশ প্রবিষ্ট আছে।' গঙ্গাদেবী এইরূপ বলিয়া কুমারকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই কুমারই পূর্ব্বোল্লিখিত 'দ্যু' নামক বসু, মর্ত্ত্যে শান্তনুর পুত্ররূপে দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে বিখ্যাত হইলেন।

গঙ্গাদেবী পুত্রকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে মহারাজ শান্তনু অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহারাজ মৃগয়াকালে একটি তীরবিদ্ধ হরিণের পিছনে ধাবিত হইয়া চলিতে চলিতে অকস্মাৎ ভাগীরথী নদীর তীরে উপনীত হইলেন। ভাগীরথী নদীতে জল অল্প দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, পরে দেখিতে পাইলেন একজন বৃহদাকার সুন্দরদর্শন কুমার শরজাল দ্বারা ভাগীরথীর স্রোতকে অবরোধ করিয়াছে। তথায় গঙ্গাদেবীকেও দেখিতে পাইয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই কুমারটি কে? গঙ্গা তদুত্তরে বলিলেন—হে নৃপতে, আপনি পূর্ব্বে আমার গর্ভে যে অষ্টমপুত্র লাভ করিয়াছিলেন সেই পুত্রই এই কুমার। এই কুমারটি অস্ত্রশাস্ত্রে এবং বেদাদি শাস্ত্রে নিরতিশয় পারঙ্গতি লাভ করিয়াছে। আপনার পুত্রকে আপনি গ্রহণ করুন।' মহারাজ শান্তনু গঙ্গাদেবীপ্রদত্ত পুত্রকে নিজগৃহে আনিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তদনন্তর মহারাজ একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। দৈববশতঃ একটি দেবীর ন্যায় পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। মহারাজ কন্যার পরিচয় জানিতে চাহিলে কন্যা বলিলেন, তিনি ধীবররাজকন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকা-বাহনার্থ আসিয়াছেন। মহারাজ শান্তনু কন্যার পিতার নিকট যাইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে পত্নীরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধীবররাজ (দাশরাজ) একটি সর্ত্তসাপেক্ষে কন্যাকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সর্ত্তটি এই—মহারাজ প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। ধীবররাজের ঐপ্রকার অসমীচীন সর্ত্তে রাজা চিন্তা করিয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। ধীবররাজকন্যাকে পত্নীরূপে পাইবারও আকাঙ্ক্ষা আছে, আবার প্রথম পুত্র দেবব্রতকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিয়া অপর কাহাকেও রাজ্যাভিষিক্ত করা অসমীচীন মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবিচক্ষণ দেবব্রত পিতাকে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতার নিকট দুঃখের কারণ অবগত হইয়া তিনি অবিলম্বে ধীবররাজের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে পিতার নিকট সমর্পণ করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। ধীবররাজ বলিলেন মহারাজ শান্তনুর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ বাঞ্ছিত হইলেও তিনি সপত্ন্যদোষের কথা চিন্তা করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইতেছেন। দেবব্রত শান্তনু মহারাজের যে পত্নীর গর্ভজাত, তাঁহার সমকক্ষ বীর্য্যশালী পুত্র অন্য পত্নীগর্ভে উৎপন্ন হইতে পারে না। দেবব্রত ক্রুদ্ধ হইলে অন্য পত্নীর পুত্র দেবতা হউক, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব কিংবা অসুর হউক না কেন কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। ধীবররাজ তাঁহার কন্যার পুত্রের রাজ্যাভিষিক্ত হইবার দেবব্রতের নিকট হইতে এবং দেবব্রতের বংশজাত সন্তানের নিকট হইতে কোনও প্রকার বাধা না আসার সুদৃঢ় আশ্বাসবাণী পাইলেই কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারেন জানাইলেন। ধীবররাজের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া

গঙ্গাপুত্র দেবব্রত পিতার প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয়গণের এবং ধীবররাজের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন — 'হে ধীবররাজা, আপনার কন্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তানই রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন এবং আমার সন্ততি হইতেও আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য আমি চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব, বিবাহ করিব না।' অতঃপর মহারাজ শান্তনুর সহিত যোজনগন্ধা (মৎস্যগন্ধা) দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীর বিবাহ হয়। দেবব্রত ভীষণ প্রতিজ্ঞা করায় সেইদিন হইতে তিনি দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক 'ভীষ্ম'-নামে অভিহিত হইলেন।

তদনন্তর শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য দুই বীর্য্যবান পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য সাবালক হওয়ার পূর্ব্বেই শান্তনু পরলোকগত হইলেন। ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে বিচিত্রবীর্য্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে ভক্তগণ ভীষ্মের পিতা শান্তনু মুনির তপস্যার স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। শান্তনু কুণ্ডকে চলিতভাষায় সাঁতোয়া বলে। সাঁতোয়া বহুলাবনের নিকটবর্ত্তী। মহোলী হইতে শান্তনুকুণ্ড প্রায় সাড়ে তিন মাইল। শান্তনুকুণ্ডের সেতু পার হইয়া উচ্চ টিলাতে শান্তনুবিহারী মন্দির। সিঁড়ীর সাহায্যে উঠিতে হয়। শ্রীমন্দিরে শান্তনুবিহারী কৃষ্ণ মূর্ত্তি, বামে শ্রীরাধিকা, লাড্ডু গোপাল, শালগ্রাম ও মহাবীরের মূর্ত্তি আছেন। শান্তনুকুণ্ড বহু প্রাচীন হওয়ায় শেওলাভর্ত্তি, সবুজ বর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে, বর্ত্তমানে জল পানের অযোগ্য।

"দেখহ 'সাতোঞা' গ্রাম—কুণ্ড সুনির্ম্মল।
শান্তনু মুনির এই তপস্যার স্থল॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৪৫০

"দেখহ 'সাতোঞা' নাম গ্রাম শোভা করে।
এথা শান্তনু মুনি আরাধে কৃষ্ণেরে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৪০৪

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যোক্ত উহার অন্বয়-মুখী ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—পরন্তু শ্রীহরিঃ হি (খলু)—নিশ্চিতই প্রকৃতির পরতত্ত্ব, ব্রহ্মা শিবাদিবৎ প্রাকৃত গুণমিশ্র নহেন, যেহেতু তিনি অধোক্ষজ—ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাতীত—অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ—অনাবৃতস্বরূপ—নির্গুণ—গুণাতীত—সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক পুরুষোত্তম। সেই শ্রীহরি সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বেষাং ব্রহ্ম-শিবাদীনাং) দৃক্—দ্রষ্টা (মোক্ষহেতুর্জ্ঞানং যস্মাৎ সঃ—মোক্ষের হেতুভূত জ্ঞান যাঁহা হইতে লভ্য হয়, তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা—তিনি সকলকেই দর্শন করিতেছেন—বিশ্বতশ্চক্ষুঃ), অতএব যিনি উপদ্রষ্টা (সন্নিধৌ মুক্তান্ পশ্যতি—মুক্তগম্য অথবা যিনি আদি-সাক্ষী), সুতরাং সেই শ্রীহরিকেই ভজন করিলে নির্গুণ—গুণাতীত বা স্বরূপস্থ হওয়া যায়।

উপরিউক্ত ৩১৪ হইতে ৩১৫ সংখ্যক পয়ারের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মা শক্ত্যাবেশ হইয়াও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হইয়াও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশ-রূপে গুণাবতার হইলেও তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব গুণ-দর্শনে তাঁহাকে মায়াগুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু—অংশ, কৃষ্ণ তাঁহার অংশী। অতএব কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণু স্বরূপৈশ্বর্য্যপূর্ণ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পঃ ৩০৫ সংখ্যক পয়ারে যে 'কল্প' শব্দ আছে তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"'কল্প'—ব্রহ্মায়ুষ্কাল, ব্রহ্মার শতবর্ষ স্থিতিকাল। ব্রহ্মার একদিবসে অর্থাৎ সহস্রচতুর্যুগে (কলিযুগ-পরিমাণ—৪৩২০০০ বৎসর, তাহার দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ—ত্রেতা, চতুর্গুণ—সত্য, এই চারিযুগের বর্ষ-

সমষ্টি ৪৩২০০০০ বৎসর, ইহাকেই একচতুর্যুগ বা এক মহাযুগ বলে, ঐরূপ ৭১ মহাযুগে—এক মনুর রাজত্বকাল, এইরূপ চৌদ্দ মনুর রাজত্বকাল—ব্রহ্মার একদিন বা কল্প, ইহাই সহস্রচতুর্যুগব্যাপী) অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগে—৪৩২০০০০০০০ সৌরবর্ষে মানবের কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মদিন। তাদৃশ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মবর্ষ, তাদৃশ শতবর্ষই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।"

উক্ত শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ২০।৩০৭-৩০৯ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ নিজ সংকর্ষণরূপের অংশ কারণাব্ধিশায়ীর কলা (অংশ) গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়া তমোগুণ গ্রহণ করিয়া জগৎ সংহারের জন্য গুণাবতার 'রুদ্র' রূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুতে জড়-গুণাধিষ্ঠান স্বীকৃত হইলেও তাঁহার মায়াধীনতা সম্ভবপর নহে। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব, সেইখানে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব ; তাহাতে মায়ার সংযোগ আছে। শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব—বিষ্ণুমায়ার অভিভাব্য।

রুদ্র—বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ তত্ত্ব ; মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় বিষ্ণুর সহিত 'ভিন্ন' এবং স্বয়ং বস্তুতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহ কখনও ভিন্ন নহেন, কিন্তু মায়াবশে শিব ও ব্রহ্মাদি বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। বিষ্ণু কখনই বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্নরূপ—গুণাবতার-সংজ্ঞক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র বিকারবিশিষ্ট ভেদাভেদ-প্রকাশ—জীবতত্ত্ব ; স্বরূপতঃ কৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব। ঈশ্বররূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপে অন্তরিত হওয়ায়, ঐ দধি দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও কখনই দুগ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।"

উপরিউক্ত শ্রীচরিতামৃত মধ্য ২০।৩১১ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"ভগবান্ বিষ্ণু—ত্রিগুণাতীত ও স্বীয় মায়ার অনভিভাব্য স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বস্তু। শিব স্বরূপতঃ ভাগবত হইয়াও ত্রিগুণের অন্যতম—তমোগুণাধীশ হইয়া মায়া-সম্বন্ধযুক্ত এবং মায়াশক্তির সঙ্গবলে তৎ-সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ বিষ্ণুতে মায়ার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্বানুভূতিতে শিবের সত্তা, সুতরাং বিষ্ণু-তত্ত্ব না হইয়া মায়ার সংযুক্ত তত্ত্ববিশেষ। নিজের ভাগবতসত্তানুভূতিতে শিবের মায়াপতিত্ব বা মায়া-ভোক্তৃত্ববুদ্ধি বিগত হইলেই তাঁহার হরিজনত্ব প্রকটিত।"

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার 'ক্ষীরং যথা' ইত্যাদি ৪৫ সংখ্যক স্তব, 'দীপার্চ্চিরেব' ইত্যাদি ৪৬ সংখ্যক স্তব ও 'ভাস্বান্ যথা' ইত্যাদি ৪৯ সংখ্যক স্তবে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রহ্মসংহিতার ব্রহ্মস্তবের 'ক্ষীরং যথা' এই ৪৫ সংখ্যক স্তবের এইরূপ 'তাৎপর্য্য' জানাইয়াছেন—

"(মহেশধামের অধিষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত শম্ভুর স্বরূপ নিশ্চিত হইয়াছে—) 'শম্ভু' কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদবুদ্ধি, তাহারা ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহার বস্তুতঃ অভেদ তত্ত্ব। অভেদ তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার-বিশেষযোগে ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'। সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থা শক্তির স্বল্পতা গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকার-বিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন কোন অসুরের নাশ এবং সংহারকার্য্যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু স্বরূপে গোবিন্দ গুণাবতার হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত * * * 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয় কালশক্তি-দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীব-দিগের অধিকারভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও

পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূত-রূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে (সাধারণ মায়াবশযোগ্য) জীব বলা যায় না ; তিনি 'ঈশ্বর', তথাপি বিভিন্নাংশগত।"

ব্রহ্মসংহিতার 'ভাস্বান্ যথা'—এই ৪৯ সংখ্যক ব্রহ্মস্তবের শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত তাৎপর্য্য এই প্রকার—

"ব্রহ্মা দুই প্রকার ; কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'ব্রহ্মা' হইয়া সৃষ্টিকার্য্য বিধান করেন, আবার কোন কল্পে সেরূপ যোগ্য জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগ-ক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন ; আর পূর্ব্বোক্ত শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশ গুণ অধিক-ভাবে এবং তদতিরিক্ত আরও পাঁচটি গুণ আংশিক-রূপে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং পাঁচটি গুণের অংশ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে।"

আমরা ব্রহ্মসংহিতায় ৪৩ সংখ্যক ব্রহ্মস্তবে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুধামের অবস্থিতি এইরূপ জানিতে পারি—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নিতলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৩

অর্থাৎ "দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোকনামা নিজধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার তাৎপর্য্য এই-রূপ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বোপরি অবস্থিত গোলোক-ধাম। ব্রহ্মা তাহা ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া নিজের অব-স্থিতিভূমি (দেবীধামের চতুর্দ্দশভুবনের সর্ব্বোপরিস্থ সত্যলোক) হইতে অবান্তর ধামগুলি বলিতেছেন—প্রথমে দেবীধাম অর্থাৎ এই জড় জগৎ। ইহাতেই সত্যলোক প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তদুপরি শিবধাম ; সেই ধাম 'মহাকালধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোক-ময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠলোক। দেবীধামের মায়াবৈভবরূপ প্রভাব এবং শিবধামের কাল ও দ্রব্যময় ব্যূহপ্রভাব এবং বিভিন্নাংশগত স্বাংশাভাসময় প্রভাব। কিন্তু হরিধামের চিদৈশ্বর্য্যপ্রভাব এবং গোলোকের সর্ব্বৈ-শ্বর্য্যনিরাসকারী মহামাধুর্য্যপ্রভাব, সেই সমস্ত প্রভাব-নিচয় সেই সেই ধামে গোবিন্দই সাক্ষাৎ ও গৌণ-বিক্রমদ্বারা বিধান করিয়াছেন।"

[আমরা 'পুরুষাবতার' বর্ণনপ্রসঙ্গে গুণাবতার-ত্রয়ের কথা বর্ণন করিয়া এক্ষণে লীলাবতার, মন্ব-ন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার-কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যাবলম্বনে সংক্ষেপে বর্ণন করিব।]

'লীলাবতার' সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ১। চতুঃসন (সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার), ২। নারদ, ৩। বরাহ, ৪। মৎস্য, ৫। যজ্ঞ, ৬। নরনারায়ণ, ৭। কার্দ্দমি কপিল, ৮। দত্তাত্রেয় (ভাঃ ২।৭।৪), ৯। হয়শীর্ষ (ভাঃ ২।৭।১১), ১০। হংস (ভাঃ ২।৭।১৯), ১১। ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ (ভাঃ ২।৭।৮), ১২। ঋষভ, ১৩। পৃথু, ১৪। নৃসিংহ, ১৫। কূর্ম্ম, ১৬। ধন্বন্তরি, ১৭। মোহিনী, ১৮। বামন, ১৯। ভার্গব পরশুরাম, ২০। রাঘবেন্দ্র, ২১। ব্যাস, ২২। প্রলম্বারি বলরাম, ২৩। কৃষ্ণ, ২৪। বুদ্ধ, ২৫। কল্কি—এই ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতার। ইঁহারা প্রায় প্রতিকল্পেই (ব্রহ্মার এক-দিনের নামই এককল্প—৪৩২০০০ বৎসর—কলি-যুগ পরিমাণ, ইহার দ্বিগুণ দ্বাপর, কলির তিনগুণ ত্রেতা, কলির চারিগুণ সত্য, এই চারিযুগের বর্ষসমষ্টি —৪৩২০০০০ বৎসর, ইহাকে এক চতুর্যুগ বা এক মহাযুগ বলে, ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর বা এক মনুর রাজত্বকাল, চৌদ্দ মনুর রাজত্বকাল ব্রহ্মার এক দিন, ইহাকেই এক-কল্পকাল বলে।) আবির্ভূত হন বলিয়া 'কল্পাবতার' নামেও কথিত। ইঁহাদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'—অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভববাবস্থ অবতার ; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস—এই পাঁচমূর্ত্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃতকীর্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভববাবস্থ অবতার ; আর কূর্ম্ম,

মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থ অবতার।

'মন্বন্তরাবতার'—(ভাঃ ৮ম স্কন্ধ —১ম, ৫ম ও ১৩শ অঃ দ্রষ্টব্য)—১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ, ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিষ্বক্‌সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু—এই চৌদ্দ মূর্ত্তির মধ্যে 'যজ্ঞ' ও 'বামন'—লীলাবতারও বটেন, সুতরাং ১২ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার। আবার এই ১৪ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার 'বৈভবাবস্থ' অবতার বলিয়াও কথিত।

'যুগাবতার'—(১) সত্যে শুক্ল (ভাঃ ১১।৫।২১), (২) ত্রেতায় রক্ত (ভাঃ ১১।৫।২৪), (৩) দ্বাপরে শ্যাম (ভাঃ ১১।৫।২৭) ও (৪) কলিতে পীতবর্ণ (ভাঃ ১১।৫।৩২—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং', ভাঃ ১০।৮।১৩—'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য' এবং ভাঃ ৭।৯।৩৮—'ইত্থং নৃতির্য্যগ্······ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্'—শ্লোকত্রয়ের বিচার দ্রষ্টব্য।)

শক্ত্যাবেশাবতার—(ক) ভগবদাবেশ—কপিল ও ঋষভদেব ; শক্ত্যাবেশ—১। বৈকুণ্ঠস্থ শেষ—(স্বসেবনশক্তি), ২। অনন্ত (ভূধারণ শক্তি), ৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি), ৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি), ৫। নারদ (ভক্তিশক্তি), ৬। পৃথু (পালনশক্তি), ৭। পরশুরাম (দুষ্টদমনশক্তি)—এই সপ্তমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতার, সেই সমস্ত অবতারের অবতারী বা অংশী কৃষ্ণ। কৃষ্ণ চারিযুগে চারিবর্ণে আবির্ভূত হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন এবং কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন। কলিযুগে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই পীতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া নামপ্রেম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সত্যে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিতে এক হরিকীর্ত্তন দ্বারাই সেই সমস্ত ফলই লভ্য হয়, বিশেষতঃ এই ধন্যকলির এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা হইতে অন্যান্য যুগে অলভ্য পরম দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম পর্য্যন্ত লভ্য হয়।

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, মহাপ্রভুর কৃপাধন্য তিনি, তাই তিনি তাঁহারই কৃপায় নিঃসঙ্কোচে মহাপ্রভুর নিকট অত্যন্ত দৈন্যসহ প্রশ্ন করিতেছেন—প্রভো !

'অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি, নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ?॥'

শ্রীসনাতনের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু কলিযুগাবতারের পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

"(প্রভু কহে—) অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র 'প্রমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।১০।৩২ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিস্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥"

অর্থাৎ "প্রাকৃত শরীরহীন অপ্রাকৃতশরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। ঐ অতুল্য, অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।"

"স্বরূপ লক্ষণ আর 'তটস্থ লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'তত্ত্ব' জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—'স্বরূপ লক্ষণ'।
'কার্য্য দ্বারা জ্ঞান'—এই 'তটস্থ লক্ষণ'॥"
—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৪৯-৩৫০

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১।১।১) প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ('জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে) উক্ত স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বর কৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। " 'সত্যং' ও 'পরং' শব্দদ্বয়ে 'স্বরূপলক্ষণ' এবং বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বস্তুজ্ঞান প্রকটন ও অর্থাভিজ্ঞতা প্রভৃতি 'তটস্থ লক্ষণ' ব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন।" (অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

এইভাবে অন্য অবতার সম্বন্ধেও মুনিগণ ঐরূপ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সর্ব্ব অবতারতত্ত্ব নিরূপণ করেন। শ্রীভগবান্ জগতে অবতারকালে প্রকটলীলা করেন অর্থাৎ সর্ব্বলোকচক্ষুর গোচরীভূত হন ঐরূপ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণবিচারে তাঁহার ভগবত্তা নিরূপিত

হয়। শ্রীসনাতন বিচার করিলেন—আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ—এই তিনটি স্বরূপ বা মুখ্যলক্ষণবিচারে জানিলাম—"কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ লক্ষণ—'পীতবর্ণ' আকার আর তটস্থ লক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্ত্তনকার্য্য'।" সুতরাং কলিকালে নিশ্চয়ই সেই কৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভু তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও, আমাদের সংশয় দূর হউক। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের জয় ও নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) চতুরালি ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৬৪

[আমরা ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য প্রকাশদ্বারা সংক্ষেপে শক্ত্যাবেশাবতার-কথা জানাইয়াছি, তথাপি বিশেষ জ্ঞানার্থ মূল পয়ার উদ্ধার করা হইল—]

"শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ 'মুখ্য' 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি॥
সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে 'জ্ঞানশক্তি', নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টিশক্তি', অনন্তে 'ভূধারণ শক্তি'॥
শেষে 'স্বসেবনশক্তি', পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে দুষ্টনাশক বীর্য্যসঞ্চারণ॥"

চৈঃ চঃ ম ২০।৩৬৫-৩৭০

আবেশাবতার—লঘুভাগবতামৃতে আবেশপ্রকরণে কথিত হইয়াছে—

জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৭১

অর্থাৎ 'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলা-দ্বারা যে স্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল আবেশ-অবতার বলিয়া কথিত হন।'

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ শক্ত্যাভাসাবেশে॥

"যে সকল জীব বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্ তাঁহাদিগকে আমার তেজোঽংশসম্ভব বলিয়া জান।"—গীঃ ১০।৪১-৪২ দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

কবি কর্ণপূর (শ্রীপরমানন্দ দাস—শ্রীপুরীদাস)

(৮০)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্য শাখায় গণিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেন ইঁহার পিতা। কবি কর্ণপূর নিজেই তাঁহার রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহার পিতৃ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম। ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদদ্য সা জননী মম।' —১৭৬

'পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে বীরাদূতী, যিনি গোপী সকলকে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে আমার পিতা শিবানন্দ সেন। ব্রজে যিনি বিন্দুমতী ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমার জননী।' কবি কর্ণপূর নিজের পরিচয় প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত পিতৃ-মাতৃ পরিচয় হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে তিনিও স্বরূপতঃ ব্রজে কৃষ্ণলীলার পার্ষদ হইবেন। তিনি কাঞ্চনপল্লী গ্রামে (কাঁচড়া-

পাড়ায়) ১৪৪৮ শকাব্দে (১৫২৭ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃ-প্রদত্ত নাম শ্রীপরমানন্দ দাস (পরমানন্দ সেন) বা পুরী দাস। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্রের মধ্যে পুরীদাস কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীচৈতন্যদাস ও মধ্যম পুত্রের নাম শ্রীরামদাস।

'চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভু ভক্ত শূর॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।৬২

শ্রীশিবানন্দ সেনের সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রী ও তিনপুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ যতদিন শিবানন্দ সেন, তাঁহার স্ত্রী-পরিজনবর্গ পুরীতে থাকিবেন ততদিন তাঁহারা মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্র পাইবেন। শিবানন্দ সেন এবং তাঁহার পরিজনবর্গ মহাপ্রভুর কত প্রিয় তাহা মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ হইতে অবগত হওয়া যায়।

"শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৫৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হয় পরমানন্দ দাস। মহাপ্রভু উপহাসচ্ছলে কুমারকে পুরীদাস বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরে শিবানন্দ সেনের শেষ বা কনিষ্ঠ তৃতীয় পুত্র হওয়ায় উক্ত পুত্রের নাম পুরীদাস রাখা হইয়াছে, এইরূপও কথিত হয়।

"ছোট পুত্রে দেখি প্রভু নাম পুছিলা।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইলা॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরী দাস বলি নাম ধরিহ তাঁহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেল জন্ম হৈল তাঁর॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিলা নাম পরমানন্দ-দাস।
পুরী দাস বলি প্রভু করেন উপহাস॥"

—চৈঃ চঃ অ ১২।৪৫-৪৯

শিবানন্দ সেন শিশু পুরী দাসকে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আনিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া পুত্রের মুখে পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন। পুরী দাসের বয়স যখন মাত্র ৭ বৎসর সেই সময় তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাম "কবি কর্ণপূর" রাখিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন—শিবানন্দ সেন যে বৎসর পত্নীকে সঙ্গে লইয়া পুরীতে আসিয়াছিলেন, সে বৎসর ছোট পুত্র পুরীদাসকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শিবানন্দ সেন পুত্রের সহিত মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিয়া পুত্রের দ্বারা মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করাইলে মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া 'কৃষ্ণ কহ' বলিয়া বার বার বলিলেও বালক কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিল না। পিতাও বহু চেষ্টা করিয়া বালকের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলেন না। মহাপ্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'আমি জগতের সকলকে কৃষ্ণনাম করাইয়াছি, এমনকি স্থাবর প্রাণীকেও কৃষ্ণনাম করাইয়াছি, কিন্তু এই ছোট শিশুকে কৃষ্ণনাম করাইতে পারিলাম না।' স্বরূপ দামোদর উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'আপনি তাহাকে কৃষ্ণ নাম-মন্ত্র দিয়াছেন। মন্ত্র উচ্চারণ করা নিষেধ বলিয়া সে উহা মনে মনে জপ করিতেছে—ইহাই তাহার মনোকথা বলিয়া মনে করি।' মহাপ্রভু পুরীদাসের এত অল্পবয়সে কৃষ্ণমন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই, এইরূপ অভিজ্ঞানের বিষয় জানিয়া সুখী হইলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়াছি।' এই কারণেও পুরীদাস মহাপ্রভুর প্রদত্ত কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন নাই। মহাপ্রভু পুরীদাসের মৌন ভঙ্গের জন্য তাহাকে 'পড় পুরীদাস' বলিয়া পাঠ পড়িতে বলিলেন। পুরীদাস মৌন ভঙ্গ করিয়া একটি শ্লোক বলিলেন—

'শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥'

'যিনি-শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন,

বক্ষের মহেন্দ্র-মণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিল-ভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।'

উপস্থিত সকলেই ভাবিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, সবে মাত্র সাত বৎসরের শিশু, এত অল্প বয়সে অধ্যয়নাদি কিছু না করিয়াও কি করিয়া শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মহিমা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও বুঝিতে পারেন না, সাধারণ জীব ত' কা কথা। যদিও কবি কর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণনাম-মন্ত্র অনুশীলনের আদেশ পাইয়াছেন, তথাপি তিনি সামাজিক প্রথানুযায়ী অদ্বৈত শাখায় শ্রীনাথ পণ্ডিতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি কর্ণপূর স্বরচিত 'শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পু' গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীনাথ পণ্ডিতকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দের সমস্ত গোষ্ঠীকেই নিজের বলিয়া জানিতেন। কবি কর্ণপূর মহাপ্রভুকে 'কুলাধিদৈবত' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। কবি কর্ণপূরের গুরুদেব শ্রীনাথ বিপ্রের স্থাপিত কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ এখনও কুমারহট্টে (মতান্তরে কাঁচড়াপাড়ায়) বর্ত্তমান আছেন।

কবি কর্ণপূর যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহদ্‌গণোদ্দেশ-দীপিকা, আর্য্যশতক, দশমস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, শ্রীচৈতন্য সহস্র নাম ও কেশবাষ্টক। ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেন।

'প্রভু প্রিয় কবি কর্ণপূর গ্রন্থ কৈলা।
সনাতনে যে প্রসাদ তাহা জানাইলা ॥'

—ভঃ রঃ ১।৬৫৭

'গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপূর।
কাঁচড়াপাড়ায় বাস চৈতন্য শাখা শূর ॥
বৃদ্ধ-পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা।
পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা ॥

—বৈষ্ণবাচার-দর্পণ
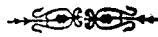
হায়দরাবাদ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরে দেওয়ান-দেউড়ীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন বুধবার হইতে ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত এবং ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন রবিবার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ দ্বাদশ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে গত ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে শুক্রবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে ইষ্ট কোষ্ট এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন রাত্রি ৯ ঘটিকায় সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতে তিনটী মোটরকারযোগে মঠে পৌঁছিতে রাত্রি ১০টা হয়। প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ (উদালা-ওড়িষ্যা), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (যশড়া শ্রীপাট) ও শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ চন্দ্র বোস)। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রী এবং বিশাখাপটনমস্থিত শ্রীচৈতন্য মিশনের সভাপতি-আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ তাঁহার ত্যক্তাশ্রমী সন্ন্যাসী-শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল গোবিন্দ মহারাজ সহ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন মঙ্গলবার রাজামুন্দ্রী হইতে প্রাতে হায়দরাবাদ মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীবৃষভাণু ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদি-বিষয়ে সহায়তার

জন্য পূর্ব্বে আসিয়া পেঁৗছিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে ৩ জুন বুধবার হইতে ৫ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ৩ জুন পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের হিন্দী ও তেলেগু ভাষায় এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের হিন্দীভাষায় প্রদত্ত প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ বেদপ্রকাশ শাস্ত্রী। ৩ জুন পূর্ব্বাহ্ন-কালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন পণ্ডিত বন্দে মাতরম্ শ্রীরামচন্দ্র রাও এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ডক্টর শ্রীবেঙ্কটেশ্বর রাও। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউর ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহায়তায় ঠাকুরের মহাভিষেক কার্য্য সংকীর্ত্তনসহ সুসম্পন্ন হয়।

৭ জুন রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার মধ্যে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্থানীয় ভক্তগণ বিভিন্ন দিনে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাতে দক্ষিণ ভারতের উপযোগী খাদ্য ইট্‌লি, সম্বরম্, রসম্, দধি-বড়া আদি বৈষ্ণবসেবার জন্য মঠে তৈরী করিতেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ তাঁহার বাগানের পাটশাক ও ভক্তগণের প্রদত্ত আম্রফলের দ্বারা সাধুগণের এবং অতিথিগণের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে পাথরঘাট্টিস্থিত শ্রীরমণিকভাই, সামসের-গঞ্জস্থিত স্বধামগত শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি, প্যাটেল মার্কেটস্থ শ্রীমদনলাল আগরওয়ালের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীবৃষভাণু ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণাকর), শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রাইয়া), শ্রীজানকীবল্লভ দাস ও শ্রীপুণ্যশ্লোক দাসাধিকারী (শ্রীপ্রশান্ত দাস), শ্রীবলদেব দাসাধিকারী (শ্রীবজ্রং সিং), শ্রীরমণিকভাই, শ্রীকৃষ্ণ রাও, শ্রীসন্তোষ আগরওয়াল, শ্রীজগৎদাসজী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে নদীয়া জেলায় চাকদহ-থানার অন্তর্গত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বার্ষিক শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা উৎসব শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় গত ৩২ জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৯), ১৫ জুন (১৯৯২) সোমবার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিন এবং স্নানযাত্রার দিন প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় দুইটী ধর্ম্মসভা এবং স্নানযাত্রার দিন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। বর্ষা না হওয়ায় স্নানযাত্রার দিন মেলা ময়দানে দর্শনের জন্য অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা), শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (গোবর্দ্ধন মঠ), শ্রীগিরিধারী দাস এবং শ্রীহরিনারায়ণ দাসাধিকারী (মৎস্য-

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীপুরীধামে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবপীঠে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শাখা প্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে গত ১৪ আষাঢ় (১৩৯৯), ২৯ জুন (১৯৯২) সোমবার হইতে ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত-অতিথি শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরিধারী দাস, শ্রীগঙ্গাধর দাস ও শ্রীঅদ্বৈতজ্ঞান দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ রায়)—চতুর্দ্দশ মূর্ত্তি ৭ আষাঢ়, ২২ জুন সোমবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে পুরী রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের পাণ্ডা পূজনীয় শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া মহোদয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদমালা প্রদান করেন। ষ্টেশন হইতে মটরকার ও জীপকারযোগে সকলে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী গত ১১ জুন বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদ হইতে ইষ্টকোষ্ট এক্সপ্রেসে পার্টির সহিত যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে অগ্রিম পুরী মঠে পৌঁছিয়াছিলেন উক্ত মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ব্রহ্মচারিত্রয়—শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (গোবর্দ্ধন মঠ) সহ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন শনিবার প্রাতে শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী পুরী মঠের সভার, রথযাত্রাদির video ফিল্মের সাহায্যে চলচ্চিত্র লইবার ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। দেরাদুন মঠ হইতে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন মঠদ্বয় হইতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ দাস, গোকুল মহাবন হইতে শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ১৯৪৭ সালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর বহুবার পুরুষোত্তমধামে আসিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল অবস্থানও করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও পুরীর নিকটবর্ত্তী আলালনাথ দর্শনে যান নাই এবং তদ্বিষয়ে কখনও চিন্তাও করেন নাই। কিন্তু এইবার জানি না কি কারণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের প্রবল ইচ্ছা হইল তীর্থ মহারাজকে লইয়া আলালনাথ দর্শন করিতে। পুরী হইতে আলালনাথ এবং আলালনাথ হইতে পুরী যাতায়াত ট্যাক্সিভাড়া শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজই বহন করিলেন। দূরত্ব হইবে ২১ কিলোমিটার। ২৬ জুন শুক্রবার শ্রীএকাদশীতিথিবাসরে শ্রীমঠের আচার্য্য এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও

খালি) ১৪ জুন রবিবার কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীমঠে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পেঁৗছেন। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সেবক শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারিসহ শ্রীমায়াপুর হইতে প্রায় একই সময়ে মটরকার-যোগে শ্রীমঠে শুভপদার্পণ করেন। কলিকাতা মঠের শ্রীগোবিন্দ দাস যশড়া শ্রীপাটের সেবার জন্য পূর্ব্বেই তথায় পেঁৗছিয়াছিল। স্নানযাত্রার দিন কলিকাতা হইতে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী আদি মঠের সেবকগণ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ, নদীয়াজেলা ও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়।

স্নানযাত্রা-দিবসে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীপ্রাণ-প্রিয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পূজা-ভোগরাগ এবং শ্রীজগন্নাথদেব ভক্তগণের স্কন্ধে সংকীর্ত্তন সহযোগে মেলাময়দানে স্নানবেদীতে শুভাগমন করিলে তথায় অষ্টোত্তর শতঘটে মহাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে প্রথমে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে শ্রীমঠের আচার্য্যদেব, পরে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রী-বলরাম ব্রহ্মচারী সর্ব্বক্ষণ হরি-সংকীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। শ্রীমঠের আচার্য্য তাঁহার ভাষণে যশড়া শ্রীপাটের পূর্ব্বের মঠ-রক্ষক শ্রীমদ্ নিমাইদাস বনচারী প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে তাঁহার গুরুনিষ্ঠা, মঠের সেবার জন্য নিষ্কপট প্রচেষ্টা, সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন।

স্নানযাত্রার পরদিন (১ আষাঢ়, ১৬ জুন) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-তিথিবাসরে স্বধামগত শ্রীমদ্ নিমাইদাস বনচারী প্রভুর বিরহোৎসবে মঠের বৈষ্ণবগণ ছাড়াও স্থানীয় শতাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ঘটনাচক্রে উক্ত দিবস ভারত বন্ধ থাকায় বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ স্থানে যাইতে না পারায় সকলেই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্যও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ নিমাইদাস বনচারী প্রভুর সৌভাগ্যফলেই তাঁহার বিরহোৎসবে বৈষ্ণবগণের উপস্থিতি।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্ম-চারী, শ্রীনিমাই চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীসনন্দন দাস (ভাগ্য), শ্রীবলরাম দাস (যশড়া) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

১৬ জুন ভারত বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় গোলযোগের আশঙ্কায় তৎপূর্ব্বদিবস স্নানযাত্রার দিনই উৎসবান্তে সন্ধ্যায় শ্রীমঠের আচার্য্য কলিকাতায় ফিরিবেন স্থির করিয়া স্থানীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ট্যাক্সি রিজার্ভ করিয়াছিলেন। ট্যাক্সির অত্যাবশ্যকতা ৯৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পরমপূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কলিকাতা মঠে পেঁৗছিবার সৌকর্য্যার্থে কথাবার্ত্তা হইয়া স্থির হইল ট্যাক্সি ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আসিবে, মেলার ভীড়ের জন্য কিছু দূরে থাকিবে, হাঁটিয়া গিয়া উঠিতে হইবে। মহারাজগণ এবং মহারাজগণের সহিত যে তিনজন ব্রহ্মচারী যাইবেন তাঁহারা বিছানা-পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত বসিয়াও যখন ট্যাক্সি আসিল না, ট্যাক্সির খবরের জন্য লোক গেল। কিছুক্ষণ পরে খবর আসিল ট্যাক্সি খারাপ হওয়ায় মেরামতের জন্য কারখানায় প্রেরিত হইয়াছে। রাত্রি ৮টার সময় খবর লইয়া জানা গেল রাত্রি হইয়াছে বলিয়া ট্যাক্সি যাইবে না। সবই শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছা। বিছানাপত্র যাহা বাঁধা হইয়াছিল, তাহা আবার খুলিতে হইল। যদিও শ্রীমঠের আচার্য্যের কলিকাতায় পেঁৗছান জরুরী কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল, তথাপি ভারত বন্ধের দরুণ তাঁহাকে যশড়া মঠে আবদ্ধ থাকিতে হইল। পরদিন প্রাতে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য অগ্রিম অর্থ এবং অধিক অর্থ দিয়া রিজার্ভ ট্যাক্সিযোগে পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তিনজন ব্রহ্মচারিসহ যশড়া হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্যান্য সকলে ট্রেনযোগে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী আলালনাথ*, ব্রহ্মগিরি† আদি দর্শনের জন্য পুরী গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে ব্রহ্মগিরিতে পেঁাছেন। ট্যাক্সি আলালনাথ মন্দিরের সম্মুখে দ্বারদেশের নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। আলালনাথ মন্দিরের সেবা বর্ত্তমানে বশিষ্ট গোত্রীয় এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিত হইতেছেন। পূর্ব্বে দক্ষিণদেশের কোমা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিত হইতেন। কোমা ব্রাহ্মণগণ হইতে বশিষ্ট গোত্রীয় ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কিভাবে সেবা পাইলেন তাহার ইতিবৃত্ত 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ কথিত হয়ঃ—দক্ষিণদেশ হইতে ১২০০ ঘর কোমা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়াছিলেন আলালনাথের সেবার জন্য। কোনও একসময়ে কোমা ব্রাহ্মণগণের এক পূজারী কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যান নিজ অল্পবয়স্ক পুত্রের উপর পূজার ভার দিয়া। সরলহৃদয় পূজারীর পুত্র পূজার নিবেদন-মন্ত্র না জানায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 'ভোগ খাও' বলিয়া প্রার্থনা জানাইলে, নারায়ণ্ সবকিছু খাইয়া ফেলিলেন। বালকের মাতা ভোগের প্রসাদ কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল, নারায়ণ সবই খাইয়াছেন। মাতা শিশুপুত্রের কথা বিশ্বাস করিলেন না। চঞ্চল পুত্র নিজে ভোগ খাইয়া এখন প্রহারের ভয়ে মিথ্যা-কথা বলিতেছে। কিন্তু ক্রমাগত কয়েকদিন যাবৎ ঐরূপ ঘটনা হইলে বালকের মাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিছুদিন বাদে পূজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুত্রের অলৌকিক কার্য্যের কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণও নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন স্ত্রীর কথা সত্য। বালক পুত্র 'প্রভু খাও' বলিয়া নিবেদন করিলে নারায়ণ সবই খাইয়া ফেলেন। পূজারী চিন্তিত হইলেন নারায়ণ সব খাইয়া ফেলিলে তাঁহাদের জীবনধারণ কি করিয়া সম্ভব হইবে। ব্রাহ্মণ একদিন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুত্রের নিবেদিত দ্রব্য নারায়ণকে চারিহস্তে খাইতে দেখিয়া নারায়ণের হস্ত ধরিয়া বলিলেন—'আপনি সব খাইয়া ফেলিলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব।' আলালনাথ বলিলেন—'আমি তোমার পুত্রের প্রীতিতে ভোগ খাই। তুমি আমার নিকট বর নাও।' পূজারী বলিলেন—'আমি আর কি বর নিব। আপনি সবই খাইয়া ফেলিতেছেন, আমরা অনাহারে মরিব।' আলালনাথ তদুত্তরে বলিলেন—'আজ হইতে তোমার কোন দ্রব্য আমি গ্রহণ করিব না। জগতের সমস্ত দ্রব্যই আমার ভোগ্য, তুমি তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিলে। এজন্য তুমি অচিরেই জ্ঞাতিবর্গসহ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু তোমার পুত্র আমার ধাম প্রাপ্ত হইবে।' আলালনাথের এইপ্রকার উক্তির পর দক্ষিণদেশের ১২০০ ঘর কোমা ব্রাহ্মণ একে একে বিনষ্ট হইলেন। তখন আলালনাথের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রাজা পুরুষোত্তমদেব বশিষ্ট গোত্রীয় ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা আলালনাথের পূজার ব্যবস্থা করিলেন।

১৪৩২ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিতে প্রথম শুভপদার্পণ করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর অনবসর সময়ে এক পক্ষকাল শ্রীজগন্নাথের দর্শন হয় না। শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া মহাপ্রভু বিরহে আলালনাথে আসিয়া থাকিতেন।

> 'অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
> বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥'
> —চৈঃ চঃ ম ১৷১২২
>
> 'গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
> আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥'
> —ঐ ম ১১৷৬৩

'ভগবদ্‌প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ বিরহ। যেখানে বিরহ নাই সেখানে প্রেম নাই। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির বিরহ প্রেম নহে।'—ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য মনে হয় অসীম কৃপায় মহাপ্রভুর আলালনাথে লইয়া আসিবার কারণ।

---

* আলালনাথ ঃ—তামিলভাষায় ভগবৎপার্ষদগণকে আলোয়ার বা আলবর বলা হয়। রামানুজ সম্প্রদায়ের দ্বাদশজন আলবর বা ভগবৎ পার্ষদগণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আলবরগণের নাথ বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ আলবরনাথ নামে খ্যাত হইয়াছেন। চলিত ভাষায় আলবরনাথকে আলালনাথ বলে। আলালনাথ সুন্দর দর্শন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির নাম শ্রীজনার্দ্দন। মন্দিরাভ্যন্তরে আলালনাথের সহিত শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা, শ্রীললিতাদেবী ও শ্রীবিশাখাদেবী বিরাজিত আছেন।

† ব্রহ্মগিরি ঃ—ব্রহ্মার তপস্যাস্থল।

আলালনাথ দর্শনের পর মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী **মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন প্রস্তরখণ্ড** দর্শনের জন্য যাওয়া হয়। প্রস্তরখণ্ডের উপরে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ কিংবদন্তি শ্রীআলালনাথ বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহব্যাকুলান্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে প্রস্তরখণ্ড বিগলিত হইয়া ঐরূপ চিহ্নযুক্ত হইয়াছেন। সকলে সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন মন্দিরের সম্মুখস্থ পাকা অঙ্গনে বসিয়া মৃদঙ্গ করতাল ছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থনাসূচক নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন করেন। তৎপরে আলালনাথ মন্দিরের নিকটে শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্থাপিত শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে যাওয়া হয়। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গোপীনাথ বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। বর্ত্তমানে মন্দিরটি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শ্রীমন্দিরের বিপুল ভূ-সম্পত্তি। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী জমির উপরে দীর্ঘ প্রাচীর আছে। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে একজন সাধু উক্ত মঠের সেবার দায়িত্বে আছেন। সেই সাধুরই পথনির্দ্দেশক্রমে শ্রীরায় রামানন্দের আবির্ভাবস্থান বেণ্টপুর যাওয়ার প্রোগ্রাম করা হয়। তদনুসারে সকলে ট্যাক্সিতে বসিয়া অদূরে অবস্থিত বেণ্টপুর গ্রামে পেঁছেন। পেঁছিতে ১০ মিনিট সময় লাগে। গ্রামের রাস্তা সরু। বড় গাড়ী বা বাস যাওয়ার উপযুক্ত নহে। শ্রীরায় রামানন্দ প্রভুর কৃপায় বেণ্টপুরে তাঁহার আবির্ভাবস্থান দর্শনের সৌভাগ্য হইল। রায় রামানন্দ প্রভুর পরবর্ত্তী বয়োকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়েকের গৃহে যাইয়া কিছু সময় অতিবাহিত করা হয়। উক্ত গৃহে বসিয়া সকলে শ্রীরায় রামানন্দের স্মৃতিতে বৈষ্ণবমহিমাত্মক কীর্ত্তন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীশিখি মাহিতির কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমাধবীদেবীর সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির সন্নিকটে থাকায় তাহাও দর্শন করা হয়। সকলে মঠে ফিরিয়া আসেন বেলা ১১-৩০টায়। যাতায়াত পথে রাস্তার দুইপার্শ্বে বর্ষার দরুণ বিস্তীর্ণ জলরাশি দৃষ্ট হয়।

২৮ জুন রবিবার সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর (চন্দন পুকুর), আঠারনালা দর্শনান্তে বেলা ১০টার মধ্যে ভক্তগণ মঠে ফিরিয়া আসেন। আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সম্পূজিত হইলে সকলে ক্রমানুসারে অঞ্জলি প্রদান করেন।

২৯ জুন সোমবারেও পরমপূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে ভক্তগণ প্রাতঃ ৭-১৫টায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমান্তে শ্বেতগঙ্গা, শ্রীগঙ্গামাতা মঠ, শ্রীরাধাকান্ত মঠ (গম্ভীরা), সিদ্ধবকুল প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে বেলা ১১টার মধ্যে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যেক স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

৩০ জুন মঙ্গলবার প্রাতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ স্বর্গদ্বার, সমুদ্রদর্শন ও জলস্পর্শ, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীটোটা গোপীনাথ, যমেশ্বর শিব প্রভৃতি দর্শন করা হইবে বলিয়া সূচনা করা হইলেও পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া মহোদয় উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসববাসরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইবেন বলিলে উপরোক্ত প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়। কেবলমাত্র পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ও কতিপয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং বঙ্গদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় গৃহস্থগণ রিক্সাযোগে টোটাগোপীনাথ দর্শন করিয়া আসেন।

১ জুলাই বুধবার শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন তিথিতে প্রায় সমস্তদিনই বর্ষা হয়। বর্ষণের মধ্যেই ভক্তগণ পূর্ব্বের ন্যায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন করিয়া বেলা ১-৩০ টায় মঠে ফিরিয়া আসেন। বর্ষা হওয়ায় এইবার গুণ্ডিচা মন্দিরের ভিতরে ঝাড়ু দিয়া মার্জ্জনের সুযোগ হয় নাই। বর্ষণের মধ্যেই সংকীর্ত্তন সহযোগে

গুণ্ডিচা মন্দির চারিবার পরিক্রমা করা হয়। মন্দিরের প্রাচীরের সংলগ্নস্থ আচ্ছাদিত বারান্দায় বসিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ করেন শ্রীমঠের আচার্য্য। তিনি হিন্দী ভাষায়ও মার্জ্জনের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। উক্ত দিবস পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের কথা ভক্তগণের স্মৃতিপথে উদিত হয়। প্রথমদিকে বর্ষণের দরুণ ভক্তগণ সিক্ত হইলেও ফিরিবার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও রাস্তা ঠাণ্ডা থাকায় নগ্নপদে ভক্তগণের ফিরিতে কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে ২৯ জুন সোমবার হইতে ১ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালাইয়া বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার উদ্‌ঘাটন করেন পুরীর গজপতি মহারাজ সম্মাননীয় শ্রীদিব্যসিংহ দেব মহোদয়। উদ্‌ঘাটনকালে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি হয়। সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন পুরীর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এড্‌ভোকেট শ্রীবামদেব মিশ্র, ত্রিপুরার পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর দামোদর পাণ্ডা এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। প্রধান অতিথিরূপে আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহ দেব, ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের জন-অভিযোগ ও পেনশন বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর প্রসন্ন কুমার পাটসানি এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। পুরীর অতিরিক্ত জেলাধীশ ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রশাসক শ্রীরবিনারায়ণ মিশ্র এবং এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। সভায় বক্তব্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'শান্তিলাভের উপায়' এবং 'শ্রীচৈতন্য মহা-

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন
বামদিক হইতে—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীবামদেব মিশ্র।
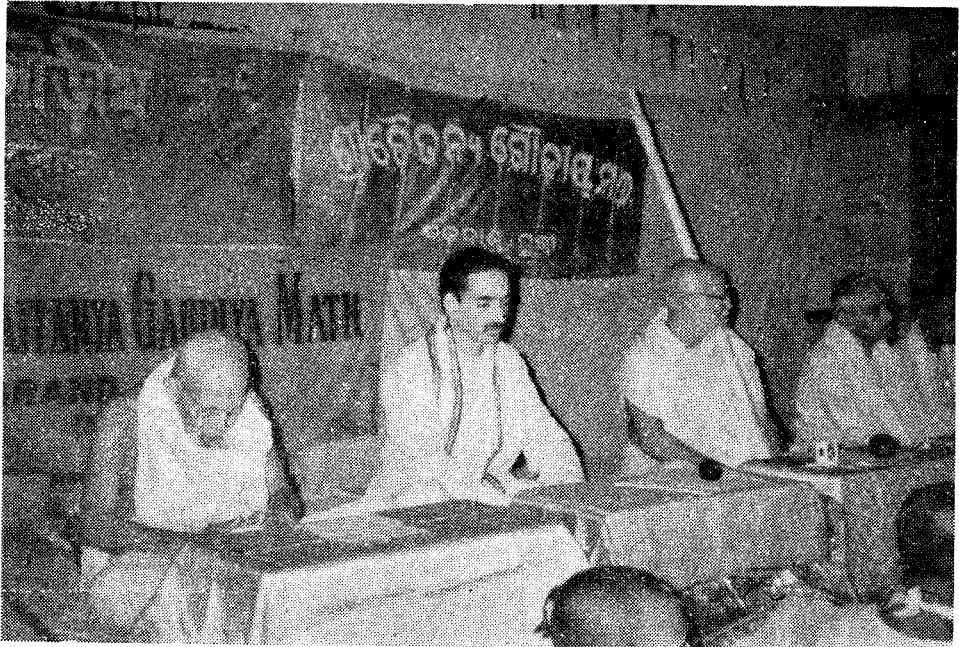
প্রভু ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট বক্তা এবং অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণের ভাষণ ওড়িয়া, হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী বিভিন্ন ভাষায় পরিবেশিত হয়। সভায় বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে **গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব** উদ্বোধন ভাষণে বলেন—'পবিত্র পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছে। আমরা এই পরম পবিত্র ধামে সাধুগণের দর্শন এবং তাঁদের নিকট হ'তে পবিত্র বাণী শুন্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সাধুগণের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আদেশ—নির্দ্দেশ পালন করতে পারলে যথার্থ মঙ্গল হয়। প্রতি বৎসর এই পবিত্র পীঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আমরা সাধুগণের উপদেশ-বাণী শুনে ভগবদ্বিষয়ে প্রেরণা লাভ করি এবং নিত্য মঙ্গলের রাস্তা কি তার সন্ধান পাই। আজ সংকীর্ত্তন-ভবনে মঞ্চে বহু সাধুর দর্শন লাভ ক'রে সুখী হয়েছি। আজকের বিষয়বস্তু 'ভক্তাধীন ভগবান্'। আপনারা ভক্তসাধুগণের নিকট বিষয়টী মনোযোগ দিয়ে শুন্‌বেন। আমি সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি।'

তৃতীয় অধিবেশনে সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব অবসরপ্রাপ্ত **প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আজকের বক্তব্য বিষয়—'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। এক সময় ছিল যখন লোকে ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যেতো ভগবানের আরাধনা কর্‌তে। তখন সমাজে শুদ্ধ আচার ছিল। কলিযুগে সকলের সঙ্গে থেকে হরিনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হবে। সাধুসঙ্গে নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম-সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আবির্ভূত হয়ে ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি কখনও কৃষ্ণভাবে, কখনও বা রাধাভাবে বিভাবিত থাকতেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বৌদ্ধবাদকে

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন
সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র বক্তৃতা করিতেছেন, তাঁহার বামপার্শ্বে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

নিরসন ক'রে বলেছিলেন—'সোহহং'—'আমি ও ভগবান্ এক'। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন আমি কিছু নই, আমি কৃষ্ণের দাস। মানুষের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে একসঙ্গে থেকে তিনি নিজে হরিনাম করতেন, সকলকে করাতেন। তিনি অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন ক'রে শুদ্ধ-ভক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন এবং কত ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিকে উদ্ধার ক'রে ভক্তিপথে টেনে এনেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হ'তেই সকলে একত্রে মিলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতার ইচ্ছায় পুরীধামে অবস্থান করেছিলেন ২৪ বৎসর। তন্মধ্যে দক্ষিণভারতে এবং বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করে তিনি প্রচার করেছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যেখানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতেন সেখানে আজও তাঁহার হাতের অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। আমাদের সকলেরই উচিত সংসারে থেকে হরিনাম করা। ভগবান্ শ্রীজগন্নাথরূপে সকলেরই নাথ, সকলকে আলিঙ্গন করেন। কাল শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। পতিত-পাবন শ্রীজগন্নাথদেব সকলকে দর্শন দিয়ে উদ্ধার করবেন।'

১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা শুভবাসরে প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং পাঠের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। ভীড়ের মধ্যে যাঁহারা যাইতে অসমর্থ, রথযাত্রার মহিমা শ্রবণের দ্বারা তাঁহাদের উক্ত ফল লভ্য হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মঠ হইতে বাহির হইয়া বড়দাণ্ডের পথে অগ্রসর হইয়া রথের সমীপে উপনীত হন। রথাগ্রে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনের পর রথ চলিবার মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনান্তর পুনরায় সকলে কীর্ত্তনসহ মঠের সম্মুখভাগে ফিরিয়া আসেন। বড়দাণ্ডে মঠের সম্মুখে কীর্ত্তনকালে শ্রীচৈতন্য মঠের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ অবধূত মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত রথযাত্রার প্রসঙ্গ, যাহা পৃথক্ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, কীর্ত্তন করেন। পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণ উহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমদ্ অবধূত মহারাজের নির্দ্দেশে তাঁহার রচিত গীতিটিও পাঠ করা হয়। রথযাত্রার দিন শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার রথ কিছুদূর অগ্রসর হন, শ্রীজগন্নাথের রথ চলেন নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে আগরতলা মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিতে হইবে এইরূপ প্রোগ্রাম হওয়ায়, তিনি পাঁচ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিসহ পুরী এক্সপ্রেসযোগে কলি-কাতা যাত্রা করেন।

৩০ জুন মঙ্গলবার দিল্লীর শ্রীরামভোজ গুপ্তা, ১ জুলাই কলিকাতার শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, ২ জুলাই জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা, ৪ জুলাই ও ৬ জুলাই গৌহাটীর শ্রীমতী মীরা রায় বৈষ্ণবসেবা ও মহোৎ-সবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরু-দেবের ও সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। রথযাত্রার দিন সর্ব্বসাধারণে খিচুড়ী-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৩০ জুন রাত্রিতে পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া মহো-দয়ের আশীর্ব্বাদস্বরূপ বিচিত্র মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া মঠের বৈষ্ণবগণ কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীজয়দেব প্রভু, শ্রীযশোদাজীবন বনচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীললিতমোহন দাসাধিকারী (শ্রী-লোকনাথ নায়ক) প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টায় মহোৎসব অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, কলিকাতা ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রথম সারির ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যের অন্যতম এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ গত ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন শনিবার শুক্লা-ত্রয়োদশীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রদত্ত চিড়া-দধি মহোৎসব তিথিবাসরে কলিকাতায় ৬৫ বৎসর বয়সে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিগণ মঠের নিকটবর্ত্তী ল্যান্সডাউন নার্সিং হোম হইতে তাঁহাকে মঠে বহন করিয়া আনিলে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক দণ্ডবৎ প্রণতি, ঠাকুরের চরণামৃত, চরণতুলসী, প্রসাদী পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা তিনি সম্পূজিত হন। পরে ব্রহ্মচারিগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিধি সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার বিরহোৎসব কলিকাতা মঠে ৫ আষাঢ়, ২০ জুন শনিবার কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব-তিথি শুভবাসরে সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে তাঁহার সতীর্থ ও সতীর্থাগণ এবং নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। উৎসবের ব্যবস্থা শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী করিয়াছিলেন। রাত্রিতে বিরহসভায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গুণমহিমা কীর্ত্তনমুখে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীপাদ বামন মহারাজ বর্ত্তমান আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ।

তিনি অল্প বয়সে ১৯৪৬-৪৭ সালে শ্রীল গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণনাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষানাম শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট হইতে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথিবাসরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে তিনি ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ নাম প্রাপ্ত হন। ২৪ পরগণা জেলার মানখণ্ডে থানা—ডায়মণ্ড হারবার তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল—শ্রীবলরাম পুরকায়স্থ।

তিনি মেদিনীপুর সহর শিববাজারস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে, চাঁপাহাটীর শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে, আসাম প্রদেশের গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং অন্যান্য মঠে অবস্থান করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত এবং স্বয়ং পার্টী সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচারে গিয়াছিলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন এবং হৃদয়গ্রাহীরূপে ভাগবত পাঠ ও হরিকথা বলিতে পারিতেন। শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনেও তাঁহার যথেষ্ট পারঙ্গতি ছিল। তিনি কার্ত্তিকব্রতকালে যথাসময়ে নিয়মসেবায় যোগ দিতেন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, উত্তরভারত, দক্ষিণভারত পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া নিজ যোগ্যতানুসারে সেবা করিতেন। তাঁহার অমায়িক সহাস্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলে সুখী হইতেন। শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচারেতে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

তাঁহার অকস্মাৎ অপরিণত বয়সে স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহসন্তপ্ত।
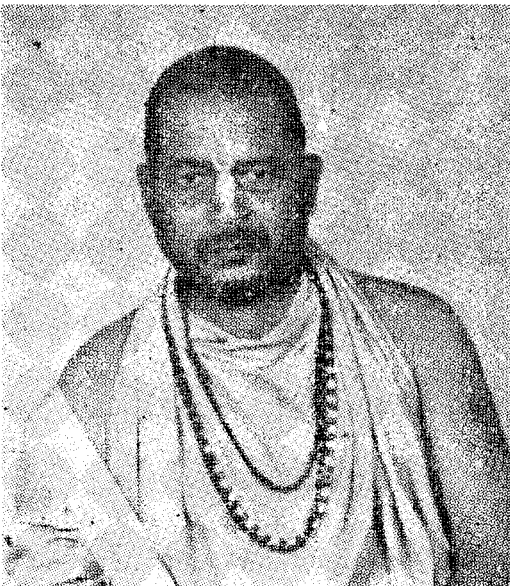
শ্রীকালীদাস খাঁ, ঝাণ্টিপাহাড়ী (বাঁকুড়া) ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন স্নিগ্ধ বৈষ্ণব বাঁকুড়া জেলান্তর্গত ঝাণ্টিপাহাড়ী-নিবাসী শ্রীমৎ কালীদাস খাঁ বিগত ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন বৃহস্পতিবার নিজগৃহে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে তিনি শারীরিক সামর্থ্য থাকা অবস্থায় ঝাণ্টিপাহাড়ীতে এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচারে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে যথেষ্ট প্রীতি করিতেন। ১৯৪৪ সালে শ্রীল গুরুদেব ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তে যখন প্রতিবৎসর বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচারে যাইতেন শ্রীকালীদাস খাঁ সেই সময়ে ১৯৫৪ সালে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হন। তিনি তাঁহার অমায়িক স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং সেবা-প্রবৃত্তির দ্বারা সকলের হৃদয়কে জয় করিয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তি-কালে তাঁহার বয়স অশীতি বৎসরের উপর হইয়াছিল। ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন শুক্রবার তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য যথা-বিহিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, সরভোগ (আসাম)— শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত শিষ্য নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু গত ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে আসামে বরপেটা-জেলান্তর্গত সরভোগ সহর হইতে কিছু দূরে একটী গ্রামে নিজগৃহে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তি-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আনুমানিক অশীতি বৎসর। শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির সদস্য এবং কৃষ্ণ-নগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধযুক্ত তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার অসুস্থতাকালে দৈববশতঃ শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সরভোগ গৌড়ীয় মঠে ছিলেন। তিনি অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃদেব শ্রীশিবানন্দ বনচারী প্রভু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সরভোগ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া দীর্ঘদিন মঠরক্ষকরূপে নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্ত পিতৃদেবের আদর্শ অনুসরণ করতঃ ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতেন এবং সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবায় নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অসমীয়াভাষায় সুন্দরভাবে তিনি হরিকথা বলিতে পারিতেন। বৈষ্ণববিধানানুসারে শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন-কৃত্যাদিতে তিনি বিশেষ পারঙ্গত

ছিলেন। আসামের দূর দূর স্থান হইতে আহূত হইয়া তিনি কষ্ট স্বীকার করতঃ ভক্তগণের বাড়ীতে যাইতেন এবং ঐসব কৃত্যাদি করিতেন। সরভোগ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য তিনি ভিক্ষা সংগ্রহেও যাইতেন। গত ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই তাঁহার বিরহোৎসব সুসম্পন্ন হয়।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ, বিশেষত আসামের মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণ খুবই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আগরতলাস্থিত
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে
মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত পালনের বিপুল আয়োজন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আগামী ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর বুধবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ২০ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা উপলক্ষে নিম্ন-কার্য্যসূচী অনুযায়ী অত্র আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। শ্রীদামোদরব্রতের পরেও ২৪ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব আগরতলা মঠে অবস্থান করিবেন।

কার্য্যসূচী

প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টা, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪-৩০টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সাধন-ভজনপরিপোষক বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ও অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশিক্ষাষ্টক, মঙ্গলারতি-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক ও মন্দির পরিক্রমণান্তে **প্রাতঃ ৫-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবে।**

২০ আশ্বিন—পাশাঙ্কুশা একাদশী ; ২১ আশ্বিন—পূর্ব্বাহ্ন ৯।২৭ মিঃ মধ্যে পারণ, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব ; ২৪ আশ্বিন—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা, শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব ; ২৯ আশ্বিন—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ; ২ কার্ত্তিক—**শ্রীবহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি** ; ৫ কার্ত্তিক—শ্রীরমা একাদশীর উপবাস ; ৬ কার্ত্তিক—শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয়, পূর্ব্বাহ্ন ৮।২৬ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ ; ৮ কার্ত্তিক—শ্রীদীপান্বিতা ; ৯ কার্ত্তিক—**শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব** ; ১০ কার্ত্তিক শ্রীল বাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ; ১৬ কার্ত্তিক—শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব, শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী।

২০ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর শুক্রবার—শ্রীউত্থানৈকাদশী। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা **শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৮৮-তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা।** শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

২১ কার্ত্তিক—**শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব।** পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টার মধ্যে পারণ।

২৪ কার্ত্তিক—**শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।** শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীল নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব।

ব্রত পালনের নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীজগন্নাথ মন্দির, আগরতলা (ত্রিপুরা), পিন্ ৭৯৯০০১ এই ঠিকানায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের নিকট পত্রালাপে বা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ বিছানা, মশারি, টর্চ্চ, ঘটিবাটি ও থালা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

বিঃ দ্রঃ—দৈবানুরোধে কার্য্যসূচীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist....................................... Pin.......................

★◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆★

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৩৯৯
২০ পদ্মনাভ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ১৯৯২ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৮ ; ৩০শে মার্চ্চ ১৯৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৯শে মার্চ্চ তারিখের দৈন্যপূর্ণ পত্র পাইলাম এবং আপনার বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাত হইলাম। প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিক্লবমতি হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন। ক্রমশঃ কৃষ্ণেচ্ছায় যাবতীয় তাপ দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে ভগবৎসেবা-বল লাভ হইবে এবং নিরন্তর হরিভজন-প্রবৃত্তি উদিত হইবে। তখন যাবতীয় দুঃসঙ্গের বাধা ও ব্যবধান-সমূহ দূর হইয়া নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রগতি বর্দ্ধিত হইবে।

আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় আপনি শীঘ্রই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ-পূর্ব্বক হরিভজনে নিযুক্ত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। এইখানে বিশেষ গরম পড়িয়াছে। বিশেষ যাতনা ও পীড়া বোধ করিলে গৌড়ীয় মঠ হইতে কোন পরিচিত মঠসেবককে আনাইয়া হরিকথা ও হরিনাম শুনিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Rose villa
Elk Hill, Oatacamund
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ ; ৯ই জুন, ১৯৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৪ঠা জুন তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ছায়াচিত্রের যন্ত্র খরিদ করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। সাধারণে এইরূপ চিত্রের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতে আনন্দবোধ করে—একথা আমরা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

সংসারে কোন সুখ নাই। সংসার নানাপ্রকার অঘটন ঘটাইয়া বহু অশান্তির উদয় করায়। তাহাতে ভাল-মন্দ ও আংশিক পবিত্রতা থাকিলেও অনেক সময় নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এ জন্যই "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের প্রাকট্য। শ্রী-গোলোকধামে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা নাই। যাহা হউক, স্থানবিশেষে ও কালবিশেষে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

পিছলদা-গ্রামে শীঘ্রই গৌরপাদপীঠের মন্দির হওয়া আবশ্যক। আমরা সম্প্রতি চৌদ্দজন ব্যক্তি উটকামণ্ডপর্ব্বতে বর্ত্তমান। শ্রীরামানন্দ-গৌরমিলন-স্থল (কভুরে) আগামী জুলাই মাসে শ্রীবিগ্রহ প্রাকট্য লাভ করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৩ পৃষ্ঠার পর]

(রাসগীতা) [১০।৩১।১-১৯]

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥৪৬॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ-
সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥৪৭॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসা-
দ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৪৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

গোপীগণ কহিলেন, হে দয়িত! তোমার জন্মের দ্বারা এই ব্রজ জয়যুক্ত হইয়াছে। ইন্দিরা অর্থাৎ ধামলক্ষ্মী সর্ব্বদা ব্রজকে আশ্রয় করিয়া আছেন। আমাদের সম্মুখে তোমরা উদয় হইয়া দেখা দাও। তোমাতে প্রাণধারণপূর্ব্বক তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি ॥ ৪৬ ॥

হে সুরতনাথ! হে বরদ! আমরা তোমার বিনামূল্য দাসী। শরৎ ঋতুতে সরোবরে সুন্দরজাত বিকসিত কমলমধ্যবর্ত্তী শোভাহারী তোমার নয়নদ্বারা আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে বধ করিতেছ। ইহা কি বধ নয়? একবার দেখা দিয়া দাসীগণের প্রাণরক্ষা কর ॥ ৪৭ ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪৯॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫০॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৫১॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্ ।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥৫২॥

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥৫৩॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৫৪॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃক্ষোভয়ন্তি হি ॥৫৫॥

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥৫৬॥

তুমি আমাদিগকে কালীয় বিষজল, ব্যালরূপ অঘাসুর, ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষা ও বিদ্যুতানল, বৃষাসুর, ময়তনয় এবং অন্য সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। হে ঋষভ! এখন কিনা তুমি অদর্শন হইয়া আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছ ॥ ৪৮ ॥

যশোদানন্দন তুমি কৃষ্ণ! তোমাতেই আমাদের নিজসত্ত্ব। কিন্তু তোমার যে ভাব দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সেই ভাব আচ্ছাদনপূর্ব্বক অখিল দেহীর অন্তরাত্মার দ্রষ্টারূপ বিষ্ণু, ব্রহ্মার দ্বারা বিশ্ব রক্ষার জন্য প্রার্থিত হইয়া সাত্বতগণের কুলে জন্মিয়াছ, এই পরিচয়ে আমাদের নিকটেও উদাসীন হইয়া পড়িতেছ। যাহাই হউক, আমাদের নিকট এরূপ ভাব ভাল দেখায় না ॥ ৪৯ ॥

হে বৃষ্ণিধূর্য! যশোদানন্দন বলিলে তোমার ভাবান্তর হয় দেখিয়া আমরা এখন বসুদেব-নন্দনতার পরিচয়ে তোমাকে ডাকিব। তোমার করকমল তোমার চরণাশ্রিতগণের সংসৃতিনাশরূপ বিরচিত অভয় হইয়াছে। আমরা তোমার বিচ্ছেদভয় নিবারণস্বরূপ সেই করকমলকে দেখিতেছি। হে কান্ত! আমাদের সংসৃতি-ভয় নাই। কৃপা করিয়া তোমার কামদ শ্রীকরগ্রহ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিয়া বিচ্ছেদক্লেশ দূর কর ॥ ৫০ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! তুমি স্ত্রীগণের বীর। নিজজনের গর্ব্বনাশক তোমার মন্দহাস্য। হে সখে তোমার নিত্য কিঙ্করী আমরা। আমাদিগকে তোমার সুন্দর মুখপদ্ম দেখাও ॥ ৫১ ॥

তুমি প্রণতদেহীদিগের পাপকর্ষণ। গাভীগণের পশ্চাৎগামী। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিকেতন। কালিয় ফণীর ফণায় অর্পিত তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করিয়া কামকে নাশ কর ॥ ৫২ ॥

হে পুষ্করলোচন! তোমার মধুর বাক্য যাহা সুন্দর পদাবলীমিশ্রিত এবং পণ্ডিতদিগের যাহা অতিশয় মনোজ্ঞ, সেই বাক্যের দ্বারা মোহপ্রাপ্ত এই বিধিকরী অর্থাৎ কিঙ্করীদিগকে হে বীর! অধরামৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ কর ॥ ৫৩ ॥

তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন। কবিগণ বলিয়াছেন যে, ইহাতে সকল কল্মষ দূর হয়। ইহা শ্রবণমঙ্গল এবং শ্রীমদের দ্বারা আতত বিস্তৃত। জগতে যাঁহারা বহু দান করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা বহুসুকৃতিশালী, তাঁহারা তোমার কথামৃত পান করেন ॥ ৫৪ ॥

হে প্রিয়! তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেমদর্শন, তোমার ধ্যান, মঙ্গল বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী নির্জন আলাপ, যে কুহক আমাদের মনকে ক্ষোভিত করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥৫৭॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥৫৮॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্মরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥৫৯॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড়উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥৬০॥

হে কান্ত ! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চরাইতে চরাইতে বনে বনে যাও, তখন তোমার পদ্মসদৃশ সুন্দর পদ শিলাতৃণাঙ্কুরদ্বারা ক্লেশ পায়, চিন্তায় আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা ক্লিষ্ট থাকে ॥ ৫৬ ॥

হে বীর ! দিবাবসানে তোমার নীলকুন্তলাবৃত গোপদধূলি ধূসরিত বদনকমল পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কাম প্রদান করিয়া থাক ॥ ৫৭ ॥

হে আধিহন্ কৃষ্ণ ! তোমার প্রণতজনের কামদ, লক্ষ্মী-কর্তৃক অর্চ্চিত, পৃথিবীর একমাত্র শোভা, আপদকালে ধ্যেয়, কামতাপ শান্তিকারী পাদপদ্ম হে রমণ ! আমাদের স্তনযুগলে অর্পণ কর ॥ ৫৮ ॥

হে বীর ! সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপ চুম্বিত, নরগণের ইতর রাগ বিস্মারণ স্বরূপ তোমার অধরামৃত আমাদিগকে দান কর ॥৫৯

দিবসে যখন তুমি বনে চল, তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের প্রত্যেক ত্রুটী-পরিমাণকালে যুগসদৃশ হইয়া পড়ে। কুটীল কুন্তলযুক্ত তোমার শ্রীমুখ বিশেষ আগ্রহের সহিত আমরা দেখি। আমাদের চক্ষের পলক তখন বাধা দেয়। বিধাতা নিতান্ত নির্ব্বোধ যে, কৃষ্ণমুখদর্শনকারীর চক্ষে পলকসৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৬১॥
রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥৬২॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥৬৩॥
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়ঃ দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৬৪॥

হে অচ্যুত ! পতি, সুত, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধবগণকে অতিশয় লঙ্ঘন করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাদের আসার কারণ তুমি জান। তোমার গীতদ্বারা মোহিত হইয়া আসিয়াছি। হে কিতব ! এমত অবস্থায় তোমা ব্যতীত আর কোন্ পুরুষ স্ত্রীগণকে রাত্রে এরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ॥৬১॥

তোমার সহিত যে কামোদয়কারী নির্জ্জন আলাপ, তোমার হাস্যমুখ, প্রেমদৃষ্টি, বৃহদ্বক্ষসৌন্দর্য্য এবম্বিধ তোমার অপূর্ব্ব স্বরূপ দর্শনে মুহুর্ম্মুহুঃ আমাদের মন মোহিত হইয়াছে এবং রতিস্পৃহা উদয় হইয়াছে ॥৬২

হে কৃষ্ণ ! তোমার এই প্রকটব্যক্তি ব্রজবাসীদের পক্ষে সকল ক্লেশ-নিবারক এবং বিশ্ব-মঙ্গলজনক। তোমাকে পাইবার স্পৃহাযুক্ত যে স্বজন আমরা, আমাদের নিকট হৃদ্রোগনাশক যে তোমার ঔষধি আছে, তাহা কিঞ্চিৎমাত্র আমাদিগকে দেও ॥ ৬৩ ॥

আহা ! আমরা আর কি বলিব, তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ। তোমার যে চরণাম্বুজ, তাহা আমাদের কর্কশ স্তনোপরি হে প্রিয় ! আমরা কত ভয়ের সহিত ধারণ করি। সেই চরণকমলের দ্বারা তুমি বনে বনে ভ্রমণ কর। পাছে কূর্পাদি দ্বারা তাহা ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা ব্যথিত হইতে থাকি ॥৬৪

(ক্রমশঃ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শুভাগমনকালে শ্রীবল্লভ ভট্টের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার তাৎকালিক বাসস্থান আড়াইল গ্রামে তদ্‌গৃহে শুভাগমন করেন, এই সময়ে তিরুহিতা পরমভক্ত পণ্ডিত রঘুনাথ উপাধ্যায় তথায় আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'কৃষ্ণেমতিরস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারবঙ্গ বা দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটি জেলা তিরহুট বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রদেশের অধিবাসীকে তিরুটিয়া বলে। কৃষ্ণভক্ত উপাধ্যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে 'কৃষ্ণেমতিরস্তু' আশীর্ব্বাদ শ্রবণে বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা ('পড় কৃষ্ণের বর্ণন') শুনিতে চাহিলে উপাধ্যায় নিজকৃত একটি কৃষ্ণলীলাশ্লোক পাঠ করিলেন ঃ—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।৯৬ ধৃত

অর্থাৎ "ভবভীত লোকসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন, আমি (কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য রসের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ পিতৃদেবের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দানার্থ তাঁহার বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছেন, পিতা গোপালকে ধর ধর বলিয়া হাতে তালি দিতেছেন আর গোপাল হাসিতে হাসিতে পিতার অগ্রে দ্রুতগতিতে হামা দিয়া চলিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধুসরিত, নন্দবাবা তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম গোপালকে আর ভূতলে রাখিতে পারিলেন না, দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া গোপালকে তাঁহার বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন, বাবার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। গোপাল বাবার এই অত্যদ্ভুত প্রেমঋণে নিজেকে ঋণী স্বীকার ব্যতীত প্রতিদানের আর কিছুই পাইলেন না। গোপাল যখন একটু বড় হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার লীলা অভিনয় করিতেছেন, তখন বাবা গোপালকে তাঁহার পাদুকা লইয়া আসিতে বলিলে গোপাল মল্লবীরের মত কত-প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া উপস্থিত ব্রজবাসী সকলেরই আনন্দ বিধান করিতে করিতে সেই পিতৃপাদুকা কখনও মস্তকে, কখনও বক্ষে ধারণ করিয়া বাবাকে আনিয়া দিলে বাবা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কতই না আদর করিতে লাগিলেন, আর গোপালের হাসিভরা মুখখানিকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহার বিনিময়ে গোপাল ত' কিছুই দিতে পারিলেন না! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবানের লীলা, প্রেম, রূপ ও বেণুমাধুর্য্য এমনই অসমোর্দ্ধ যে, তাহার কোন তুলনাই নাই। স্বয়ং সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই আজ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া গৌররূপে নিজেই নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া আত্মহারা হইতেছেন। তাই তাঁহারই ভক্ত উপাধ্যায়ের মুখে তাঁহার ব্রজপ্রেমবিলাসের কথা আরও কিছু শুনিবার আগ্রহে 'আগে কহ' বলিতে উপাধ্যায়ও মহাপ্রভুকে পরম ভক্তিভরে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

"কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা
প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥"
—ঐ চৈঃ চঃ ম ১৯।৯৮ ধৃত

অর্থাৎ "কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেই বা তাহা প্রতীতি করিবে যে, সূর্য্যতনয়া (যমুনাতটস্থ) কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করেন?" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তবর উপাধ্যায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত যামুনতটবিহারী কৃষ্ণের মধুররসোচিত লীলাকথাশ্রবণে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতে দেখিয়া উপাধ্যায় অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিলেন—ইনি ত' সাধারণ মনুষ্য নহেন, স্বয়ং কৃষ্ণই আজ

আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

'প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে ইঁহো', 'কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১০০

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে 'কহ' 'কহ' কহিতে লাগিলেন, আর উপাধ্যায় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু উপাধ্যায়ের মুখ দিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব কহাইতে লাগিলেন ও প্রশ্ন করিলেন—"উপাধ্যায়, শ্রীভগবানের কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম ও নৃসিংহাদি অসংখ্য আকার (রূপ) আছে, তন্মধ্যে তুমি কোন্ আকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া জানিয়াছ ?" (অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

উপাধ্যায় কহিলেন—'শ্যামমেব পরং রূপং' অর্থাৎ আমি নবঘনশ্যাম শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের শ্যামরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া জানি।

পুনরায় মহাপ্রভু প্রশ্ন করিলেন—শ্যামরূপের কোন্ বাসস্থানকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান ? ইহাতে উপাধ্যায় কহিলেন—

'পুরী মধুপুরী বরা' অর্থাৎ আমি মধুপুরীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ কখনও মাথুরমণ্ডলে, কখনও বা দ্বারকাপুরে পরব্যোমে অবস্থান করেন ; এতদুভয়ের মধ্যে মধুপুরীরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল। শ্রীরূপপাদ 'উপদেশামৃতে' 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' ইত্যাদি (বলিয়াছেন)। (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে ভগবান্ জন্মরহিত রূপে অধোক্ষজলীল, মধুপুরীতে শ্রীভগবান্ তাঁহার অপ্রাকৃত জন্মলীলা প্রকট করিয়াছেন।)"

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—' উপাধ্যায়, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই ত্রিবিধ বয়সের মধ্যে তুমি কৃষ্ণের কোন্ বয়সটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর ?"

উপাধ্যায় কহিলেন,—'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্' অর্থাৎ কৈশোর বয়সটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বয়সেই কৃষ্ণ সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসাদিলীলা প্রকট করিয়া এই বয়সটির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।"

মহাপ্রভু পরমানন্দে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"উপাধ্যায়, তুমি রসগণমধ্যে কোন্ রসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে কর ?"

ইহার উত্তরে উপাধ্যায় কহিলেন—'আদ্য এব পরো রসঃ' অর্থাৎ "আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার বা মধুর রসটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস।"

ইহা শ্রবণে মহাপ্রভু অত্যন্ত উল্লাসভরে উপাধ্যায়ের প্রদত্ত চারিটি প্রশ্নের উত্তর শ্লোকাকারে মিলিত করিয়া কহিলেন, উপাধ্যায়, তুমি আজ আমাকে বড় সুন্দর তত্ত্ব শিখাইয়া দিলে—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১১০

অর্থাৎ "শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ রস।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধ্যায়ও প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তভগবানের এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। সপুত্রক মহাপ্রভুকে সাশ্রুনয়নে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে নবঘনশ্যামসুন্দর কৃষ্ণের শ্যামরূপেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং মাথুরমণ্ডলস্থ ব্রজাবাসের, রাসাদি লীলামাধুর্য্য দ্বারা যে বয়সকে সার্থক করিয়াছেন, সেই কৈশোর বয়সের ও দ্বাদশরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ কৃষ্ণের শৃঙ্গার রসেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিলেন। পরতমতত্ত্ব কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলেরই পরতমত্ব।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

কিশোর-শেখরধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ যখন প্রকটলীলা করিবার ইচ্ছা করেন, তখন অগ্রে মাতাপিত্রাদি গুরুবর্গরূপ সেবকগণকে প্রকট করাইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন—

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপানিরমণা-
তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥"৯॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরী—মাথুরমণ্ডল অর্থাৎ মথুরা শ্রেষ্ঠা, মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, সেই বৃন্দাবনমধ্যে উদারপাণি কৃষ্ণের নানা-প্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, এই গোবর্দ্ধনের সন্নিকটস্থ গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিতটে (প্রান্তে) বিরাজিত এই শ্রীরাধাকুণ্ডের কোন্ বিবেকী অর্থাৎ ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণ-ভক্ত সেবা না করিবেন ?

["উদারপাণেঃ শ্রীব্রজরাজকুমারস্য রমণাৎ ক্রীড়নপ্রাচুর্য্যতঃ। যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য উদারপাণৌ রমণাৎ ক্রীড়য়া ধৃতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ।"—শ্রীউপদেশ-প্রকাশিকা টীকা দ্রষ্টব্য।—ইহার অর্থ—উদারপাণি শ্রীব্রজরাজ-কুমার—শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের ক্রীড়নপ্রাচুর্য্যবশতঃ ; অথবা শ্রীকৃষ্ণের উদারহস্তে রমণহেতু—লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে অনায়াসে ছত্রাকবৎ ধৃত শ্রীগোবর্দ্ধন।]

পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণের প্রেমবিলাসরূপা পূর্ণশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপিণী আর সেই প্রেমের দ্রবীভূত অবস্থাই রাধাকুণ্ড, সুতরাং রাধারাণী ও রাধাকুণ্ড একই তত্ত্ব। শ্রীরাধা ও শ্রী-রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।২১৫ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ "রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

সুতরাং সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থান। পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা পূর্ণতমাশক্তি শ্রীরাধার পরিপূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত সেই পরতমতত্ত্ব কৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা লভ্য হয় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন-স্থান শ্রীরাধাকুণ্ড, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন মানসে সেই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইব। আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—শ্রীরাধানিত্যজন, তাঁহার শ্রীচরণসান্নিধ্য শ্রীকুণ্ডতটেই লভ্য।

অতঃপর উক্ত উপদেশামৃতের ১০ম শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥" ১০ ॥

অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে সর্ব্বতোভাবে গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্ম-জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্ব-প্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, (তাঁহার কুণ্ডও অর্থাৎ) শ্রীরাধাকুণ্ডও সেইরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, কোন্ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন না করিবেন ?"

পরিশেষে উক্ত উপদেশামৃতের ১১শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোঽপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎপ্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎপ্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥১১॥

অর্থাৎ "শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণ-য়ের পাত্র এবং অন্যান্য প্রিয়গণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় পাত্র। শ্রীমতীর কুণ্ডও শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম, সমস্ত মুনিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত

আছে। যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্ল্লভ, সাধকভক্তদিগের ত' কথাই নাই, সেই প্রেম এই সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড একবার মাত্র ভক্তি-ভরে স্নানকারিজনকে প্রদান করিয়া থাকেন।"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, তৎস্বরূপশক্তি শ্রীরাধা ও শ্রী-রাধাকুণ্ড—সকলেই পরতমতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর প্রকটলীলা করেন, কৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে মৌষল লীলা পর্য্যন্ত লীলা অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই একটি না একটি লীলা বিদ্যমান, এজন্য লীলার নিত্যতা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়া-ছেন—

"কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা নিত্য কহে নিগমপুরাণ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৯৩

ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, এজন্য তথায় তিনি পূর্ণতম, দ্বারকা ও মথুরা পুরীদ্বয়ে তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন বলিয়া তথায় তিনি পূর্ণতর এবং পরব্যোম বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ পুরদ্বয় অপেক্ষাও স্বল্পরূপে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন বলিয়া তথায় তিনি পূর্ণ ঃ—

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীউদ্ধব দাস

(৮১)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শ্রীমানুদ্ধবদাসোঽপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ ॥'

—গৌঃ গঃ ১১২

শ্রীমান্ উদ্ধবদাস চন্দ্রাবেশাবতার ॥

'অতিদীনজনে পূর্ণপ্রেমবিত্তপ্রদায়কম্। শ্রীমদু-দ্ধবদাসাখ্যং বন্দেহহং গুণশালিনম্ ॥' শাখা নির্ণয়া-মৃত ৩৫—(শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীযদুনাথ দাস কৃত)।

ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখায় গণিত হন।

'শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর উদ্ধব দাস*।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১২।৮৩

শ্রীবৃন্দাবনধামে থাকিয়া ভজনকালে শ্রীরূপ গোস্বামী বৃদ্ধ হওয়ায় গোবর্দ্ধনে যাইয়া গোবর্দ্ধনধারী গোপালদেবের দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি গোপালদেবকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে গোপাল ম্লেচ্ছের ভয়রূপ ছল উঠাইয়া মথুরায় শ্রীবল্লভ ভট্টের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথের গৃহে আসিয়া একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর মথুরায় শ্রীগোপালদেবের দর্শনসৌভাগ্য লাভ হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী যে সকল ভক্তগণের সহিত মাসাধিককাল গোপালদেবের শ্রীমূর্ত্তি মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বর-গৃহে দর্শন করিতেন তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধব দাস অন্যতম।

'শ্রীউদ্ধব দাস, আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপাল দাস, আর দাস নারায়ণ ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৮।৫১

'শ্রীউদ্ধব দাস, মাধবাদি যে যে ছিলা।
পরস্পর মিলি' সবে মহাহর্ষ হৈলা ॥'

—ভঃ রঃ ৫।১৩৩৩

শ্রীউদ্ধব দাস শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন।

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীউদ্ধব দাস নামে আরও দুইজন বৈষ্ণবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। (১) নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তটে কুটীরে থাকিয়া ভজন করিতেন। ইনি সনা-তন গোস্বামীর অনুগত ছিলেন। (৩) মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা-গ্রামনিবাসী শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধব দাস। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণকান্ত মজুমদার।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীরাঘব গোস্বামী বৃন্দাবনধাম পরিক্রমাকালে ইঁহার কুটীরে পদার্পণ করিতেন। ইনি পরমাদরের সহিত তাঁহাদের সেবা-সৎকার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে লইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রদত্ত গোস্বামিগণের গ্রন্থপূট গোশকটে রাখিয়া মথুরা হইতে উত্তরবঙ্গাভিমুখে বিদায়কালে যাঁহারা তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়াছিলেন তন্মধ্যে উদ্ধব দাস অন্যতম।

শ্রীনিবাসের বিদায়কালে সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ ঃ—

*　　*　　*　　*

'শ্রীগোবিন্দ, বাণী, কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার ॥'

—ভঃ রঃ ৬।৫১৪

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

(৬)

মহারাজ জনক

'জনক' নামে দুইজন স্বনামধন্য মহারাজের নাম শ্রুত হয়।

১—নিমির পৌত্র অথবা মিথির (মিথিলের) পুত্র। এই মহারাজ জনক বিদেহের জনক উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিদেহরাজ বলিতে উত্তর বিহার বা মিথিলার রাজা বুঝায়।

"রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ ॥"

—ভাগবত ১২।১২।২৪

'কোশলেশ্বর রামচন্দ্রের পুণ্যচরিত, নিমির দেহত্যাগ এবং জনকরাজগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।'

২—ভগবান্ রামচন্দ্রের শক্তি সীতার পালকপিতা মহারাজ জনক। সীতা বলিতে লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা বুঝায়। জনক রাজা যজ্ঞীয়ভূমি কর্ষণকালে সীতাকে লাভ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সীতা রাখা হয়। তিনি সীরধ্বজ জনক নামেও প্রসিদ্ধ।

(১)

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে বিদেহরাজ জনকের পূত-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—

ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশে ব্রহ্মজ্ঞ মহারাজ জনকাদি রাজর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। মহারাজ নিমি যজ্ঞের জন্য বশিষ্ঠকে পুরোহিতরূপে বরণ করিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বে বশিষ্ঠকে ঋত্বিকপদে বরণ করায় তিনি প্রথমে ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্তির জন্য স্বর্গে গেলেন, মহারাজ নিমিকে তৎকালাবধি প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। বিদেহরাজ নিমি বশিষ্ঠের কথার কোন উত্তর না দিয়া মৌন রহিলেন। তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। জীবন অনিত্য জানিয়া যেকাল পর্য্যন্ত গুরু বশিষ্ঠ ফিরিয়া না আসেন, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ঋত্বিক দ্বারা মহারাজ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্তির পর গুরু বশিষ্ঠ ফিরিয়া আসিলে শিষ্যের ঐপ্রকার অভিমানজাত অন্যায় দর্শন করিয়া নিমিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহ নিপতিত হউক।' নিমি অকারণ শাপ প্রদান করার নিমিত্ত 'মুনির শরীর নিপতিত হউক' বলিয়া বশিষ্ঠকে প্রতি-অভিশাপ প্রদান করিলেন। অতঃপর অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিপুণ নিমি নিজের দেহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যজ্ঞের সময় নিমির দেহ পতন হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মুনিশ্রেষ্ঠগণ নিমির দেহটিকে গন্ধবস্তুর মধ্যে রাখিয়া সত্রযাগ সমাপন করিলেন। তাঁহারা সমাগত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —'হে দেববৃন্দ! আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ও সমর্থবান্ হন, তাহা হইলে রাজার দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করুন।' উহা শুনিয়া দেবতাগণ 'তথাস্তু'

বলিলে নিমি প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু পুনরায় দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ায় বিদেহরাজ নিমি মুনিগণকে বলিলেন, 'যে দেহের বিয়োগ হয় সেইপ্রকার ভয়প্রদ দেহগত সুখ হরিভক্ত মুনিগণ বাসনা করেন না, কেবল ভগবৎপাদপদ্মে সেবা সুখই তাঁহারা যাচঞা করিয়া থাকেন। আমি দুঃখ-ভয়প্রদ দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। জলের মধ্যে মাছগুলির যেমন অন্য জলজন্তু হইতে সর্ব্বদাই মৃত্যুর ভয় থাকে, তদ্রূপ দেহধারী জীবমাত্রেরই দেহগ্রহণজনিত মৃত্যুভয় সর্ব্বদাই থাকিবে।' মুনিগণ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। রাজার দেহকে জীবিত করিবার জন্য তাঁহারা দেবতাগণকে প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু রাজা শোক মোহাদির আকর দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, এখন কি করা যায়। তৎপ্রতিকারের জন্য দেবতাগণ ব্যবস্থা দিলেন বিদেহরাজ নিমি দেহরহিত হইয়া সূক্ষ্মদেহে অথবা ভগবৎপার্ষদদেহে শরীরিগণের নিকট উন্মেষ ও নিমেষের ন্যায় যথেচ্ছরূপে অবস্থান করিবেন। রাজার অভাবে রাজ্যে অরাজকতা আসিতে পারে চিন্তা করিয়া প্রজাগণের হিত কামনায় মহর্ষিগণ নিমির দেহকে মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থনহেতু নিমির দেহ হইতে একটি সন্তান উৎপন্ন হইল। অসাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম 'জনক', প্রাণহীনদেহ হইতে জাত হইয়াছেন বলিয়া 'বৈদেহ' এবং মন্থন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তিনি মিথিল নামে অভিহিত হইলেন। এই মিথিল কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা পুরী মিথিলা নামে প্রসিদ্ধ। মিথিলের পুত্র উদাবসু।

বিদেহের বা মিথিলাপুরীর রাজগণ 'জনক' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায়, দ্বাপরযুগেও শ্রীবলদেব প্রভু মিথিলাপুরীতে জনক রাজার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করায় সেই সুযোগে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

"তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ
অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ।"

—ভাগবত ১০।৫৭।২৫

অর্থ ঃ—'বিদেহরাজ জনক বলদেবের দর্শনে সহসা উত্থিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিবিধ উপচার দ্বারা পূজনীয় বলদেবের পূজা বিধান করিয়াছিলেন।'

মহারাজ জনকের উপাখ্যান শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের মতে ইনি বিদেহের একজন রাজা। রামায়ণে দুইটী জনকের নাম উল্লিখিত আছে—একজন মিথির পুত্র ও উদাবসুর পিতা, অপরজন হ্রস্বরোমের পুত্র ও সীতার পিতা।

(২)

সীরধ্বজ জনক—চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা। 'ইহার পিতার নাম হ্রস্বরোম। ইহার পুত্র ভানুমান্।' —বিষ্ণুপুরাণ। মহারাজ জনক সন্তানের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিলে সীরাগ্রে সীতা নামক দুহিতার আবির্ভাব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতমতে সীরধ্বজ জনকের পুত্র কুশধ্বজ। একদিন ইনি যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। ভূমি কর্ষণকালে সীরাগ্র হইতে সীতার আবির্ভাব হয়। এইজন্য ইহার নাম সীরধ্বজ। (সীর [শীর]—হল, লাঙ্গল)।

"ততঃ শীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্।
সীতা শীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥"

—ভাগবত ৯।১৩।১৮

'হ্রস্বরোমার শীরধ্বজ নামে এক পুত্র হইয়াছিল, এই শীরধ্বজ যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার লাঙ্গলের অগ্রভাগ হইতে রামপত্নী সীতাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শীরধ্বজ নামে কীর্ত্তিত হইতেন।'

রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—

'অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা॥
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা॥'

একদিন ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে জনক রাজা লাঙ্গলের রেখার থেকে একটি কন্যা লাভ করিলেন। ক্ষেত্র শোধনকালে হলকর্ষণ রেখা হইতে জাত বলিয়া লোকে তাঁহাকে সীতা বলে। ভূতল হইতে উঠিয়া জনকের আত্মজারূপে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। জনকের

এই অযোনিসম্ভবা কন্যা বীর্য্যশুল্কা হইবে অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশরূপ পণদ্বারা তাঁহাকে লইতে হইবে।

তাড়কা রাক্ষসী বধের পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণসহ একদিন মহারাজ জনকের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রের পূজা বিধান করতঃ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে সমর্পণের কথা বলিলেন। মহারাজ জনকের তাহাই ইচ্ছা, কিন্তু তিনি কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা করিয়া রাখিয়াছেন। রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাত দক্ষযজ্ঞের সময়ে মহাদেবের ব্যবহৃত ধনুর অধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তরাধিকারীসূত্রে জনক রাজা সেই হরধনু পাইয়াছেন। সাধারণ যোগ্যতায় এই ধনুতে কেহ জ্যা আরোপণ করিতে পারেন না। এজন্য তিনি পণ করিয়াছিলেন যিনি হরধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই কন্যা সমর্পণ করিবেন। ভগবান্ রামচন্দ্র উক্ত পণের কথা জানিয়া, ত্রিভুবনবিজয়ী মহা মহা বীরগণ যে ধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারেন নাই, অবলীলাক্রমে সেই ধনু উঠাইয়া জ্যা আরোপণ করিলেন এবং তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া মহারাজ জনক এবং সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দশরথ মহারাজ সংবাদ পাইয়া পুরোহিত-আদি সহ বিদেহনগরে উপস্থিত হইলে রাজর্ষি জনক অযোনিসম্ভবা বীর্য্যশুল্কা সীতাদেবীকে উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কালিকাপুরাণে ও **হরিবংশে** নরকাসুরের বর্ণনে জনক রাজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নারদের উপদেশানুসারে জনক যজ্ঞ করিলে যজ্ঞভূমিতে পৃথিবী হইতে একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীদেবী ভুবনমোহিনী কন্যাকে জনকের নিকট সমর্পণ করিয়া বলিলেন তাঁহার যখন ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে রাবণ নিধনের পর পুত্র হইবে তখন জনক যেন সেই পুত্রকে শৈশবাবস্থায় পালন করেন। জন্মকালে এই পুত্র নরমস্তকে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম নরক হয়। রাজা জনক পুত্রটীকে পনর বৎসর নয় মাস পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। অতঃপর পৃথিবীদেবী মহারাজ জনকের নিকট আগমন করিলে রাজা জনক পালিত পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ধরিত্রী পুত্রকে (নরকাসুরকে) জানাইলেন জনক তাহার পিতা নহেন, তাহার পিতা বরাহবিষ্ণু।

দেবী-ভাগবতেও শুকদেব গোস্বামীর চরিত্র বর্ণনে মহারাজ জনকের কথার উল্লেখের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীবেদব্যাস মুনির পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর উৎপত্তির বিবরণ তাহাতে এইরূপভাবে লিখিত আছে—ঘৃতাচী নাম্নী একটি অপ্সরা বেদব্যাসের নিকট আসিয়াছিলেন। বেদব্যাস মুনি তাহাকে দেখিয়া চিন্তিত হইলে সেই দিব্যসুন্দরী কামিনী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। বেদব্যাস মুনি উক্ত কামিনীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত বেগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দুইটী অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুলক্ষণযুক্ত পুত্র আবির্ভূত হইল। ব্যাসদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্রকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। স্বয়ং গঙ্গাদেবী আসিয়া বালককে প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। আকাশে দুন্দুভি নিনাদিত হইল। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ঘৃতাচী শুকপক্ষীরূপ ধারণ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় বেদব্যাস পুত্রের নাম রাখিলেন শুকদেব। বালক জন্মিবামাত্র প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। সংস্কার হইবামাত্র বেদজ্ঞান তাঁহাতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইল। তিনি বৃহস্পতিকে গুরুপদে বরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠানের পর সমাবর্ত্তন করিলেন। পিতা বেদব্যাস পুত্র সমাবর্ত্তন করায় আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের জন্য বলিলেন। অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত শুকদেব গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ব্যাসদেব অনেক ভাবে বুঝাইয়াও শুকদেবকে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করাইতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে প্রথমে সর্ব্বশাস্ত্রসার ভাগবত শ্রবণ করাইলেন, পরে রাজর্ষি জনকের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজর্ষি জনক নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা শুকদেবকে বুঝাইলে শুকদেব গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশে স্বীকৃত হইলেন। পরে তিনি গার্হস্থ্য

আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ কৈলাসে যাইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন।

দেবীভাগবতের বর্ণনায় যে 'শুকদেব' এবং পরীক্ষিৎমহারাজের আসন্ন মৃত্যুকালে যিনি ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেই 'শুকদেব' এক নহেন। ভাগবত-বক্তা শুকদেব কখনও গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন নাই।

মহারাজ জনকের যুক্তি—

যোগের অপক্বাবস্থায় কোমল বৈরাগ্যপ্রভাবে ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র।

দুরপনেয়া গুণময়ী মায়াবদ্ধ জীব কদাচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সমর্থ হয় না।

দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং অপক্ব যোগীদিগের চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

এইজন্য গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ঐসকল ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

বনে যাইয়া নিঃসঙ্গে অবস্থান সম্ভব হইবে না। বনে মৃগগণের সঙ্গ হইবে।

সর্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বর্ত্তমান। কোন্ স্থানে যাইয়া এইসব পার্থিব বস্তুর সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকা যাইবে ?

অরণ্যেও আহারের চিন্তা হইবে।

যদি কেহ নিরাহারী হইয়া থাকেন, দণ্ড, অজিনের জন্য চিন্তা হইবে।

সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির স্থৈর্য্য হয় না। নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হয়।

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ে থাকিয়াও বিষয়ে আবদ্ধ হন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিচার—

অসৎসঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জন ভাল। কিন্তু নির্জ্জন অপেক্ষা অতীব শ্রেয়ঃ সাধুসঙ্গ। নির্জ্জনে বসিয়া প্রাক্তন সংস্কারবশতঃ অসৎ-চিন্তা করিয়া জীব পতিত হইতে পারে। সাধুসঙ্গের দ্বারা চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এইজন্য বিভিন্ন স্থানে সাধু-সংঘাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত সাধুসঙ্গ ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না।

"যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥"
—ভাগবত ১।২।২

শুকদেব উপনয়ন-অনুষ্ঠানরহিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ব্যাসদেব বিরহকাতর হইয়া তাঁহাকে 'হা পুত্র', 'হা পুত্র' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। সুত গোস্বামী-কৃত এই শ্লোকের দ্বারাই প্রমাণিত হয় দেবীভাগবতের শুকদেব ও ভাগবতের বক্তা শুকদেব এক নহেন। অবশ্য দেবীভাগবতের প্রামাণিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা-মুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে ও শুভউপস্থিতিতে এবং মঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনায় ১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই বুধবার—শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন উৎসব; ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উৎসব; ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই শুক্রবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসব এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই সোমবার হইতে ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই

বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন এবং শ্রীবলদেব-সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠানদ্বয়ের ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। স্থানীয় ভক্তগণ পরমোল্লাসে বিপুল সংখ্যায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সেবা-সম্পাদন করেন। শ্রীরথযাত্রা উৎসবেও অগণিত নরনারী যোগ দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও নাকি এই বৎসর লোকসংঘট্ট অধিক হইয়াছিল।

শ্রীমঠের আচার্য্য পুরী মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আগরতলা মঠের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই সোমবার কলিকাতা হইতে বিমানযোগে যাত্রা করতঃ প্রাতঃ ৭-১৫ ঘটিকায় আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজসহ শতাধিক ভক্ত পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। রিজার্ভ বাসে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ তিনটি মোটরকারে এবং একটি জীপকারে সাধুগণ সমাসীন হইয়া আগরতলা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন। প্রতীক্ষমান ভক্তগণ পুনরায় শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের পূজা বিধান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন— ওড়িষ্যা ময়ূরভঞ্জ জেলার উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী এবং হায়দ্রাবাদের শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (করুণাকর)। শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী বিমানযোগে আগরতলা মঠে পৌঁছিয়াছিলেন বার্ষিক উৎসবে প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য।

৬ জুলাই হইতে ৯ জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ত্রিপুরা কেমিষ্ট-ড্রাগিষ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার ডক্টর সীতানাথ দে, মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীর উৎসব কমিটীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীঅর্জ্জুন দাস এবং ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের সচিব শ্রীনীহারকান্তি সিন্‌হা। প্রথম তিনদিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগসচিব শ্রীচিদানন্দ বর্দ্ধন। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীর বর্ম্মণ মহাশয় মঠ পরিদর্শনে আসিয়া কিছু সময়ের জন্য সভায় বসেন। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ও মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা', 'ভক্তাধীন ভগবান্' ও 'কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীমঠের আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ শেষ অধিবেশনে এবং রাম ঠাকুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় রথযাত্রার দিন সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন।

২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই শুক্রবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা তিথিতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথেতে পাণ্ডুবিজয় সংকীর্ত্তনসহ ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন হওয়ার পর এবং রথারূঢ় শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথজীউর আরাত্রিকান্তে রথাকর্ষণ আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ এবং শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা প্রার্থনামুখে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল রাজ্যসরকার হইতে নিয়োজিত পুলিশ ব্যাণ্ডপার্টি। শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রাসহ

রথ চলিবার কালে স্বল্প বর্ষণ হইলেও কোনওপ্রকার অসুবিধা হয় নাই। রাত্রি ৭ ঘটিকার মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আগরতলা মঠে অবস্থানকালে প্রায় প্রত্যহই স্থানীয় ভক্তগণ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ৭ জুলাই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আয়রণ কোম্পানীর মালিক শ্রীগোপাল সাহার বাসভবনে, ৮ জুলাই কল্যাণীতে শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর গৃহে, ৯ জুলাই কলেজরোডস্থ শ্রীপরেশ পাল ও শ্রীযতীশ পালের গৃহে, ১১ জুলাই শনিবার পূর্ব্বাহ্নে অভয়নগরস্থ শ্রীদুর্গা চক্রবর্ত্তী এবং তৎপরে কাঁসারীপট্টিস্থ শ্রীসন্তোষ সাহার গৃহে এবং উক্ত দিবস স্থানীয় টাউন প্রতাপগঞ্জস্থ শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাকের বাসভবনে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগোপাল সাহার বাড়ীতে, হরিচরণ দাসাধিকারীর গৃহে, শ্রীপরেশ পাল, শ্রীদুর্গা চক্রবর্ত্তী, শ্রীসন্তোষ সাহা, শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাকের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথা বলেন। শ্রীগোপালবাবুর গৃহে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান, শ্রীপরেশ পালের গৃহে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান এবং শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারীর গৃহে, শ্রীদুর্গা চক্রবর্ত্তীর গৃহে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী ভক্তগণের আনুকূল্যে মঠের পুষ্করিণীতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসবানুষ্ঠানের জন্য নির্ম্মীয়মাণ একচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের প্রকাশ দেখিয়া শ্রীআচার্য্যদেব এবং সাধুগণ সকলেই পরমোৎসাহিত হইয়াছেন। পুষ্করিণীর সংস্কারের দায়িত্ব লইয়াছেন রাজ্যসরকার।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়লাল দাস, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীনিধন দাস, শ্রীকার্ত্তিক দাস, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীনরহরি দাসাধিকারী, শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী, সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণের নিষ্কপট সেবাপ্রযত্নে বার্ষিক অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় নদীয়া-জেলা-সদর কৃষ্ণনগর সহরে গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনবাসরে প্রকটতিথি উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন মঙ্গলবার হইতে ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই বুধবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা ও মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য

রথারোহণে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঠে দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। শ্রীমায়াপুরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পরিব্রাজক মহারাজ (প্রফুল্ল মহারাজ) দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (বড়) ও শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী এবং যশড়া মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগর মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন দাস ও শ্রীকমলাকান্ত দাস প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
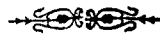
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা

[২৪ শ্রাবণ (১৩৯৯), ৯ আগষ্ট (১৯৯২) রবিবার হইতে ২৮ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

ও

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

[৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট শুক্রবার]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে নদীয়াজেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, হেড অফিস কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ভারতব্যাপী শাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহে—নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, আসামে—গুয়াহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে, সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে, গোয়ালপাড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথবাড়ীতে, গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, নদীয়া-জেলায় চাকদহ থানার অন্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দির—শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে, শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—তত্তৎমঠের মঠরক্ষকগণ ও সেবকগণের হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব নির্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নিউ-দিল্লীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়েও স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিদ্যুচ্চালিত কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম বৃন্দাবনে, কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) পুতুলনাচের মাধ্যমে এবং গুয়াহাটী (আসাম)—আগরতলা (ত্রিপুরা)—হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)-স্থিত মঠসমূহে অপূর্ব্ব শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন (উত্তরপ্রদেশ)— শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী) ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ১৯ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট মঙ্গলবার ডি-লাক্স ট্রেনে যাত্রা করতঃ পরদিন নিউদিল্লী মঠে পেঁৗছিয়া দুই রাত্রি অবস্থানের পর ৭ আগষ্ট প্রাতে তাজ-এক্সপ্রেসযোগে মথুরা জংসন ষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় শুভ-পদার্পণ করিলে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ভক্তবৃন্দ-সহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গোকুল মহাবন মঠের শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শিলিগুড়ির শ্রীকানাই দাস, নিউদিল্লী মঠের শ্রীজয়গোবিন্দ দাস, শ্রীহরসহায়-মলজী ও শ্রীযোগেশ একই সঙ্গে মথুরা ষ্টেশনে পেঁৗছেন। শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী শ্রীকানাইদাসকে সঙ্গে লইয়া গোকুল মহাবন মঠে চলিয়া যান; অন্যান্য সকলে শ্রীল আচার্য্যদেবসহ তিনটী কারযোগে বৃন্দাবন মঠে আগমন করেন। জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত অতিথির শ্রীবৃন্দাবন মঠে সমাগম হয়। শ্রীমঠে সকলের জন্য কামরা দেওয়া সম্ভব না হ'লেও ভক্তগণ, বিশেষতো পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণ সকলের সঙ্গে মানাইয়া চলিয়া বারান্দায়, সংকীর্তনভবনে, বাহিরে যেখানে সেখানে রাত্রি কাটাইয়া অবস্থান করেন। পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণের সকলের সহিত মানাইয়া চলিবার প্রবৃত্তি এবং সেবাপ্রচেষ্টা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হন। পাঁচদিনব্যাপী শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসবে শ্রীমঠের সংকীর্তনভবনে প্রত্যহ অপরাহ্ন-কালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ সময় ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও একদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রত্যহ প্রাতঃ-কালীন ধর্ম্মসভায় হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন মঠের শ্রীকৃষ্ণ-দাস ব্রহ্মচারী (বড়) ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (ছোট), শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী। মহোৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ।

২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট সোমবার শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব তিথিবাসরে তদীয় সমাধি-মন্দির ও ভজনকুটীরে প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রাসহ প্রাতে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে পেঁৗছিয়া পরিক্রমা করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধিপীঠে ও ভজনস্থলীর মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে ভক্তগণ বসিয়া বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থনামূলক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনসহ ভক্তগণ তৎপরে শ্রীল শ্যামা-নন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির এবং ইম্‌লিতলা দর্শনান্তে বেলা ১১টায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমা তিথিতে এবং তৎপূর্ব্বে একাদশী তিথিতে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া-ছেন। উক্ত দিবস উপবাসব্রত এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে স্থানীয় মঠ-সমূহের সাধুগণ ও ব্রজবাসিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রী-মথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীমদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (ছোট), শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষী-কেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাদেব দাস, শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালিয়দহ (বৃন্দাবন) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের কালিয়দহস্থিত

শাখা শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব গত ২৭ শ্রাবণ (১৩৯৯), ১২ আগষ্ট (১৯৯২) বুধবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং শতাধিক গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ উক্ত দিবস প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ শ্রীঅদ্বৈতবট, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধিমন্দির, শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনগোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শনান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার পরে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সিংহ-দ্বারে উপনীত হইয়া সংকীর্ত্তন ও শঙ্খধ্বনিসহযোগে দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের অনুগমনে ভক্তগণ নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমঠে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে পরমপূজ্যপাদ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহা-রাজের সমাধিমন্দির এবং তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারীজীউ মন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন মথুরার এম্-পি ডক্টর শ্রীসাক্ষীজী মহারাজ। তিনি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণে শ্রীমঠের ক্রমোন্নতি দর্শনে হৃদয়ের উল্লাস এবং মঠের কোনও বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে অভি-লাষ প্রকাশ করেন। স্থানীয় শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহা-রাজের হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। শ্রীমঠের আচার্য্যদেব ধন্যবাদ প্রদানমুখে বলেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মানু-শীলনের দ্বারাই বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান ও নিত্যা শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। সময় অধিক হওয়ায় উপস্থিত অন্যান্য ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দ বক্তৃতা করিবার সুযোগ পান নাই। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ এবং বিভিন্ন মঠের স্বামীজীগণ। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও নাট্য-মন্দিরের আনুকূল্যকারী স্বধামগত শ্রীমাখন পাল মহোদয়ের যোগ্য পুত্রদ্বয়—শ্রীস্বপন পাল (শ্রীচন্দন পাল) এবং শ্রীপ্রণব চন্দ্র পাল (বাবু পাল) মহোৎ-সবানুষ্ঠানের, নবনির্ম্মিত সিংহদ্বারের এবং অতিথি-ভবনের দুইটী কক্ষের আনুকূল্য বিধান করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হন। দর্শনার্থীমাত্রই সিংহদ্বারের রমণীয় প্রকাশ দেখিয়া প্রশংসা করেন। শ্রীস্বপন পাল পরমোৎসাহে অতিথিভবনের দ্বিতলে কক্ষদ্বয়ের পরিদর্শনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া যান। মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা আরও কিছু করিবার প্ল্যানের কথা আচার্য্যদেবকে বলিলেন।

মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্ম-চারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী (শ্রীস্বপন), শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ— ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শনিবার শ্রীনন্দোৎসবে সহস্রা-ধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য বিধান করিয়া স্বধামগত গোপাল বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী যোগমায়া বিশ্বাস এবং তাঁহার পুত্রগণ—শ্রীরবি বিশ্বাস, শ্রীমিলন বিশ্বাস, শ্রীপেনা বিশ্বাস ও শ্রীবলাই বিশ্বাস সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীগোপাল বিশ্বাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধকৃত্যও উক্ত দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে যথা-রীতি সুসম্পন্ন হয়।

"শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা"

[পণ্ডিত শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী]

ভগবান্ বাসুদেবশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অতীব রহস্যময়। এর বিশেষ তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। এক সময়ে ধরিত্রীদেবী অসুর ও পাপিষ্ঠগণের পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট এর প্রতিবিধানের জন্য শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তখন দেবগণসহ ক্ষীরোদসমুদ্রের কূলে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর স্তবস্তুতি করিয়া নির্দ্দেশ পাইলেন যে, ভগবান্ স্বয়ং যদুকুলে আবির্ভূত হইয়া দুষ্কৃতগণের বিনাশ (বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্) ও সাধুগণের পালনলীলা (পরিত্রাণায় সাধূনাম্) সম্পাদন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁহাতে সকল অবতারের সংস্থিতি। তিনি স্বদেহস্থ অংশ বিষ্ণুদ্বারা জগতের ভারহরণ ও পালনলীলা করেন।

হিন্দুমাত্রেই জানেন যে জন্মাষ্টমী তিথি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মবাসর। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জয়ন্তী বলে। সেজন্য জয়ন্তী বলিতে কৃষ্ণের জন্মতিথি ব্যতীত অন্য তিথিকে বোঝায় না। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা স্বয়ংরূপ অবতারী ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা মনে করেন তিনি বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। তাঁহারা জানেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষে ভূভার হরণের জন্য মথুরা নামক স্থলবিশেষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাকৃত বিচারদ্বারা চালিত জনগণ অজ ভগবানের জন্মলীলা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম প্রাকৃত নহে। উহা দিব্য বা অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্মাদি ব্যাপারকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারিলে প্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্মের হাত হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভ করিতে পারি।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ হল, তবে জন্ম, স্থিতি ও অন্তর্দ্ধান কিরূপে সিদ্ধ হইবার যোগ্য? ইহার উত্তর ভগবান্ শ্রীমুখে স্বয়ং দিয়াছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" (গীতা)

আমি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও সকল তত্ত্বের প্রভু এবং অবিনশ্বর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যোগমায়াবলে স্বেচ্ছাক্রমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। ইহা জীবগণের জন্মলাভের সমান নহে, তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য জীব। আমি সেরূপ নহি। আমি ইচ্ছাময়। ইচ্ছাক্রমে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নানা লীলা প্রকাশ করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও সাধারণ মানব যেমন পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে উৎপন্ন ও জাত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতম্।" পূর্ব্বদিক যেমন চন্দ্র এবং সূর্য্যকে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া পূর্ব্বদিক্ চন্দ্র ও সূর্য্যের মাতা নহেন। সেইরূপ দেবকীদেবীও বসুদেবের প্রাণ হইতে সমাহিত জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। আরও প্রমাণ—শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভ হইতে, শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্তম্ভকে বা ব্রহ্মার নাসিকাকে উহার মাতাপিতা বলা যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাতা নহেন। কিন্তু গর্ভে প্রবেশ না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদার আত্মজ বা পুত্র বলিয়া পরিচিত। বাসুদেব কৃষ্ণ নন্দনন্দন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোকুলে প্রতিপালিত হইয়াছেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ নন্দনন্দনের লীলা দিব্যসুরীগণেরও বোধের অতীত, অন্যের কা কথা!

শ্রীকৃষ্ণের এই পারকীয় বাৎসল্যভাবের বৈশিষ্ট্য মানবধারণার অতীত। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য বিচার করিতে গেলে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, সাধারণতঃ মানব উলঙ্গ অবস্থায় মাতৃকুক্ষি

হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তাঁহার পরিধানে পীতবাস, মস্তকে মুকুট এবং কিরীট কুণ্ডলাদি বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত ছিল এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বসুদেব এবং দেবকীদেবীর বাৎসল্য রসে ঐশ্বর্য্যভাব মিশ্রিত ছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দযশোদার বাৎসল্যপ্রেমে কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের স্থান নাই বলিয়া তাঁহারা দ্বিভুজ বালক শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন।

"এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ

বিরহ-সংবাদ

শ্রীতীর্থপদ দাসাধিকারী, রংজুলী (আসাম)ঃ— বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত সদাচার-নিষ্ঠ গৃহস্থ শিষ্য আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত রংজুলীনিবাসী শ্রীমদ্ তীর্থপদ দাসাধি-কারী প্রভু বিগত ৬ মাঘ (১৩৯৮), ২১ জানুয়ারী (১৯৯২) মঙ্গলবার কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথিতে তাঁহার সর্দ্দারপাড়াস্থিত গৃহে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৩ বৎসর। স্বধামপ্রাপ্তির পূর্ব্ব দিবস স্থানীয় ভক্তগণ তীর্থপদ প্রভুর গৃহে আসিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযাদবানন্দ দাস বাবাজী বৃন্দাবনে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তীর্থপদ প্রভুর সন্তানগণ—শ্রীতুষার পাটগিরি, শ্রীসুরেন পাটগিরি, শ্রীবিজ্ঞান পাটগিরি ও শ্রীলিখিত পাটগিরি ১৬ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী শুক্রবার বৈষ্ণব-বিধানানুসারে শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভুর পৌরোহিত্যে পিতার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন করেন। বিরহোৎ-সবে বহু ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমদ্ তীর্থপদ প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সকলেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীঅবনী বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীঅবনী বিশ্বাস (দীক্ষানাম—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধি-কারী) গত ৭ ফাল্গুন (১৩৯৮), ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে বেলা ১০টায় নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীবাজারস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন এবং বৈষ্ণবগণের প্রীতির ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির নির্ম্মাণেও আনু-কূল্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজকে ইনি শ্রদ্ধা করিতেন, মঠে নিয়মিতভাবে হরিকথা শ্রবণে যোগ দিতেন। ইঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। অবনীবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস বৈষ্ণব-বিধানমতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে কৃষ্ণনগর মঠে গত ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে ষোড়শদানসহ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। কএকশত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়

মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ বিরহোৎসবে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীকিশোরীমোহন বিশ্বাস, করিমপুর (নদীয়া) ঃ—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীকিশোরীমোহন বিশ্বাস গত ২৪ শ্রাবণ (১৩৯৯), ৯ আগষ্ট (১৯৯২) রবিবার ৮০ বৎসর বয়সে করিমপুরে নিজালয়ে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার শ্রীহরিনামাশ্রিতা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বুধবার বৈষ্ণববিধানমতে ষোড়শ-দানসহ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। বিরহোৎসবে দুই শতাধিক বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ইনি গৃহস্থ হইলেও কৃষ্ণনগর মঠের বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়া সেবা করিতেন। শ্রীমঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণসেবাতেও ইনি আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীআনন্দলীলাময়বিগ্রহ বনচারী (শ্রীআনন্দ পাণ্ডা প্রভু) ঃ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব শ্রীমদ্ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ বনচারী প্রভু (শ্রীআনন্দ পাণ্ডা প্রভু) গত ২৮ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমা তিথি শুভবাসরে এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রার সমাপ্তি দিবসে প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে পবিত্র তিথিতে নির্য্যাণলাভ বহু সৌভাগ্যফলেই হইয়া থাকে। নির্য্যাণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীসন্ত কলোনিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির ও আশ্রমে তাঁহার সমাধিকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ সংবাদ পাইয়া উক্ত সমাধিকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের এবং শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তনগণের সংস্থাপিত বিভিন্ন মঠে থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছিলেন। তিনি শেষ বয়সে অপারগ হইয়া দীর্ঘদিন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা শ্রীধাম বৃন্দাবন—কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের সেবকগণ তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রের বহু শ্লোক এবং স্তব-স্তুতি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন গোবর্দ্ধনে ও তৎপরে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তিনি বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণসহ হরিকথার দ্বারা অনেক প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পূজা-পার্ব্বণাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্যেও পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার নির্য্যাণে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..............................
Vill..............................
P. O..............................
Dist..............................
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৩৯৯
২১ দামোদর, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, রবিবার, ১ নভেম্বর ১৯৯২ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রমামন্দির রাজপ্রাসাদ, মহীশূর
৮ই আষাঢ়, ১৩৩৯ ; ২২শে জুন, ১৯৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

এই সুদূর প্রবাসে থাকিবার সময় আপনার অনেকগুলি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আপনিও ভ্রমণকারী, আমরাও ভ্রমণকারী বলিয়া সময়মত পত্রাদি পাওয়া কঠিন হয়। আপনি পুরীতে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া এই কার্ড দিতেছি।

আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে-সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক। মায়াবাদিগণ অথবা মর্য্যাদামার্গের বিষ্ণুভক্তগণ নিজ নিজ কার্য্যের জন্য অন্য বুদ্ধি রাখেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদাপথের সেবামাত্র না হইয়া সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে। আমরা নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী নহি।**

আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি।** অপ্রাকৃত প্রভু ও তীর্থ মহারাজ অদ্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাত্রা করিয়াছেন। গত পরশ্ব মহীশূরের মহামান্য মহারাজ স্যার শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার জি-সি-আই ; জি-বি-ই বাহাদুরের সহিত আমার এক ঘণ্টাকাল হরিকথালাপ হইয়াছিল। মহারাজ সর্ব্ব-

সদ্‌গুণ মণ্ডিত। গতকল্য মহীশূরের টাউনহলেও আমার আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল।** আমরা বোধ করি অদ্য এইস্থান হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাইতে পারিব না। কল্য সম্ভবতঃ যাত্রা করিব। যত্নপূর্ব্বক উৎসব-সমূহ সমাপন করিবেন। প * * কে শ্রীমূর্ত্তি ও নি * * র সহিত কভুরে পাঠাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক

৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯ ; ২৩শে জুলাই, ১৯৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

খবরের কাগজে ও পত্রাদি হইতে আপনার গীতা-ব্যাখ্যার কথা জানিতে পারিতেছি। শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ গতকল্য সন্ধ্যায় মাদ্রাজ হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রি ২টার সময় কটকে পেঁছিবেন এবং এখান হইতে আগামী কল্য যাইবেন।

আগামীকল্য এখানকার মহামহোৎসব। মহা-মহোৎসব দর্শন ও * * জন্য তিনি আগামী কল্য যাত্রা করিয়া পরশ্ব প্রাতে কলিকাতা পেঁছিবেন। সেইদিনই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরে পেঁছিতে পারেন।

বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তির ভিক্ষাদ্বারা স্বকার্য্য-সম্পাদন পূর্ব্বক উভয়েরই ভগবদ্ ভজন বা কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই গ্রাসাচ্ছাদন যদি ভগবদনুগ্রহ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ও ভাগবতগণের দাসত্বছলনাকারীর সেবা-বিমুখতা যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে,—ইহাই দ্রষ্টব্য। শরীর সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়, কিন্তু কোন এক অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর রক্ষণ কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর বা সমাজ ন্যূনাধিক ক্ষতি-গ্রস্ত হয়,—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণব-সেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনামভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তদনুকূল ব্যাপার সমূহের গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল বর্জ্জন অপরিহার্য্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

[১০।৩২।১-৩, ১০]

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্তশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥৬৫॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃস্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥৬৬॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

গোপীগণ এইরূপ গান করিতেছিলেন। বিচিত্ররূপে প্রলাপ করিতেছিলেন। কৃষ্ণদর্শনলালসায় সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

তাঁহাদের সম্মুখে মন্দহাস্যযুক্ত মুখাম্বুজের সহিত পীতাম্বরধর বনলালা বিভূষিত, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথরূপ কৃষ্ণ সহসা আবির্ভূত হইলেন। জড়দেহে এবং লিঙ্গ শরীরে জীবের যে কাম, তাহার নাম মন্মথ। সেই মন্মথ সকল অনর্থের হেতু। মনকে মথিত করিয়া

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥৬৭॥
তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥৬৮॥

ততঃ ভগবান্ [১০।৩২।১৫-২২]

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥৬৯॥

ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥৭০

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থানং তদ্ধি নান্যথা ॥৭১

ভজন্ত্য ভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥৭২॥

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥৭৩॥

জড়বিষয়গামী করে অর্থাৎ অনুচৈতন্যরূপ জীবকে বিভু-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ করে। বহির্ম্মুখবিষয়ী এই মন্মথের বশীভূত হইয়া যোষিৎসঙ্গাদি দ্বারা সংসারগর্ত্তে পতিত হইয়া কষ্ট পায়। কৃষ্ণ চিজ্জগতের মন্মথ। সমস্ত শুদ্ধ চিদ্বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ নিত্য চিদ্ধামে পরম লীলা করিতেছেন। সেই লীলাই এই ব্রজের রাসলীলা। মায়িক চক্ষে বহির্ম্মুখ জীব ক্ষুদ্র জড়ীয় মন্মথের সহিত চিল্লোকে তুলনা করিয়া অধঃপতন লাভ করে অথবা ঔদাসীন হইয়া বিরত হয়। চিন্মন্মথের হেয় প্রতিফলন জড়ীয় কাম, যাহা বদ্ধজীব স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে ভোগ করে। বৃন্দাবনে এই অপ্রাকৃত পরম মদন রূপ কৃষ্ণ গোপীদিগের সম্মুখে উদয় হইলেন ॥৬৬॥

আহা! গোপীগণ চিৎপ্রেমের একমাত্র আদর্শ। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিলেন, শরীরে যেরূপ প্রাণ আসিলে হয়। সেইরূপ প্রীত্যুৎফুল্লনয়নে অবলাগণ যুগপৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আহা! সে কি অপূর্ব্বদর্শন ॥৬৭॥

বিধূত শোক গোপীগণের সহিত অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বৃত হইয়া অধিকতর শোভা পাইলেন। সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার বিলাসবিগ্রহ যেমত বিদ্বচ্চক্ষে পরিদৃশ্য হন, সেইরূপ। বস্তুতঃ প্রেমচক্ষে সেই গোপীবেষ্টিত কৃষ্ণ সেই তত্ত্বের পরম সার ॥৬৮॥

সেই চিদনঙ্গদীপন কৃষ্ণকে বিশেষ আদর করিয়া সহাসলীলা ঈক্ষণ বিভ্রম দ্বারা ভ্রূকটাক্ষের সহিত গোপীগণ কৃষ্ণের অলঙ্কৃত পদ ও হস্ত-সংস্পর্শ-দ্বারা সংস্তবনান্তে কিঞ্চিৎ কোপাভাস প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

হে কৃষ্ণ! কেহ কেহ ভজনাকারীকে অনুভজন করেন। কেহ কেহ ভজনা না করিলেও ভজনা করেন। আবার কেহ কেহ ভজনাই করুক বা না করুক তদুভয়কে ভজনা করেন না। ইহাতে কি ব্যাপার আছে, তাহা বুঝাইয়া বল ॥৭০॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে সখীগণ! যেস্থলে পরস্পর ভজন, সেস্থলে সমস্ত উদ্যমই স্বার্থপর। তাহাতে সৌহৃদ বা ধর্ম্ম নাই। নিজের মনঃসুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥৭১॥

ভজনা করে না অথচ তাঁহাকে যিনি ভজনা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম নির্দ্দোষ এবং তাহার যথেষ্ট সৌহৃদ আছে। হে সুমধ্যমাগণ! এই অবস্থার দৃষ্টান্তস্থল পিতামাতা ও করুণাপূর্ণ ব্যক্তিগণ ॥৭২॥

ভজনা করিলেও যিনি ভজনা করেন না, ভজনা না করিলেও ভজনার কথাই নাই। এরূপ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। আত্মারামতা ও আপ্তকামতা ঈশ্বর-লক্ষণ। ভক্ত ও জ্ঞানীর পক্ষে এই দুইটী ধর্ম্ম উপাদেয়। কেহ উপকার করিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার না করাই অকৃতজ্ঞতা। পিতামাতা গুরুজন নিঃস্বার্থ উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন প্রতিসেবা না করা গুরুদ্রোহিতারূপ মহাপাপ। আমি ঈশ্বর অতএব আমার সে ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম বিশেষ। তবে আমি ভজনাকারীকে ভজনা করি, যথা—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই আমার প্রতিজ্ঞা। সেটী আমার নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা বলিয়া জানিবে। অনেকে আমাকে ভজনা করিলেও তাহাদিগকে কোন স্থলে আমি উপেক্ষা করি। সে আমার ভক্ত-প্রতি কৃপা ও ভগবদ্ধর্ম্মবিশেষ। মনুষ্যের পক্ষে

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥৭৪॥
এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥৭৫॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৭৬॥

[১০।৩৩।২-৩]

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥৭৭॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥৭৮

[১০।৩৩।১৬]

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥৭৯॥

পরস্পর উপকার সংসারধর্ম্ম। নিঃস্বার্থ উপকার সদ্ধর্ম্ম। আত্মারামতা ও আত্মকামতা পরধর্ম্ম। অকৃতজ্ঞতা ও গুরুদ্রোহ পাপ। ভগবানের পক্ষে এই তিন প্রকার ব্যবহারেই কিছুমাত্র দোষ নাই। কেন না তিনি নিত্য মঙ্গলময়। অধিক মঙ্গল কিসে হয়, তাহা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই জানেন ॥৭৩॥

আমার পক্ষে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। হে সখীগণ! আমাকে যিনি দৃঢ় ভজনা করেন, আমি তাঁহার বিশেষ উপকার করিবার অভিপ্রায়ে ভজনা করি না। অভিপ্রায় এই যে, আমি যত উদাসীন থাকি, ততই জন্তুদিগের আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন অধনব্যক্তির লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে সে সেই ধনের চিন্তায় ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া নিভৃতে বসিয়া তাহাই ভাবে। আমার কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তি করিয়াও আমার নিকট কোন সামান্য উপকার না পাইলে বিশেষ চিন্তার সহিত আমাকে ভাবনা করে ॥৭৪॥

হে অবলাগণ! আমি সামান্য ভক্তগণের অনুবৃত্তি সমৃদ্ধির জন্য যখন এরূপ করি; তখন ভক্ত-চূড়ামণি যে তোমরা গোপীবৃন্দ, তোমাদের জন্য এরূপ আচরণ অবশ্য করিব। অধিক এই যে, তোমাদের অপরোক্ষে আমি ভজনা করিবার জন্য তিরোহিত হইয়াছিলাম। তোমরা হে প্রিয়াগণ! পরমপ্রিয় আমাকে অসূয়া করিবে না। করিবে না যে, তাহাও আমি জানি, কেন না আমার জন্য তোমরা লোক ও বেদ দুইই পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমরা আমার আত্মশক্তি। তোমাদের কথা কি ॥৭৫॥

গোপীসম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ কথা আছে। সর্ব্বপ্রকার ভজনাকারীকে আমি কোন না কোন প্রকার প্রতিশোধ দিতে পারি। কিন্তু তোমাদিগকে কোন প্রতিশোধ দিতে পারিব না। অবতার কালের ত' কথাই নাই। তোমরা আমার সহিত গোলোক হইতে অবতীর্ণ। তাহাতেই বলি যে, গোলোকনাথের অনন্ত আয়ুতেও তোমাদের প্রতিশোধ হইবে না। আমার সহিত এই ভৌমব্রজে তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য। যোগমায়ার দ্বারা আবরিত হইয়া তোমরা নিজ ঐশ্বর্য্য জান না। তথাপি এখানে দুর্জ্জয় গেহশৃঙ্খল ছেদ করিয়া আমাকে একান্ত ভজনা করিলে। ইহাতে যে সাধুকৃত্য করিলে সেই সাধু-কৃত্যতেই সন্তুষ্ট হও। তোমরাই আমার ঐশ্বর্য্য, তোমরাই আমার বল। তোমাদিগকে আমি আর কি দিতে পারি। সুতরাং তোমাদের ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষেও দুঃসাধ্য। তোমাদের সৌশীল্যের দ্বারা আমি আনৃণ্য লাভ করিলাম। কোন সাধুকৃত্য দ্বারা আনৃণ্য পাইলাম না ॥৭৬॥

তখন অনুব্রত (গোপী) স্ত্রীরত্ন দ্বারা অন্বিত হইয়া প্রীতিসহকারে পরস্পর বদ্ধবাহুভাবে সেইখানে গোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥৭৭॥

রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইলেন। দুই দুই গোপীর মধ্যে এক একটি কৃষ্ণের স্বরূপ। এরূপ প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ স্বনিকট স্ত্রীগণকে কণ্ঠে গ্রহণ করিলেন। এইস্থলে স্বয়ংরূপ

[১০।৩৩।১৯]

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥৮০

[১০।৩৩।২৫]

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্য বরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥৮১॥

কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ দেখা গেল ॥৭৮॥

পরিষ্বঙ্গ (আলিঙ্গন), করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধদৃষ্টি, উদ্দামবিলাস, হাস এই সব ক্রিয়ার সহিত রমানাথ ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। অর্ভক অর্থাৎ বালক স্বীয় প্রতিবিম্ব বিভ্রমে যেরূপ ক্রীড়া করে, তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ জগতে এক বস্তু। তাঁহার শক্তি অনন্ত। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায়। এক পরা শক্তির বিভূতি সকলকে অনন্তশক্তি করা হইল। এক কৃষ্ণ, যত সংখ্যা গোপীশক্তি, তত সংখ্যা প্রকাশ হইলেন। সকলই কৃষ্ণ বটে। কিন্তু চিচ্ছক্তিযোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপীসমূহকে পৃথক্ প্রকট করাইলেন। লীলাপোষণের জন্য সকলকে পৃথক্ ভাব দিয়া সাজাইলেন। সমস্তই চিচ্ছক্তির খেলা। তাহা আবার জগতের মায়িক চক্ষের গোচর করাইলেন। রসপোষণের জন্য পরস্পর পারকীয় সম্বন্ধাভিধান দিলেন। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা। এইরূপে যে লীলা হইল তাহা অর্ভক-প্রতিবিম্বের ন্যায় বটে। কিন্তু চিচ্ছক্তি যাহা করিলেন, তাহা সত্য, নিত্য ও স্বপ্রকাশ। অনাদি কাল হইতে এই পারকীয় রাসলীলা নিত্যসিদ্ধ। মায়িকজনের বাক্যে বর্ণনে, মায়িকজনের কর্ণে শ্রবণে এবং মায়িকজনের মনে স্মরণে এই সকল ব্যাপারকে দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নয়। অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বাশ্রিত এই কৃষ্ণলীলার আদি অন্ত নাই। ইহার মধ্যভাগই নিত্য নূতন। আত্মার অংশ অংশী এবং শক্তির পরিণাম পরিণামী ভেদাভেদ-ধর্ম্ম ক্ষুদ্র জীবের এবং ব্রহ্মা-শিবাদিরও বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব। অচিন্ত্য শক্তিতেই তাহার সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয় ॥৭৯॥

কৃষ্ণ স্বীয় অসীম আত্মাকে অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা গোপী সংখ্যায় সমান করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মারাম হইয়াও লীলা করিলেন। এই লীলায় সকল আত্মময় ইহাতে মায়িকভূত বা জড়ের প্রবেশ মাত্র নাই বলিয়া ইহাতে কৃষ্ণের আত্মারামতা অখণ্ডভাবে বিরাজমান ॥৮০॥

এইরূপে চন্দ্রকিরণ বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য-কথাশ্রয়ে আনন্দসেবা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন, তত্রত্য নদ, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সঙ্গিনী সমস্তই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্ব; তাহাতেই অবরুদ্ধরতি শ্রীকৃষ্ণ। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে দুর্ভাগা লোক নিজ-চক্ষু দোষে ঐ সমস্ত দেখিয়াও মোহিত হয়। সেই লীলা বিদ্বচ্চক্ষে প্রপঞ্চাতীত হইয়া প্রকাশ পায় ॥৮১॥

(ক্রমশঃ)

ব্রজপ্রেমের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে, নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথরূপে এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্র গৌরসুন্দররূপে যে গীতগোবিন্দ মহাকাব্যের রসমাধুর্য্যাস্বাদনে অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, স্বয়ং তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত জয়দেবরূপে নিজ শ্রীহস্তে লেখনী ধারণপূর্ব্বক যে গীতিটির ৮ম স্তবকের (stanza) ২য় চরণের পাদপূরণ করিয়াছেন, সেই স্তবকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত বিকারম্ (প্রিয়ে) ॥"
—গীঃ গোঃ ১০।৮

উহার শ্রীল পূজারি গোস্বামিবিরচিত টীকা ঃ—

"হে প্রিয়ে ! মম শিরসি পদপল্লবমর্পয়, কীদৃশম্ ? উদারং বাঞ্ছিতপ্রদং অতো মহৎ কিমর্থং স্মরগরলং খণ্ডয়তীতি তৎ । ন কেবলমিদং খণ্ডনং ভূষণঞ্চ । কথমেবং প্রার্থয়সে ইত্যাহ । কামক্লেশ এব দারুণোঽনলোঽগ্নির্ময়ি জ্বলতি, অতস্তেনোপাহিত-বিকারং হরতু, তদ্ধারণমাত্রেণ তাপোঽপযাস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ হে প্রিয়ে ! আমার মস্তকোপরি তোমার পদপল্লব অর্পণ কর, সেই পদপল্লব কি প্রকার ? না তাহা পরম উদার—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ—অতএব অতীব মহৎ—কিজন্য তাঁহার মহত্ত্ব ? না তাহা যে সার অর্থাৎ কন্দর্প বা কামদেব, সেই কামদেবরূপ মহাসর্পের গরল বা কালকূটবিষ খণ্ডনকারী, কেবল যে বিষ খণ্ডন করে, তাহা নহে, তাহা আমার মস্তকের ভূষণস্বরূপ বটে । যদি বল, কিজন্য ঐরূপ প্রার্থনা করিতেছ ? (অর্থাৎ হে প্রিয়ে আমার শিরোপরি তোমার পদপল্লব অর্পণ কর—ঐরূপ প্রার্থনা করিতেছ ?)—ইহাতে বলা হইতেছে—দেখ, কামক্লেশরূপ দারুণ অগ্নি আমার সমস্ত দেহকে দগ্ধীভূত করিতেছে, তোমার অনুগ্রহে সেই কামানলজনিত বিকার দূরীভূত বা বিনষ্ট হউক । অর্থাৎ সেই পাদপদ্ম ধারণমাত্রেই আমার সমস্ত তাপ অপগত হইবে ।

'উপাহিত' শব্দের আশুতোষ দেবকৃত শব্দবোধ অভিধানে একটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে—'উপস্থিত হয় অহিত যাহা হইতে' ।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যের 'মানিনী বর্ণনে মুগ্ধমাধব' নামক দশমসর্গের ৮ম শ্লোকের অর্থ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে ঃ—

(অয়ি প্রাণেশ্বরি !) মম শিরসি (মদীয় মস্তকে) স্মরগরল খণ্ডনং (কাম-কালকূট-দমনং) উদারং (বাঞ্ছিতপ্রদম্ অতো মহৎ) মণ্ডনং (ভূষণরূপং) তব পদপল্লবং দেহি (অর্পয়) । দারুণঃ (ভীষণঃ) মদনকদনানলঃ (কামসন্তাপাগ্নিঃ) ময়ি জ্বলতি ; তদুপাহিতবিকারং (তেন মদনতাপানলেন উপাহিতঃ সমুৎপাদিতঃ বিকারঃ তম্) (মম ইতি শেষঃ) হরতু (শময়তু) [পদপল্লবধারণমাত্রেণৈবতাপোঽপযাস্যতীতি ভাবার্থঃ] ॥ ৮ ॥

উহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ ঃ—

"তোমার এই পরমসুন্দর পদপল্লব আমার মস্তকে প্রদান কর, ইহা আমার শিরোদেশের ভূষণ-স্বরূপ হউক, [কেবল তাহাই নহে, ইহা] আমার মদনহলাহলের খণ্ডনকারী । [দেখ] দারুণ মদনানল আমার দেহে প্রজ্বলিত হইতেছে, আমার মস্তকে অর্পিত তোমার চরণপল্লব আমার মদনানলজনিত বিকার প্রশমিত করুক ॥ ৮ ॥"

উক্ত শ্লোকে 'মদনকদনানলঃ' এই শব্দের 'মদন-কদনারুণঃ' এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায় । 'কাম-ক্লেশ এব দারুণোঽরুণঃ সূর্য্যঃ ময়ি জ্বলতীত্যর্থঃ ।' অর্থাৎ কামক্লেশ দারুণ সূর্য্যের ন্যায় আমাতে জ্বলিতেছে—আমাকে দগ্ধীভূত করিতেছে—ইহাই অর্থ ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম ।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর ।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥
* * *
কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান—সম্বিতের সার ।
ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব ।
(সেই) ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী ।
সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥"
(চৈঃ চঃ আ ৪।৬৪-৬৯)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের চিৎস্বরূপাতে হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমের সার 'ভাব', ভাবের পরাকাষ্ঠা যে মহাভাব, শ্রীরাধারাণী সেই মহাভাব-স্বরূপিণী, তিনি সর্ব্বগুণের

আকর এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি! তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়-কায় কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা পরিভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজশক্তি, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ব্রজের প্রেম-ক্রীড়ার তিনিই একমাত্র সহায়। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকাপুরে মহিষীগণ এবং ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ—এই ত্রিবিধ কৃষ্ণকান্তার মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণই সর্ব্বপ্রকার কান্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তাহার মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বথাধিকা। অবতারিস্বরূপ কৃষ্ণ যেমন পুরুষাদি অবতারস্বরূপকে বিস্তার করেন, শ্রীমতী রাধিকাও তদ্রূপ সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনা-গণ বিস্তৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধারাণীর নিজ কায়ব্যূহরূপ আকার ও স্বরূপভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা ব্যতীত রসের উল্লাস হয় না। এজন্য লীলার সহায়স্বরূপ তাঁহার (হলাদিনীর) অনেক প্রকাশ দেখা যায়। তন্মধ্যে ব্রজরসই সর্ব্বাধিক। ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে রাধারাণী কৃষ্ণকে রাসাদি লীলার আস্বাদন করান।"—চৈঃ চঃ আ ৪। ৬৮-৮১ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমতী রাধারাণীর পঞ্চনাম ঃ—

"গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তাশিরোমণি ॥" ঐ ৮২ ॥

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রবাক্যেও কথিত হইয়াছে—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"ঐ ৮৩

[অর্থাৎ "পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-ময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।" [অঃ প্রঃ ভাঃ]

[উপরিউক্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের নিগূঢ়ার্থ-বোধ-সৌকর্য্যার্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্ত শ্লোকার্থবোধক পয়ার ছন্দ এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ-কৃত ঐ সকল পয়ারের বিশদার্থবোধক 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলাম—]

"দেবী কহি দ্যোতমানা—পরমা সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।২৮ শ্লোক—)

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥'

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরমদেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা ॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান ॥
কিম্বা 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥
কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥"

[আবার শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অর্থাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্য নিজে গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ—"শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে বিশ্ব কৈল ধন্য ॥"—চৈঃ চঃ আ ৩।৩৪]

"প্রেমভক্তি বিলাইতে আপনে অবতরি'।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি' ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৯৯-১০০

ঐসকল পয়ারের অঃ প্রঃ ভাঃ—

"দ্যুতিবিশিষ্টা পরমাসুন্দরী বলিয়া, কিম্বা কৃষ্ণ-পূজারূপ যে ক্রীড়া, তাহার বসতি-স্থান বলিয়া তিনি 'দেবী'।

'কৃষ্ণময়ী' শব্দের দুই অর্থ—এক অর্থ এই—যাঁহার ভিতরে বাহিরে কৃষ্ণ এবং যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, সেইখানেই তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয়। অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময়, তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব—ইহাই 'কৃষ্ণময়ী' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপুরণরূপ আরাধন-কার্য্য হইতে তাঁহার 'রাধিকা' নাম উক্ত হইয়াছে।।" ।। ৮৪-৮৭ ।।

'হে সহচরি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।।' ৮৮ ।।

[শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া রাধিকা—পরদেবতা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বপালিকা—সমস্ত ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা—হ্লাদিনী-দ্বারা কৃষ্ণভক্তগণকে প্রেমধন দিয়া পোষণ করেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, দ্বারকাপুরের মহিষী এবং ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণের অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধিকা—সর্ব্বলক্ষ্মী বা যাবতীয় কৃষ্ণকান্তাগণের অংশিনী বা আশ্রয়-শিরোমণি ।। ৮৯-৯০]

সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয়স্বরূপা ; অথবা 'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দে কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য, তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ।। ৯১ ।।

[সর্ব্বকান্তি—সকল শোভার মূল আকর স্বরূপা—সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি যাঁহাতে অবস্থিত। অথবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের যাবতীয় ইচ্ছা, শ্রীরাধিকা সেই কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী ।। ৯২-৯৪ ।।]

[কৃষ্ণ—ভুবনমোহন, তাঁহারও মনোমোহিনী বলিয়া তিনি সমস্তের পরাঠাকুরাণী।]

'অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী' এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের প্রত্যেক শব্দের অর্থ বিচারিত হইল ।। ৯৫ ।।

[শ্রীরাধা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, দুই বস্তুতে কোন ভেদ নাই—পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী রাধা ।। ৯৬ ।।]

মৃগমদ ও তাহার গন্ধ পৃথক্ দুই বস্তু হইয়াও তাহারা যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, অগ্নি ও অগ্নিজ্বালা পৃথক্ বস্তু হইয়াও যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ রাধা ও কৃষ্ণ লীলারসাস্বাদনে নিত্য পৃথক্ হইয়াও একই স্বরূপ। ।। ৯৭ ।।

এজন্য শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধারাণী সাক্ষাদ্ ভগবদ্-বিভাগ-বিশেষ। তাঁহাদের ক্রীড়ায় প্রাকৃত কামগন্ধের লেশমাত্র নাই।

শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি শ্রীমতীবৃষভানুরাজনন্দিনী রাধা। শক্তিমৎ তত্ত্ব ও শক্তি একই তত্ত্ব—একই বিগ্রহ, কেবল লীলা-বিলাসার্থ দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন। উভয়েই চিন্ময়স্বরূপ, মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় তাঁহাদের জড় দেহ, জড়েন্দ্রিয় ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহাদের চিন্ময়স্বরূপে শুদ্ধচিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় দেহ বিরাজিত। জন্মাদি লীলা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের প্রাকৃত গুণত্রয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীরাধা, কৃষ্ণের নিজশক্তি, তিনিই তাঁহার (কৃষ্ণের) ক্রীড়ার প্রধান সহায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সন্ধিনী বা সত্তাবিস্তারিণী শক্তিপ্রভাব তাঁহার (কৃষ্ণের) চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। শুদ্ধচিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি যাবতীয় লীলোপকরণ, সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধি-নীই চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময়-স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতামাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময়স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত লৌকিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।

চিদ্গত সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবকে কৃপা করেন, তখন সেই জীবের কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান জন্মে ; অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থা-ভেদে আবরণমাত্র।

হ্লাদিনীর ক্রিয়ার নামই প্রেম। সেই প্রেম দুই

প্রকার—শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধ সম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের কৃষ্ণপ্রেম হয়। জীবগত হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তিদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সুখ-দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমাদর্শ—ব্রজের গোপীমণ্ডলী; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। [তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত তাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা শ্রেষ্ঠা, আবার সেই দুইএর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকারই নাই। তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়-কায় কৃষ্ণপ্রেম কর্ত্তৃক পরিভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজশক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণ, শক্তি হইতে পৃথক্ হইলে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন। অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায়।"

—শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য

জড়জগতে শৃঙ্গার বা মধুর রসটি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা হেয় বা ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, চিজ্জগতে এই শৃঙ্গাররসটি তেমন সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলিয়া চিদ্‌রসরসিকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত। কেন না ইহাতে কোন জড়ীয় কাম-গন্ধের লেশমাত্র নাই। এজন্যই ইহা আজন্ম জড়বিষয়বিরক্ত মহাভাগবত পরমহংস শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আস্বাদ্য বিষয় হইয়াছে, আর তিনিই হইয়াছেন ইহার বক্তা এবং শ্রোতা হইয়াছেন—মুমূর্ষু মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঊর্দ্ধ্বরেতা মহা মহা মুনি ঋষি। মহাতীর্থ শ্রীগোমতীতটবর্ত্তী নৈমিষারণ্যেও শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য—শ্রীশুকপরীক্ষিৎ সংবাদের শ্রোতা শ্রীউগ্রশ্রবা সূত—যিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলদেবের কৃপাপ্রাপ্ত এবং স্বয়ং তাঁহা কর্ত্তৃকই শ্রীশৌনকাদি ষষ্টিসহস্র মহামুনির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার অধিকার প্রাপ্ত, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার ব্যাখ্যাতা এবং শ্রোতা হইয়াছেন—মহা মহা বিষয়বিরক্ত মুনিগণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতপ্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

'চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত ॥'

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ ॥

—ভাঃ ১২।১৩।১৫

অর্থাৎ "সর্ব্ববেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলা যায়। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার কখনও অন্য শাস্ত্রে (বা অন্য রসে) আসক্তি থাকে না।"

"সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥"

—ভাঃ ১।৩।৪২

অর্থাৎ এই শ্রীভাগবত গ্রন্থে সর্ব্ববেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥

—গরুড়পুরাণ

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত।

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার ॥

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥
ভাগবত যে না মানে, সে যবনসম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভুযম ॥"

—চৈঃ ভাঃ

সুতরাং সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণমুখারবিন্দস্বরূপ দশম স্কন্ধে বর্ণিত রাসলীলায় যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ব্রজগোপীগণসহ রাসাদিক্রীড়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক প্রাকৃত কামগন্ধ-বিবর্জ্জিত। কিন্তু তাহা কখনই জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহে। এজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন —

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

অর্থাৎ "অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।"

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রাসাদিলীলাকে যদি জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা বিপরীত ফলপ্রসূ হইয়া পড়ে। এজন্য ঐ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—

"ব্যতীত ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥"

অর্থাৎ প্রাকৃত ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত চমৎকারবিশেষের আধারস্বরূপ যে স্থায়ী ভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়।

নতুবা প্রাকৃতভাবনামার্গের প্রাকৃতরসকে অপ্রাকৃত রসসাম্যে বিচার করিতে গেলে নানা অনর্থের উদ্গমে জীবের নরকগতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। এজন্য মহাকবি শ্রীজয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ মহাকাব্যের প্রারম্ভেই শপথ প্রদান-স্বরূপে ভক্তগণকে বলিতেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্ ॥

অর্থাৎ (হে সজ্জনবৃন্দ!) যদি শ্রীকৃষ্ণানুচিন্তনে আপনাদিগের চিত্ত শৃঙ্গাররসাস্বাদনোপযোগী হইয়া থাকে এবং ঐ রসে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাদি ভগবৎপ্রেয়সীগণের শৃঙ্গাররসোচিত বিলাস-ক্রীড়ায় (অঙ্গক্রিয়াদিতে) প্রকৃত কৌতূহল বা ঔৎসুক্যের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীজয়দেবের বাণী—শৃঙ্গাররসপ্রাচুর্য্যহেতু 'মধুরা', ঝটিতি অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র বোধ্যত্বহেতু 'কোমলা' এবং গেয়ত্বহেতু কান্তা—কমনীয়া পদাবলী শ্রবণ করুন।

[ব্রজবিলাসী ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের বিলাস কলাসু—বিলাস—ক্রিয়াদি ও কলা—চতুঃষষ্টি রতিকলায়।]

অর্থাৎ ইহা দ্বারা কবিবর তাঁহার শৃঙ্গাররসকাব্যানুশীলন ব্যাপারে অনধিকারচর্চ্চাবিষয়ে পাঠক বা শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাসলীলা শ্রবণ বা পঠনাদি সম্বন্ধেও ঐপ্রকার শপথ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥
গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে 'কাম' ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬০-১৬২

(ক্রমশঃ)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত

(৮২)

'পুরাসীদ্রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ।
স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাসসুদর্শনৌ ॥'

—গৌঃ গঃ ৫৩

'পূর্ব্বে যিনি রঘুনাথের গুরু বশিষ্ঠমুনি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে প্রকাশভেদে গঙ্গাদাস ও সুদর্শন নামে অভিহিত হইয়াছেন।'

'আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥'

—ঐ ১১১

'শ্রীজগন্নাথ-আচার্য্য এবং প্রভুর প্রিয়পাত্র গঙ্গাদাস, এই দুইজন পূর্ব্বে নিধুবনে গোপিকাপ্রিয় দুর্ব্বাসা ছিলেন।'

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ ॥

—চৈঃ চঃ আ ১০।২৯

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণ যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন সেই সান্দীপনি মুনিকে গৌরলীলায় গঙ্গাদাস পণ্ডিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

'নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি ॥'

—চৈঃ ভাঃ আ ৮।২৬

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার বাক্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লিখিয়াছেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত পূর্ব্বলীলায় সান্দীপনি মুনি—শ্রীরাম-চন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠমুনি তাহাতে অন্তর্প্রবিষ্ট। শ্রীকবি-কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ৫২ শ্লোকে কেশব ভারতীকে সান্দীপনি মুনিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বজীবের উদ্ধারমানসে গোলোকপতি শ্রীহরিকে নিরন্তর পূজা-বিধানের দ্বারা জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত সিংহের হুঙ্কারে মহাপ্রভুর অবতরণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, গুরুবর্গ যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গৌরলীলা পুষ্টির জন্য, তন্মধ্যে অন্যতম শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত। 'রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ। গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥'—চৈঃ চঃ আ ১৩।৬১। 'নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়। পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায় ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ। শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥'—চৈঃ ভাঃ আ ২।১৮-৯৯। পুত্র নিমাইয়ের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা জানিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে লইয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট সমর্পণ করিলেন। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থান গঙ্গানগর নামে প্রসিদ্ধ। কথিত হয় শ্রীভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত গঙ্গা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানের নাম গঙ্গানগর হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম—শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমাকালে ভক্তগণ শ্রীযোগপীঠ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে বসিয়া উক্ত স্থানের মহিমা শ্রবণ করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ৮ম অধ্যায় ২৪ পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'শ্রীগৌরনারায়ণ বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্, সুতরাং তিনি সকল শাস্ত্রপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্যের একমাত্র আধার; তথাপি লৌকিক লীলার অভিনয়কল্পে জড়পণ্ডিত অনুচানমানিগণের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা বিচারচেষ্টাকে গর্হণ ও নিষেধ করিয়া যথার্থ পণ্ডিত, বিদ্বান বা ভক্তের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিমূলক বিচারের মহিমা প্রদর্শন করিবার জন্য সান্দীপনি মুনির নিকট কৃষ্ণের অধ্যয়নের ন্যায় ব্যাকরণাদি শব্দ-শাস্ত্র পড়িবার বাসনা করিলেন।'

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পুত্রকে সমর্পণ করিলে গঙ্গাদাস পণ্ডিত পরমোল্লাসের সহিত নিমাইকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া পুত্রের ন্যায় স্নেহভরে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও মেধা দেখিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিত

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি সহস্র সহস্র ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ অলৌকিক মেধাবী ছাত্র কখনও দেখেন নাই। শিষ্যের গৌরবে গুরুর গৌরব বৃদ্ধি হয়। গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে সর্ব্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শিষ্যগণকে নিমাই নানাবিধ ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, সূত্র ব্যাখ্যাকালে যাহা স্থাপন করিতেন তাহা আবার খণ্ডন করিয়া পুনরায় স্থাপন করিতেন। পড়ুয়াগণ নিমাইয়ের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে নিমাইয়ের বিদ্যা-বিলাসলীলা।

এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী হয়।
ব্যাকরণ পড়ে এথা শচীর তনয়॥
দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার।
ব্যাকরণে করয়ে টিপ্পনী আপনার॥
কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত মুরারিগুপ্তে।
এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষচিতে॥
বিদ্যারসে মগ্ন হৈয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
করয়ে যে ক্রিয়া ব্রহ্মাদির অগোচর॥

—ভঃ রঃ ১২৷২১৮৫-৮৮

'গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১৫৷৫

গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহে প্রেমবিকার—শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণকে পরম বিস্ময়ান্বিত করিল। বিদ্যাবিলাসরস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তির অদ্ভুত প্রকাশ মহাপ্রভুতে দেখিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন। গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভু একদিন গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। গুরুদেবও স্নেহ ও সম্ভ্রমে মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। শিষ্যের প্রতি গুরুর ব্যবহারও প্রদর্শিত হইল। প্রকৃত বিদ্যার ফল কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ, তাহা না হইলে মনুষ্যজীবন নিরর্থক। কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই পিতৃকুল মাতৃকুল পরিত্রাণ লাভ করে। গঙ্গাদাসপণ্ডিত নিমাইয়ের পরিবর্তন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অধ্যাপনার জন্য আদেশ করিলেন।

গুরু বলে—"ধন্য বাপ, তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন॥
তোমার পড়ুয়া সব—তোমার অবধি।
পুঁথি কেহ নাহি মেলে, ব্রহ্মা বলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯৷১২২-২৪

'গঙ্গাদাস পণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি—শিষ্য যাঁর॥
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য?
যাঁর শিষ্য—চতুর্দ্দশভুবন-আরাধ্য॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ৯৷২৮৩-৮৪

পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা পূজিত ও স্তুত হইয়া যখন বাল্যভাবে নদীয়া নগরে বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সময় ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন পণ্ডিত গঙ্গাদাসের গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেকালে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করতঃ সাত প্রহরব্যাপী মহাপ্রকাশলীলায় ভক্তগণকে আহ্বান করতঃ কৃপা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে একদিন একটি ঘটনার কথা নিবেদন করিলেন—যবন রাজার ভয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ গৃহ হইতে রাত্রিতে পলায়ন করিয়া গঙ্গার তটে আসিয়াছিলেন। সেই সময় খেয়াঘাটে নদী পার হইবার নৌকা না পাইয়া খুবই সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। রাত্রি শেষ হইল তথাপি নৌকা আসিল না। যবনগণ স্ত্রীপরিজনবর্গকে স্পর্শ করিয়া দূষিত করিবে—এই ভয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিত কাঁদিতে লাগিলেন, গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। সেই সময় মহাপ্রভু খেয়ারীরূপে নৌকা লইয়া গঙ্গার খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। নৌকা দেখিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া খেয়ারীকে প্রার্থনা জানাইলেন—'আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার। জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ সকল তোমার॥ রক্ষা কর, পরিকর-সঙ্গে কর

পার। এক তঙ্কা, এক জোড় বখ্‌শীষ তোমার ॥' খেয়ারীরূপী মহাপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে পরিজনবর্গ-সহ নৌকাতে উঠাইয়া নদী পার করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে উক্ত ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে এবং তাঁহাকে নদী পার করাইয়া তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন বলিলে গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাহা শুনিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তি দর্শনের জন্য যে সকল নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ তথায় পেঁ ৗছিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গঙ্গাদাস পণ্ডিত অন্যতম।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরে অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শনবিরহে আলালনাথে যাইয়া অবস্থান করিতেন। গৌড়দেশ হইতে পুরুষোত্তম-ধামে ভক্তগণ আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু আলালনাথ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। তৎকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে অট্টালিকায় উঠাইয়া গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবগণের পরিচয় প্রদানকালে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'আচার্য্যরত্ন ইঁহ, পণ্ডিত পুরন্দর। গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত শঙ্কর ॥'—চৈঃ চঃ ম ১১।৮৫। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত পুরীতে মহাপ্রভুর মিলন সম্পাদিত হয়। মহাপ্রভু সকল ভক্তের গুণগান করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। 'আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর। গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্যপুরন্দর ॥ প্রত্যক্ষে সবার প্রভু করি গুণগান। পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥'—চৈঃ চঃ ম ১১।১৫৯-৬০। শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথের অগ্রে রথযাত্রাকালে যে সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে দোঁহার গায়কগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মূল গায়ক শ্রীবাস পণ্ডিত এবং নর্ত্তক নিত্যানন্দ প্রভু। 'শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ। শ্রীরাম পণ্ডিত, তাহা নাচে নিত্যানন্দ ॥'—চৈঃ চঃ ম ১৩। ৩৮-৩৯।

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

(৭)

মহারাজ ভরত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

১—নাভির পুত্র ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মহারাজ ভরত, যাঁর নামানুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। পূর্ব্বে এ দেশের নাম ছিল অজনাভবর্ষ।

২—পরব্রহ্ম শ্রীহরি পঞ্চবিংশ লীলাবতারে এবং দশাবতারের অন্যতম পরিপূর্ণ ষড়্বিধগুণের পরাবস্থ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অংশাবতার মহারাজ ভরত সূর্য্যবংশে অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা। বৈবস্বত-মনু-ইক্ষ্বাকু-মান্ধাতা-ত্রিশঙ্কু-হরিশ্চন্দ্র-রোহিত-মহারাজ সগর-অসমঞ্জস-অংশুমান্-দিলীপ-ভগীরথ-অশ্মক-বালিক রাজা (নারী কবচ)-খট্টাঙ্গ-দীর্ঘবাহু-রঘু-অজ-মহারাজ দশরথ। দশরথ মহারাজ ও কৈকেয়ীকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের অংশাবতার ভরতের আবির্ভাব।

৩—চন্দ্রবংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র রাজা ভরত। ইনিও ভগবানের অংশাংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিগীত। শকুন্তলা ইঁহার জননী। কণ্ব মুনির আশ্রমে ইঁহার আবির্ভাব। বাল্যাবস্থায় ইঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া মুনিগণ ইঁহার নাম 'সর্ব্বদমন' রাখিয়াছিলেন। ইনি কুরু ও পাণ্ডবগণের মূল। এইহেতু পাণ্ডবগণকে 'হে ভারত!' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ভরত সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী

হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ভারতী কীর্ত্তি সেই ভরত হইতেই হইয়াছে এবং তাঁহা হইতে ভারতকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইঁহার নামানুসারেই এই দেশের নাম ভারত-বর্ষ হয়।

(১)

পিতা ঋষভদেবের ইচ্ছায় মহারাজ ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। বিশ্বরূপ কন্যা পঞ্চজনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মহারাজ ভরত স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া পিতা ও পিতামহের ন্যায় পরম বাৎসল্য সহকারে প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ইনি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার ঔরসে এবং পঞ্চজনীর গর্ভে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ ভরত যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফল পরদেবতা ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছিল এবং তিনি বাসুদেবে সুদৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধাভক্তির দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন— শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনমালা-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত বাসুদেবের রূপ নারদাদি ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকাশিত আছেন। রাজর্ষি ভরতের রাজ্যভোগাদি প্রারব্ধ কর্ম্মফলের অবসান হইতে সহস্র অযুতবর্ষ পর্য্যন্ত (এক কোটী বৎসর) অতিক্রান্ত হইল। ভোগকালের সমাপ্তি হইলে তিনি পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে যে ধন সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা যথাবিহিতভাবে সন্তানগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ পুলহাশ্রমে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রবাহিতা গণ্ডকী নদীর দ্বারা পুলহ মুনির তপোবন সমূহের পবিত্রতা সাধিত হইয়াছিল। মহারাজ ভরত তপোবনে একাকী অবস্থান করিয়া পুষ্প-তুলসী-জল ও কন্দমূল-ফলের দ্বারা বাসুদেবের সম্যক্ অর্চ্চন করায় তাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত বিষয়াভিলাষ বিদূরিত হইল এবং তিনি বাসুদেবে পরাভক্তি লাভ করিলেন।

একদিন মহারাজ মহানদীতে (গণ্ডকী নদীতে) স্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া জপ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি গর্ভবতী পিপাসার্ত্তা হরিণী জল পানকালে অকস্মাৎ সিংহের গর্জ্জনে ভীতা হইয়া লম্ফ প্রদান করতঃ নদীর অপর পারে পতিত হইল। গর্ভপাতহেতু হরিণ শিশুটি জলে পতিত হইল। হরিণী প্রাণত্যাগ করিল। হরিণ শিশুটি স্বজন বিরহিত হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া মহারাজের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। মহারাজ মৃগ শিশুটিকে মাতৃহারা জানিয়া স্রোত হইতে উঠাইয়া নিজাশ্রমে লইয়া আসিলেন। তিনি হরিণ শিশুটিকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত কণ্ডূয়ন ও চুম্বনাদি-দ্বারা লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বৃকাদি যাহাতে শিশুটীকে বধ করিতে না পারে, তৎপ্রতি রাজা ভরত সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। এই-ভাবে হরিণশিশুর প্রতি অধিক অভিনিবেশহেতু তিনি নিত্য নিয়ম—অহিংসাদি আচরণ, ভগবদর্চ্চনাদি কার্য্য হইতে ক্রমশঃ চ্যুত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। শরণাগত প্রাণীকে উপেক্ষা করা সমীচীন নহে, ভরতের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মবিচার ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি আসিয়াছিল। মহারাজ ভরত স্নান, আহার, চলাফেরা, শয়ন, উপবেশন প্রতিটী কার্য্যেই হরিণ শিশুর চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। প্রারব্ধ কর্ম্ম-দোষেই তিনি আত্মধর্ম্ম হইতে ভ্র ট হইলেন। তিনি হরির আরাধনার জন্য দুস্ত্যাজ্য সংসার ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইলেন। মৃগ শিশুর প্রতি মহারাজের নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহাবেশ হইল। হঠাৎ একদিন তিনি মৃগটিকে দেখিতে না পাইয়া শোকগ্রস্ত হইয়া হা মৃগ! হা মৃগ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃগচিন্তায় নিমগ্নাবস্থায় কালবশে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর সময় তিনি দেখিতে পাইলেন মৃগশিশু পুত্রবৎ তাঁহার নিকটে বসিয়া শোক করিতেছে। মৃত্যুকালে তাঁহার চিত্ত মৃগেতে অভিনিবিষ্ট ছিল। এইজন্য মনুষ্যদেহ পরিত্যাগের পর তাঁহার মৃগদেহ-প্রাপ্তি হইল। মহারাজ ভরতের দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলেও তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি বিনষ্ট হয় নাই। এইজন্য তিনি মৃগজন্মেও পূর্ব্বজন্মকৃত ভগবদারাধনার অনুষ্ঠান এবং মৃগাসক্তিহেতু মৃগজন্ম প্রাপ্তির কথা

স্মরণ করিয়া খুবই অনুতপ্ত হইলেন। ভরতের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া মৃগী মাতাকে ছাড়িয়া কালঞ্জর পর্ব্বত হইতে (যে পর্ব্বতে তিনি মৃগজন্ম লাভ করিয়াছিলেন) মুনিগণ প্রিয় শালগ্রামাখ্য ভগবৎ ক্ষেত্র পুলস্ত্য পুলহাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মুনিগণ সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি ভরত সঙ্গদোষ-ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া মৃগদেহে একাকী অবস্থান করতঃ দেহাবসানকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার মৃগাসক্তিরূপ দোষ বিদূরিত হইলে তিনি তীর্থোদকে প্রবেশ করিয়া মৃগ দেহ ত্যাগ করিলেন।

হরিণদেহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজর্ষি ভরত আঙ্গিরস গোত্র সম্ভূত কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভরতের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকায় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহাতে স্বজনগণের সঙ্গহেতু পুনরায় পতন না ঘটে, তজ্জন্য ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বাহ্যতঃ জড়-বধির-অন্ধ ও উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুত্র-স্নেহাসক্ত ব্রাহ্মণ পিতা পুত্র ভরতের উপনয়ন-কার্য্য সম্পাদন করিলেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে শৌচ আচমনের নিয়মাদি বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন। পিতা যাহাতে অকর্ম্মণ্য জানিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য ভরত পিতৃ-সমীপে অসমীচীন আচরণ করিতে লাগিলেন। পিতা চারিমাস ধরিয়া শিক্ষা দিয়াও ভরতকে গায়ত্রী অনুশীলনে যোগ্য করিতে পারিলেন না। স্নেহাতিশয্য বশতঃ পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। ব্রাহ্মণ কর্ম্মাবসানে দেহত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণের পতিব্রতা কনিষ্ঠা পত্নী নিজ গর্ভ সম্ভূত কন্যা ও পুত্র ভরতকে সপত্নীর নিকট সমর্পণ করিয়া পতির সহিত সহমৃতা হইলেন। পিতার দেহাবসানে ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ ভরতকে জড়মতি জানিয়া তাঁহার শিক্ষাদি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ভ্রাতাগণের বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তিপর না হওয়ায় তাঁহারা ভরতের মহিমা বুঝিতে পারেন নাই। বিবেকশূন্য নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অশালীন ব্যবহার করিলেও ভরত ক্ষুব্ধ হইতেন না; বিদ্রূপাত্মক সম্ভাষণ করিলেও তিনি উন্মত্ত বধিরের ন্যায় প্রত্যুত্তর দিতেন। তিনি বিনা বেতনে কার্য্য করিয়া, কর্ম্মকর্ত্তার অনুগ্রহে কিংবা ভিক্ষার দ্বারা দৈবানুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য পাইতেন, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য কিছুই করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা অপ্রাকৃত ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন থাকিয়া সংসারের সুখ-দুঃখ মানাপমানাদি বিষয়ে নির্ব্বিকার থাকিতেন। অথচ তাঁহার শরীর পুষ্ট ও অবয়বসকল সুদৃঢ় ছিল। তিনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে কোন প্রকার আচ্ছাদন গ্রহণ করিতেন না। ভূমিতে শয়ন করায়, তৈল মর্দ্দন এবং স্নানাদি না করায় বাহ্য দর্শনে শরীর মলিনরূপে প্রতিভাত হইলেও অন্তর ব্রহ্মতেজোদ্দীপ্ত ছিল। অজ্ঞব্যক্তিগণ তাঁহার মলিন বসন দর্শনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধম মনে করিয়া অবজ্ঞা করিত। তিনি অজ্ঞজনের দ্বারা অপমানিত হইয়াও সর্ব্বত্র বিকারশূন্য চিত্তে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রাতাগণের দ্বারা তিনি ধান্যক্ষেত্রে কর্দ্দম বিলোড়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে খুদ-কুঁড়া, খইল, তুষ, দগ্ধান্ন যাহা কিছু আহারের জন্য দিতেন, তিনি অমৃতসম জ্ঞানে তাহা ভোজন করিতেন।

একদিন একটি তস্কররাজ পুত্র কামনায় ভদ্রকালীর নিকট বলি দিবার জন্য একটি নরকে ধরিয়া আনিয়াছিল, দৈবক্রমে সেই নরপশু বন্ধন মুক্ত হইয়া পলায়ন করে। সেই দস্যুরাজার অনুচরগণ তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে গভীর রাত্রে মৃগ ও বরাহাদি হইতে ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত আঙ্গিরসগোত্রোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-তনয় ভরতকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই ধরিয়া লইয়া যায় ভদ্রকালীর নিকট বলি দিবার জন্য। চৌরগণ তাহাদের কল্পিত বিধানানুসারে ভরতকে স্নান করাইয়া, বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন, চন্দন-মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত, হিংসা-বিধিবিহিত দেবীর পূজা সমাপন করিয়া দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ আনিল। সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ ভগবদ্গত চিত্ত জড় ভরতের নিধন আপৎকালীন লৌকিক হত্যা-বিধিরও অনুমোদিত নহে। জড় ভরতের ব্রহ্মতেজোদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা

হইতে বহির্গত হইয়া খড়্গদ্বারা পাপিষ্ঠ দস্যুগণের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভদ্রকালী ডাকিনী-গণের সহিত সেই ছিন্ন মস্তক হইতে নির্গত রক্তপান করিলেন। মহদব্যক্তিগণের প্রতি হিংসা সাধিত হইলে হিংসাকারিগণেরই প্রভূত অহিত হইয়া থাকে। দেহাদিতে অভিমান রহিত সর্ব্বভূতে প্রীতিযুক্ত শরণা-গত ভক্তকে ভগবান্ সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। একান্ত শরণাগত পরমহংস বৈষ্ণবগণ শিরশ্ছেদন কালেও নির্ব্বিকার থাকেন।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ শিবিকা আরোহণে কপিলাশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন। প্রধান শিবিকাবাহক ইক্ষুমতী নদীর তটে আসিয়া শিবিকা বহনে আরও একজন বাহকের প্রয়োজন অনুভব করায় বাহক অন্বেষণ করিতে গিয়া দৈবযোগে ভরতকে দেখিতে পাইল। ভরতকে যুবক, স্থূলকায়, দৃঢ়াঙ্গ দেখিয়া তাহার পছন্দ হইল, সে জোর পূর্ব্বক তাহাকে শিবিকা বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিল। ভরতের শিবিকা বহনে অভ্যাস না থাকায় এবং বহনকালে তাঁহার পদস্পৃষ্ট হইয়া কোন পিপীলিকাদি প্রাণি-হিংসা না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করায় ভরত অসমান ভাবে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাহাতে শিবিকাটী আন্দোলিত হইতেছিল। পাল্কীতে উপবিষ্ট মহারাজের কষ্ট হওয়ায় তিনি বাহকগণকে সাবধানে চলিতে বলিলেন। বাহকগণ ভীত হইয়া রাজাকে জানাইল,—তাহাদের দোষ নাই, একজন নূতন সেবক তাহাদের মত তালে তালে চলিতে পারিতেছে না বলিয়া রাজার অসুবিধা হইতেছে। পরম ধার্ম্মিক হইলেও রাজ-স্বভাববশতঃ রাজার ক্রোধের উদ্রেক হইল। রাজা ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ভরতকে দেখিয়া বলিলেন—'তুমি ক্লান্ত হইয়াছ ? বোধহয় অনেক পথ চলায় এখন চলিতে কষ্ট হইতেছে, তুমি বৃদ্ধ হই-য়াছ, তোমার শরীর স্থূল নহে, তোমার অঙ্গ দৃঢ় নহে ?' রাজা পরিহাসের সহিত তিরস্কার করিলেও স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরহিত ভরত মৌন হইয়া পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হইলে রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—'তুই এ কি করিতেছিস্ ? তোর কি কোন বোধ নাই ? আমি তোর প্রভু, তুই আমাকে অনাদর করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস, তোকে শাস্তি না দিলে তোর বোধোদয় হইবে না।' ভরত রহূগণ রাজা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মৃদু হাস্য সহকারে ভাগ্যবান্ মহারাজ রহূগণের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ কিছু কথা বলিলেন—"আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আমি বাহক নহি, সুতরাং বহন জনিত আমার শ্রান্তিক্লান্তি কোথায় ? গম্যস্থান সম্বন্ধে আমার আত্মার উদ্দেশ্য না থাকায় আমার তজ্জনিত ক্লেশও নাই, আমার দেহটা স্থূল হইতে পারে, কিন্তু আমি স্থূল নহি। স্থূল, কৃশ, মনঃপীড়া, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়-ভোগবাসনা, জরা, নিদ্রা, ক্রোধ, শোক, মোহ—এই সকলই দেহাভিমান হইতে জাত। আমার দেহাভিমান না থাকায় আমার সেই সব কিছুই নাই। আমি কেবল জীবন্মৃত নহি, পরিণামশীল বস্তুমাত্রই আদি-অন্তযুক্ত। প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিত্য নহে। কালবশে রাজ্য নষ্ট হইলে, ভৃত্য রাজার পদ লাভ করিতে পারে, রাজা তার ভৃত্য হইতে পারে। আমি রাজা বা আমি ভৃত্য, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি ব্যবহার-জনিত। রাজাই বা কে, আর ভৃত্যই বা কে ? আমি যদি উন্মত্ত সংসারী হই, আমার প্রতি দণ্ড বিধান নিষ্ফল, প্রমত্তকে দণ্ড প্রদান করিলে প্রমত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়, আমি যদি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকি, সে ক্ষেত্রেও আপনার দণ্ড বিধান নিষ্ফল।' দ্বিজবর ভরতের হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছেদক উপদেশ শ্রবণ করিয়া রহুগণ রাজার রাজাভিমান বিদূরিত হইল। তিনি সত্বর শিবিকা হইতে নামিয়া ভরতের পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রহূগণ রাজা ভরতের প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাহি-লেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মূর্ত্তি কপিল ? মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রাদিকেও ভয় পান না, কিন্তু ব্রাহ্মণাবজ্ঞারূপ অপরাধকে ভয় পান। ভরত সাক্ষাৎ ভগবদবতার কপিলদেব হইয়া কি পরী-ক্ষার জন্য গোপনে বিচরণ করিতেছেন ? বিবেক-রহিত গৃহাসক্ত ব্যক্তি তাঁহার মহিমা কি প্রকারে অবগত হইবে। ভরতের ন্যায় মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হইলে শূলপাণির ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষও বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।

রাজা রহূগণের সহিত কথোপকথন মাধ্যমে

ভরত মুনি যে অমূল্য জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায় হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ে ভরতমুনির উপদেশের আবশ্যকীয় সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

একাদশ অধ্যায়—

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসারতাপাবপনং জনস্য।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥ —৫।১১।১৬

সংসার তাপের মূল মন। জীব যতদিন ইহা জানিতে না পারে, ততদিন সংসারে ভ্রমণ করে; কারণ রোগ, শোক, মোহ, রাগ, লোভ ও শত্রুতা—এইসকলের সহিত মন যুক্ত হইয়া বন্ধন ও মমতায় আবিষ্ট হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥—৫।১২।১২

মহাভাগবতগণের পদধূলিতে যতদিন না কেহ অভিষিক্ত না হয়, অর্থাৎ মহতের কৃপা যতদিন লাভ না হয়, ততদিন তপস্যার (বানপ্রস্থ ধর্ম্মের) দ্বারা, দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা, সন্তান উৎপাদন ধর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসের দ্বারা অথবা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের দ্বারা, বেদাভ্যাস (ব্রহ্মচর্য্যের) দ্বারা অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যের দ্বারা (জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপসনার দ্বারা) ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না (ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না)।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়—

এই দুই অধ্যায়ে মহর্ষি ভরত দুস্তর ভবাটবীর (সংসার অরণ্যের) বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছেন।

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্ ॥

ভরতমুনি রাজা রহূগণকে বলিতেছেন—'আপনি মায়ার দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গরূপ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। দণ্ডদানাদি রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া আপনি সর্ব্ব প্রাণীর সহিত বন্ধুতা করুন, বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিসেবারূপ জ্ঞান-অসির দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করুন। সংসার হইতে মুক্তি লাভ করুন।

কৃচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং
শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥

এই সংসার দাবানল সদৃশ। ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। সংসারের চরম পরিণতি দুঃখ। এইপ্রকার সংসারে আবদ্ধ হইয়া জীব শোকানলে দগ্ধ হয়। কখনও সে মনে করে আমি অতিশয় ভাগ্যহীন, কখনও মনে করে 'আমার কোনও সুকৃতি নাই।' এইরূপভাবে সে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট রাজর্ষি ভরতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, মাছি যেমন গরুড়ের মার্গানুসরণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ এই পৃথিবীতে কোন রাজাই এই পর্য্যন্ত মনের দ্বারাও ঋষভ নন্দন রাজর্ষি ভরতের' মার্গানুসরণে সমর্থ হন নাই। যিনি ভরতের মঙ্গল-জনক চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন বা অনুমোদন করেন, তিনি অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব—পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ-

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড অফিস—হেড অফিস দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ৩ ভাদ্র (১৩৯৯), ২০ আগষ্ট (১৯৯২) বৃহস্পতিবার হইতে ৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের নাগরিকগণ ব্যতীতও মফঃস্বল হইতে বহু শত ভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠ কর্ত্তৃপক্ষ অতিথিগণের থাকিবার ও প্রসাদের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। বিদ্যুচ্চালিত শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী দর্শনের জন্য অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী প্রতি বৎসর উক্ত সেবা সম্পাদন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ তদনুগমনে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করেন। মহিলাগণ মাঝে মাঝে উলুধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি করেন। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র)। মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরবাসী ভক্তগণের অদম্য উৎসাহে মৃদঙ্গবাদনসেবায় ভক্তগণের সংকীর্ত্তনের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিপূজা-বাসরে সমস্ত দিন শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, প্রাত্যহিক সন্ধ্যারতি-শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও ধর্ম্মসভান্তে রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ মহাভিষেক-পূজা-ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীভাগবত পাঠ করেন। পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেককার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীগিরিধারী দাস। অন্যান্য ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তনসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। সহস্রাধিক নরনারী সমস্ত রাত্রি মঠে অবস্থান করিয়া উপবাস-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করেন। এত ভক্তের সমাবেশ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। রাত্রি ৩ ঘটিকায় ফলমূল অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণের জন্য মঠের ভিতরে স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু ভক্ত ফুটপাথে বসিয়া প্রসাদ সেবা করিয়াছেন।

পরদিন শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে মহোৎসবে মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে,—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীআশা-মুকুল পাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাই-কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার ব্যানার্জ্জি এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ হৈমী প্রসাদ বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ নিশীথ রঞ্জন পান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুধাংশুশেখর গাঙ্গুলী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত্ত মন্ত্রী শ্রীমতীশ রায় ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব', 'সর্ব্বোত্তম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপা',

'অশান্তির কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'কলিযুগে ভগবদ্‌-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, খড়্গপুর ও কলিকাতা-বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিযতিগণের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরি-ব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্য-গোপাল ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ বনচারী, (শ্রী-হীরালাল), শ্রীবাসুদেব দাস (ছোট), শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীজানকীবল্লভ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীজীবেশ্বর), শ্রীগিরিধারী দাস, অচ্যুতকৃষ্ণ দাসাধি-কারী (অজিত বিশ্বাস), অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রী-অসীমকৃষ্ণ দাস), শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই ভাণ্ডারী, অদ্বৈতজ্ঞান দাসাধি-কারী (শ্রীঅরুণ রায়) প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

প্রথম অধিবেশনে প্রাক্তন বিচারপতি **শ্রীআশা মুকুল পাল** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

'শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়েই বিরাজিত আছেন, চিত্তের মালিন্য হেতু দর্শন হয় না। ভক্তির দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূরীভূত, মোহজাল ছিন্ন ও হৃদয় পবিত্র হয়। বিশুদ্ধ ভক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভগদিতর বাসনা পরিত্যাগ করতঃ নিষ্কামভাবে ভগবদ্‌ভজন খুবই দুরূহ ব্যাপার। শুদ্ধা-ভক্তি, শুদ্ধা শরণগতি দুর্ল্লভ। আমাদের মত সাংসা-রিক ব্যক্তিগণের পক্ষে এই ভক্তি কি কখনও সম্ভব? পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এইজন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া ভগদ্ভক্তির সহজ সাধন শ্রীনামসংকী-র্ত্তন-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা জগাই-মাধাই আদি অনেক পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানে প্রেম হইলে তদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হইবে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের অভাবে শালীনতা-বোধ, ধর্ম্মবোধ, নীতিবোধ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভগবানের বিশ্বাসযুক্ত ভজনশীল সাধুগণের সঙ্গের ফলে চিত্তের শুদ্ধিতা আসিলে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের নিরাময় হইতে পারে।'

প্রধান অতিথি ডাঃ **হৈমীপ্রসাদ বসু** বলেন—'এমন একটা বিষয় বলবার জন্য বলা হয়েছে, যে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নাই। স্বামীজীগণের নিকট বিষয়টী শুন্‌বেন। আমি শুন্‌বার জন্য আসি, আজও সেজন্য এসেছি। যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য। মৎস্যাদি অবতারগণ যুগে যুগে আসেন। কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে এককল্পে স্বয়ং ভগবান্ অব-তারী কৃষ্ণ একবারই মাত্র অবতীর্ণ হন। বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—এর অর্থ আমরা বুঝ্‌তে অক্ষম। যে ভগবান্‌কে দেখতে পাই না, তাঁকে মানবো কি করে। চোখে ছানি পড়েছে বলে সূর্য্যকে দেখতে পাচ্ছি না, তার মানে সূর্য্য নাই, তা ত' নয়। ছানি কেটে গেলে সূর্য্যকে দেখা যাবে। সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবদ্দর্শনের সঠিক পথ জানা যায়। সদ্-গুরু দর্শনের বাধা ছোখের ছানি কেটে দেন, দিব্য দৃষ্টি দেন। দিব্য নেত্রের দ্বারা ভগবদ্দর্শন হয়। আমাদের মত অশুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যক্তিগণকে সদ্-গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তবেই

সঠিক রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাবে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি-কেও ভগবান্ কৃপা করেন, সর্ব্বত্র তাঁর কৃপা আছে, কিন্তু চাই তাঁতে নিষ্কপট প্রপত্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥' ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব গুহ্যতম উপদেশ। কলিযুগের জীব পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যা করতে অসমর্থ। হৃদয় দিয়ে ভগবান্‌কে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'রে নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষ সকলকে প্রেমে প্লাবিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত এত বড় বিপ্লবী কেহ হন নাই।'

শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আজকের বিষয় বস্তু 'সর্ব্বোত্তম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ'—দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা শুন্‌লেন। আমি পণ্ডিত নহি, আমি সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্ম্মী। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসর। পণ্ডিতগণ বলেন যাঁর ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য আছে তাঁর প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হন। ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপতি, রাজনৈতিক কর্ম্মী হিসাবে আমি কুরু-ক্ষেত্রের কৃষ্ণের কথাই চিন্তা কর্‌ছি। তিনি দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে। অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, অর্জ্জুনকে ক্ষমতাও দিয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। দুঃশাসন সভার মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করলে তিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন। সম্মুখে পিতামহ, গুরুবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকে দেখে মোহগ্রস্ত হ'য়ে অর্জ্জুন প্রথমে যুদ্ধ করবেন না বলে গাণ্ডিব পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝালেন সবই তিনি করছেন, অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র। অর্জ্জুনকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি অনুপ্রেরণা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন এবং দুর্য্যোধনকে বলেছিলেন যাঁকে তিনি প্রথম দেখবেন তাঁর পক্ষেই তিনি যাবেন। দুর্য্যোধন অভিমান বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের পার্শ্বে সিংহাসনে বসেছিলেন, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সন্নিধানে বসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চোখ মেলে প্রথম অর্জ্জুনকেই দেখলেন, অর্জ্জুনের পক্ষে তিনি গেলেন। দুর্য্যোধন ১৮ অক্ষৌহিণী সেনা লাভ করলেন। বহু দুর্য্যোধন, বহু কংস—দুষ্ট শাসকগণ আজ মানুষের প্রতি অত্যাচার করছে। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, অধর্ম্মকে নাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান আমরা রাজনৈতিক দিক হ'তে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র হতে শিক্ষা লাভ করেছি।'

ডঃ সীতানাথ গোস্বামী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—একটী প্রশ্ন—সর্ব্বোত্তম উপাস্য কে? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ। অতি সুন্দর বিষয়। গোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম উপাস্য রূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে। ব্রহ্মার নিকট সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার-চতুঃসন প্রশ্ন করেছেন—'কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি।'—'কে পরম দেব? কাহা হ'তে মৃত্যু ভয় পায়?' উত্তর—'কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্।' শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। 'গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি'-গোবিন্দ হ'তে মৃত্যু ভয় পায়। 'দেব'-পুংলিঙ্গ শব্দ, 'দেবতা'-স্ত্রীলিঙ্গ, 'দৈবত'-ক্লীবলিঙ্গ শব্দ—অর্থ এক। শ্রীকৃষ্ণ পরমদেব, পরম দেবতা বা পরম দৈবত। পাপ কর্ষণ জন্য সচ্চিদানন্দরূপী কৃষ্ণই পরম দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ পাপের মূলকে উৎপাটিত ক'রে ফেলেন। মৃত্যু যে গোবিন্দকে ভয় পায় তাঁর স্বরূপ কি? 'গো' শব্দে নানা অর্থ—গো, ভূমি ও বেদ। ভূমি ও বেদে যিনি বিখ্যাত ও দ্রষ্টা, তিনিই গোবিন্দ। 'গোপীজনবল্লভ কঃ?' গোপীজনবল্লভ কে? 'গুপ' ধাতুর অর্থ পালন গোপন করে যে, এই অর্থে গোপী পালনশক্তি, তাঁর গণ গোপীজন, তাঁদের বল্লভ গোপীজনবল্লভ, ভগবান্‌কে যিনি অন্তঃকরণ দিয়ে চান, তিনি পান। আমরা চাই না, এজন্য পাই না। যিনি কৃষ্ণকে অনন্যভাবে ভজন করেন, দুরাচারী হলেও তিনি সাধু, কারণ তিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন করেছেন। তিনি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হবেন, শাশ্বতি শান্তি লাভ করবেন। ভক্তের বিনাশ নাই বলে কুন্তী পুত্রের দ্বারা ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন—'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥'—গীতা। সর্ব্বদা কৃষ্ণকে স্মরণ

করে স্বভাববিহিত কার্য্য করবে, তা হলেই শ্রীকৃষ্ণে মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং শ্রীকৃষ্ণকেই পাবে। 'তস্মাৎ সর্ব্বেষ কালেসু মামনুস্ময় যুদ্ধ চ। মষ্য-র্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ।।'—গীতা

তৃতীয় অধিবেশনে **শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আমার শরীর সুস্থ নয়, তথাপি মঠের সাধুগণের স্নেহাকর্ষণে আসিয়াছি। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ।।' যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি। আজকের আলোচ্য বিষয় 'ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপা।' এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে আমি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী ভক্তের চরিত্র আলোচনা করিব। অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি মাথুর-মণ্ডলে সংবৎসরকাল একাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। একাদশী ব্রতের নিয়ম দ্বাদশীতে সময়মত পারণ না করিলে ব্রত-বৈগুণ্য দোষ হয়। অম্বরীষ মহারাজ দ্বাদশীর দিন ব্রাহ্মণ, সাধু ও অতিথিগণকে ভোজন করাইয়া যখন পারণ করিতে বসিবেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অম্বরীষ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে প্রণতি ও পূজা বিধান করতঃ তাঁহাকে দ্বাদশীতে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি নিমন্ত্রণ স্বীকার করতঃ যমুনায় স্নান করিতে গেলেন। যমুনার পবিত্র জলে তিনি ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় এবং পারণের সময় অতিক্রান্ত হইতেছে দেখিয়া অম্বরীষ মহারাজ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জল পান করিলেন। জলপানকে খাওয়াও বলে, আবার না খাওয়াও বলে। দুর্ব্বাসা ঋষি যোগবলে উহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অম্বরীষ মহারাজকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। একটী কৃত্যা খড়্গ ধারণ করিয়া অম্বরীষ মহারাজকে মারিতে আসিল। ভগবান্ নারায়ণের আদেশ ছিল যখনই তাহার ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের বিপদ হইবে, সুদর্শন চক্র তাঁহাকে আসিয়া রক্ষা করিবে। সুদর্শন চক্র সঙ্গে সঙ্গে কৃত্যাকে ধ্বংস করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষির পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য দশ দিক, সমুদ্রের অভ্যন্তরে, সুমেরু পাহাড়ের গহ্বরে অবশেষে ব্রহ্মার নিকটে, শিবের নিকটে পৌছিলেন। ব্রহ্মা-শিব কেহই রক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহারা বলিলেন—তাঁহারা নারায়ণের অধীন, নারায়ণের শাসনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। তখন দুর্ব্বাসা ঋষি নিরুপায় হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণও দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিলেন তিনিও অধীন। 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।' তিনি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তের অধীন। ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছেন। নারায়ণ দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের নিকট শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজের নিকট আসিলে অম্বরীষ মহারাজ নিজের পুণ্য-সুকৃতি সমস্তের বিনিময়ে সুদর্শন চক্রকে প্রার্থনা জানাইলেন দুর্ব্বাসা ঋষিকে মুক্ত করিবার জন্য। সুদর্শন চক্র দুর্ব্বাসা ঋষিকে ছাড়িয়া দিলেন। প্রহলাদের চরিত্রও আলোচনা করুন, তাহাতেও দেখিতে পাইবেন, হিরণ্যকশিপু যখন প্রহলাদকে হত্যা করিতে উদ্যত, নৃসিংহদেব স্তম্ভ হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিধন করিয়া প্রহলাদকে রক্ষা করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, এমন কি লক্ষ্মীদেবীও নৃসিংহদেবের ক্রোধকে শান্ত করিতে পারেন নাই। যখন ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে প্রহলাদ নৃসিংহদেবের পাদপদ্মে উপনীত হইলেন, নৃসিংহদেবের ক্রোধ উপশম হইল, তিনি শান্ত হইলেন। ভক্তের মহিমার বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।'

অধ্যাপক **ডাঃ নিশীথ রঞ্জন পান** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'স্বামীজী মহারাজগণের নিমন্ত্রণ পেয়ে এখানে এসেছি। আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা তাঁদের নিকট শুন্লেন। আপনাদের মত আমিও অনেক জ্ঞান লাভ করলাম। ধর্ম্মের বিষয়ে আমার বিশেষ আলোচনা নাই। আমি ডাক্তার, সকলের সেবার জন্য যত্ন করি। আমি ভগবান্কে, ভগবদ্ভক্তিকে বিশ্বাস করি। আজ হ'তে পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রেম বন্যায়

সকলকে ভাসিয়েছিলেন। বর্ত্তমান অশান্তযুগে সেই ভক্তি প্রয়োজন।'

পূর্ত্ত-মন্ত্রী **শ্রীমতীশ রায়** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা শুন্‌লাম। স্বামীজী তাঁর ভাষণে বল্লেন কৃষ্ণ যশোদার পুত্র, দেবকীর পুত্র কেবল বাদমাত্র। আমার প্রশ্ন তা'হলে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামে কৃষ্ণ দেবকীর উদরে জন্ম নিয়েছেন এই কথাটি কেন বলা হয়েছে? 'যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকীর উদরে। মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥' আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য পরে স্বামীজীর সহিত দেখা করে বিষয়টী বুঝে নিব। আজকের পৃথিবীতে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। জগদ্বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে এমন একটি অজ্ঞাত হাত আছে যা' মানুষের অবধারণ-শক্তির বহির্ভূত। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁকে সর্ব্বব্যাপক অধ্যাত্ম শক্তি (All Pervading Spiritual Force) বলেন। আমরা ধর্ম্মসভায় এসেছি। যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্ব্বে জননী গান্ধারীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে বলেছিলেন—যথা ধর্ম্ম তথা জয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত কথা এই—নিঃস্বার্থভাবে সেবা করলেই ভগবানের কৃপা লাভ হয়।'

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে অবসর-প্রাপ্ত বিচার-পতি **শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁহার অভি-ভাষণে বলেন—'আজকের আলোচ্য বিষয় 'অশান্তির কারণ ও তৎপ্রতিকার' সম্বন্ধে স্বামীজীগণের নিকট অনেক সুন্দর কথা শুনলাম। কিন্তু কতটা গ্রহণ করতে পেরেছি, ইহাই চিন্তনীয়। আমার জ্ঞান কত-টুকু, তথাপি স্বামীজিগণের ইচ্ছা আমি কিছু বলি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই ষট্‌ রিপুই অশান্তির কারণ। আজকাল পৃথিবীতে সর্ব্বত্র মানুষে মানুষে হিংসা, কে কার থেকে বড় হবে, তার জন্য মারামারি, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, রাজ-নৈতিক দলের মধ্যে পরস্পর অসহিষ্ণুতা, সর্ব্বত্র একটা অস্থিরতা ও অশান্ত পরিবেশ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ালে হয়ত অশান্তি কিছু কম হ'তো, কিন্তু অশান্তির মূলোৎপাটন হতো না। কলি-যুগে যে অশান্ত পরিবেশ তা দূর করা সাধুদের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে, আমাদের মত অশান্তির জ্বালায় জ্বলিত সংসারী মানুষগণের পক্ষে সম্ভব নয়। স্টক-হলমে অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলেও সেখানে শান্তি নাই। ভারতের ঋষিগণ এইসব বিষয়ে চিন্তা ক'রে শান্তির পথ নির্দ্দেশ করেছেন। কলিযুগে সাধারণ মানুষ-গণের পক্ষে জ্ঞানের দ্বারা, যোগের দ্বারা শান্তি লাভ সম্ভব নয়। পরমেশ্বরে পুরোপুরি শরণাগতি ও ভক্তির দ্বারাই শান্তিলাভ সম্ভব। 'ধ্যায়ন কৃতে জপন-যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥' সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চনের দ্বারা যা পাওয়া যেত তা কলিযুগে কেশবের নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই পাওয়া যাবে। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' সাধুসঙ্গে নিরপরাধে নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সকল প্রকার দুঃখ দূর এবং সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর উৎসাহের সহিত হরিনাম করতে প্রেরণা দিয়েছেন—'আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ। নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥'

শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—'আজকের বিষয় বস্তুটি মহারাজগণ সুন্দর-ভাবে বুঝিয়ে বল্লেন। আমি নিজেই অশান্তি ভোগ করছি, শান্তির পথ বলবো কি করে। স্বল্প জ্ঞান নিয়ে এ বিষয়ে বলা বুদ্ধিমত্তা হবে না। আমরা মনে করি টাকা হলে সুখ হবে, সুন্দরী স্ত্রী পেলে সুখ হবে, বাড়ী হলে সুখ হবে, নাতি-নাতনীর মুখ দেখলে সুখ হবে ইত্যাদি। সেই দলের তরফ থেকে আমাকে কিছু কথা বলতে হচ্ছে। সাধুদের মুখে যা শুন্‌লেন তা এক শতের মধ্যে একজন, তাও হবে কিনা সন্দেহ। সুইডেনের, আমেরিকার উদাহরণ শুন-লাম, টি-ভির কথাও শুনলাম, সবই শুনলাম। তাই ব'লে আমরা টি-ভি দেখাও ছাড়বো না, দোকান ছেড়েও যাবো না। আমরা শুনি, কিন্তু মানি না।

ভগবানেরই এই ব্যবস্থা—এক শত জনের মধ্যে একজন হয়ত শুন্‌বে, নিরানব্বই জন শুন্‌বে না—তারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করবে। সত্য যুগের ও ত্রেতা যুগের কথা যা শুনলেন সে অবস্থা এখন নেই। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে আমাদের মানসিক অবস্থা যা' ছিল, দেশবিভাগের পরেও সেই মানসিক অবস্থা আছে কি? আমি যখন মেদিনীপুরে এস্-পি ছিলাম তখন ওড়িষ্যার বালেশ্বরের লোক এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকের মধ্যে অনেক তফাৎ দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের লোক অশান্ত, বালেশ্বরের লোক মহাভারত শুন্‌ছে, বেশ শান্তিতে আছে। শান্তির জন্য যতপ্রকার চেষ্টা আমরা করি না কেন, হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শান্তি লাভ হবে না।'

পঞ্চম অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি **শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

'শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভার আজ শেষ অধিবেশন। আজকের বিষয়বস্তু সাধুগণ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের গ্রহণের যোগ্যতা কোথায়? আমরা যারা সন্ন্যাসী হতে পারবো না, তাদের কি কোন গতি নেই? সৌভাগ্যফলে আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছি, কীট পতঙ্গও তো হতে পারতাম। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও সেই সুযোগটা আমরা গ্রহণ করলাম না, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের দ্বারাই সময় কাটিয়ে দিচ্ছি। আমরা পশু হতেও অধম হয়েছি। আমরা গোল্লায় গিয়েছি। মানুষ শব্দের অর্থ, যার হোশ আছে। আমাদের হুস্, বিবেক সব নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষ্ণভজনের জন্যই আমাদের মানুষ হয়ে জন্ম। 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু। মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু॥' সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে অর্চ্চন যুগধর্ম্ম ছিল, কলিযুগের যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন। কেন কলিযুগের যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন? বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগেই নামসংকীর্ত্তন ছিল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগের লোক তপস্যাতে সমর্থ ছিলেন। কলিযুগের জীব সময়মত না খেতে পেলে রোগগ্রস্ত হয়, খাওয়ার অনিয়ম হ'লে অম্বল হয়, কতপ্রকার ব্যাধি হয়। ঘুম হতে উঠেই বাজার করতে হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আন্‌তে লাইন দিতে হয়, সেইসব কার্য্যের জন্য সাত-আটটি ছেলের প্রয়োজন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেতে এইসব অসুবিধা ছিল না। এইজন্য কলিযুগে সকলের উপযোগী শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যবস্থাপিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণমুখে নামসংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেছেন। সেই নামসংকীর্ত্তন সাধুসঙ্গে কৃত হলে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়। সমস্ত ভক্তিসাধনের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন॥ সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥' 'তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥' 'সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসারনাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম। কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥' 'কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥' বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লিখিত হরের্নাম শ্লোকে নামসংকীর্ত্তনকে কেবল শ্রেষ্ঠ উপায় বলা হয় নাই, একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্দেশিত করা হয়েছে।'

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি **শ্রীসুধাংশু শেখর গাঙ্গুলী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

আমরা সংসারী লোক, ধর্ম্মের কথা কি জানি, যে আপনাদিগকে শুনাব। সাধুগণ এ বিষয়ে বল্‌বার অধিকারী। সাধুগণ কৃপা করে আমাদিগকে তাঁদের পার্শ্বে বস্‌তে দিয়েছেন। আজকের আলোচ্য বিষয়—'কলিযুগে ভগবদ্‌প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। ঐতিহাসিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বের কথা চিন্তা করুন। এক সময়ে যাগযজ্ঞ বেদপাঠ প্রবল হয়েছিল, ক্রমশঃ উহার প্রভাব কম্‌লে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হলো, বৌদ্ধধর্ম্ম স্তিমিত হলে, জৈনধর্ম্ম আসলো, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যাবাদ' প্রবল হলো, তা' সাধারণ ব্যক্তি গ্রহণে অসমর্থ হলো, দুর্গাপূজা—দেবদেবীর পূজা সাধারণে প্রসার লাভ করলো—উক্ত পূজাতে পুরোহিত পূজা করেন, মায়েরা উলুধ্বনি দেন—মূর্ত্তিপূজার সহিত সাধারণের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'য়ে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনধর্ম্ম

প্রচার করলেন। সত্যযুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যজ্ঞ, দ্বাপরযুগের পূজন কলিযুগের উপযোগী নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বল্লেন কলিযুগে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হবে এবং সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হবে। অন্য কোনও সাধনের দ্বারা কলিযুগের জীব ত্রাণ লাভ করতে পারবে না। তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন প্রমাণরূপে উল্লেখ করলেন—'হরের্নাম, হরির্নাম হরির্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম বিতরণের জন্য আজ্ঞা করেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র তখন নামসংকীর্ত্তন হতো, হরির লুঠ হতো, সে সব কথা এখনও মনে পড়ে। ইউরোপে, মার্কিণদেশে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হরিনাম হচ্ছে। কেউ কেউ বলেন আমেরিকার লোক গুপ্তচর, কিন্তু আমার তা' মনে হয় না। আমেরিকায় এত ধনের ও বৈভবের প্রাচুর্য্য তাঁদের ভারত না হলেও চলবে, তথাপি তাঁরা হরিনাম করছেন কেন? আনন্দ পান বলে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হেন্‌রি ফোর্ডের নাতি বৈষ্ণব হয়েছেন, সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করেন। তাঁকে বলা হয়েছিল মার্কিণদেশ ধনের ভাণ্ডার, সর্ব্ববিষয়ে উন্নত, ভারতে কিছুই নাই। তদুত্তরে হেন্‌রি ফোর্ডের নাতি বল্লেন—ভারতে হরিনাম আছে, ত' সব আছে। হরিনামের মাহাত্ম্য তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ভারতবাসী, আমাদের এখন তাঁদের নিকট হ'তে শিখ্‌তে হবে।'

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ অঘদমন দাসাধিকারী, কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত প্রাচীন গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ অঘদমন দাসাধিকারী প্রভু গত ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন রবিবার তাঁহার কোচবিহার নিউটাউনস্থিত বাসভবনে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে প্রায় ৮৮ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিং জেলায় কালাহাণ্ডীতে তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীঅমিয়কান্তি দাস রায়। তিনি বহুদিন আসামে বরপেটা জেলার অন্তর্গত বরপেটা সহরে অবস্থান করিয়া মোক্তারের কার্য্য করিয়াছিলেন। বরপেটা সহরে তাঁহার নিজস্ব গৃহাদি ছিল। তিনি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া বরপেটা-সহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে তাঁহার গৃহে কএকবার অবস্থান করিয়াছিলেন। বরপেটা সহরের নিকটবর্ত্তী সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে তিনি প্রতিবৎসর পরমোৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। তিনি আসামের ভক্তগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি শেষবয়সে আসামের বরপেটা সহরের বাড়ী বিক্রয় করিয়া কোচবিহারে নিউটাউনে—গুড়িয়াহাটি রোডে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিজনবর্গসহ নিবাস স্থাপন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ যখন কোচবিহারে প্রচারে গিয়াছিলেন, তাঁহার আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে যাইয়া পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি গুরুভ্রাতা বৈষ্ণবগণকে পাইয়া খুবই উল্লসিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার - ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name..

Vill..

P. O..

Dist..

Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
২১ কেশব, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৯২ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯ ; ২৪শে আগষ্ট, ১৯৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসামপ্রদেশে শুদ্ধ-ভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার পর-বর্ত্তী সময়ের মলিনতার চিত্র বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে আসামদেশে সেই শুদ্ধভক্তির চিন্ময়-ভাবের কথার তপনরশ্মি আপনার সাহায্যেই—আপনার উদ্‌যোগেই কিছুদিন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সাম-য়িক পত্র "কীর্ত্তনে"র ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা লাভ করিয়া সেই কৃষ্ণকথার সুমধুর প্রতিধ্বনি আমার কর্ণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিল। মহাবদান্য মহাপ্রভু সংকীর্ণহৃদয় মানবকে যেরূপ উন্নত-হৃদয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া দয়া করিয়াছিলেন, সেই জীবের দয়ার প্রবৃত্তি আপনাতে দেদীপ্যমতী হওয়ায় আজ কীর্ত্তন-ধ্বনি আসামদেশের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং তদ্দেশবাসিগণের নিষ্কপট পূতহৃদয়ে প্রেমের প্লাবন দেখাইল।

চারিশত বৎসরের পর এখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—অবিমিশ্র হরিকথা আসামদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে জানিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করি-তেছে। কীর্ত্তনধ্বনি সদ্যঃসদ্যই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করাইবে। শ্রীগোপীজন-বল্লভ গোপীদিগের ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীগৌরলীলা-প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎকে অতি অল্পই স্বীয় লীলা-কথা জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু

করুণাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব পরম দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধহরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহাদানের পসরা উন্মুক্ত করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই,—কেবল মহা-বদান্যের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ। তাহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের কৃষ্ণ-সেবা-জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। বহির্জ্জগতের দ্রব্য-সমূহ যাহারা স্বীয় ভোগ্য-জ্ঞানে গ্রহণ করে, মলমূত্র-বিসর্জ্জনই তাহারা ফলস্বরূপে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বহির্ম্মুখ শরীর ধারণ-মাত্র হইয়া থাকে। তাহারা ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায় প্রভৃতিকে কখনও কখনও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া অপরাধী ও নরকপথের যাত্রী হয়। বঙ্গদেশের অনভিজ্ঞ পাঠকগণ 'গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র মাত্র বিবেচনা করিয়া যেরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, আসামের অধিবাসিগণ কেহই যেন তদ্রূপ অবিবেচনায় পতিত না হন।

গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর,—তিনি দেহ-মনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন। তিনি—রস, তিনি—অখিল রসামৃতমূর্ত্তির রস; সুতরাং সেই রসের আস্বাদনে ইহজগতের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় কোন বস্তু নাই। "কীর্ত্তন"-ভাণ্ডারের ধ্বনিতে যে নাম—যে চিন্ময় রূপ, যে চিন্ময় গুণ—যে চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্য—যে চিন্ময়ী লীলা বর্ত্তমান আছে, তাহা জড় বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য না হইলেও সৌভাগ্যবন্তদিগেরই আয়ত্ত। কীর্ত্তনরস জড়কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বায় আস্বাদ্য নহেন,—জড়-মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎকর্ণের—চিজ্জিহ্বার—চিন্মনের আস্বাদ্য। কীর্ত্তনরসবর্ণনে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীরূপপ্রভু ও তদনুগ-গণ শ্রীরূপেরই কীর্ত্তন-শ্রবণ-পূর্ব্বক এই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

সুতরাং জড়ভোগী বৈষ্ণব-ব্রুবের কোন কথাই "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইবে না, —ইহাই আশা করি।

ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রসার-কল্পে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' লোক-লোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জড়োপাসক-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোষণী কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান ত্র্যধিক অর্দ্ধশতাব্দী পরে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় সেই "সজ্জন-তোষণী" প্রচারিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ত্রিংশখণ্ড প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে "গৌড়ীয়" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড়দেশের ভাষাভিজ্ঞ বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরম আদরের বস্তু করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার একাদশ বর্ষ চলিতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ণ হইল 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশিত হইয়া প্রত্যহই ভগবৎসেবা-বিমুখ মলিন-হৃদয় বঙ্গ-বাসিগণের নির্ম্মলতা এবং সেবোন্মুখ বঙ্গভাষাবিদ্-গণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে। বিগত বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াধিবেশনক্ষেত্র নৈমিষারণ্য হইতে 'ভাগবত' পত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি পক্ষেই ভাগবত হিন্দীভাষাভিজ্ঞগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

উৎকলদেশেও 'পরমার্থী' প্রতি পক্ষে ওড্রভাষা-ভিজ্ঞ জনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের সহায়তা করিতেছেন।

এক্ষণে অসমীয়া ভাষাভিজ্ঞ জনগণের শুদ্ধভক্তির কথা শুনিবার সুযোগ দিতে গিয়া আপনি "কীর্ত্তন" আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মাদৃশ নগণ্যের কথা ও চিত্র প্রদর্শন করিয়া দুইপ্রকার ফল সাধন করিতেছেন। লজ্জাহীন আমি প্রতিষ্ঠাশাবশে আপনাদের নিকট সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন লাভ করিয়া আত্মশ্লাঘান্বিত হইতেছি। কিন্তু যখন "কীর্ত্তনে" বিশুদ্ধ হরিকথা ধ্বনিত হইতেছে ও হইবে, মনে করিতেছি, তখন আমার প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহের ধৃষ্টতাকেও আর স্তব্ধ করিতে চাহি না।

"মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়॥"

এই শিক্ষা-প্রণালী আমার পূর্ব্বগুরুবর্গের নিকট লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনারা কৃপা করুন—

যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। বিশেষতঃ আপনি দয়াময়,—অসমীয়া ভাষার পাঠকগণকে শুদ্ধ হরিকথা শুনিবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়া মহাবদান্যের প্রকৃত সেবকের মহিমা বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা সকলেই তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া সতত উহা স্বীকার করিব।

শ্রীহরিজনসেবক
শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস
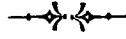
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষিৎ প্রশ্নোত্তরে শুকঃ [১০।৩৩।২৯-৩১]
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥৮২॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৮৩
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥৮৪॥
[১০।৩৩।৩৩]
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তীর্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥৮৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

পরীক্ষিৎ এতাবৎ শুনিয়া কিছু সংশয় প্রকাশ করায় শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম কার্য্যে সংশয় করিতেছ, তাহা বৃথা। কেন না ব্রহ্মা শিবাদি ঈশ্বরগণের অনেক সময়ে ধর্ম্মব্যতিক্রমে সাহস দেখিয়াছ, তাহা ক্ষুদ্র জীবচক্ষে দোষ বোধ হইলেও দোষ নয়। সর্ব্বভুক অগ্নি সমস্ত দহন করিয়াও যেরূপ তত্তৎ দোষে লিপ্ত হন না, ঈশ্বরগণের সেইরূপ আধিকারিক ক্রিয়ার ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম থাকিলেও তাঁহারা দোষী হন না ॥ ৮২ ॥

যে সকল জীব অনধিকার-বশতঃ অনীশ্বর, তাঁহারা সেরূপ আচরণ কদাচ করিবেন না। মূঢ়তা-প্রযুক্ত সেরূপ অসদাচরণ করিলে অবশ্য বিনষ্ট হইবেন। অনধিকার বিষয় কখন মনেও আনা উচিত নয়। দেখ রুদ্র ঈশ্বরতা-প্রযুক্ত সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াও স্বচ্ছন্দে থাকিলেন। তাৎপর্য্য এই, বিধি বহুবিধ অর্থাৎ জড়দেহ-সম্বন্ধে জড়বিধি, লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধে মানস বিধি, জনসঙ্গ-সম্বন্ধে সামাজিক বিধি এবং শুদ্ধচিৎ সম্বন্ধে চিদ্বিধি। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সাধারণ জীবের পক্ষে সমস্ত সাধারণ বিধি পালনীয়। যোগাশ্রিত ব্যক্তি যিনি যতদূর যোগাধিকারী, তিনি ততদূর দৈহিক প্রাকৃতবিধিলঙ্ঘনে সমর্থ। অণিমা লঘিমাদি যোগবিভূতি বিচার কর। অদ্বয়জ্ঞান মার্গে যিনি যতদূর উন্নত, তিনি ততদূর সামাজিক ধর্ম্মবিধির অতীত। তথাপি তাঁহাদের যে বিধি পালন, তাহা জ্ঞানযোগের অনধিকারীকে স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা দিবার জন্য। চিদ্বিলাসে যে সকল শুদ্ধভক্তের অধিকার জন্মে, তাঁহারা কৃষ্ণকৃপা-বলে প্রকৃতবিধি, সামাজিক বিধি, যোগবিধি, জ্ঞান-বিধির অতীত। তথাপি নিম্নাধিকারীর উপকারের জন্য তাহা লঙ্ঘন করেন না। জীবকে কৃষ্ণ স্বীয় অসীমগুণ ও শক্তির কণমাত্র দিয়াছেন। আবার আধিকারিক দেবগণকে তত্তৎ অধিকার-পরিমাণে গুণ ও শক্তি দিয়া ঈশ্বর করিয়াছেন। তাঁহারাও গুণ-শক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধারণ বিধির অতীত। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। সমস্ত বিধি তাঁহার ইচ্ছায়

[১০।৩৩।৩৫]
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ।।৮৬

[১০।৩৩।৩৭]
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া ।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্
ব্রজৌকসঃ ।।৮৭।।

[১০।৩৩।৩৯]
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ।।৮৮।।

প্রলম্ববধান্তে গোপীগীতা [১০।৩৫।১-২৬]
গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ।।৮৯।।

উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্ববিধির বিধাতা। কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নন। নিজ নিজ অধিকারগত বিধিতে ঈশিতব্য অন্য সকল লোকই বাধ্য ।। ৮৩ ।।

ঈশ্বরগণ আমাদের অধিকার-বিচারে যাহা উপদেশ দেন, তাহাই পালনীয়। তাঁহাদের চরিত্রানুকরণ করা নিম্নাধিকারীর পক্ষে উচিত নয়। যাঁহার পক্ষে যাহা যুক্ত, বুদ্ধিমান্ সেইরূপ আচার করিবেন ।।৮৪।।

দেখ, তির্য্যক, মর্ত্ত্য, ত্রিদিববাসী—যত ঈশ্বর ও অনীশ্বররূপ সত্ত্ব আছেন, সে সকলেই কৃষ্ণের ঈশিতব্য। কৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর। ঈশিতব্যদিগের পালনীয় বিধি-সম্বন্ধে যে কুশলাকুশল-সম্বন্ধ-বিচার, তাহা পরমেশ্বর কৃষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন। এই তত্ত্বটী বুঝিলে আর সংশয় কি ? ৮৫ ।।

গোলোকে সকলই চিন্ময়। সেখানে সামান্য যুক্তিবাদী ধার্ম্মিকদিগের গতি নাই। সেখানে বিধি-উল্লঙ্ঘন লইয়া কখনই বিতর্ক হইতে পারে না। সেখানে কৃষ্ণ একমাত্র নায়ক। তদীয়া পরাশক্তির বিভূতিগণ মূর্ত্তিমতি হইয়া কোটী কোটী লক্ষ্মীগণ তাঁহাকে সেবা করিতেছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ তৎ-প্রকোষ্ঠবিশেষে সেই শক্তিগণকে গোপীভাবে পরকীয় উজ্জ্বলরসে স্থিত করিয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে যে অপূর্ব্ব রমণ করিতেছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-প্রকট এই বৃন্দাবন-লীলা। তদুভয় বস্তুতঃ এক। সেখানে কৃষ্ণলীলা-পোষণের জন্য গোপীসকল পতিভাবে অন্য গোপ-সকলকে বরণ করিয়া কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ দান করিতেছেন। সমুদায়ই আত্মা-রূপে কৃষ্ণের অংশ, আত্মশক্তিরূপ স্বরূপশক্তির অংশ। স্বয়ং কৃষ্ণ ও স্বয়ং স্বরূপশক্তি রাধার যে চিন্ময়-দেহভাক্ ক্রীড়া, তাহা নিত্য, অনবদ্য ও পবিত্র। এই ব্যাপারে যাঁহার যত চিৎ-প্রভাব-প্রাপ্তি, তাঁহার ততই নির্দ্দোষ-দৃষ্টি ; তথায় সমস্ত দেহী গোপীদিগের ও তদীয় পতিদিগের ভিতরে অন্তশ্চর ও বাহিরে কৃষ্ণরূপে অধ্যক্ষ। এরূপ কৃষ্ণলীলায় জড়ীয় ধর্ম্মের তর্ক বিফল। সে তর্ক তার্কিকের কুণ্ঠিত বুদ্ধির পরিচয় ।। ৮৬ ।।

ভৌমব্রজে দেখ আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁহার যোগ-মায়ায় মোহিত গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি কখনও অসূয়া হয় না। কদাচ তদ্রূপভাব যাহা দেখ, তাহাও লীলাপোষণময়ী যোগমায়া শুদ্ধ অবিদ্যা। সকলই চিন্ময় ও পবিত্র। গোপীগণ যখন কৃষ্ণদর্শনে যান, তখন ব্রজবাসী গোপগণ নিজ নিজ দারাকে স্বপার্শ্বস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কখনই কৃষ্ণের দোষ দেখেন না এবং কৃষ্ণকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া আদর করেন। মহারাজ ! সন্দেহ দূর করিয়া কৃষ্ণানন্দ ভোগ কর ।। ৮৭ ।।

এই ভৌমব্রজে কৃষ্ণের ব্রজবধূদিগের সহিত ক্রীড়া সর্ব্বদাই চিদানন্দ-বিস্তারক। তাহাকে যিনি লোভ-রূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুবর্ণন করেন বা নিরন্তর শ্রবণ করেন, তিনি ধীর পুরুষ। আত্মারাম কৃষ্ণের রমণ চিন্তা করিতে করিতে বক্তা ও শ্রোতার পূর্ব্বস্থিত হৃদ্রোগ দূর হয়। যত অনুশীলন করেন, ততই কৃষ্ণে পরাভক্তি উদিত হয়। বক্তা শ্রোতা মাত্রেরই কৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় নায়ক জানিয়া গোপীর আনুগত্যে আপনার গোপীভাব স্বীকার করিতে হইবে। কৃষ্ণানু-করণে বুদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ হয়। উপাসকমাত্রের এই সতর্কতার প্রয়োজন। স্ত্রীপুরুষের জড়ীয় সঙ্গ ভাবনা করিতে হইবে না। উপাসক পুরুষ হউন বা স্ত্রী হউন, স্বয়ং গোপী হইতে হইবে। কৃষ্ণের অষ্ট-কাল পরকীয়া মধুরলীলাই মুখ্যভাবে স্মরণীয়। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-বিষয়ক লীলা ইহার সঞ্চারিভাব বলিয়া জানিতে হইবে ।। ৮৮ ।।

বামবাহুকৃতবামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্ ।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥
ব্যোমযানবণিতাঃ সহ সিদ্ধৈ-
র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ ।
কামমার্গণসমার্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥৯০॥
হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং
নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥৯১॥
বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈ-
র্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ।

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্ ।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥৯২॥
অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-
র্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥৯৩॥
দর্শনীয়-তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট-
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥
সরসি সারহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীত হৃতচেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥৯৪॥

প্রলম্ববধান্তে বনগমন-বিরহোদিত গোপীদিগের বিরহগীত। কৃষ্ণের বনগমনে তদনুব্রত গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া দিবসগুলিকে দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন। এই গীতসকল পৃথক্ পৃথক্ দিবস ও পৃথক্ পৃথক্ সভায় গীত হইয়াছিল ॥ ৮৯ ॥

কোন গোপী বলিতেছেন,—"হে গোপীগণ! বামকপোলে বামবাহুসংযুক্ত, নর্ত্তিতভ্রূ, অধরে অর্পিত-বেণু, কোমলাঙ্গুলিদ্বারা বেণু-রন্ধ্র আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণ যখন বংশীবাদ্য করেন, তখন সেই বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের সহিত তদীয় বণিতাগণ ব্যোমযানে থাকিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হন, পরে কামে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক জ্ঞানহারা হইয়া বিগতনীবি হইয়া পড়েন ॥ ৯০ ॥

হে অবলাগণ! চিত্রকথা শুন। মনোহর হাস্য-যুক্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে স্থিরবিদ্যুৎ শোভা পায়। সেই নন্দনন্দন আর্ত্তজনের প্রতি নর্ম্ম-সুখদ হইয়া যখন বেণু বাদন করেন, তখন যূথে যূথে ব্রজের বৃষগণ, গাভীগণ ও মৃগগণ বাদ্যদ্বারা হৃতচেতা হইয়া যেখানে আছে, সেইখানেই দন্তে কবল ধারণপূর্ব্বক উচ্চকর্ণে মুগ্ধভাবে লিখিত চিত্রের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে ॥৯১

হে সখিগণ! ময়ূরপিচ্ছ, ধাতু ও পলাশদ্বারা বদ্ধ-মল্লভাব ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকল আহ্বান করেন, তখন যমুনাদি নদীগণ ভগ্নগতি হইয়া বাতানীত তৎ-পাদাব্জরেণু লাভ করিবার স্পৃহা করেন এবং প্রেম-বেগে স্থগিততাপ হস্ত প্রসারিত করিয়াও আমাদের ন্যায় বহু পুণ্যের অভাবে তাহা প্রাপ্ত হন না ॥৯২॥

গিরিতট ও বনচারী গাভীদিগকে অনুচরবর্গের দ্বারা অনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপুরুষ অচলবিভূতি শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা যখন আহ্বান করেন, তখন বনলতা ও তরুগণ পুষ্পফলাঢ্য হইয়া প্রণতভার-শাখা হইতে মধুরধারা বর্ষণপূর্ব্বক প্রেমহৃষ্টতনুস্বরূপে সর্ব্বত্র বিষ্ণুকে প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বোধ হয় ॥৯৩॥

অপূর্ব্বতিলক শোভাযুক্ত কৃষ্ণ যখন বনমালাগত দিব্যগন্ধ ও তুলসী-মধুতে মত্ত অলিকুলের মনোহর মৃদু গীতকে আদরপূর্ব্বক বেণুতে স্বর-সন্ধান করেন,

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ।।
মহদতিক্রমণ শঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-
শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ।।৯৫।।

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ।।
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ।।৯৬।।

তখন সরসি-সারস, হংস ও বিহঙ্গগণ তাঁহার সুন্দর-গীতশ্রবণে হৃতচিত্তভাবে আইসে এবং যতচিত্ত, মীলিতদৃশ ও ধৃতমৌন হইয়া হরিকে উপাসনা করে ।। ৯৪ ।।

হে ব্রজদেবীগণ ! বলদেবের সহিত স্রক্-কর্ণ-ভূষণ-বিলাসী কৃষ্ণ যখন পর্ব্বতসানুতে বিশ্বকে হর্ষিত করিয়া বেণুরবে স্বয়ং জাতহর্ষ হইয়া গান করেন, তখন মেঘসকল মহদতিক্রম-শঙ্কায় সেই বেণুনাদের অনুকরণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গর্জন করে, কৃষ্ণকে জগৎ-শীতল-কার্য্যে আপনাদের সুহৃদ্‌জ্ঞানে বিন্দু-বর্ষণরূপ পুষ্পবৃষ্টিতে পূজা করে এবং ছায়াদ্বারা আতপত্র বিধান করে ।। ৯৫ ।।

আর একদিন যশোদার সভায় কোন গোপী বলিতেছেন,—"হে যশোদে ! যখন তোমার পুত্র কৃষ্ণ বিবিধ গোপলীলায় বিদগ্ধ, বেণুবাদ্যে স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য, স্বীয় ওষ্ঠে বেণুসংযোগ করতঃ স্বরজাতিকে আলাপ করেন, তখন সময়ে সময়ে সেই বাদ্য শ্রবণ করতঃ ইন্দ্র শিব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নতমস্তক ও নম্রচিত্ত হইয়া তত্ত্বনিশ্চয় করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হন ।।" ৯৬ ।। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

দামোদর পণ্ডিত (দামোদর ব্রহ্মচারী)

(৮৩)

শৈব্যা যাসীদ্ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী ।।
—গৌঃ গঃ ১৫৯

'ব্রজে যিনি প্রখরা শৈব্যা ছিলেন, তিনি দামোদর পণ্ডিত, কোন কার্য্যবশতঃ সরস্বতীদেবীও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।'

শ্রীদামোদর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যগণে গণিত হন।
'দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ।।
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া ।।'
—চৈঃ চঃ আ ১০।৩১-৩২

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর দর্শ-নের জন্য সমাগত নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীদামোদর পণ্ডিত। মহাপ্রভু তৎ-কালে শান্তিপুরে দশদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শচীমাতার ইচ্ছাক্রমে মহাপ্রভু নীলাচলধামে অব-স্থিতির জন্য যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাত্রা করিলেন সেই সময়েও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ছাড়াও শ্রীদামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন।

নীলাচলধামে প্রথম শুভাগমন করতঃ যখন

শ্রীজগন্নাথদর্শনে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মায়াবাদবিচারযুক্ত ছিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে পরে মায়াবাদবিচার পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধভক্ত হইলেন। সেই সময় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমাসূচক 'বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ·········', 'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ·········' দুইটী শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে দিয়াছিলেন মহাপ্রভুকে দেখাইবার জন্য। মুকুন্দ দত্ত তালপত্রে দুইটী শ্লোক বাহিরভিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট পত্রটি প্রদত্ত হইলে তিনি উহা পাঠ করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। বাহিরভিতে লেখা ছিল বলিয়া শ্লোক দুইটী সংরক্ষিত হইল, ভক্তগণ পাইয়া কণ্ঠহার করিলেন।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসেন, চৈত্র মাসে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করেন, বৈশাখমাসে একাকী দক্ষিণ যাত্রা করিবেন মনস্থ করিয়া নিত্যানন্দ আদি ভক্তগণকে বলিলে তাঁহারা সকলেই বিরহসন্তপ্ত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু সেই সময় কৃত্রিম নিন্দাচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

'আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি ॥
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৭।২৫-২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেকালে কৃষ্ণদাস বিপ্র (কালা কৃষ্ণদাস) সহ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণান্তে আলালনাথ আসিয়া পেঁৗছিয়াছিলেন, নিত্যানন্দাদি ভক্তগণকে সংবাদ দিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে পাঠাইলে, কৃষ্ণদাসের নিকট মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুকুন্দ দত্ত আদি ভক্তগণের সহিত দামোদর পণ্ডিতও মহানন্দে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

'প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৯।৩৩৯-৩৪০

মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া কালা কৃষ্ণদাসের আচরণ সম্বন্ধে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিলেন। কালা কৃষ্ণদাস দক্ষিণ ভারতে ভট্টথারি স্ত্রীগণের দ্বারা প্রলোভিত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে কোনওপ্রকারে ভট্টথারি স্ত্রীগণ হইতে উদ্ধার করেন। মহাপ্রভু কালা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে না রাখিয়া বিদায় দিলেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলিলেন। কালা কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দের সহিত দামোদর পণ্ডিত কালা কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে কি করা যায় চিন্তা করিয়া একটি যুক্তি স্থির করিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন সংবাদটী নবদ্বীপে যাইয়া শচীমাতা, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দিবার জন্য তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণদাসের নাম প্রস্তাব করিলেন। মহাপ্রভু উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে কালা কৃষ্ণদাসকে গৌড়দেশে পাঠানো হইল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি গৌরভক্তগণ কালা কৃষ্ণদাসের মাধ্যমে দক্ষিণ হইতে মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদে পরমোল্লসিত হইলেন। শ্রীদামোদর পণ্ডিত পরে পুরী হইতে গৌড়দেশে পেঁৗছিয়া কালা কৃষ্ণদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর দামোদর পণ্ডিতের প্রতি গৌরবযুক্ত প্রীতি, কিন্তু দামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি গৌরবহীন শুদ্ধা প্রীতি। দামোদর পণ্ডিতের অগ্রে স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সম্ভব নহে জানিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার হিতের জন্য শঙ্কর পণ্ডিতের দেখাশুনার ভার মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

'শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥

শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর উপরে ।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ।।'

—চৈঃ চঃ ম ১১।১৪৬-৪৭

শঙ্কর পণ্ডিত শেষলীলাতে মহাপ্রভুর সম্মুখে থাকিতেন এবং রাত্রে মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করিতেন। কোন কোন দিন মহাপ্রভু শঙ্কর পণ্ডিতের অঙ্গের উপরে শ্রীচরণ রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন।

দামোদর পণ্ডিত নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের সহিত পুরীতে সিদ্ধবকুলে মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু একদিন পুরীতে নিজাবাসে ভক্তগণকে ভোজন করাইতে স্বয়ং পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু পরিবেশন করিলেও প্রসাদ সেবন না করিয়া ভক্তগণ সকলেই হাত উঁচু করিয়া বসিয়া রহিলেন, স্বরূপ দামোদরের প্রার্থনায় মহাপ্রভু নিত্যানন্দাদি সহ প্রসাদ সেবন করিতে বসিলে ভক্তগণ নিঃসঙ্কোচে প্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত প্রসাদ পরিবেশন সেবা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারত হইতে মহাপ্রভু পুরীতে ফিরিয়া আসিলে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য অত্যন্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন, দর্শন না পাইলে রাজ্য ছাড়িয়া ভিখারী হইবেন। মহাপ্রভুর প্রতি গজপতি মহারাজের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। যাহাতে মহারাজ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতে পারেন তজ্জন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিত্যানন্দাদি ভক্তগণের সহিত একটি যুক্তি স্থির করিলেন। তাঁহারা রাজার সহিত মহাপ্রভুর মিলনের কথা না বলিয়া রাজব্যবহারের কথা, রাজার প্রগাঢ় ভক্তির কথা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাজব্যবহারের কথা—'মহাপ্রভুর কৃপা না হইলে রাজ্য ছাড়িয়া রাজা ভিখারী হইবেন' ইত্যাদি প্রগাঢ় ভক্তির কথা ব্যক্ত করিলে মহাপ্রভু অন্তরে দ্রবীভূত হইলেও বাহিরে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই বাক্যেতে দামোদর পণ্ডিতের সম্বন্ধেও মন্তব্য করিলেন।

'তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লঞা ।
রাজাকে মিলহ ইহ কটকেতে গিয়া ।।
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন ।
লোকে রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন ।।
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে ।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ।।'

—চৈঃ চঃ ম ১২।২৩-২৫

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারি না ; যদি দামোদর মিলিত হইতে বলেন, তাহা হইলেই পারি।—প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে। দামোদরের ভক্তিবশ হইলেও তাঁহার বাগ্‌দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য, এই কথায় দামোদরের সেই প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে।'

মহাপ্রভুর বাক্য শুনিয়া দামোদর পণ্ডিত অভিমানভরে বলিলেন—মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উঁনি সবই বিদিত আছেন, সাধারণ ক্ষুদ্র জীব এই বিষয়ে তাঁহাকে কি বিধি দিবে, তিনি স্নেহবশ, রাজা তাঁহাকে স্নেহ করেন, একদিন তিনি অবশ্যই রাজার সহিত মিলিত হইবেন ; ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র হইলেও স্বভাবে তিনি প্রেম-পরতন্ত্র।

পুরীতে রথযাত্রাকালেও দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে যে সাত সম্প্রদায় নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনে পাঁচজন দোহারের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত একজন ছিলেন। মূল কীর্ত্তনীয়া স্বরূপ দামোদর এবং নর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

গৌড়দেশের ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর গৃহিণীগণসহ নীলাচলে আসিয়াছিলেন। ভক্তগণকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া যখন নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তৎকালে যাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত দামোদর। অবশ্য সেই বৎসরও মহাপ্রভু রামকেলিতে সনাতন গোস্বামীর উক্তি চিন্তা করিয়া কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বৃন্দাবনে যান নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তর ভারত, বৃন্দাবনধাম পরিভ্রমণ করিয়া যখন বলভদ্রসহ পুনঃ ঝাড়িখণ্ডপথে আঠারনালায় ফিরিয়া আসিলেন, সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ

আনন্দবিহ্বল অন্তরে নরেন্দ্র সরোবরে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীতিভরে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। যাঁহারা সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ, তাঁহাদের চরণ মহাপ্রভু বন্দনা করিলেন। তৎকালে মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন শ্রীদামোদর পণ্ডিত।

পুরুষোত্তমধামে ওড়িষ্যাদেশীয় কোন সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি সুন্দর দর্শন পুত্র ছিল। সেই বালকটি প্রত্যহ মহাপ্রভুর নিকট আসিত, মহাপ্রভুকে প্রণাম করিত এবং মহাপ্রভুর সহিত অত্যন্ত প্রীতিভরে কথা বলিত। মহাপ্রভু ছেলেটীর প্রাণস্বরূপ হইল। মহাপ্রভুকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। মহাপ্রভুও ছেলেটীকে স্নেহ করিতেন। ছেলেটীর সহিত মহাপ্রভুর হৃদ্যতা দামোদর পণ্ডিত সহ্য করিতে পারিলেন না। বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও ছেলেটী নিষেধকে অমান্য করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতে আসে। মহাপ্রভুও তাহাকে মহাপ্রীতি করেন। বালকের স্বভাব যেখানে প্রীতি সেখানে যাইবেই। দামোদর পণ্ডিত একদিন সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎভাবে বলিয়া ফেলিলেন—'আপনি অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবার বেলায় পণ্ডিত হন এবং সকলে আপনাকে গোসাঞি গোসাঞি বলে ; এইবার জানা যাইবে, আপনি কিরূপে গোসাঞি থাকেন।'

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিমু গোসাঞি ।।
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ।।"
—চৈঃ চঃ অ ৩।১১-১২

মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতের রহস্যোক্তির তাৎপর্য্য জানিতে চাহিলে দামোদর পণ্ডিত বিষয়টি খুলিয়া বলিলেন—'আপনি ত' স্বচ্ছন্দে আচরণ করেন, আপনাকে কে কি বলিতে পারে, কিন্তু মুখর জগতের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারিবেন কি ? পণ্ডিত হইয়া বিচার করেন না কেন ? বিধবা ব্রাহ্মণীর ছেলের সহিত কেন এত প্রীতি করেন ? ব্রাহ্মণী তপস্বিনী সতী হইলেও তাঁহার দোষ হইল তিনি সুন্দরী যুবতী। আপনিও পরম সুন্দর যুবক। ছেলেটীর সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা মুখরলোকের মধ্যে কাণাকাণির সুযোগ দেওয়া হয়, ইহা কি বুদ্ধিমত্তা ?' ঐরূপ বলিয়া দামোদর পণ্ডিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'ইহারে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ। দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ।।'

একদিন মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া শচীমাতার নিকট যাইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইতে বলিলেন।

'তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেও যাতে তুমি কৈলা সাবধান ।।
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ।।'
—চৈঃ চঃ অ ৩।২২-২৩

মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে শীঘ্র শচীমাতার নিকট নবদ্বীপ যাইতে বলিয়া প্রবোধ দিলেন মধ্যে মধ্যে পুরীতে আসিয়া মিলিত হইতে এবং শচীমাতাকে কোটী প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ শচীমাতার সুখ বিধানের জন্য একটি গুহ্য কথা শুনাইতে—'মহাপ্রভু বার বার শচীমাতার গৃহে আসেন মিষ্টান্নব্যঞ্জন ভোজন করিতে, শচীমাতা তাহা স্ফুর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে বার বার শচীমাতা ভোগ দেন, মহাপ্রভু সব খান, শচীমাতা শূন্যপাত্র দেখিয়া বিরহদশায় ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন ভোগ দেন নাই, পুনরায় স্থান সংস্কার করিয়া ভোগ দেন, মহাপ্রভু পুনরায় যাইয়া ভোজন করেন। শুদ্ধপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া মহাপ্রভু শচীমাতার নিকটে সর্ব্বদাই বিরাজিত আছেন।'

মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে জগন্নাথের প্রসাদ দিয়া নবদ্বীপে যাইয়া শচীমাতা ও সকল ভক্তগণকে দিতে বলিলেন। দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর আজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করিলেন। দামোদর পণ্ডিতের সম্মুখে ভক্তগণ সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে চলিতেন। দামোদর পণ্ডিতের সম্মুখে কেহ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। প্রভুর গণের মধ্যে কাহারও অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন দেখিলেই দামোদর পণ্ডিত বাক্যদণ্ডের দ্বারা মর্য্যাদা স্থাপন করিতেন।

'এই ত' কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ।।'
—চৈঃ চঃ অ ৩।৪৬

যে সকল গৌরপার্ষদগণের প্রচারফলে কৃষ্ণনাম-প্রেম জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দামোদর পণ্ডিত অন্যতম। মহাপ্রভু তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণনাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৭।৫০

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী মহোদয় দামোদর পণ্ডিতের সহিত শ্রীমায়াপুরধামে নরোত্তম ঠাকুরের মিলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুর দামোদর পণ্ডিতের দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

'তথা দামোদর পণ্ডিতের দরশনে।
হইয়া অধৈর্য্য প্রণমিলা সে চরণে ॥'

—ভঃ রঃ ৮।৯৩

ব্রজপ্রেমের অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর]

অপ্রাকৃত রস-সিদ্ধান্ত বড়ই দুর্জ্ঞেয়—জটিল রহস্যময় তত্ত্ব। উহাতে প্রাকৃত রসের গন্ধলেশ মাত্র নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীল দামোদর স্বরূপই উহার প্রকৃত রহস্য জানেন। অন্যান্য যাঁহারা জানেন, তাহা তাঁহারই কৃপা-প্রভাবে। গোপীগণের প্রেম—জড় কাম বা ভোগাকাঙ্ক্ষা-শূন্য। তাহা বাহ্যে কাম-সাম্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া উহাকে 'কাম' বলিয়া আখ্যা মাত্র দেওয়া হইলেও উহা পরম বিশুদ্ধ নির্ম্মল; তজ্জন্য উহা 'রূঢ়ভাব' নামে সংজ্ঞিত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে। কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া তাঁহাদের (গোপীগণের) প্রেম নির্ম্মল, কৃষ্ণেতর ভোগময় ঘৃণিত 'কাম' শব্দবাচ্য নয়।"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগে (৫।২৮৫, ২৮৬) লিখিত আছে—

'প্রেমৈব গোপরামাণাং 'কাম' ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৩

অর্থাৎ "গোপরামাদিগের শুদ্ধ প্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ কাম ও প্রেমের স্বরূপলক্ষণ এবং ভেদ নিরূপণ করিতেছেন—

"কাম, প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥"

এই কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ও পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৪-১৭১

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা হইতে

পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্তই কামবাঞ্ছা।"
—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমে প্রাকৃত কামের গন্ধমাত্রও নাই, যেহেতু তাঁহাদের কায়-মনঃপ্রাণ—যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসুখ সম্পাদনের জন্যই উৎসর্গীকৃত। তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।১৭৪-১৭৫

কৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাকে যিনি যেভাবে ভজন করেন, আমি তাঁহার নিকট সেই ভাবে প্রাপ্য হই। সকল মানবই আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে। (গীঃ ৪।১১) কিন্তু গোপীর ভজনে কৃষ্ণের সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, কৃষ্ণ গোপীর প্রেমঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া নিজেকে ঋণী বলিয়া জানাইতেছেন। কৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয় (বা দুর্জ্জর)-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"
—ভাঃ ১০।৩২।২২

অর্থাৎ "হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহু জীবনেও আমি নিজ সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না, যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্যদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামিসমীপে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা শ্রবণানন্তর আমাদের ন্যায় অতত্ত্বজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের সংশয়নিরসনার্থ শ্রীশুকসকাশে পরিপ্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, "হে ব্রহ্মন্, জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্মবিনাশকল্পে স্বীয় অংশ (বলদেব) সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্, ধর্ম্মমর্য্যাদা সংরক্ষক ও স্বয়ং অনুষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরদারাদি আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকূল আচরণ করিলেন? হে সুব্রত! পরিপূর্ণকাম যদুপতি কৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এইরূপ লোকনিন্দিত কর্ম্ম করিলেন?—এতদ্বিষয়ে আমাদের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি ছেদন করুন।"

মহারাজ পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন—"অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেমন দোষভাক্ হন না, সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও তদ্রূপ ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন ও স্ত্রী সন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে—'বলীয়সাং ন দোষায় অগ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা'।" [বিশেষতঃ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ 'শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর (শৃঙ্গার)-হাস্য-অদ্ভুত-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস'—এই দ্বাদশরসের মূর্ত্তবিগ্রহ; তন্মধ্যে মধুর বা শৃঙ্গাররসেই সর্ব্বরসের সমাহার। রস বলিতে যাহা আস্বাদিত হয়, আনন্দই রস, রসো বৈ সঃ; শ্রীভগবান্ই আনন্দময় পুরুষ, সর্ব্বানন্দের তিনিই এক অদ্বিতীয় ভোক্তা। সর্ব্বসেব্য সেই ভগবান্কে আনন্দদানই সেবকরূপী জীবের একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম—'কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা'। সুতরাং শৃঙ্গাররসের বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি বৃষভানুরাজনন্দিনী—স্বরূপশক্তি হলাদিনী আনন্দদায়িনী মহাভাবস্বরূপিণীই সম্যক্প্রকারে আনন্দদানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থা—'হলাদিনী করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন' আবার সেই হলাদিনীদ্বারাই কৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণকে প্রেমানন্দ প্রদান-দ্বারা ভরণপোষণ বিধান করেন—'হলাদিনীদ্বারায় করে ভক্তের পোষণ'। সুতরাং এই হলাদিনীর আনুগত্য ব্যতীত জীব সম্যক্ প্রকারে কৃষ্ণভজনানন্দ লাভ করিতে পারেন না। অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের সেবায় কামকে অর্পণ না করিতে পারিলে—শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ—'কাম কৃষ্ণসেবার্পণে' নিযুক্ত না করিতে পারিলে পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না, শৃঙ্গাররসের বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ তাঁহার আশ্রয়বিগ্রহ-

শিরোমণি স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপিণী ললিতাদি সঙ্গীগণসহ ব্রজে যে নিত্য রাসলীলাবিলাস করিতেছেন, সদ্‌গুরুকৃপায় সেই লীলায় যোগদানের সৌভাগ্য হইলে, আনন্দময় কৃষ্ণের সেই প্রেমের খেলায় কোন প্রকার প্রাকৃত বুদ্ধি আসিবে না। কৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তি ও সেই স্বরূপ-শক্তির কায়ব্যূহ সখীগণের সহিত যে অপ্রাকৃত প্রেমের খেলা খেলিতেছেন, তাহাতে কি কোন প্রকার জড়ীয় হেয়ভাব থাকিতে পারে? শ্রীভগবানের নিত্য গোলোকধামে নিত্য ব্রজপ্রকোষ্ঠে নিত্য রাসবিলাস চলিতেছে, সেখানে একমাত্র ভোক্তৃতত্ত্ব কৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্যা, অথচ সেই ভোগবিলাসে কৃষ্ণেয় স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ সখীগণ সকলেই শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল-মিলন সেবাধর্ম্মে আত্মহারা। সেখানে অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণকে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার নিজগণসহ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনন্দদানরূপ প্রেমের খেলা খেলিতেছেন, ত্রিগুণাতীত সেই ধামে জড়েন্দ্রিয় সম্প-র্কিত কোন প্রাকৃত কাম প্রবেশই করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দ সকলেই মহাবিরক্তশিরোমণি—'মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি প্রীত হন গৌরভগবান্॥'—নিত্য-সিদ্ধ ব্রজপরিকর, তাঁহারাই শ্রীভগবানের নিজস্বরূপ-শক্তি ও তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ সখীগণসহ রাসাদি লীলার অপ্রাকৃত উপাদেয়ত্ব—অসমোর্দ্ধ রসমাধুর্য্য-চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করিতে বা আস্বাদন করিতে সমর্থ। জড়েন্দ্রিয়তর্পণকামী মাদৃশ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি-গণ সে অপ্রাকৃত ব্রজলীলার উপাদেয়ত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ' ন্যায়াবলম্বনে অপ্রাকৃত জগৎকেও নিজেদের অতি ক্ষুদ্র হেয় আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিতে গিয়া নানাপ্রকার অবান্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। এজন্যই শাস্ত্র 'অরসিকে রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ' বলিয়া আমাদিগকে সাবধান করেন। মহাকবি শ্রীজয়দেবের ন্যায় সকল রসজ্ঞ মনীষিও তদ্রূপ আমাদিগকে অনধিকারচর্চ্চা বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান হইতে শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাই বলা হইয়াছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥
—ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহ-ধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।"

অপ্রাকৃতরসজ্ঞ ভজনবিজ্ঞ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উপদেশামৃতের আনুগত্যে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীনামভজনক্রমে নাম-কৃপায় রাগভজনের উন্নতস্তরে আরূঢ় হইয়া উপরি-উক্ত শ্লোকের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হন। নতুবা ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞানহীন অরসজ্ঞ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদোষদুষ্ট গুরুব্রুবের কবলে পড়িয়া ভজন-ক্রমানুসরণের পরি-বর্ত্তে অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া অকালপক্বতা-দোষে কামকিঙ্কর হইয়া পড়িতে হইবে—অপ্রাকৃত রাসাদিলীলার পরম উপাদেয়ত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া উহাতে নানাপ্রকার প্রাকৃত বিচার আনিয়া ফেলিবে। এজন্যই শ্রীশুকদেব মাদৃশ অরসজ্ঞ ব্যক্তি-গণকে সাবধান করিয়া লিখিয়াছেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মহসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"
—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

অর্থাৎ "ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ যেন কখনও মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিতে গেলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। (শ্রী-গীতার 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ' এই শিক্ষাবাক্যের কদর্থ করিয়া যদি কেহ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করি-বার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে অরুদ্রের সমুদ্রোত্থ হলাহল পানের ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, ইহা বলিয়া বিশেষভাবে সাবধান করা হইয়াছে।)"

শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে পার্ষদপ্রবর স্বরূপ-রামানন্দসঙ্গে "চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, কর্ণামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দ"—এই

পাঁচখানি অপ্রাকৃত রসগ্রন্থ আলোচনার আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা আমাদিগকে উহার যথাতথা অনধিকারচর্চ্চা হইতে বিশেষ সাবধান করিয়াছেন। সর্ব্বলীলামুকুটমণি 'রাসলীলা' সম্বন্ধেও ঐরূপ সাবধান করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধারাণীর নিজ কায়ব্যূহ সখীবৃন্দসহ শ্রী-গোবিন্দের ব্রজবনে রাসাদি নৈশবিহার অপ্রাকৃতরসজ্ঞ ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণবেরই আলোচ্য বিষয়, জড়রসাসক্ত অকালপক্ব ব্যক্তিগণ উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে ধর্ম্মজগতে প্রাকৃত সহজিয়াগণেরই তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া নানা অনর্থের উদ্ভব হইয়া পড়িবে। স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কলিযুগপাবনাবতারী গৌর-হরি রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে যে নাম-ভজনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার নিষ্কপট অনু-সরণেই আমরা সকল অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব এবং সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ নামভজনপ্রভাবে নামকৃপায় সাধ্য শ্রীব্রজপ্রেম লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব। শ্রীল রঘু-নাথ ভট্টগোস্বামীর পিতৃদেব শ্রীল তপনমিশ্রবরকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কলিযুগধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ।।

[অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান, ত্রেতায় বিষ্ণুযজন (যজ্ঞ), দ্বাপরে বিষ্ণুর অর্চ্চন এবং কলিযুগে শ্রীহরি-কীর্ত্তন—]

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"
—ভাঃ ১২।৩।৫২

[অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি-ব্যক্তির, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজনকারীর এবং দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর অর্চ্চনে যে হরিতোষণরূপ ফল লাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তন-প্রভাবে সেই সমস্ত ফল লাভ হয়।]

"অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার।।
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।।
শুন বিপ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য।।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া।।
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র।।
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে।।"
—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১৩৭-১৪৫

অর্থাৎ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিকে এইভাবে প্রকাশ করিতেছেন যে,—ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র-কীর্ত্তনরূপ অভি-ধেয় বা সাধনভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন দ্বারা যখন প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ রতি বা ভাবের উদ্গম হইবে, তখনই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নববিধ ভক্ত্যঙ্গমধ্যে নামসং-কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন ও ব্রজপ্রেম প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জানাইয়া তৃণাপেক্ষাহীনতা, বৃক্ষসম সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব, মানদত্ব—এই চারিটি গুণের সহিত ঐ নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্রই সাধ্যবস্তু কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইবে, ইহা জানাইয়াছেন।

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোকের পদ্যানুবাদে লিখিয়া-ছেন—

"অপরাধফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি তব নাম উচ্চ করি'
বড় দুঃখে ডাকি বারবার।।
দীন দয়াময় করুণানিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ।।
কবে তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দর দর লোর।।

গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব ।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥
পুলকে ভরব শরীর হামার ।
স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বার বার ॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান ।
নাম সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥
মিলব হামার কিএ ঐছে দিন ।
রোয়ে ভকতিবিনোদ মতিহীন ॥"

— গীতাবলী

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরীর প্রথমেই রতি বা ভাবভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ ।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

অর্থাৎ যে ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, প্রেমরূপ (উদীয়-মান) সূর্য্যের কিরণের সহিত সাদৃশ্যযুক্তা, রুচিদ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা-বিধায়িনী, তাহাকেই ভাবভক্তি বলে ।

এস্থলে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বই ভাবের 'স্বরূপ'-লক্ষণ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের মসৃণতা বা আর্দ্রতা সম্পাদন করে, ইহাই—'তটস্থ' লক্ষণ ।

'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা' শব্দের অর্থ—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সর্ব্বপ্রকাশিকা সম্বিদ্‌বৃত্তির নাম শুদ্ধ-সত্ত্ব। এই স্বরূপশক্তিরূপ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ যাহার নিত্যসিদ্ধস্বরূপ, তাহাই—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা, কারণ এই ভাব ভগবৎপ্রিয়জনে নিত্য অবস্থিত ।

'প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্'—প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ সদৃশ। প্রেম সূর্য্যস্থানীয়, সূর্য্যোদয়ের সময়ে কিরণ-সকল যেরূপ অল্প প্রকাশিত, সেইরূপ ভাবও প্রেমের অল্পপ্রকাশ বা প্রথমাবস্থা ।

'রুচি'—ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষ ও তৎপ্রতি আনুকূল্য-অভিলাষ এবং সুহৃদ্ ভাবাভিলাষ ।

'মাসৃণ্য' অর্থে—আর্দ্রতা ।

ভাবভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বল্প অনুভূতি উদিত হয় এবং ইহা হইতে জাত ভগবৎপ্রাপ্তি ও তৎকৃপা-ভিলাষ-দ্বারা চিত্ত আর্দ্রীভূত হয় ।

প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলে, ইহাতে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবসকল স্বল্পমাত্রায় দেখা যায় ।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২৩শ পরিচ্ছেদ ও শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

ঐ ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ৪র্থ লহরীর প্রথমেই 'প্রেমভক্তি'র সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

অর্থাৎ 'ভাব' অত্যন্ত গাঢ় হইলে তাহাকে পণ্ডিত-গণ 'প্রেম' বলেন। ইহা অন্তঃকরণকে সম্যক্‌রূপে আর্দ্র করে এবং প্রেমের পাত্রে অত্যন্ত মমতা জন্মায় ।

ইহার 'তথ্যে' বিশেষার্থ দেওয়া হইয়াছে ঃ—সান্দ্র—প্রগাঢ়। ভাবের সান্দ্রাত্মতা অর্থাৎ প্রগাঢ়া-বস্থাই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। অন্তঃকরণের সম্যক্ আর্দ্রীকরণ ও মমতা যুক্ততাই প্রেমের তটস্থ লক্ষণ। 'সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।' "সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।" "রতি গাঢ় হইলে তবে প্রেমনাম হয়।"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

এইরূপে দেখা যাইতেছে—এই ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির উদ্‌গমে রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের কারুণ্যলব্ধ নামকৃপা। নামভজনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যোদয়ে ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুতি অবশ্যম্ভাবী ।

পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহলাদোদ্ধব নারদৈঃ ॥

—ঐ ভঃ রঃ সিঃ ৪র্থ লহরী ২য় শ্লোক

অর্থাৎ অন্যের প্রতি মমতাবর্জ্জিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রেমযুক্ত একান্ত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি মহাজনগণ 'ভক্তি' (প্রেম) বলিয়াছেন ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ভাবভক্তি, ৭ম ও ৮ম শ্লোকে প্রেমভক্তির লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং অপ্রাকৃত রসমাধুর্য্যা-স্বাদন বিষয়ে আমাদের একমাত্র সম্বল—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপালব্ধ নামকৃপা। নামই সাধন—নামই উপায় এবং নামই সাধ্য বা উপেয়, নামই বাচক, নামই বাচ্য, বাচ্য কৃষ্ণই আবার বাচক নাম। বাচ্য কৃষ্ণ অপেক্ষাও বাচক নামের করুণা অত্যধিক। সুতরাং

নামই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়নীয়। নামই প্রেম এবং প্রেমের সকল সম্পদ্ প্রদাতা।

নামকৃপায় যখন আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক কামকে কৃষ্ণপাদপদ্মে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলে সমর্পণ করিবার নিষ্কপট প্রবৃত্তি জানিবে তখনই অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য উদিত হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৮৮তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিপূজা-বাসরে দীনের প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

তিথি উত্থানৈকাদশী যঁহি অবতীর্ণ শশী
গুরুদেব পতিতপাবন।
মাধব গোস্বামী জয় ভকতিদয়িত হয়
বন্দোঁ মুঞি শ্রীগুরুচরণ ॥১॥
আমি অতি হীন দীন জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিহীন
নাহি জানি পূজিতে চরণ।
নাহি কিছু উপহার তব কৃপা করি সার
পুষ্পাঞ্জলি করিনু অর্পণ ॥২॥
গুরুদেব! তব মহিমা অপার।
শুনিয়াছি সাধুমুখে সর্ব্বশাস্ত্র বলে সুখে
কৃষ্ণাভিন্ন প্রকাশ তোমার ॥৩॥
চারি বৎসরকালে পিতার বিয়োগ হলে
মাতৃসঙ্গে ছাড়ি' পিত্রালয়।
ভরাকর গ্রাম হৈতে এলে কাঞ্চনপাড়াতে
জনমস্থান মাতুলালয় ॥৪॥
স্নেহেতে মাতুলগণ কৃপার্দ্র হৃদয় হন
পিতৃহীন বালকের প্রতি।
যত্নের নাহিক ত্রুটী শিক্ষাদান পরিপাটী
ভবিষ্য জীবন লাগি' অতি ॥৫॥
মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি' অতীব যতন করি'
প্রতিদিন গীতা অধ্যয়ন।
পরম সাধন ফলে গীতাশাস্ত্র কণ্ঠে কৈলে
বৎসর এগার যখন ॥৬॥
বিদ্যালয় পাঠশেষে উচ্চশিক্ষালাভ আশে
কলিকাতা কৈলে আগমন।
কলিকাতা স্থিতি যবে বিরহব্যাকুলভাবে
কাঁদিয়া ডাকিলে ভগবান্ ॥৭॥
ভগবৎচিন্তাকালে দেবর্ষি নারদে মিলে
মন্ত্র প্রাপ্তি হৈল তাঁহা হৈতে।
কিন্তু দৈবের ঘটন মন্ত্র হৈল বিস্মরণ
পুনঃ স্মরণ না হৈল চিত্তে ॥৮॥
সংসার ত্যাগ বিষয়ে জননীর আজ্ঞা পেয়ে
হিমালয় পর্ব্বতে গমন।
অনাহারে অনিদ্রায় তিনদিন রহি' তায়
কৈলা তীব্র হরি আরাধন ॥৯॥
হৃদয়ের আর্ত্তিফলে দৈবাদেশ তাহা মিলে
নিজস্থানে করহ গমন।
কৃষ্ণবাঞ্ছা-কল্পতরু মিলাইবে তব গুরু
অবশ্য পাইবে দরশন ॥১০॥
গুরু প্রভুপাদপদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

কৈল কৃপা বিতরণ অর্পিলেন শ্রীচরণ
নিজ প্রিয় পারিষদ প্রতি ॥১১॥

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান মায়াপুর-ঈশোদ্যান
মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি হয়।
প্রকাশ করিয়া যেবা পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণসেবা
সুকীর্তি স্থাপিলা কৃপাময় ॥১২॥

গুরুসেবা প্রকরণ নিজে করি আচরণ
শিক্ষা দিলে হইয়া সদয়।
নীলাচল পুরীধাম প্রভুপাদ জন্মস্থান
উদ্ধার করিলে দয়াময় ॥১৩॥

কত ওজর আপত্তি সকল বাধা বিপত্তি
অতিক্রম করিয়া প্রকাশ।
প্রভুপাদাশ্রিতজন যতেক বৈষ্ণবগণ
সকলের বাড়ালে উল্লাস ॥১৪॥

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত মত ছলভক্তি পথ যত
উপধর্ম্ম করিয়া খণ্ডন।
অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি প্রচারিলা যথাশক্তি
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিলা স্থাপন ॥১৫॥
কত স্থানে কত মঠ শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকট
সুবিশাল শ্রীমন্দির করি'।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ ভাগ্যবান্ জীবগণ
ভজিবেক গৌরাঙ্গ, শ্রীহরি ॥১৬॥
জন্ম-কুল-শীলৈশ্বর্য্য পাণ্ডিত্য-সৌন্দর্য্যবর্য্য
ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা-ক্ষমাগুণ।
কৃপালু-মৃদু-বিদগ্ধ সুশীল-করুণ-স্নিগ্ধ
বাৎসল্য-বদান্য সদ্গুণ ॥১৭॥
সর্ব্বগুণে গুণী তুমি পতিত অধম আমি
নাহি জানি নিজ সুকল্যাণ।
আজি এই শুভদিনে কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে
শ্রীচরণে দেহ প্রভু স্থান ॥১৮॥

দাসাধম
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য

শুভাবির্ভাব তিথিপূজা-বাসর
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথজীউ মন্দির, পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা

২৬ দামোদর, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
২০ কার্ত্তিক, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ; ৬ নভেম্বর ১৯৯২ খৃষ্টাব্দ

নিমন্ত্রণ-পত্র

দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে অত্র শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী (১৯৯৩) হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথি। ২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় রথযাত্রা ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

মহাশয়, উপরিউক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে, শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে ও ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

১।১২।১৯৯২

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

দক্ষিণ কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান চলিতে থাকাকালেও শ্রীল গুরুদেব ভারতের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচার করেন। ৬ চৈত্র (১৩৭৯), ২০ মার্চ্চ (১৯৭৩) শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেবের সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সমবেত অগণিত নরনারী প্রভাবান্বিত হন।

চণ্ডীগঢ় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে শ্রীল গুরুদেব

পাঞ্জাব ও হরিয়াণার রাজধানী চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২২ চৈত্র (১৩৭৯), ৫ এপ্রিল (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস-ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ যতিগণের মধ্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে বিশিষ্ট নাগরিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে যাইয়া চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিকানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডীগঢ় মঠের পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ চণ্ডীগঢ় মঠে আসিয়া সুন্দর পরিবেশ দেখিয়া

বামদিক হইতে—ডক্টর ভি-সি পাণ্ডে, ডেপুটী কমিশনার শ্রীজয়দেব গুপ্ত, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

সুখী হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীআর-এন্ মিত্তল, মাননীয় বিচারপতি শ্রীএম্-আর শর্ম্মা, শ্রীশন্তুলাল পুরী এড্ভোকেট, হরিয়াণা বিধানসভার স্পীকার শ্রীবাণারসী দাসগুপ্ত, চণ্ডীগঢ় কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটী কমিশনার শ্রীজে-ডি গুপ্ত আই-এ-এস্, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যক্ষ ডক্টর ভি-সি পাণ্ডে, এড্ভোকেট শ্রীরামলাল আগরওয়াল ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শ্রীজগদীশ শরণ শর্ম্মা সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীল গুরুদেবের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সভাপতি, প্রধান অতিথি ও শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। সভায় বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৮ এপ্রিল রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ৩০ সেক্টরসমূহ পরিক্রমা করেন। সংকীর্ত্তনে পূজ্যপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রাণমাতান নৃত্যকীর্ত্তন ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেব
পাঞ্জাবের গভর্ণর কর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

২৪ শ্রাবণ (১৩৮০), ১৪ আগষ্ট (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কলিকাতার শেঠ শ্রীরাধাকিষণ চামারিয়াজী বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে চিত্তাকর্ষক অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর
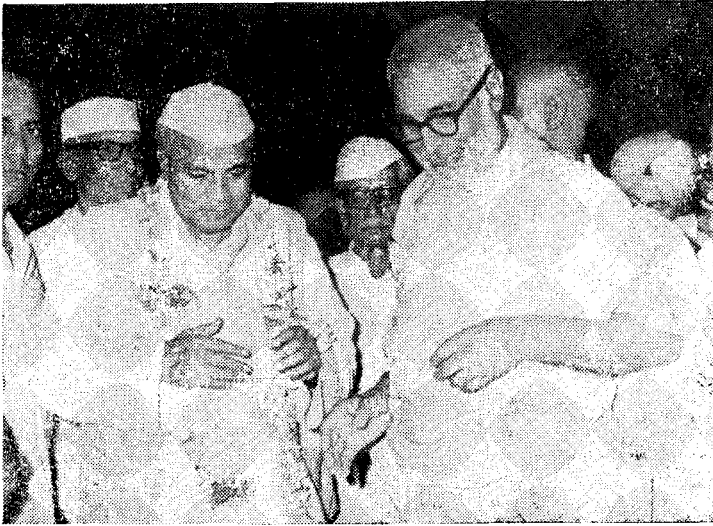
পাঞ্জাবের গভর্ণর শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী (মাল্যভূষিত), তৎপার্শ্বে শ্রীল গুরুদেব দীর্ঘকাল পরে মিলিত হইয়া উভয়ে প্রসন্ন।

দ্বারোদ্ঘাটন করেন পাঞ্জাবের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়। উক্ত মহদনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এস্-পি, ডি-এস্-পি, জেলা ও সেসন জজ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ নিয়োজিত হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার

স্বাগত অভিভাষণে বলেন—"পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয় আমাদের সুপরিচিত ও মঠের শুভানুধ্যায়ী। আসামে মন্ত্রীপদে ও মুখ্যমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি আমাদের আহ্বানে দুইটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গৌহাটীর শাখামঠে আসিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সুযোগ্য ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ে রুচি দেখিয়া আমরা উল্লসিত হইয়াছি। তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপালপদে অধিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছেন এই সংবাদে আমরা উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাইলে তিনি স্নেহপরবশ হইয়া উক্ত আহ্বান স্বীকার করতঃ আজ এখানে এতটা কষ্ট সহ্য করিয়াও শুভাগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পাঞ্জাব ও হরিয়াণার রাজধানী চণ্ডীগঢ়ে আমাদের একটি শাখামঠ আছে। আশা করি তিনি আমাদের উক্ত শাখামঠের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন এবং তথায় পদার্পণ করতঃ সেবকগণকে প্রোৎসাহিত করিবেন।"

পাঞ্জাবের গভর্ণর ভাষণ দিতেছেন

রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী ভাষণ দিতেছেন—বামপার্শ্বে শ্রীল গুরুদেব

চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৯৭৪ সালে চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেব পাঞ্জাবের গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভাগমন

শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২৭ মার্চ্চ হইতে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে পঞ্চ-দিবসব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্র
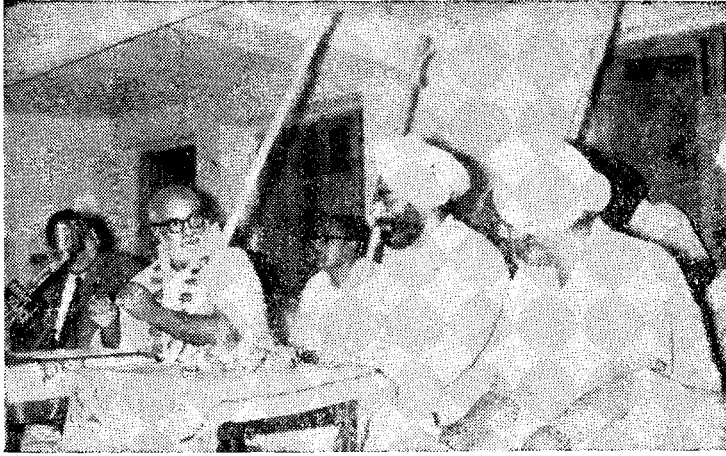
দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে—শ্রীগুরুবক্সসিং সিবিয়া, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্ঞানী জৈল সিংজী, শ্রীল গুরুদেব, বিচারপতি শ্রীএইচ্-আর্ সোধি

মোহন চৌধুরী এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞানী শ্রীজৈল সিংজী। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীআর-এস্ নরোলা, মাননীয় বিচারপতি শ্রীএইচ্-আর্ সোধি, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীজে-ডি গুপ্ত, প্রাক্তন এম্-পি শ্রীচাঁদ গোয়েল, শ্রীগুরুগোবিন্দ সিং কলেজের অধ্যক্ষ

শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রাসহ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগুরুবক্সসিং শেরগিল্। এতদ্ব্যতীত ডক্টর জি-পি শর্ম্মা, ডক্টর এস্-পি সঙ্গর, পাঞ্জাবের পূর্ত্তমন্ত্রী গুরুবক্সসিং সিবিয়া, চৌধুরী শ্রীসুন্দর সিংজী এম্-এল্-এ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রভাবান্বিত হন। ৩১ মার্চ্চ রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name...
Vill...
P. O..
Dist..
Pin...

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমুহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৩৯৯
২২ নারায়ণ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯২ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram Road
New Queen's Road, Chaupatty, Bombay
১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯ ; ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার ১৮ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত বিনয়পূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ প্রচুর যত্নের সহিত পাঠ করিয়া ভাষান্তরিত করিবার কালে অনেক বিষয় সুষ্ঠুভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—পত্রোত্তর প্রদান-কালে ইহাই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত বিষয়সমূহ—শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি-বিশেষ। সুতরাং ভাগবতের অনুকূল জীবন লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল বিম্ব-সদৃশ, অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব ; প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদ্‌গুণ-সমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতি-ফলিত ছায়ামাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচার বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দ-বোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্‌বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময়

বিচিত্রতাপূর্ণ এবং সকল সদ্‌গুণমণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ বিধান করে ; আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্যার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,— আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল পর্য্যন্ত আমরা 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধিতে কালাধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্য্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধবৃত্তি—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক—বশবর্ত্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাব-রাজ্যে পূর্ত্তিকার্য্যই বর্ত্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপরতোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগস্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরি-মাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্য নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটি অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ্‌-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবল চিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চ-মাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্যার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্ব্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেববিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-সূত্রে আমাদের নিজত্বে যে অহঙ্কার বর্ত্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বললাভের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্যই জগতে যে মহান্তগুরুও তাঁহার উপা-দানরূপে বিরাজ করেন,—আমরা এই গূঢ় বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাব-জনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালের এই তাৎকালিক শোক নিত্য-ভগবানের ও ভাগবতের সেবাপ্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপর-তোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অনুগামিগণের সেবানুশীলন-মুখে মহাজন-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীমদ্ভাগ-বত' প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে বিচারপরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক অভাব-জন্য শোক হইতেও আমাদের অব-সর লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণ-বস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণ-

প্রেমা ; আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণই ব্যাধিবিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

আমাদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শলাভেচ্ছায় অন্তর্গামী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের ঔরসে পুরুষ-প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক জনক-সূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকাল স্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননীসূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বৎসল-রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণকেই একমাত্র তনয় বলিয়া আবির্ভাবিত করিবার বিমুখতাক্রমে শৌক্রবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে। জনকজাতীয় ও জননীজাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবারহিত পতনের উল্লেখমুখে আমরা মধুর রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধরসবিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম্মবিচারের কথা বলি। বর্ত্তমানকালে আমরা গৌরবসখ্যবিচারে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততি পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশ্লেষণ-বিচারে অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব শ্লথ হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কালক্ষোভ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিক দোষ আহূত হইয়া থাকে।

যাঁহারা জীবের বদ্ধদশায় নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বপ্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-অবলম্বনপূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুতে মর্য্যাদা-বিচারাত্মক দাস্যরস-মূলক মধুর. বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব মাত্র বর্ত্তমান—জানিয়া কৃষ্ণভজনের তারতম্য-নির্দ্দেশে স্বীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। তখনই আমার মত কৃষ্ণবিমুখ-ধৃষ্ট জীব গৌরব-পূজিত চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আবাহন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্য্যাদাপথের সেব্য ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইবার ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বন্ধু-জ্ঞান-পূর্ব্বক আপনাকে হীন জ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিবাদী (আসামী) মাত্র মনে করি।

বর্ত্তমানকালে আমরা নানাপ্রকার চিন্তাযুক্ত জন-গণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদের নিকট দার্শ-নিক তথ্যরূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাভিদেশের নিম্নাংশের দ্বারা ভগবৎসেবার ক্রিয়াগুলি উপাদেয়ভাবে চিজ্জগতে নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মল-সমূহের যখন চিজ্জগতে অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাভিদেশের নিম্নাঙ্গে হরিমন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা নাই,—বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিজ্জগতের পরম নির্ম্মল অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন-রাজ্যের আদর্শে দর্শন করিলে বা মুখ্যবিচারকে গুণজাত রাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকারলাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ কান্তরূপে, পুত্র-রূপে, সখারূপে, প্রভুরূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাত্মক সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জ্জুনের ন্যায় উপদিষ্টের বিচার গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরি-বর্ত্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণ-প্রেমের উদ্দেশ্য ন্যূনাধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০৪ পৃষ্ঠার পর]

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-
নীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষ্যণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥৯৭॥
মনিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িত গন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥
ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥৯৮॥
কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥৯৯॥
বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িত কীর্ত্তি ॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥১০০॥
মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈশৎ
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥১০১॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

হে সখীগণ! ধ্বজ, বজ্র, কমল ও অঙ্কুশ-রূপ বিচিত্র চিহ্নদ্বারা শোভিত নিজ পাদপদ্ম-চালনে গজেন্দ্র-গতিতে ব্রজের গক্ষুর-বেদনা শামিত করিয়া বেণু-বাদনপূর্ব্বক যখন কৃষ্ণ চলেন, তখন বিলাসবীক্ষণ-দ্বারা অর্পিত মদনবেগে বৃক্ষের ন্যায় গতিশূন্য হইয়া মোহবশতঃ আমাদের কবরী ও বসনের অবস্থা আমরা জানিতে পারি না ॥ ৯৭ ॥

কখন তুলসী-মালা-শোভিত কৃষ্ণ মণিমালাদ্বারা স্বীয় গাভীগণকে গণনা করিতে করিতে প্রণয়ী অনু-চরের স্কন্ধে ভুজনিক্ষেপ করতঃ বেণুগান করেন, তখন কৃষ্ণসার-গৃহিণী হরিণীগণ গুণসাগর কৃষ্ণকে অবঞ্চিতচিত্তে গোপীদিগের ন্যায় গৃহাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্বেষণ করে ॥ ৯৮ ॥

অপরাহ্নে কুন্দকুসুমদামদ্বারা কৃতকৌতুকবেশ এবং গোপ-গোধনবেষ্টিত হইয়া, হে অনঘে যশোদে! তোমার নন্দসূনু বৎস প্রণয়ীজনের প্রেমদাতা-রূপে যমুনায় যখন বিহার করেন, তখন চন্দন-স্পর্শদ্বারা শীতল মন্দবায়ু অনুকূল-রূপে বহিতে বহিতে তাঁহার পূজা করে এবং গন্ধর্ব্বগণ গীত-বাদ্য-পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা চতুর্দ্দিকে উপাসনা করিতে থাকে ॥ ৯৯ ॥

ব্রজবাসী ও গাভীদিগের হিতকারী যেহেতু গোবর্দ্ধনধারী ব্রহ্মা-শিবাদি-দ্বারা বন্দ্যমানচরণ কৃষ্ণ গোসকলকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্তুতকীর্ত্তি-স্বরূপে বেণুগান করিতে করিতে যখন আসিতে থাকেন, তখন শ্রমচিহ্ন থাকিলেও অন্যের চক্ষের উৎসব বিস্তারপূর্ব্বক গাভীখুর-ধূলায় ছুরিতমাল্য

শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্
এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥১০২॥
দীর্ঘবিপ্রলম্ভে ব্রজাগতমুদ্ধবং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা ভ্রমরং প্রতি। [১০।৪৭।১১-২১]

মধুপ কিলববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচ-বিলুলিতমালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভি-র্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদু-সদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূরস্ত্বমীদৃক্ ॥১০৩॥
সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎ-পাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥১০৪॥

কিমিহ বহু ষড়ংঘ্রে গায়সি ত্বৎ যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণাম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥১০৫॥

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥১০৬॥

ধারণ করতঃ সুহৃদগণের সুখ দিবার আশায় যশোদা-জঠরোদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকেন ॥১০০

কৃষ্ণ নিকটে আসিতেছেন, লক্ষ্য করিয়া কোন গোপী বলিতেছেন,—"হে সখীগণ! দেখ ঈশৎ-মদন-ঘূর্ণিত লোচন, সুহৃদগণের মানদ, পক্ব বদরফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ-বদন, কনক-কুণ্ডল-শ্রীকর্ত্তৃক মৃদুগণ্ড-মণ্ডিত যদুপতি কৃষ্ণ গজরাজবিহারী এই দিবান্ত সময়ে উল্লসিতবক্ত্রে ব্রজজনের ও গাভীগণের দুরন্ত দিনতাপ মোচন করিবার জন্য যামিনীপতি চন্দ্রের ন্যায় নিকটে আসিতেছেন" ॥ ১০১ ॥

শুকদেব কহিলেন,—"হে রাজন্! ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তচ্চিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া দিবাভাগে এইপ্রকার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন" ॥ ১০২ ॥

পূর্ব্বরাগ-মিলন-প্রেমবৈচিত্র্য-মানাদিরূপ ক্ষণিক বিপ্রলম্ভ এই সব লীলায় বর্ণিত হইয়াছে। এখন দূরপ্রবাস-রূপ দীর্ঘ বিপ্রলম্ভের প্রেমময়ী লীলা শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে দূতরূপে (বৃন্দাবনে) প্রেরণ করিলে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণবিরহে গোপী-গণের স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষতা হয় না। সুতরাং সকল গোপী অর্থাৎ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি স্ব-স্ব-যূথসহকারে শ্রীমতী রাধিকার সহিত একত্রে উদ্ধবকে দর্শন করিতেছেন। উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতী একটী ভ্রমরকে বলিতেছেন,—"হে মধুপ! হে কিতববন্ধো! আমাদের স্বপত্নীর কুচদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বনমালা বিলুলিত হইয়াছে, তৎসংশ্লিষ্ট কুঙ্কুমদ্বারা তোমার শ্মশ্রু রঞ্জিত হইয়াছে, তুমি আমাদের পাদস্পর্শ কেন করিতেছ? মধুপতি কৃষ্ণের মথুরা-মানিনীদিগের প্রসাদ বহন কর। আমাদিগের নিকট এই অবস্থায় নম্রতা করিবার জন্য যে দৌত্য গ্রহণ করিয়াছ, তদ্দ্বারা যদু-সভায় কৃষ্ণের উপহাসাস্পদতাই হইবে ॥ ১০৩ ॥

তাঁহাকে কিতব বলিয়া কেন বলিতেছি শুন। তিনি তাঁহার স্বীয় মোহিনী অধরসুধা একবার পান করাইয়া (তুমি যেমন পুষ্পমধু খাইয়া পুষ্পকে ত্যাগ কর সেইরূপ) আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। যদি বল, কমলা কেন সর্ব্বদা তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন? তবে বলি, কৃষ্ণের মিষ্ট জল্পনায় হৃতচিত্ত হইয়া পদ্মা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। পদ্মা নিতান্ত সরলা, তাই ভুলিয়া থাকেন ॥ ১০৪ ॥

হে ষট্পদ! আমরা ত্যক্তগৃহ-বনবাসিনী। আমাদিগের অগ্রে তুমি বারম্বার উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যদুদিগের অধিপতির কথা গান করিতেছ। তাহাতে কি পাইবে? কৃষ্ণের তত্রস্থ সখীদিগের নিকটে তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর। আজকাল (শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনে) ক্ষয়িত-কুচরোগ সেই প্রিয়াগণ তোমাকে ইষ্ট দান করিতে পারেন ॥ ১০৫ ॥

বল দেখি, সেই কপট রুচিরহাস-ভ্রূবিজৃম্ভযুক্ত নয়নের কাছে ত্রিভুবনে কোন্ অপ্রাপ্য-স্ত্রী আছে? মহালক্ষ্মী যখন তাঁহার চরণরজ উপাসনা করেন, তখন এই বনবাসিনীগণ কি তাঁহার যোগ্য? কিন্তু একটী কথা আছে, তাঁহার নাম উত্তমঃশ্লোক; অত-এব তিনি দীনা স্ত্রীদিগের প্রতি অবশ্য অধিক কৃপা করিয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যন্যালোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥১০৭॥
মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্ ।

বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধাঙ্ক্ষবদ্‌য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥১০৮॥
যদনুচরিতলীলা- কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীন
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥১০৯॥

আহা ! ভ্রমর, তুমি আমার চরণ কেন মাথায় করিতেছ ? আমি ভালরূপ জানিয়াছি যে, মুকুন্দের দৌত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছ। প্রিয়-অনুনয়-বাক্য-প্রয়োগে তুমি পরম চতুর। কৃষ্ণের জন্য আমরা পতি, পুত্র এবং সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনি এমত অকৃতচেতা যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে আর অনুসন্ধেয় কি আছে ? তুমি কি আর চাতুরী প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিরপরাধ সাধন করিতে পার ॥ ১০৭ ॥

ওহে ভ্রমর ! মাংসলোভী ব্যাধের ন্যায় যিনি কোন সময়ে বালীরাজাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, সূর্পনখা কামযানা হইয়া শরণ লইলে সেই স্ত্রীজিত পুরুষটী তাহার নাক কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন, বলি রাজার যজ্ঞ ভোগ করিয়া কাকের ন্যায় তিনি তাহাকে ঘিরিয়াছিলেন। এমত নির্দ্দয়স্বভাব কৃষ্ণবর্ণপুরুষটীর সখ্যে আর কায় নাই। তবে এক কথা এই যে, তাঁহার কথা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই বলিয়া নিরন্তর আলোচনা করি ॥ ১০৮ ॥

ওহে ভ্রমর ! আবার দেখ, যাঁহার অনুচরিত লীলাসুধাকণ কর্ণে একবার আস্বাদন করিয়া মহাত্মগণ দুঃখসুখাদি দ্বন্দ্ব-ধর্ম্ম ধৌত করিয়াছেন, অহংমম বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ দীন গৃহকুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং দীনভাবে হংসধর্ম্মাশ্রয়ে ভিক্ষাচর্য্যায় দিনপাত করিতেছেন, তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব ?১০৯

(ক্রমশঃ)
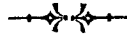
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬২ পৃষ্ঠার পর]

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে 'পূর্ণতম' ।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥
—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৯৬

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণবিভাগ 'বিভাব'-লহরীতে ২২১-২২৩ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে ।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৯৭-৩৯৯

"এই কৃষ্ণ ব্রজে—'পূর্ণতম' ভগবান্ ।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম ॥"
—ঐ ম ২০।৪০০

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্য। চিন্ময় জগৎ একটি সহস্রদল পদ্মস্বরূপ, সেই পদ্মের সর্ব্বোর্দ্ধ্ব ভাগে মধ্যস্থানে কর্ণিকাররূপী গোলোক বা কৃষ্ণলোক, তাহার চতুর্দ্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোমে বিদ্যমান্। তাহাতে কোন পরিমাণবিশিষ্ট কুণ্ঠধর্ম্ম নাই অর্থাৎ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বৈকুণ্ঠের কোন পরিমাণ নাই। সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠ—শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি বা অসংখ্য যোজনবিশিষ্ট। বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট অবতারের সীমা মায়িক রাজ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা বা

শিবাদিরও দুরধিগম্য, মাদৃশ বদ্ধজীবের ত' কথাই নাই। বিষ্ণু ও বিষ্ণুধাম—উভয়েই অধোক্ষজ বলিয়া উহা ব্রহ্মাশিবাদিরও অনধিগম্য। গোবৎসহরণকালে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব অবগত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে তাঁহার স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥"

—চৈঃ চঃ ২।১৯, ১১ ধৃত ভাঃ ১০।১৪।
২১ ও ৭ম শ্লোক

অর্থাৎ "হে ভূমন্, ভগবন্, পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোন্ সময়ে, কোথায়, কিভাবে কতপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন, অহো! আপনার সেই সকল লীলা ত্রিভুবনমধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ॥" ২১ ॥

"হে দেব! এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে? যে সকল অতিনিপুণ ব্যক্তি বহু জন্মে পৃথিবীর ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণুসমূহ গণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন ॥" ৭ ॥

"এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥
ব্রহ্মাদি রহু, সহস্র বদনে অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।১০, ১২

ব্রহ্মা তাঁহার শিষ্য নারদের নিকট মায়াধীশ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর লীলাবতারসমূহের চেষ্টা, প্রয়োজন ও বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া তাঁহার দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয় শক্তিবৈভব বলিতেছেন —

"নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥"

—উক্ত চৈঃ চঃ ম ২১।১৩ ধৃত ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোক

অর্থাৎ মায়াধীশ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর মায়াবিভূতির অন্ত আমি (ব্রহ্মা) জানি না, তোমার অগ্রজ সমকাদি মুনিগণও জানেন না, সহস্রবদন আদিদেব শেষ (ভূধারী অনন্তদেব)-দেবও সেই ভগবানের গুণগণ গান করিতে করিতে অদ্যাপি তাহার সীমা নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না, অপরে কে জানিবে?

"তেঁহো রহু,—সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥"

—ঐ চৈঃ চঃ ম ২১।১৪

অর্থাৎ ব্রহ্মা-সনকাদির কথা থাকুক, স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি অবতারী কৃষ্ণই তাঁহার অপরিমেয় গুণের অন্ত না পাইয়া সতৃষ্ণ হইয়া পড়িতেছেন।

আবার ব্রজে কৃষ্ণ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া গোবৎসচারণাদি বাল্যলীলায় যে সকল লীলা করিয়াছেন, তাহাও অত্যদ্ভুত—আমাদের ক্ষুদ্র সীমা-বিশিষ্ট ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের 'লীলা, প্রেম, রূপ ও বেণু-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ'। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার (চৈঃ চঃ ম ২১।১৭-২০ পয়ারের) অমৃতপ্রবাহভাষ্যে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন—"কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপ (বালক)-সকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বস্তু—সমস্তই প্রকট করিয়াছিলেন। চিন্ময় গো, গোপবালক ও অশেষ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলে চিত্তমল ধৌত হয়। 'অসংখ্য কৃষ্ণবৎস'—এই শব্দদ্বারা কৃষ্ণের গোবৎসসকল এবং গোপবালকসকল অসংখ্য রূপে প্রকট হইল।" এস্থলে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার ১৭ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'একক্ষণমধ্যে কৃষ্ণ পরব্যোমনাথসহ অসংখ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ এবং বহু ব্রহ্মাদিসহ অসংখ্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন।'

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন—

" 'কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ'—শুকদেব-বাণী ।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি ॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ ।
কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তাহার গণন ॥
বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
গোপগণের যত তার নাহি লেখাপার ॥
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে ।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥
ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত ।
স্তুতি করি' সেই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥
'যে কহে,—কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু ।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥'
'জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥২৭॥'
—চৈঃ চঃ ম ২১।২৭ ধৃত ভাঃ ১০।১৪।৩৮ শ্লোক
কৃষ্ণের মহিমা রহু—কেবা তা'র জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ—আশ্চর্য্য বিভুতা ॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন—শাস্ত্রের প্রকাশে ।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠজাণ্ডগণ ভাসে ॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
'শাখাচন্দ্র'ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২১।১৯-৩০

উপরিউক্ত পয়ারসমূহে শাখাচন্দ্র-ন্যায়াবলম্বনে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অগণিত অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একটি দিগ্‌দর্শন মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 'শাখাচন্দ্র-ন্যায়'-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

'কোন তত্ত্বের একদেশ দেখাইয়া সর্ব্বদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দেওয়া যায়, এই ন্যায়কে 'শাখাচন্দ্রন্যায়' বলে।'

উপরিউক্ত 'জানন্ত এব জানন্তু' শ্লোকের অর্থ—ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে বলিতেছেন—"যাঁহারা বলেন, 'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁহারা জানুন ; কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি এই মাত্র বলি যে, তোমার বৈভব সকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।"

কৃষ্ণের গোবৎস, কৃষ্ণের সহচর গোপবালকগণ ও তাঁহাদের বৎসগণের সংখ্যা অনন্ত, জগতে গণনায় যে সকল সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বোর্দ্ধ্ব সংখ্যার অঙ্ক দ্বারাও তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"একং দশশতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতংচৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ॥ বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্॥" অর্থাৎ এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংখ্যা গণনার নাম শ্রবণ করা যায়, তাহা প্রথম এক হইতে পরবর্ত্তী সংখ্যা গণনায় দশ-গুণ করিয়া অধিক গণিত হইয়া থাকে, কিন্তু পরার্দ্ধের পরে আর গণনার সংখ্যা পাওয়া যায় না। এজন্য অসংখ্য বা সংখ্যাতীত এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক এক গোপেরই অগণিত বৎস, অগণিত বেত্র, বেণু, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মবিমোহন-লীলায় ব্রহ্মা দেখিতেছেন—তাঁহার অপহৃত গোবৎস ও গোপবালক সবই সুমেরু-গহ্বরে যোগনিদ্রাসমাচ্ছন্ন, তথাপি ঠিক হুবহু তদ্রূপ গোবৎস গোপবালক কৃষ্ণ কোথা হইতে পাইলেন? আবার দেখিতে দেখিতে, দেখিতে লাগিলেন—সকলেই চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠনাথ—অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মা আসিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের স্তব করিতেছেন—আবার দেখিতে দেখিতে তাঁহাদেরও অন্তর্দ্ধান-লীলা, ব্রহ্মা দেখিতেছেন,—কৃষ্ণ যেভাবে তাঁহার অপহৃত বৎস ও গোপবালক অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—বামহস্তে দধিমাখা অন্ন (দধ্যন্ন), হস্তের অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে গ্রাস-বৃদ্ধির জন্য ছোট ছোট কদবেল গোঁজা, বামকক্ষে বেত্র, বিষাণ, জঠর-বস্ত্রাভ্যন্তরে বংশী গুঁজিয়া রাখিয়াছেন, পীতবাস, শিরে শিখিপুচ্ছ, অধরে মধুর হাস্য—আহা, ব্রহ্মা সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে বিস্মিত মোহিত—চিত্রপুত্তলিকাবৎ কৃষ্ণসম্মুখে দণ্ডায়মান—কৃষ্ণ-কৃপায়ই মূর্চ্ছাভঙ্গে নিজেকে শ্রীভগবানের সহচর-

বালকসঙ্গে ভোজনলীলায় বাধা প্রদানের জন্য অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞানে চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে সুতীব্র দৈন্যসহকারে স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন —ঠাকুর তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু আমার কায়-মনোবাক্যের সম্পূর্ণ অগম্য।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে বর্ণিত ব্রহ্মার স্তবটি অতীব মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীভগবান্ অনন্ত বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠা বা সীমারহিত অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয়—অক্ষজ অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ বস্তু, সেই অধোক্ষজ হইতেও গোলোক বৃন্দাবনে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অপ্রাকৃত নাম-ধাম-রূপ-গুণ-লীলাতত্ত্ব সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারিতাপরিপূর্ণ। দেখিতে প্রাকৃতবৎ, কিন্তু প্রকৃতির সম্পূর্ণ অতীত তত্ত্ব—শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ-জন ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহে, উহা একমাত্র শুদ্ধভক্ত সাধু ও সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত শুদ্ধ-ভক্তের অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বস্তু। প্রাকৃত কামাদি রিপুকবলিত মায়াবদ্ধ জীব-ধারণার সম্পূর্ণ অতীত তত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নর-বপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ॥" নরলীলা অতিক্রম না করিয়াই কৃষ্ণ যে তাঁহার অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা পরিকর ধাম—সনস্তই কৃষ্ণাভিন্ন—অনন্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য—অনন্ত বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনধামের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিতেছেন—

"শাস্ত্রে বৃন্দাবন 'ষোলক্রোশ' বলিয়া উক্ত আছে, ইহারই একপার্শ্বে যাবতীয় বৈকুণ্ঠ ও সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশিত।"—উপরিউক্ত চৈঃ চঃ ম ২১।২৯ সংখ্যক পয়ারের 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য। বৃন্দাবনের একপার্শ্বেই পরব্যোমস্থ অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ—এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের ধারণার বিষয়ীভূত হইতে পারে?

'ষোলক্রোশ বৃন্দাবন' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে—যে সমস্ত মিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়, তন্মধ্যে বৃন্দাবন-নামক বনটি বর্ত্তমান বৃন্দাবননগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম বৃষভানুপুর পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ।"

ব্রহ্মা কৃষ্ণৈশ্বর্য্য বর্ণন করিতে করিতে সেই অনন্ত অগাধ ঐশ্বর্য্যসিন্ধুমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া—অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি আস্বাদন করিতে লাগিলেন—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িত-পাদপীঠঃ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।৩৩ ধৃত ভাঃ ৩।২।২১ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলে তৎপ্রিয়তম সখা ভক্তরাজ উদ্ধব তদ্‌বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীবিদুরসমীপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত ও পরমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি ত্রিশক্তির (চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির) অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণ কাম (নিজ চিদ্‌রাজ্যলক্ষ্মী-পরিসেবিত—পরিপূর্ণ কাম), ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল কর প্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক কোটি কোটি কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন।"

[আমরা এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ভক্তরাজ উদ্ধবের বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণে প্রীত্যাধিক্যের কথা উল্লেখ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। অতি শিশু-কাল হইতেই উদ্ধব কৃষ্ণে এমনই অনুরক্ত ছিলেন যে, যখন তিনি পঞ্চমবর্ষ বয়সে বাল্যক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন, তখন সেই পূজায় এমনই অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার মাতৃদেবী প্রাতর্ভোজন গ্রহণার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও তিনি তাঁহার পূজা-কৃত্য ছাড়িয়া প্রাতঃকালীন খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে উদ্ধব এক্ষণে কালক্রমে বৃদ্ধ

হইয়া পড়িয়াছেন, মহাত্মা বিদুর সেই উদ্ধবসমীপে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ উদ্ধবের হৃদয় সহসা কৃষ্ণপ্রতি স্নেহভরে এতই বিহ্বল হইয়া উঠিল যে, তিনি বিদুরের কথার কোন প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ হইলেন না, দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃ প্লাবিত করিল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি ক্ষণকাল নিঃশব্দে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিতে করিতে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—বিদুর! কৃষ্ণসূর্য্য নিম্লোচিত (অস্তমিত) হওয়ায় আমাদিগের গৃহসকল এখন কালসর্প দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, এমতাবস্থায় তোমার জিজ্ঞাসিত যদুকুলের কুশল আর কি বলিব? হায়! ইহলোকে মনুষ্যগণ বড়ই ভাগ্যহীন, বিশেষতঃ যাদবগণ সর্ব্বাপেক্ষা নিরতিশয় হতভাগ্য, যেহেতু তাহারা কৃষ্ণের সহিত নিরন্তর একত্র বাস করিয়াও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ জানিতে পারিল না! ক্ষীর-সমুদ্রস্থ চন্দ্রের সহিত মৎস্যকুল একত্র বাস করিয়াও যেমন চন্দ্রকে কোন কমনীয় জলচরমাত্র জ্ঞানে তাঁহার সুধাকরস্বরূপ জানিতে পারে না, তদ্রূপ ভাগ্যহীন যাদবগণ কৃষ্ণসহ একত্র বাস করিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারিল না, ইহা অপেক্ষা আর বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে! শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" (গীতা ৭।২৫) অর্থাৎ আমি সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করি না, আমার যোগমায়া-দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকি। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার 'সুবোধিনী' টীকায় লিখিয়াছেন—"সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব" অর্থাৎ আমি সকল লোকের নিকট প্রকট হই না, কিন্তু আমার ভক্তের নিকট প্রকট হই। উদ্ধবের ন্যায় ভক্তের নিকট তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন না, তাই ভক্তরাজ উদ্ধব আজ কৃষ্ণবিরহে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীবিদুরও পরম ভক্ত, তাই তাঁহার নিকট মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে করিতে উদ্ধব কৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন।]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২১শ পরিচ্ছেদে উক্ত 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ' শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) [কৃষ্ণ যে 'অসাম্যাতিশয়' অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ্ব তত্ত্ব, তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম—কেহ নাহি আন॥"৩৪॥

(উহার প্রমাণস্বরূপ—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অং ১ম শ্লোক—)

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"৩৫॥

(২) (কৃষ্ণ—ত্র্যধীশ—গুণাবতারগত ১ম বাহ্য অর্থ—)

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর॥"৩৬॥

(প্রমাণশ্লোক—ভাঃ ২।৬।৩২)

"সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥"৩৭॥

(পুরুষাবতারত্রয়গত ২য় বাহ্য অর্থ—)

"এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার॥৩৮॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকশায়ী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥"৩৯॥

"মহাবিষ্ণু—কারণোদকশায়ী অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী; পদ্মনাভ—ব্রহ্মার স্রষ্টা গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টি বা সূক্ষ্মান্তর্যামী এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—অর্থাৎ বিরাট্, ব্যষ্টি স্থূলান্তর্যামী।" (অনুভাষ্য)]

"এই তিন সর্ব্বাশ্রয়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
ইঁহো কলা-অংশ যাঁর, কৃষ্ণ—অধীশ্বর॥"৪০॥

* * * *

(কৃষ্ণাধীন ধামগত ৩য় বাহ্য অর্থ—)

'এই অর্থ বাহ্য, শুন গূঢ় অর্থ আর।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥'৪২॥

"তিন 'আবাসস্থান'—(১) অন্তরাবাস গোলোক, (২) মধ্যমাবাস পরব্যোম, (৩) বাহ্যাবাস দেবীধাম।" —অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য॥ ৪২॥

(১) অন্তরাবাস গোলোক-বৃন্দাবন-বর্ণন—

অন্তঃপুর—গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি—মাতা-পিতা-বন্ধুগণ॥৪৩॥

মধুরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যকৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়াদাসী যাঁহা রাসাদিলীলা-সার ॥৪৪॥

(২) মধ্যমাবাস—বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-বর্ণন—

"তার (গোলোকের) তলে পরব্যোম--'বিষ্ণুলোক' নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥
মধ্যম-আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্তস্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥" ৪৮ ॥

(উহার প্রমাণ-শ্লোক—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ৪৩ শ্লোক—)

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥"৪৯॥

[অনুবাদ—"দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম (বৈকুণ্ঠ) এবং সর্ব্বোপরি গোলোক-নামা নিজধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব-সকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥" ৪৩ ॥

ঐ শ্লোকের 'তাৎপর্য্য'—"সর্ব্বোপরি অবস্থিত গোলোকধাম। ব্রহ্মা তাহা ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া নিজের অবস্থিতি ভূমি হইতে অবান্তর (অন্তঃপাতী বা আনুষঙ্গিক) ধামগুলি বলিতেছেন—প্রথমে দেবী-ধাম অর্থাৎ এই জড়জগৎ, ইহাতেই সত্যলোক প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তদুপরি শিবধাম, সেই ধাম 'মহাকাল ধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোকময় 'সদাশিব'লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠলোক। দেবীধামের মায়াবৈভবরূপ প্রভাব এবং শিবধামের কাল ও দ্রব্যময় ব্যূহপ্রভাব, তথা বিভিন্নাংশগত স্বাংশাভাসময় প্রভাব। কিন্তু হরিধামের চিদৈশ্বর্য্য-প্রভাব এবং গোলোকের সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিরাসকারী মহা-মাধুর্য্য প্রভাব। সেই সমস্ত প্রভাব-নিচয় সেই সেই ধামে গোবিন্দই সাক্ষাৎ ও গৌণবিক্রমদ্বারা বিধান করিয়াছেন ॥" ৪৩ ॥—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ]

বিরজা নদী এবং পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠাবস্থান সম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৫ অঃ ২৭ ও ২৮ শ্লোকে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রভাবিতা শুভা ॥৫০॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং দিব্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥৫১॥

[ঐ শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ—"প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম (অর্থাৎ দেবীধাম ও বৈকুণ্ঠ)—এই দু'য়ের মধ্যে বিরজানদী (বা কারণ-সমুদ্র—এই 'কারণসমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে'), তাহা মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের ঘর্ম্মজনিত জলে প্লাবিত—(বেদাঃ অঙ্গানি যস্য—'অস্য নিঃশ্ব-সিতম্' ইতি শ্রুতেঃ, অস্য ভগবতঃ অঙ্গোদ্ভবৈঃ তোয়ৈঃ প্রভাবিতা শুভা জড়ক্রিয়াহীনা নৈষ্কর্ম্মরূপিণী চিন্মাত্র-ময়ী বিরজা নদী বর্ত্ততে—অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) ॥"৫০॥

"সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদস্বরূপ ত্রিপাদভূত পরব্যোম আছেন। তাৎপর্য্য এই যে, পরব্যোম—চিজ্জগৎ অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। মায়িক ব্যাপার সমুদায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদ বিভূতি মাত্র।"—অঃ প্রঃ ভাঃ]

(৩) এক্ষণে বাহ্যাবাস দেবীধামের কথা বলা হইতেছে—এই বাহ্যাবাস দেবীধামই জীবের ভোগ-ভূমি মায়ারাজ্য। ইহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

তার তলে 'বাহ্যাবাস' বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥৫২॥
'দেবীধাম' নাম তার, 'জীব' যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, 'যাঁহা' রহে মায়া দাসী ॥৫৩॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥৫৪॥

উপরিউক্ত ৫৩ সংখ্যক পয়ারে লিখিত 'জীব' ও 'যাঁহা' সম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

'জীব'—ভোগপরায়ণ বদ্ধজীব দেবীধামে বাস করে। স্বারাজ্যলক্ষ্মী কৃষ্ণসেবিকা হইয়া কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণ করেন, জগল্লক্ষ্মী দেবীধামবাসী জীব-গণের রক্ষা করেন।

'যাঁহা'—এই দেবীধামে জগল্লক্ষ্মীর দাসী মায়াই অধিষ্ঠাত্রী।

উক্ত ৫৪ সংখ্যক পয়ারের 'তিনধাম' শব্দের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"তিনধাম—সর্ব্বোপরিস্থ ধাম গোলোক, (তন্নিম্নে) হরিধাম পরব্যোম ও (তন্নিম্নে বিরজার পারে) দেবীধাম। দেবীধাম হইতে মুক্তজীব পরব্যোমে হরিসেবা না পাইলে মহেশধাম লাভ করে। (এই মহেশধাম) দেবীধামের উপরে (স্থিত) হইলেও ইহা হরিধাম পরব্যোম নহে।" ৫৪ ॥

"চিচ্ছক্তিবিভূতি ধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নাম।
মায়িকবিভূতি—একপাদ অভিধান ॥"৫৫॥

ইহার অনুভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—

"হরিধাম পরব্যোম ও গোলোক—অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তিবিভূতিবিশিষ্ট ধাম—তাহা 'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নামে আখ্যাত। মায়িকবিভূতিযুক্ত দেবীধাম—একপাদ নামে প্রসিদ্ধ।" ৫৫ ॥

অতঃপর একপাদ বিভূতি দেবীধামের বর্ণনারম্ভে লিখিত হইতেছে—

"ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥৫৭॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাঁহার গণন ॥"৫৮॥

উপরিউক্ত ৫১-সংখ্যক পাদ্মোক্ত শ্লোকে যে 'ত্রিপাদভূত' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ 'লঘুভাগবতামৃতের' ১।৫৬৩ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—

"ত্রিপাদবিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতিমায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥"৫৬

অর্থাৎ " 'ত্রিপাদবিভূতি'ধাম বলিয়া সেই পদকে 'ত্রিপাদভূত' বলে, আর সমস্ত মায়িক বিভূতি—একপাদ মাত্র।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

উক্ত ৫৮-সংখ্যক পয়ারে কথিত 'চিরলোকপাল' শব্দের 'অনুভাষ্যে' শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"চিরলোকপাল—ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চির-স্থায়ি কার্য্যকারক ব্রহ্মা-রুদ্রাদি। 'লোকপাল' শব্দে সাধারণতঃ অষ্টদিক্‌পাল—'ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নৈর্ঋতি, বায়ু, কুবের ও শিব' ॥" ৫৮ ॥

দেবীধামের একপাদ ঐশ্বর্য্যবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনার্থ আগত ব্রহ্মার দর্পনাশ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক আখ্যান উক্ত চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ ।৫৯-৮৯ সংখ্যক পয়ারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস'—এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে শ্রীরূপকৃত ব্যাখ্যা ও কারিকায় ৩১৩-৩২৩ সংখ্যায় এই আখ্যানটি বর্ণিত আছে।" আমরা নিম্নে উক্ত ৫৯ হইতে ৮৯ সংখ্যক পয়ারের 'গদ্য' প্রকাশ করিতেছি ঃ—

"একদিন ব্রহ্মা কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় আসিয়াছিলেন। দ্বারপাল ব্রহ্মার আগমনবার্ত্তা কৃষ্ণকে জানাইলে কৃষ্ণ দ্বারপালকে কহিলেন—তিনি কোন্ ব্রহ্মা, তাঁহার নাম কি, জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। দ্বারী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ব্রহ্মাকে কৃষ্ণের শ্রীমুখবার্ত্তা জানাইলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া দ্বারপালকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'দ্বারি! তুমি গিয়া তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) বল—সনকপিতা চতুর্ম্মুখ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।' ব্রহ্মার বাক্য দ্বারী কৃষ্ণকে জানাইলে কৃষ্ণ দ্বারীকে ব্রহ্মাকে তৎসমীপে লইয়া আসিতে বলিলেন। দ্বারীর সহিত ব্রহ্মা কৃষ্ণসমীপে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণ যথাবিহিত সম্মান-সহকারে ব্রহ্মাকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন—আমি আমার আসিবার কারণ পরে জানাইব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি আমার হৃদয়ের একটি বিশেষ সংশয় জ্ঞাপন করিতেছি, আপনি তাহা ছেদন করুন। সংশয়টি এই—আপনি কোন্ অভিপ্রায়ে দ্বারপালকে দিয়া 'কোন্ ব্রহ্মা' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন? আমি ব্যতীত এ জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা থাকিতে পারে? তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার গণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার গণ—দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি-অর্ব্বুদ—অসংখ্য বদনবিশিষ্ট ব্রহ্মা এবং তৎসহ লক্ষ-কোটিবদন—অর্থাৎ অসংখ্য বদন রুদ্র ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার মুকুট অপূর্ব্ব শব্দসহ কৃষ্ণপাদপীঠ স্পর্শ করিতে লাগিল, তাহাতে যে

স্থানাভাবে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে সংঘর্ষ হইতেছে, তাহাও নহে। প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন—কৃষ্ণ আমার ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। আবার কৃষ্ণও একই শরীরে অনন্ত শরীর প্রকাশ করিয়া তাঁহার অনন্ত পাদপীঠে অনন্ত ব্রহ্মাদি দেবতার মুকুটাগ্রের প্রণতি গ্রহণ করিতেছেন, কৃষ্ণপাদপীঠে তাঁহাদের (ব্রহ্মা-রুদ্র-ইন্দ্রাদির) অনন্ত মুকুটের স্পর্শে এমন সুন্দর মধুরধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছে যে, তাহাতে মনে হইতেছে—সেই সমস্ত অনন্ত অনন্ত মুকুট অনন্ত অনন্ত কৃষ্ণপাদপীঠের স্তব করিতেছে! সেইসকল ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতা যোড়হস্তে কৃষ্ণপাদ-পীঠের কতই না মধুর শব্দে স্তুতিগান করিতেছেন—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্মুখে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিভরে স্তুতিকীর্ত্তনমুখে বলিতেছেন—প্রভো, আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া—বড় কৃপা করিয়া আমাকে তোমার রাতুল চরণ দেখাইলে—তোমার এই ভৃত্যানুভৃত্য তোমার কোন্ সেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে জানাইলে সেইরূপ সেবা করিয়া সে কৃত-কৃতার্থ হইতে পারে। তাঁহাদের গললগ্নীকৃতবাসে কাতর প্রার্থনা শ্রবণে তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—তোমাদের সকলকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোমাদের সকলকে এস্থানে আহ্বান করিয়াছি, তোমাদিগকে দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করি-লাম, তোমরা সকলেই সুখী হও, দৈত্যভয় ত' এখন কিছু নাই? তাঁহারাও কৃষ্ণের শ্রীমুখের মধুরবাক্য শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন—প্রভো! তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় জয়কার। সম্প্রতি পৃথিবীতে যে ভার উপস্থিত হইয়াছিল, তোমার শ্রীপাদপদ্মের অবতারে আজ সেই ধরাভার সমস্তই অপনোদিত হইয়াছে—তোমার কৃপায় সর্ব্বত্রই শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।' ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রত্যেকেই কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখে কৃষ্ণদর্শনে এবং তাঁহার শ্রীমুখের মধুরবাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইতেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণকে দেখিয়া 'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ'—এই প্রকার অনুভূতি লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণসহ দ্বারকাবৈভব অনুভব করি-লেন।—"একত্রমিলনে কেহ কাহো না দেখিল"। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! অতঃপর কৃষ্ণ সকল ব্রহ্মাকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কৃষ্ণের এই অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—পূর্ব্বে যে আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম—'হে কৃষ্ণ, যাহারা বলে—আমি তোমার মহিমা জানি-য়াছি, তাহারা জানে জানুক, কিন্তু আমি জানি যে—তুমি আমাদের কায়মনোবাক্যের অগোচর।' ইহা অতীব সত্য, তাঁহার একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এককণও কেহ জানিতে পারেন না। ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিছু দেখাইলেন বলিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, নতুবা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে আগত ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণও কৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য দেখিতে পান নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই 'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ'—এই জ্ঞানমাত্র লাভ করিয়া-ছেন।

উক্ত চৈঃ চঃ ম ২১।৭৯ সংখ্যক পয়ারের ("কৃষ্ণ-সহ দ্বারকাবৈভব অনুভব হৈল। একত্রমিলনে কেহ কাহো না দেখিল॥") অনুভাষ্যে পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ এবং দ্বারকাধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করিলেন। যদিও দশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটিমুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্র মিলিত হইলেন এবং এই সম্মিলন চতুর্ম্মুখ ও কৃষ্ণ দেখিলেন, তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় আগত বৃহৎ ব্রহ্মা ও বৃহৎ শিবসমূহের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় নাই; অথবা ব্রহ্মা-শিবপুঞ্জের এতাদৃশ সংঘট্ট হইল যে, তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি করিবার একেবারেই অবসর হয় নাই এবং কেহ কাহাকেও আদর বা অভ্যর্থনা করিবার অবকাশ পান নাই।"

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত পালন

গত ২৫ পদ্মনাভ (শ্রীগৌরাব্দ ৫০৬), ২০ আশ্বিন (বঙ্গাব্দ ১৩৯৯), ৭ অক্টোবর (খৃষ্টাব্দ ১৯৯২) বুধবার পাশাঙ্কুশা একাদশী দিবস হইতে ২৬ দামোদর (৫০৬), ২০ কার্ত্তিক (১৩৯৯), ৬ নভেম্বর (১৯৯২) শুক্রবার উত্থান একাদশী দিবস পর্য্যন্ত শ্রীদামোদরব্রত দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে নিম্নলিখিত কার্য্য-সূচী অনুসারে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে এবং তাহার ভারতব্যাপী সকল শাখামঠেই এই শ্রীদামোদর ব্রত পরমারাধ্য পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে পালিত হইয়া থাকেন। এবার শ্রীধাম ত্রিপুরা আগরতলাস্থ শাখামঠে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্যদেব—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সপরিকরে স্বয়ং উপস্থিতিতে এই উর্জ্জব্রত বা শ্রীদামোদর-ব্রত বিপুলভাবে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন, তাহা পৃথগ্‌ভাবে সবিস্তারে প্রকাশিত হইবেন।

উত্থান একাদশী দিবস প্রত্যূষে—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি-পূজা ও সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের ৮৮-তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিপূজা এবং শ্রীহরির উত্থান মহোৎসবও বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উর্জ্জব্রতকালে প্রতিদিবসীয় পাঠকীর্ত্তনাদি সেবা-কার্য্য-সূচী ঃ—

প্রত্যহ ভোর ৪টা—মঙ্গলাচরণ বন্দনা, গুরু-পরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব বন্দন, ১ম যাম কীর্ত্তন, মহামন্ত্র ও মঙ্গলারতি কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, দামোদরাষ্টক, প্রভাতী কীর্ত্তন, অতঃপর ২য় যাম কীর্ত্তন এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন, তৎপর শ্রীভজনরহস্য পাঠ করেন—শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী প্রভু, অতঃপর ৩য় যাম কীর্ত্তন ও সমাপ্তি কীর্ত্তন।

প্রত্যহ অপরাহ্ন ৩-৩০ মিঃ হইতে—মঙ্গলাচরণ বন্দনা, শ্রীগুরুবন্দনা কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব, ৪র্থ যাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন, অতঃপর 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থ পাঠ—পাঠক ঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ৩১।১০।৯২ তারিখ পর্য্যন্ত ; ১।১১।৯২ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। তৎপর ৫ম যাম কীর্ত্তনান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন। ১লা নভেম্বর শ্রীমদ্ পরিব্রাজক মহারাজ বিশেষ সেবাকার্য্যের জন্য আগরতলা মঠে গমন করেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিঃ—সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে—মঙ্গলাচরণ, শ্রীগুরুবন্দনা, "রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে"-কীর্ত্তন, "দেব ! ভবন্তং বন্দে"-কীর্ত্তনান্তে ৬ষ্ঠ যাম কীর্ত্তনের পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগজেন্দ্র-মোক্ষণ-লীলা পাঠ (অষ্টম স্কন্ধ) পাঠক ঃ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। তৎপর ৭ম যাম ও ৮ম যাম কীর্ত্তনান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন।
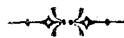
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত পালন

আগরতলা-সহরে এবং সহরের বাহিরেও নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতার শুভাবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় বিগত ২৫ পদ্মনাভ (৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ), ২০ আশ্বিন (১৩৯৯). ৭ অক্টোবর (১৯৯২) বুধবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ২৬ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীঊর্জ্জব্রত, শ্রীকার্ত্তিকব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা—মাসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান এই বৎসর ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে-শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণান্তে কলিকাতা মঠে ৩ অক্টোবর প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার বিজয়াদশমী তিথিতে ত্রিদণ্ডীযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রাতের বিমানে কলিকাতা বিমান-বন্দর হইতে যাত্রা করতঃ আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজসহ স্থানীয় শতাধিক ভক্ত-কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বৰ্দ্ধিত হন। ভক্তগণ রিজার্ভ বাসে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডীযতি, ব্রহ্মচারী সাধুগণ ৬/৭টী মারুতি ও জীপ কারে সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে তথায়ও অপেক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বৰ্দ্ধিত এবং সম্পূজিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত ও ভাটিণ্ডার শ্রীদামোদর দাস। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে আসিয়া যোগ দেন আসামপ্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীবিষ্ণু দাস, গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী, কোকরাঝাড় হইতে শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ডাক্তার রামকৃষ্ণ দেবনাথ) সস্ত্রীক, পাঞ্জাব হইতে শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা সস্ত্রীক, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা সস্ত্রীক, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপরা), শ্রীরাজারামজী, শ্রীবালকিশনজী এবং কলিকাতা হইতে পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ। কলিকাতা মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ১লা নভেম্বর এবং শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ৪ঠা নভেম্বর আগরতলা মঠের অনুষ্ঠানের শেষে আসিয়া যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা মঠে অবস্থান করতঃ নিয়মসেবা ব্রত করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। প্রত্যহ শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন ও অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে নিয়মসেবা-ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রির সভায় ভক্তগণ বিপুলসংখ্যায় উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মঙ্গলারাত্রিক শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে মঠের ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণবগণ এবং শত শত গৃহস্থ ভক্ত ও নরনারীগণ আগরতলা সহরের বিভিন্ন মহল্লায় এবং সহরের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় পরমোৎসাহের সহিত যোগ দেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে অগ্রসর হইলে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে পথের দুইপার্শ্বে অগণিত দর্শনার্থিগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

প্রাতের অধিবেশনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি', অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত 'শ্রীউপদেশামৃত' এবং রাত্রির অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ হইতে শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রাতের ও রাত্রির অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, অপরাহ্নের সভায় শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ

মহারাজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৫ দামোদর, ৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবে ৮।১০ সহস্র নরনারী এবং ২৬ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা অনুষ্ঠানের পরদিবস মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীমঠের মাসব্যাপী বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীশৈলেন সাহা, শ্রীশেফাল সাহা, শ্রীগোপাল সাহা প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ দুই জীপ ভর্ত্তি চাল-ডাল-তৈল-লবণ-মশল্লাদি সংগ্রহ করিয়া দিলে মঠের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সেবা-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীগুরু-পূজা তিথিতে অনুকল্প প্রসাদের ব্যবস্থা এবং পরদিবস শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক (আগরতলা) এবং শ্রীমদনলাল গুপ্তা (জম্মু) শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবসেবার জন্য বিভিন্ন দিনে আনুকূল্যকারী নিম্নলিখিত ভক্তগণ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন ঃ—

শ্রীঅজয়-বিজয়-নিতাই বণিক, শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (তাঁহার পুত্রগণ—প্রবীর, প্রদীপ ও তিমির), শ্রীমতী কাননবালা মজুমদার, শ্রীমতী অরুণা কর (কলিকাতা), শ্রীসুরেশ পাল, স্বধামগত কালু পালের স্ত্রী, শ্রীইন্দ্রজিৎ দেববর্ম্মা, শ্রীননীবালা দে, রাধানগরের মহিলাভক্তগণ, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা, শ্রীনিতাই চন্দ্র সাহা, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, শ্রীজ্ঞান চন্দ্র নাথ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে, শ্রীপক্ষী দে, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীরামদাস পাল, শ্রীরাজরাজেশ্বরী ভৌমিক, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীতাপস সেন, শ্রীবিবেকানন্দ সাহা, শ্রীমোহিনী কুমার সাহা, শ্রীউমেশ সাহা, শ্রীশৈলেন সাহা, শ্রীমতী আশালতা সাহা, শ্রীরাম পাল, শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী নিকুঞ্জলতা সাহা, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, শ্রীমনোরঞ্জন ভুইঞা, শ্রীবীরেন্দ্র পাল, শ্রীদিলীপ কান্তি সাহা, শ্রীসন্তোষ মজুমদার, শ্রীহিরালাল চৌধুরী, শ্রীমতী গিরিবালা চৌধুরী ও শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা।

২০ কার্ত্তিক শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা তদীয় ভজনকুটীর হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করতঃ নাট্যমন্দিরে সুসজ্জিত সিংহাসনে সমাসীন হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও পুরুষ মহিলা গৃহস্থ ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীগুরুপূজানুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

রাত্রিতে সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিপদে বৃত হন যথাক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীজে-কে ভট্টাচার্য্য এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীজলদবরণ গাঙ্গুলী। উদ্বোধন কীর্ত্তনের পরে শ্রীল গুরুদেবের মহিমাশংসন ও কৃপাপ্রার্থনামুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ স্বলিখিত ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি-গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ আসাম-বরপেটা হইতে প্রেরিত অসমীয়াভাষায় শ্রীকিশোরীমোহন দাস লিখিত ভক্তি-অর্ঘ্য-গীতি পাঠ করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীগুরুপূজার তাৎপর্য্য ও মহিমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথির অভিভাষণের পর সভা সমাপ্ত হয়। পরদিবস সান্ধ্যধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কীর্তনমুখে কৃপা প্রার্থনা করেন। তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালীন অধিবেশনে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের কীর্ত্তিত 'শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের পূতচরিত্র ও মহিমা' শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলা ও হিন্দীভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

আগরতলা সহরের দূরবর্ত্তী এবং সহরের বাহিরে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দুইটী রিজার্ভ বাস এবং

জীপযোগে কার্ত্তিকব্রতকালে শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের সাধুবৃন্দ গৃহস্থ ভক্তগণসহ যাইয়া নগর সংকীর্ত্তন ও পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ঃ—

(১) শ্রীযোগেন্দ্রনগর—উৎসবদাতা শ্রীনেপাল সাহা
(২) বিশালগড়—সভা কালিবাড়ীতে, উৎসবদাতা শ্রীনেপালদেব (শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারীর পিতা) এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণ
(৩) শ্রীমিলন চক্র—উৎসবদাতাশ্রীসত্যব্রত পাল
(৪) শ্রীজীরানিয়া—উৎসবদাতা শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সাহা
(৫) অরুন্ধতীনগর—উৎসবদাতা শ্রীরমণীমোহন সূত্রধর

আগরতলা সহরের মধ্যে কার্ত্তিকব্রতকালে নিম্নলিখিত ভক্তগণের গৃহে ও মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সম্পন্ন করা হইয়াছে—

(১) শ্রীরঘুনাথ মন্দির—জগহরিমুরা, উৎসবদাতা মন্দিরের সেবায়েতগণ
(২) টাউন প্রতাপগড়—উৎসবদাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক
(৩) জগহরিমুরা—উৎসবদাতা শ্রীশৈলেন সাহা
(৪) উজান অভয়নগর—উৎসবদাতা শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী

শ্রীদামোদরব্রত সমাপ্তির পরে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগোপাল সাহা (লক্ষ্মী আয়রণ কোম্পানি), শ্রীদিলীপ কান্ত সাহা, শ্রীনীহার রঞ্জন পাল, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (শ্রীহারাণ চন্দ্র সাহা) ও শ্রীগৌরাঙ্গ সাহার বাসভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীহরিপদদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী (গোয়ালপাড়া), শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী (আগরতলা), শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস বনচারী (ভাণ্ডারী), শ্রীরাজেন দাস, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরি দাস (শ্রীনির্ধন দাস), শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীমদন গোস্বামী, শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী, শ্রীদীননাথ দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সংবাদ' দৈনিক পত্রিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার ফটোসহ মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রতের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে (৭ নভেম্বর, ৯২) ঃ—

"নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আগরতলাস্থিত শাখামঠ শ্রীশ্রীজগন্নাথবাড়ীতে বিগত ৭ অক্টোবর শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি থেকে আজ পর্য্যন্ত শ্রীউত্থান একাদশী তিথি পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত, মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সেবা-পরিচালনায় প্রত্যহ প্রাতে অগণিত ভক্তগণসহ নগর সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে সূচিত হয়ে সারাদিন হরিকথামৃত পাঠ, শ্রবণ এবং কীর্ত্তনে উদ্‌যাপিত হত। এই দামোদরব্রত তথা নিয়মসেবা পালন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মঠাশ্রিত বহু বৈষ্ণবগণ এখানে এসেছেন। ত্রিপুরার নানাপ্রান্তের অনেক ভক্ত বৈষ্ণবও ব্রত পালনেচ্ছায় মঠবাসী হয়েছেন।

সংকীর্ত্তন পরিক্রমা শুধু আগরতলা সহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আঞ্চলিক ভক্তদের আকাঙ্ক্ষায় বিশালগড়, জিরানীয়া, অরুন্ধুতীনগর প্রভৃতি দূরাঞ্চলেও প্রতিনিয়ত সংকীর্ত্তন পরিচালিত হত।

আজ (৬ নভেম্বর) মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ৮৮-তম শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়েছে।

আগামীকাল দ্বিপ্রহরে মহোৎসব এবং সন্ধ্যা সাতটায় ধর্ম্মমহাসম্মেলন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মঠবাসীদের পক্ষ থেকে ভক্তসাধারণকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।"

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ বিমানযোগে ১২ই নভেম্বর প্রাতে আগরতলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পাঠানকোটে, জম্মুতে, রাজপুরায় ও পাটিয়ালায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

পাঠানকোট (পাঞ্জাব) ঃ—পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত পাঠানকোটনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস (যশড়া শ্রীপাটের) এবং শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ বোস) কলিকাতা-হাওড়া হইতে ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রিতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার চাক্কি ব্যাঙ্ক (Chakki Bank) ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় পাঠানকোট-নিবাসী এবং জম্মুনিবাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারিসহ লুধিয়ানা ষ্টেশনে প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দেন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে পাঠানকোটে একদিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী পাঁচদিন পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে এবং প্রাক্ ব্যবস্থাদিবিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ শ্রীবৈকুণ্ঠদাস ব্রহ্মচারিসহ প্রচারপার্টীতে যোগ দেন। শ্রীঅশোক শারিণজীর (Ashok Sarin) বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের, সর্দ্দার শ্রীহরবংশ সিং সৈনীজীর (Sardar Harbans Singh Saini) দ্বিতল আলয়ে ব্রহ্মচারিগণের, শ্রীকমল সিং ঠাকুর, শ্রীঅশোক বার্ম্মা ও শ্রীদেবরাজ মহাজনের গৃহসমূহে গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার এবং শ্রীতারাচাঁদজীর নবনির্ম্মীয়মাণ গৃহে রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইন্দ্রপুরী ভদ্রায়া রোডস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী স্থানে বিশাল সভামণ্ডপে ১৪ সেপ্টেম্বর হইতে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় এবং প্রথম দিন বাদে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। রাত্রির সভায় নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় যোগদান করতঃ রাত্রি ১১-৩০টা পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। সভার অন্তিম অধিবেশনে সর্দ্দার শ্রীহরবংশ সিং সৈনী এবং স্থানীয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীমতী রাজদুলারী কাউল আবেগময়ী ভাষায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশ করেন। সর্দ্দার শ্রীহরবংশ সিং সৈনী এবং তাঁহার পুত্রগণ প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণে ও সাধুগণের সেবার জন্য স্থূল আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে রাত্রি ৭ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীনরেশ ধীমানের উদ্যোগে তাঁহার পরিচালিত স্থানীয় Angle Garden Public School-এর (এঙ্গল গার্ডেন পাব্লিক স্কুলের) ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রত্যহ প্রাতের সভায় যোগদান করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তোত্র ও ভক্তিমূলক গীতি কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল আচার্য্য-

দেবের এবং বৈষ্ণবগণের প্রসন্নতা বিধান করে। ছাত্রছাত্রীগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশবাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে সমবেত বৈষ্ণবগণের ও শ্রোতৃবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনরেশ ধীমানের প্রার্থনায় একদিন তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীনদীয়াবিহারী দাস (শ্রীনরেশ ধীমান্), শ্রীবালকৃষ্ণ দাস (শ্রীবালকৃষ্ণ ধীমান্) ও শ্রীরাধামাধব দাস (শ্রীরামকৃষ্ণ ধীমান) মঠাশ্রিত দীক্ষিত ভক্তত্রয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাঠানকোটে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর (১৯৯২) উত্তরপ্রদেশে মথুরা জেলান্তর্গত গোকুল মহাবনস্থ শাখামঠে সেবাকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদিত হয়। উক্ত সংবাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ১৫ সেপ্টেম্বর পৌঁছিলে, বিঘ্ন অপসারণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং তৎসহ শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ও শ্রীগৌরাঙ্গদাস পাণ্ডে প্রেরিত হন, পরে জম্মু হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থগণসহ তথায় পৌঁছেন এবং নিউদিল্লীতে, মথুরায় ও বৃন্দাবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হন এবং গোকুল মহাবনস্থ মঠ পরিচালন-ব্যবস্থায় আনুকূল্য বিধান করেন। এতদ্বিষয়ে আন্তরিকভাবে সেবা-প্রচেষ্টার জন্য জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

জম্মু ঃ—অবস্থিতি ঃ ১ আশ্বিন (১৩৯৯), ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৯২) শুক্রবার হইতে ৯ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর প্রাতঃ ৮-১৫ ঘটিকায় গভর্ণমেণ্ট বাসযোগে পাঠানকোট হইতে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০-২৫ মিনিটে জম্মু বাসষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছিয়া তথা হইতে মেটাডোরযোগে গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অতিথিভবনে পৌঁছিলে স্থানীয় অপেক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী এবং জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণজী, ভাটিণ্ডার শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীপ্রেম শেখরি, পাঠানকোটের ওমপ্রকাশ প্রভৃতি বহু গৃহস্থভক্তগণও আসেন। উক্ত দিবস সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। গোকুল মহাবন মঠের জরুরী সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে পরদিবস চলিয়া যাইতে হওয়ায় স্থানীয় ভক্তগণ হতাশ হইয়া পড়েন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বিজ্ঞাপিত প্রচার-প্রোগ্রাম সংরক্ষণের জন্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা বলেন।

গোকুল মহাবন মঠের সেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পুনঃ শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনলাল গুপ্ত ও শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) সহ জম্মুমেলযোগে দিল্লী জংশন হইতে ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে জম্মুতে ফিরিয়া আসিলে স্থানীয় ভক্তগণ পরমোল্লসিত হন। এতদ্প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য শ্রীঅভয়চরণ দাস চণ্ডীগড় হইতে শ্রীসাপ্রাজী ও শ্রীনাগপালজী মঠাশ্রিত এড্ভোকেটদ্বয়-সহ নিউদিল্লীতে মেটাডোরযোগে পৌঁছিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিউদিল্লীতে, বৃন্দাবনে, মথুরায় ও গোকুল মহাবনে যাতায়াতে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকারের খুবই সুবিধা হয়, নতুবা পুনরায় তাঁহার পক্ষে জম্মুতে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইত না। শ্রীঅভয়চরণ দাস তজ্জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহুশত ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

ভক্তগণের প্রার্থনায় জম্মু সহরে প্যারেড গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত শিবসেনা বৈষ্ণবদেবীযাত্রার ভক্তগণের এক বিরাট ধর্ম্মসভায় ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। উধমপুরের অপর্ণা আশ্রমের শ্রীধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীও তথায় ভাষণ দেন। শ্রীহঠযোগী হরিভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় শিবসেনা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী শ্রীঅশোক গুপ্তা উক্ত সভা পরিচালনা করেন।

পাঞ্জাবে রাজপুরার বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৈকুণ্ঠদাস ব্রহ্মচারী ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে সুপার ফাষ্ট-ট্রেনে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস (যশড়া শ্রীপাটের) ও শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ বোস), শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী রাত্রির ট্রেনে হিমগিরি এক্সপ্রেসে আম্বালা হইয়া রাজপুরা যাত্রা করেন।

রাজপুরা (পাঞ্জাব) ও পাটিয়ালা (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টির শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে জম্মু হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শালিমার এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া উক্ত দিবস শেষরাত্রে রাজপুরা ষ্টেশনে পেঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকায় টু-টায়ার এয়ার কণ্ডিসণ্ড কামরা হইতে নামিতে পারেন। শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রস্তুত না থাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে থ্রি-টায়ার কোচ হইতে নামিতে পারে নাই. তাহারা আম্বালা ষ্টেশনে নামিয়া রাজপুরায় আসে। পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আসিয়া পার্টির সহিত যোগ দেন। গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ রাজপুরায় আসিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মহাবন মঠের জন্য কিছু আনুকূল্য করেন।

রাজপুরায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে অবস্থিতি—১০ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার হইতে ১৩ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।

২৭ সেপ্টেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে প্রাতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ দেশমেশ কলোনীতে শ্রীরঘুনাথ শালিদ প্রভুর গৃহে অপরাহ্ন-কালীন ধর্ম্মসভায় এবং শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রির অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৩০ সেপ্টেম্বর শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, ২৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভায়, ২৮ সেপ্টেম্বর **পাটিয়ালা সহরে** ত্রিপড়ী অঞ্চলে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে, ২৯ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে রাজপুরাস্থিত প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দিরে, ৩০ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকস্তুরীলাল সিঙ্গলার গৃহে, অপরাহ্নে পুনঃ শ্রীরঘুনাথ শালিদ প্রভুর গৃহে এবং সায়ংকালে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীঈশ্বর দাসের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব, সাধুগণ ও ভক্তগণ রাজপুরা হইতে পাটিয়ালা গিয়াছিলেন। রাজপুরা হইতে পাটিয়ালা সহর পেঁছিতে আধা ঘণ্টা সময় লাগে। পাঞ্জাবের মধ্যে পাটিয়ালা অন্যতম প্রধান প্রসিদ্ধ সহর। পাটিয়ালার ত্রিপড়ীস্থিত মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীভগবানদাস আহজা মহোদয় তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী মঠের ত্যক্তাশ্রমী নিষ্ঠাবান্ সেবক।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রাজপুরা সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া পেঁছে। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত শ্রীরঘুনাথ শালিদ প্রভু এবং তাঁহার পরিজনবর্গ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে প্রযত্ন করিয়া বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ১ অক্টোবর প্রাতে রাজপুরা হইতে চণ্ডীগড় মঠে পেঁছিয়া, পরদিন প্রত্যুষে কএকটী মোটরকার-যোগে আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name.......................................

Vill.......................................

P. O.......................................

Dist.......................................

Pin.......................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৩৯৯
২১ মাধব, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৩ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠার পর]

বিষ্ণুকে পরতত্ত্বজ্ঞান-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। 'কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুকে পাল্য-জ্ঞান করিলে উহার প্রভুতা আসিয়া আমাদের নিত্য-কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিপন্ন করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সখারূপে জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা আমাদের নানা মনোরথ চালাইবার জন্য নীতি-প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করি— ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানাপ্রকার আব্দার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি—বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সরবরাহ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনাই ভগবত্তায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্বারোপণে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবে—যে-কালে মাতা-পিতার সেবায় আমাদের কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে অসমর্থাবস্থায়ও আমরা সেবা আদায় করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নশ্বর জগতে প্রদত্ত ঋণ-পরিশোধার্থ অপর-তোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন-দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট সেবা-লাভের সময়।

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানের জনক-জননী-সূত্রে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি; যেহেতু আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবা লাভ করিয়াছি, তজ্জন্যই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে-সময় আমরা অপর-তোষণ-প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পর-

তোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অপস্বার্থপরতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজ ও অচিজ্জগতের সমগ্র মানবজাতির সমাজের ভৃত্য-সমূহ আমাদিগের সেবাবিধান করে।

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা,—এই অভিমান প্রবল হইলেই আমরা প্রভুরসে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের সামাজিক শুভ-বিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি আরক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের খর্ব্বদর্শনে জগতে অশান্তি, অবরতা, বিপ্লব প্রভৃতি অরিষ্টের উপলব্ধি করি। এখানেই শান্তরসাশ্রিত মৌন-নামক তপস্যার উদয় হয়। এই মৌন-ভঙ্গেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা যে-কাল পর্য্যন্ত না প্রকৃত শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকালাবধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাফল্য করাইবে। বিগ্রহ-(Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations) স্বরূপের অনুপলব্ধিক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়নির্ব্বিশেষ-বিচার। জড়নির্ব্বিশেষের প্রকারভেদরূপ চিন্নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্রবিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheist-কে) বিগ্রহ-রাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

বিগ্রহ—(Entity) কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ (Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-বিগ্রহে আস্থা কমিয়া গেলেই প্রাকৃত-বিগ্রহ-সমূহ আমাদের জড়-চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (confliction) উৎপাদন করায়।

তখনই একায়ন-বিচার বহু শাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদরূপে (Knowledge—Transcendental & mundane) জড়জগতের গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রদ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের বস্ত্র (field) উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎক্রান্ত পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending process) এই খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ অনুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, অতি সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহাদের বাক্যে আমাদের নিত্যশ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কার্ষ্ণের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তিসাহায্য ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম জ্ঞান-বল (Pedantry)—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্ম্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যক্ষিক অহঙ্কারের অকর্ম্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সুষ্ঠু জ্ঞান, জাগতিক বিচারে অধিককাল অবস্থান করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের অনুভূতির তুলনায় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে পারি। কৃষ্ণদীক্ষায় এইরূপ দীক্ষিত হইলেই জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্যজ্ঞানই লক্ষিত। জাগতিক জ্ঞানের দিকে দিব্যজ্ঞানের কোন প্রগতি নাই। জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার বিরোধ উৎপাদন করে।

বর্ত্তমান কালে আমরা, 'আমি কে'?—ইহার চরম বিচার না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর স্থূলশরীরকে বা পরিবর্ত্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া 'আমি'কে অবিবেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। 'কাম' কিপ্রকার বস্তু, কামের চিন্তাকারী কে এবং কেনই বা কামি আমাদিগকে উন্মত্ত করায়,—এইগুলির প্রকৃত মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহের অনুশীলনে সুষ্ঠুভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য্য হইতে রক্ষক-শব্দ-সমূহকে 'মন্ত্র' বলে অর্থাৎ যে সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌতবাক্যই আমাদের চিত্তদর্পণে পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটী বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজন্য ব্যাঘাতকারক নহে ; কিন্তু ছিদ্রান্বেষী ঐ ছিদ্রাভ্যন্তরে

পড়িয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় যে সকল জড়নিরাকারবাদের চিন্তাস্রোত হইতে উত্থিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-ব্যাপার নহেন। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া 'আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীক আমাদের আত্মার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না',—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেইক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তৎকালেই রূপরসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

* * "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। * * আপনি অভিগমনের পরিবর্ত্তে অনুকরণাদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের নিকট Return Journey-র Ticket-holder-এর কোন দ্রব্য নাই; কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচারপরায়ণ জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—সেবানুকূল কার্য্যসমূহ ভোগী কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা-মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মাত্র নহে।

জিজ্ঞাসু ও ভক্তিপ্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেইপ্রকার দুর্ব্বলা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি ব্যতীত মনোধর্ম্মীর বিচারের পদ্ধতির বহুত্ব বা তর্কানুকূলে ভেদ-বিচারের অবকাশ নাই; যেহেতু সত্য দ্বিবিধ নহে। যেখানে সত্যের দ্বিবিধত্ব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেখানে শ্রবণধর্ম্ম চঞ্চলতা-বশে অন্যাকার ধারণ করিয়া থাকে। আপনি পরম বিচক্ষণ কৃতি পুরুষ। আমার এই ভাষার জটিলতা আপনাকে স্পর্শ না করুক; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য গৃহীত হইলে আপনাকে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত মহাপুরুষ-শ্রেণীর অন্যতম বলিয়া জানিতে পারিব। আমি নিজে যখন তৃণাপেক্ষা জঘন্য জীব, তখন আপনার আসন আমি সর্ব্বতোভাবে উচ্চ সোপানে স্থাপন করিতে বাধ্য। সকলকে সম্মান-দানই আমার স্বভাব হওয়া কর্ত্তব্য, আবার জাগতিক চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার ধৃষ্টতা হরিকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাই আমার স্বভাব এবং জাগতিক নীতি হইতে আমি পৃথক্ আছি বলিয়া জীবমাত্রের নিকটই 'টহলিয়া'-সূত্রে হরিকীর্ত্তন করি,—ইহাতে আমার ব্যক্তিগত ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
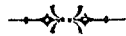
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

বয়মৃতমিব জিহ্ম ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ॥১১০॥

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥১১১॥

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্ ।
কৃচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥১১২॥

বহুদিনান্তে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে মিলনম্ [১০।৮২।৩৯-৪০]

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥১১৩॥

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১১৪॥

[১০।৮২।৪৪, ৪৮]

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

[গোপীবাক্যম্]

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥১১৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

হে ভ্রমর! হে কৃষ্ণদূত! ব্যাধের গীতশ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণসার হরিণীগণ ক্লেশ পায়, তদ্রূপ আমরা কৃষ্ণের কপটবাক্যকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নখস্পর্শজনিত তীব্র কামরোগ লাভ করিয়াছি। অতএব আর তাহার কথায় প্রয়োজন নাই। অন্য কথা বল ॥ ১১০ ॥

হে প্রিয়সখা ভ্রমর! তুমি যে আবার ফিরিয়া আইলে? প্রিয় কৃষ্ণ কি তোমাকে পুনরায় পাঠাইলেন? তুমি আমাদের মাননীয়। তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কৃষ্ণ কখনই স্ত্রীপার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তবে আমাদিগকে কি করিয়া তাঁহার নিকটস্থ করিতে চাও? আজকাল শ্রী-বধূ তাঁহার সহিত তাঁহার বক্ষে আছেন। হে সৌম্য! তুমি কি ইহা বুঝিতে পার না? ॥ ১১১ ॥

উদ্‌ঘূর্ণাভাব একটু স্থির হইলে সম্ভ্রমে শ্রীমতীকে বলিতেছে,—"হে ভ্রমর! হে কৃষ্ণদূত! বল দেখি, গুরুকুল হইতে আসিয়া এখন আর্য্যপুত্র মধুপুরেই কি আছেন? তিনি পিতৃগেহ, গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন! কখনও কি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলিয়া থাকেন? আবার কি তিনি স্বীয় অগুরু-সুগন্ধযুক্ত ভুজ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন।" ১১২ ॥

উদ্ধবের আগমনের পরে কৃষ্ণ সময়ে সময়ে ব্রজগমন করিয়াছিলেন। অনেক দিবস পরে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণ-উপলক্ষে সমস্ত যদুগণ এবং ব্রজবাসীগণ তথায় মিলিত হন। গোপীগণ বহুদিন পরে অভীষ্টবস্তু কৃষ্ণকে পাইলেন। যে কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেয় বলিয়া পালকসৃষ্টিকারী বিধাতাকে তিনি অভিশাপ করিতেন, গোপীগণ চক্ষুদ্বারা (সেই) কৃষ্ণকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করতঃ পরমভাব প্রাপ্ত হইলেন। সে ভাব নিত্যযুক্তা মহিষী বা লক্ষ্মীগণের পক্ষে দুরাপ ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে তদ্রূপে পাইয়া নির্জনে সঙ্গ করতঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসায় হাস্য করিয়া বলিলেন,— ॥ ১১৪ ॥

"ভূতগণের আমাতে যে প্রেমভক্তি, তাহা অমৃত উৎপন্ন করে। আশ্চর্য্য দেখ, আমাতে তোমরা যে স্নেহ কর, তদ্দ্বারা মৎপ্রাপ্তিই তোমাদের সুখপ্রদ।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী নিগূঢ়ভাবে কহিলেন,—"হে নলিননাভ! অগাধ-বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে যে পাদপদ্ম সর্ব্বদা বিচিন্ত্য এবং সংসার কূপপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা একমাত্র অবলম্বন সেই তোমার পাদপদ্ম—তোমার সহিত গার্হস্থ্যক্রীড়ায় নিযুক্ত আমাদের যে বৃন্দাবনলীলাগত মন সেই মনে অর্থাৎ বৃন্দারণ্যে সর্ব্বদা উদয় করাও। (কুরুক্ষেত্রের এই) ঐশ্বর্য্যগত মিলনে আমাদের সুখ হয় না।" এতদনুরূপ ভাব শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্-মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

ইহার অনুবাদ—সত্য ইনি আমাদের সেই কৃষ্ণই বটেন এবং আমি সেই রাধা। আমাদের উভয়ের

তদ্বিষয়ে শ্রীমহিষ্য ঊচুঃ [১০।৮৩।৪১-৪৩]

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং
স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত ।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ
আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥১১৬॥

কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢুং গদাভৃতঃ ॥১১৭

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥১১৮

[১০।৮৪।৫৮]

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চিতঃ ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীদ্বন্ধুবৎসলঃ ॥১১৯॥

[১০।৮৪।৬৬]

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্না গোবিন্দরাময়োঃ ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥১২০

[১০।৮৪।৬৯]

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে ।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥১২১॥

মাথুররমণ্যঃ [১০।৪৪।১৩]

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১২২॥

সেই সঙ্গমসুখ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত এই চায় যে, কৃষ্ণকে এই ঐশ্বর্য্যস্থান (কুরুক্ষেত্র) হইতে মাধুর্য্য (লীলার) ভূমি (বৃন্দাবনে) লইয়া আবার যমুনাকুঞ্জে মিলিত হই। কৃষ্ণও এই কথায় "ভবতীনাং মদাপনঃ" এই বাক্যদ্বারা বলিলেন,—"হে শ্রেষ্ঠ সখি! তোমার যাহা ইচ্ছা, সেই রূপেই আমি নিত্য তোমার সঙ্গী। একথা তুমি জান, আর আমি জানি, আর কেহ জানেন না" ॥ ১১৫ ॥

মহিষীগণ কহিলেন,—"আহা! গোপীগণের সহিত কৃষ্ণসঙ্গমে যে সুখ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, হে সাধ্বীগণ! সাম্রাজ্য, চিদ্রাজ্য, ভোগসমূহ, বিরাট্-পদ, পারমেষ্ঠ-পদ আনন্ত্য বা সাযুজ্য কিছুই নয়। অতএব যে সকল আমরা কামনা করি না, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যে ব্রজবনে গোপীভাবে সেবা, তাহাই আমাদের ও লক্ষ্মীগণের পরম প্রার্থনীয়। জড়ানন্দী লোকের যে ঐশ্বর্য্যময় কৃষ্ণচিন্তা, তাহা তাহাদের পক্ষে জড়মায়ার বিক্রম এবং বৈধ ভক্তদিগের যে স্বকীয়-ঐশ্বর্য্য-সেবা, তাহা কেবল যোগমায়ার প্রভাব মাত্র। বস্তুতঃ কৃষ্ণের ব্রজলীলাই পরম আদরণীয় তত্ত্ব ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণের চরণকমল গোপীদিগের কুচ-কুঙ্কুমের দ্বারা গন্ধাঢ্য হইয়াছে। এখন জানিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃ-শোভা ধারণ করাই আমাদের পরম শ্রেয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

দেখ, রাধাকৃষ্ণের শ্রীমৎ-পাদরজঃ কামনা কেবল আমরাই করিতেছি, এমত নয়। ব্রজের বরণীয় সকল গোপীগণও তাহা বাঞ্ছা করেন। পুলিন্দ-রমণীগণ, তৃণ, বীরুধ, গোসমূহ তথা সমস্ত গোপাল-গণ ঐ পদরজঃ নিত্য কামনা করেন ॥" ১১৮ ॥

ঐ উপলক্ষে স্যমন্তপঞ্চকে সমাগত সমস্ত গোপালগণসহিত মহারাজ নন্দ কৃষ্ণ-বলরাম-উগ্রসেনাদির দ্বারা আহুত হইয়া বন্ধুবৎসলতাবশতঃ তথায় কিছুদিন বাস করিলেন ॥ ১১৯ ॥

সখাগণের প্রিয়কর্ম্মা নন্দ কৃষ্ণ-রামের প্রেমে যদুদের সহিত সেই স্যমন্তপঞ্চকে আজকাল করিয়া তিন মাস বাস করিলেন ॥ ১২০ ॥

তৎপরে নন্দ, গোপীগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্তকে নিক্ষেপ করিয়া আর তাহাকে (মনকে) আহরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং মন কৃষ্ণপাদপদ্মে রহিল। তাঁহারা মাথুর প্রদেশে গেলেন ॥ ১২১ ॥

এই ব্রজমণ্ডল সর্ব্বোত্তম পুণ্যভূমি। ভৌম ব্রজের এই মাহাত্ম্য। ইহা যে ভূমণ্ডলগত জড়ভূমি নয়, এই কথা যিনি জানেন, তিনিই ব্রজতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠলোকের উপরিভাগ গোলোক। সেই গোলোকের সর্ব্বোর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ ব্রজ। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি সেই ব্রজকে এই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। ব্রজলীলা নিত্য ও সর্ব্বোত্তম; অবতার-লীলার ন্যায় প্রপঞ্চমণ্ডলে ইহার অবস্থিতি নয়। গিরীশরমার্চিত-চরণকমল যে কৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং নরাকার পরব্রহ্ম, সকল পুরুষাবতার অপেক্ষা পুরাতন অথচ পরম গূঢ়তত্ত্ব। স্বীয় বিলাসমূর্ত্তি বলদেবের

শ্রীমদ্গৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপনতৎপরা ।
শ্রীমদ্ভাগবতী মালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা ॥১॥
নিত্যমাস্বাদয়ন্নেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা ।
ভক্তেন লভ্যতে সদ্যঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা ॥২॥

দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি ।
অতশ্চেতঃ সযত্নেন রসং ভাগবতং পিব ॥৩॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রেমরসমধুরিমা-বর্ণনে বিংশ-কিরণঃ সমাপ্তঃ। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

সহিত চিত্র-বনমালা-সুশোভিত-রূপে গোচারণ ইত্যাদি নিত্যলীলায় বেণুবাদনপূর্ব্বক নিত্য ব্রজধামে গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১২২ ॥

(সংগ্রাহক বহু মিনতিপূর্ব্বক কহিতেছেন যে,—) এই গৌরগদাধরের প্রেমোদ্দীপন তৎপরা, ভক্তি-বিনোদ-গুম্ফিতা শ্রীমদ্ভাগবতীমালা উপস্থিত হইয়াছেন, যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সদ্য শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গরূপে উদয় হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই সূচিত হইল ॥ ১-২ ॥

ভক্তগণের চরণরেণু-প্রয়াসী অতি দীন অকিঞ্চন দাস ভক্তিবিনোদ নিজচিত্তকে বলিতেছেন,—"ওহে চিত্ত! তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই। যে কএক দিন আছে, তাহাও নানা বিঘ্নতে পরিপূর্ণ। অতএব ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক" ॥ ৩ ॥

(এই মালা-গুম্ফনের ইতিহাস বলিতেছেন,—)
বলিব এখন যাহা তাহে এই ভয় ।
প্রতিষ্ঠাশা পাছে দুষ্ট করে এ হৃদয় ॥
একথা প্রকাশ নাহি করিব বলিয়া ।
দৃঢ়তা করিনু মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥
পুনরায় মনে হৈল শ্রীগুরুচরণে ।
অকৃতজ্ঞ হৈলে ভক্তি সাধিব কেমনে ॥
লজ্জা তেজি' লিখি এবে তদীয় আজ্ঞায় ।
অপরাধ যদি হয়, ক্ষম মহাশয় ॥
বিপিনবিহারী প্রভু মম প্রভুবর ।
শ্রীবংশীবদনানন্দবংশ-শশধর ॥
সেই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা শিরে ধরি' ।
ভাগবত শ্লোকাস্বাদ নিরন্তর করি ॥
শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর ।
অনুভবে আসি' আজ্ঞা দিল অতঃপর ॥
মহাপ্রভু-আজ্ঞামতে শ্লোক সাজাইয়া ।
সম্বন্ধাভিধেয়ক্রমে দেহ দেখাইয়া ॥
গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য হ'বে বৈষ্ণব-সভায় ।
ভাগবত-পদ্যমালা প্রভুর কৃপায় ॥
জন্মাদ্যস্য শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিলা ।
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা ॥
সেই ত' প্রেরণা-ক্রমে এ অধম দাস ।
ভকতিবিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ ॥
বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে ।
পড়ি' কৃপা মাগে দাস নিষ্কপট মনে ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণার্পিতমস্তু

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রেমরসমধুরিমা-বর্ণনে বিংশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা-নাম-গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা। সমাপ্তেয়ং গৌড়ীয়ব্যাখ্যা

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী বা শ্রীনৃসিংহানন্দ

(৮৪)

"আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞকে।"
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—৭৪
'শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রেও তাঁহার আবেশ জানিতে হইবে।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে উপরিউক্ত শ্লোকটী ওড়িষ্যাবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র সম্বন্ধে প্রয়োগ না করিয়া

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রী-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধানেও গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ৭৪ শ্লোক শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে 'গৌরের আবেশ' বলা হইয়াছে।

"সাক্ষাৎ দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা, কাঁহা আবির্ভাবে।।
* * *
প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিব—এই ঈশ্বরস্বভাব।।"
—চৈঃ চঃ অ ২।৪, ৬

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীতে নৃসিংহাবেশ লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রীনৃসিংহানন্দ'। ইনি শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন।

'শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'নৃসিংহানন্দ করি' ।।'
—চৈঃ চঃ আ ১০।৬৫

'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—তাঁর নিজনাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈলা গৌরধাম।।'
—চৈঃ চঃ অ ২।৫৩

'শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে শ্রীনৃসিংহের পরকাশ।।
কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে।।'
—চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৮৬-৮৭

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহদেবের সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা বলিতেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর রথযাত্রা দর্শনের জন্য ভক্তগণের সহিত নীলাচলে গমনকালে উক্ত বিষয়টী উল্লিখিত হইয়াছে।

'চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সঙ্গে কথা কয়।।'
—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১২

যাঁহারা ভগবানের স্বরূপকে কাল্পনিক-মায়িক মনে করেন, সেইসব ভগবন্মায়ামোহিত নাস্তিকগণ এইসব ঘটনাকে আজগুবি মনে করিয়া বিজ্ঞের ন্যায় কটাক্ষ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরবিশ্বাসহীন দুর্ভাগাগণ বাস্তব মঙ্গল হইতে বঞ্চিত, তাহাদের জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারই লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে কৌশল করিয়া গঙ্গার তটবর্ত্তী শান্তিপুরে লইয়া আসিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে আসেন, সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত ছিলেন। পুরী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশে পৌঁছিয়া বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীবিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে অবস্থান, কুলিয়া গ্রামে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীগোপাল চাপালের অপরাধ ভঞ্জন, রাম-কেলি গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ যে সময় বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্ম-চারী (শ্রীনৃসিংহানন্দ) ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রত্নদ্বারা পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও প্রকার কষ্ট না হয়, কিন্তু গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই নাটশালা'* পর্য্যন্ত আসিয়া আর পথ বাঁধিতে পারিলেন না, ধ্যানভঙ্গ হইল। শ্রীনৃসিংহানন্দ তখন বুঝিলেন এইবারও মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিবেন, বৃন্দাবন যাইবেন না। দ্রব্যময় সেবা হইতে মানস-সেবা শ্রেষ্ঠ, ইহার পৌরাণিক দৃষ্টান্তও আছে—প্রতিষ্ঠানপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ মানসসেবার দ্বারা সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহা-প্রভু কুমারহট্টে শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গটী সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তমধামে ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশিবা-নন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্তকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন

* কানাইর নাটশালা—কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল, বিহার প্রদেশে দুমকা জেলায় সাঁওতালপরগণায়, ডাকঘর তালঝরি। তিণ পাহাড় হইতে রাজমহল, তথা হইতে পাঁচ মাইল।

গৌড়দেশে যাইয়া ভক্তগণকে জানাইতে এইবার তিনি পৌষমাসে নিজেই গৌড়দেশে যাইবেন, ভক্তগণ যেন পুরীতে না আসেন। শ্রীকান্ত গৌড়দেশে আসিয়া উক্ত সংবাদ ভক্তগণকে দিলে ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পৌষমাস প্রায় অতিক্রান্ত হইল মহাপ্রভু না আসায় শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত হতাশ ও দুঃখিত হইলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ অকস্মাৎ তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দুঃখী দেখিয়া ও তাহাদের দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া আশ্বাস দিলেন তিনি তৃতীয় দিবসে মহাপ্রভুকে আবির্ভূত করাইবেন। শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রভাব শিবানন্দ ও জগদানন্দ পণ্ডিতের জানা ছিল, তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ দুই দিন ধ্যানমগ্ন থাকার পর শিবানন্দকে বলিলেন মহাপ্রভু পানিহাটীতে আসিয়াছেন, আগামীকল্য মধ্যাহ্নে কুমারহট্টে তাঁহার বাটীতে আসিবেন। পরদিন তিনি রন্ধনের সামগ্রী দিতে বলিলেন। শিবানন্দ সেন রন্ধনের দ্রব্য দিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ বহুবিধ অন্ন-ব্যাঞ্জন-পায়সাদি রন্ধন করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে তিনটী পৃথক্ ভোগ নিবেদন করিলেন। ভোগ নিবেদন করিয়া শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যান করিতেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইয়া তিনটী ভোগই গ্রহণ করিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ উহা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। যদিও তিনি হৃদয়ে উল্লসিত হইয়াছেন, তথাপি বাহিরে কিছু দুঃখ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, মহাপ্রভু ও জগন্নাথ একতত্ত্ব হওয়ায় মহাপ্রভু দুইটী ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ তিনি কেন গ্রহণ করিলেন, আজ ত' শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসী থাকিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীনৃসিংহদেব একই তত্ত্ব ইহা জানাইবার জন্যই মহাপ্রভুর উক্তপ্রকার ভোজনলীলা। মহাপ্রভু ভোজন করিয়া পানিহাটিতে গেলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ 'হা, হতাশ' করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁহার দুঃখের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ তখন বলিলেন মহাপ্রভু একাকী তিনটী ভোগ গ্রহণ করিলেন, শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসী থাকিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের চিত্তে সংশয় হইল। শ্রীনৃসিংহানন্দের ইচ্ছায় শিবানন্দ সেন রন্ধনের দ্রব্য দিলে নৃসিংহানন্দ পুনরায় রন্ধন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে ভোগ দিলেন। বর্ষান্তরে শ্রীশিবানন্দ সেন ভক্তগণসহ নীলাচলে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্নিধানে পৌঁছিলে মহাপ্রভু পৌষ মাসে তাঁহার বাটীতে শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রদত্ত ভোগ গ্রহণের কথা বলিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

'একদিন সভাতে প্রভু বাত্ চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা॥
গত বর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল॥'

—চৈঃ চঃ অ ২।৭৭-৭৯
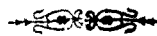
সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ ভরত (২)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯১ পৃষ্ঠার পর]

খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ॥১॥
তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো হরিঃ
অংশাংশেন চতুর্দ্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রামলক্ষ্মণ-ভরতশত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ২ ॥

—ভাগবত ৯।১০।১-২

'খট্বাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে মহাযশস্বী রঘু, রঘু হইতে অজ উৎপন্ন হন, এই অজ হইতেই মহারাজ দশরথের উৎপত্তি। দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান্ শ্রীহরি অংশ ও অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূর্ত্তিতে এই দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।'

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতাররূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্র—নারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মণ—শেষ, ভরত—চক্র এবং শত্রুঘ্ন—শঙ্খরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনানুসারে জানা যায় গুরু বশিষ্টের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী সুমন্ত্রের ব্যবস্থায় ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া দশরথ মহারাজ চতুর্মূর্ত্তি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। দশরথ মহারাজের তিন পত্নী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। পুষ্যানক্ষত্রে মীনলগ্নে কেকয়রাজকন্যা কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের ব্যবস্থানুসারে শীরধ্বজ রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীর সহিত মহারাজ ভরতের বিবাহ হয়। শত্রুঘ্নকে কুশধ্বজ তাঁহার অপর কন্যা শ্রুতকীর্ত্তিকে সম্প্রদান করেন। বশিষ্ঠ, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের উপস্থিতিতে ভগবান্ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত জনক-দুহিতাদ্বয় সীতা ও উর্ম্মিলার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণসহ দশরথ মহারাজ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমদর্শন জটামণ্ডলধারী ক্ষত্রিয়কুলনাশন ভৃগুপুত্র জামদগ্ন্য পরশুরামকে দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য ভগবান্ রামচন্দ্র পরশুরামের প্রদত্ত ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া পরশুরামের তেজ হরণ করিলে মহারাজ দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সদলবলে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। ভরত সাধারণতঃ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্নতে ভরতের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। বিবাহের পর ভরত শত্রুঘ্নকে লইয়া মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের দুইটী করিয়া পুত্রসন্তান হয়। রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়—লব ও কুশ, লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়—অঙ্গদ ও চিত্রকেতু, ভরতের পুত্রদ্বয়—তক্ষ ও পুষ্কল, শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়—সুবাহু ও শ্রুতসেন। বিশ্বকোষে ভরতের পুত্রের নাম 'পুষ্কলের' স্থলে 'পুষ্কর' এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে মহারাজের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন—একটি বর রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ ও দ্বিতীয় বর নিজপুত্র ভরতকে রাজ্যাভিষিক্তকরণ। রামগতপ্রাণ দশরথ মহারাজ কৈকেয়ীকে বাক্যপ্রদান করায় রামচন্দ্রের বনে গমনে বাধা প্রদানে অসমর্থ হইলে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গমন করিলেন। পুত্রের বিরহে মহারাজ দশরথ অপ্রকট হইলেন। নীতির প্রতীক লীলায় মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র নীতির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ ভরত মাতুলালয়ে থাকিয়া ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। অযোধ্যা হইতে ভরতের নিকট দূত প্রেরিত হইলে ভরত দ্রুতগতি অযোধ্যায় পৌঁছিয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পিতার পারলৌকিককৃত্যের পর রাজপুরুষগণ ভরতকে রাজা হইতে বলিলে ভরত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জননী কৈকেয়ীর ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের সেবায় বাধা প্রদান করায় তিনি জননীকে পরিত্যাগ করিলেন।

'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥'

—ভাঃ ৫।৫।১৮

'ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যু হইতে মোচন করিতে পারেন না, সেই গুরু গুরু নহেন ইত্যাদি বাক্যসমূহের উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে—বলি মহারাজ গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ স্বজন রাবণকে, প্রহলাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে, ভরত নিজজননী কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গ রাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ পতি যাজ্ঞিক বিপ্রগণকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।' জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের অচলাভক্তি ছিল। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তথায় রামচন্দ্রকে পর্ণ-কুটীরে জটাবল্কলধারী দর্শন করিয়া বেদনাহত অবস্থায় মূহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বহুবিধভাবে অনুরোধ উপরোধ করিলেও ভগবান্ রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ভরত তখন রামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া নন্দীগ্রামে* আসিয়া সিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা রাখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পালনের জন্য তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ব্রহ্মচারী-বেশে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইলে হনুমান ঔষধ আনয়নের জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া ঔষধ খুঁজিয়া না পাওয়ায় গন্ধমাদন পর্ব্বতকে উত্তোলন করিয়া যখন আকাশমার্গে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী নন্দীগ্রামে আসিলে পর্ব্বতাবরণে সিংহাসনস্থিত রামচন্দ্রের পাদুকাসহ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুঘ্ন প্রদত্ত বাটুলদ্বারা হনুমানকে সজোরে আঘাত করিয়াছিলেন। উক্ত আঘাতে হনুমান ভূমিতে পতিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বগলে সূর্য্য এবং মস্তকে গন্ধমাদনপর্ব্বত ধৃত ছিল। হনুমানের মুখে রামনাম শুনিয়া ভরত, শত্রুঘ্ন তন্মুহূর্ত্তে হনুমানের নিকট আসিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া ভরত, শত্রুঘ্ন বিরহসন্তপ্ত হইলেন। লঙ্কায় পৌঁছিবার সৌকর্য্যার্থে ভরত বাণের দ্বারা হনুমানকে গন্ধমাদন-পর্ব্বতসহ শত যোজন উপরে উঠাইয়া দিলেন।

চতুর্দ্দশবর্ষ পরে ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কাবিজয়ের পর সগণে পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া মুনিকে অযোধ্যার, ভরতের ও মাতৃগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে ভরদ্বাজ মুনি বলিয়াছিলেন—'মহারাজ ভরত জটাধারণ করিয়া আপনার পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন এবং ব্যাকুল অন্তঃকরণে আপনার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় আছেন।' ভরতের সংবাদ লইবার জন্য রামচন্দ্র হনুমানকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূর-বর্ত্তী নন্দীগ্রামে আসিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন —মহারাজ ভরত ভ্রাতৃবিরহে অত্যন্ত কৃশ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছেন, জটাধারী তপস্বীর ন্যায় ধর্ম্মাচরণ এবং রামচন্দ্রের পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। হনুমানের নিকট রামচন্দ্রের প্রত্যা-গমনের সংবাদ পাইয়া ভরত মহাহর্ষে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পুষ্পকরথে ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাদেবীকে লইয়া হনুমান, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, বিভীষণাদিসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে প্রজাগণ ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উল্লসিত হইলেও ভ্রাতা ভরতকে বল্কল পরিধানযুক্ত গোমূত্রসিদ্ধ যবান্ন ভোজন, কুশশায়ী ও জটাধারী অবস্থায় আছেন শুনিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ ভরত তাঁহাকে কিভাবে সম্যক্ পূজাবিধান করিয়াছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। 'ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ।.........পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্না বিক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ।।'—ভাঃ ৯।১০। ৩৫-৮। বঙ্গানুবাদ—'রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া ভরত স্বমস্তকে রামচন্দ্রের পাদুকা ধারণপূর্ব্বক পুরজন, অমাত্য, পুরোহিত, গীতবাদ্যাদির ধ্বনি সহ অতি উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ বেদ-উচ্চারণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রান্তভাগ স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত-পতাকা, সুবর্ণময় বিচিত্র ধ্বজাবিশিষ্ট, পরম শোভমান অশ্ব-সমন্বিত ও সুবর্ণ রশ্মি-সংযুক্ত রথ, স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বুলিক, বারাঙ্গনা, পদচারী বহুভৃত্যসমূহের সহিত রাজযোগ্য ছত্র-চামরাদি, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বহুমূল্য রত্নসমূহ সঙ্গে লইয়া নন্দীগ্রামস্থ স্বশিবির হইতে বহির্গত হইলেন এবং অগ্রজের পদতলে নিপতিত হইলেন। প্রেমে তাঁহার হৃদয় ও নয়ন আর্দ্রীভূত হইল।'

ভরত রামচন্দ্রের সম্মুখে পাদুকাযুগল সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করিলে ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহাকে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া গাঢ়

* আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধানে 'চরিতাবলী'তে ভরতের মাতুলালয় 'নন্দীগ্রামে' এইরূপ লিখিত আছে।

প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। মহারাজ ভরতের অদ্ভুত চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে এইরূপ আদর্শ চরিত্র কল্পনাতীত। বর্ত্তমানে শাসনবিভাগের ব্যক্তিগণ গদিরক্ষার জন্য কোনপ্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হন না। গদির মোহ যেখানে বেশী, সেখানে সুশাসন কখনই সম্ভব নয়। রামচন্দ্র ও ভরতের চরিত্র আলোচনা হইতে শাসকগণের চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারি।

কেকয়রাজ যুধাজিৎ গুরু-অঙ্গিরা ঋষির পুত্র ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মহর্ষি গার্গ্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র অনুজগণের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে গার্গ্যঋষি বলিলেন—রামচন্দ্রের মাতুল যুধাজিতের ইচ্ছা সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী পরম রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশকে জয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা, গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষ-তনয় তিন কোটী মহাবল সশস্ত্র গন্ধর্ব্ব সেই দেশ রক্ষা করিতেছে, রামচন্দ্র ব্যতীত সেই দেশ কেহই জয় করিতে সমর্থ নহে। গার্গ্য ঋষির ও মাতুল যুধাজিতের ইচ্ছা জানিয়া ভগবান রামচন্দ্র ভরতকে উক্ত কার্য্য করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। ভরত তাঁহার দুই বীরপুত্র তক্ষ ও পুষ্কল এবং সৈন্যসামন্তসহ গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি মাংসাশী জীবগণ এবং রাক্ষসগণও অযোধ্যা হইতে ভরতের বাহিনীর সহিত গমন করিল। একপক্ষকাল পরে কেকয় দেশে আসিয়া পেঁছিলে ভরতের মাতুল যুধাজিৎও তাঁহার বাহিনী লইয়া ভরতের সহিত যোগ দিলেন। তাহারা সম্মিলিতভাবে গন্ধর্ব্ব রাজ্যে প্রবেশ করিলে সপ্তাহকাল তুমুল লোমহর্ষণকর যুদ্ধ হইল। কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। তখন ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া 'সংবর্ত' নামক সুদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে মহাবীর্য্যশালী তিন কোটী গন্ধর্ব্ব ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হইল। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রামচন্দ্রের নির্দ্দেশানুযায়ী ভরত গান্ধারদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া 'তক্ষশিলা'* ও 'পুষ্কলাবতী' নামক দুইটী সুশোভন নগরী স্থাপন করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে তক্ষ 'তক্ষশিলা'র এবং পুষ্কল 'পুষ্কলাবতী'র অধিপতি হইলেন। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র ভরতের মুখে সকল কথা শুনিয়া সুখী হইলেন।

ভরতের ইচ্ছানুসারে ভগবান্ রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে যথাক্রমে কারুপথদেশ ও চন্দ্রকান্তদেশের অধিপতি করিলেন। ভরত চন্দ্রকেতুর সহিত চন্দ্রকান্তদেশে যাইয়া এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের আদেশ পালন করিয়া ভরতের বিবিধ কার্য্যে দশ হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইল।

লক্ষ্মণ বর্জ্জনের পর রামচন্দ্র বিরহব্যাকুল চিত্তে ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বনে যাইবেন স্থির করিলেন। রামচন্দ্রের ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা জানিয়া প্রজাগণ হতচেতন ও ভরত সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। ভরত রামচন্দ্রের বিরহে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভরতের ইচ্ছানুসারে ভগবান্ রামচন্দ্র কুশকে দক্ষিণ কুশল এবং লবকে উত্তর কুশলের অধিপতি করিলেন। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী হইয়া পবিত্র সরযূর তটে উপনীত হইয়া অন্তর্ধান লীলা করিলেন।

---

* তক্ষশিলা—পশ্চিম পাঞ্জাবে (বর্ত্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) প্রাচীন নগরী। ভরতপুত্র তক্ষরাজার রাজধানী। মহারাজ জন্মেজয় এই স্থানে সর্পযজ্ঞ করেন। পাণিনি ও চাণক্যের জন্মস্থান। ভরতপুত্র তক্ষের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'তক্ষশীলা' হয়। কাহারও মতে তক্ষ বা তক্ষক নামক জাতির নিবাসহেতু স্থানের নাম তক্ষশীলা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ২৪ ফাল্গুন (১৩৯৯), ৮ মার্চ্চ (১৯৯৩) সোমবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৩

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

বর্ষশেষে

আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার দ্বাত্রিংশদ্ বর্ষের শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-মহিমা-শংসন-সেবা বর্ষশেষে তাঁহাদিগেরই জয়গান-মুখে উদ্‌যাপিত হইলেন।

বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্র—'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদির পুনঃ পুনঃ বা নিরন্তর আবৃত্তি শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতিদুর্জ্ঞেয় শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি সাধনক্রিয়া হইতেই সংসাধিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয়॥" (চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪)। এই

প্রেম বা প্রগাঢ় প্রীতির সহিত কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্রই ভগবৎসাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য উদিত হইয়া থাকে। ঐ শ্রীচরিতামৃতে আরও কথিত হইয়াছে—"নিরন্তর নাম কর, তুলসীসেবন। অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥", "নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৩৬ ও মধ্য ২৫। ১৪৭) ইত্যাদি। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখেও শুনিয়াছি—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বলিয়াছেন, তাহা উক্ত ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১ সূত্রেরই অনুধ্বনি। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-ফলে ধ্যানের গাঢ়তা বা অভিনিবেশ বা তন্ময়তা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শ্রুতিও 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' বলিয়া থাকেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রেমভরে অহোরাত্র তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিয়াও শীঘ্র রাত্রিপ্রভাত হইবার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও পুরীধামে ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে লক্ষপতি হইবার অর্থাৎ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার উপদেশ করিয়াছেন। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মও আমাদিগকে ঐরূপ উপদেশ করিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট বাল্যে শ্রীরামপুরে থাকাকালে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এবং পুরীধাম হইতে আনীত শ্রীতুলসীমালিকায় মহামন্ত্র হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মালিকায়ই অভিন্ন ব্রজধাম শ্রীধামমায়াপুর-ব্রজপত্তনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রভুপাদ কঠোর বৈরাগ্যের সহিত প্রায় দশবৎসর যাবৎ প্রতিদিন অপতিতভাবে তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে শতকোটি নামজপ-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, অতঃপরও শ্রীমঠে নিজ শিষ্য ও নানাস্থান হইতে সমাগত বহু শুশ্রূষু সজ্জনসমীপে হরিকথা কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন, প্রবন্ধাদি লিখন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত সভায় ভাষণদানাদি বহু বহু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ প্রচার-কার্য্যপরিচালন করিয়াও সমগ্র প্রকটলীলাবধি প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সংখ্যানাম কীর্ত্তন, হরিকথালাপ, শ্রীমঠের দৈনন্দিন বিভিন্ন অবশ্যকরণীয় সেবাকার্য্য ব্যতীত বসিয়া বসিয়া গল্পগুজব করিয়া বা জাগতিক সংবাদপত্রাদি লইয়া কালাতিপাত করাকে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবেই গর্হণ করিয়াছেন। সমজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠভজনবিজ্ঞ সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, সমবয়স্ক বৈষ্ণবগণের সহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ক ইষ্টগোষ্ঠী বা পরস্পরে আলোচনা এবং বালিশ অর্থাৎ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বানভিজ্ঞজনগণের নিকট ঐসকল তত্ত্ববিষয়ক আলোচনাদ্বারা মনুষ্যজীবনের সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজনের একান্ত কর্ত্তব্যত্ব নির্দ্ধারণ বিশেষ আবশ্যক বটে, কিন্তু সাবধান, যেন ঐরূপ প্রচার-কার্য্য করিতে গিয়া লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদির দিকে লালসা না জন্মায়। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব—এই চারিগুণে গুণী হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য বিধানের কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। পরমারাধ্য প্রভুপাদ আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের একাদশটি উপদেশামৃত শ্লোক শিক্ষাদানকালে প্রায়শঃই দম্ভাহঙ্কার হইতে সতর্ক হইবার কথা বলিতেন। 'অহঙ্কার পতনের আগে আগে চলে'।

আর একটি কথাও আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রায়ই শ্রবণ করিতাম—তিনি বলিতেন—হরিভজনোদ্দেশ্যে মঠবাস করিতে হইলে হরিকথা শ্রবণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হরিসেবা কাহাকে বলে তাহা না বুঝিয়া না শুনিয়া—হরিকথায় অন্যমনস্ক হইয়া যাঁহারা হরিসেবায় তৎপরতা দেখাইতে যান, তাঁহাদের সে উৎসাহময়ী তৎপরতা অধিককাল স্থায়ী হয় না, হরিকথা শ্রবণাগ্রহই প্রকৃত পারমার্থিক জীবনের স্থায়িত্ব সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন—জলই মৎস্যকুলের জীবনস্বরূপ, তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া লইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সংরক্ষণপূর্ব্বক বহু উপাদেয় খাদ্য প্রদান করিলেও তাহারা কখনই বাঁচিবে না, তদ্রূপ আমাদিগের পারমার্থিক জীবন সংরক্ষণ করিতে হইলে প্রকৃত পরমার্থানুরক্ত হরিভক্তসমীপে বিশেষ মনোযোগের সহিত পরমার্থকথা—পারমার্থিক জীবন সংরক্ষণোপায় শ্রবণ

করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—সেটি হইতেছে—বৈষ্ণবসদাচারপরায়ণতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতির সঙ্গও অবশ্য বর্জ্জনীয়। এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পারমার্থিক জীবনযাপন কখনই সম্ভবপর হইতে পারিবে না। সর্ব্বদুঃসঙ্গ-বিবর্জ্জিত সাধুসঙ্গই সর্ব্বসঙ্গদোষাপহারক। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত তৃণাদপি সুনীচেন প্রভৃতি চারিটি গুণে গুণী হইয়া শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে 'আবৃত্তিরসকৃৎ' বা কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—এই সাধনভক্ত্যঙ্গ পালন বা যাজন করিতে পারিলেই 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই শ্রুতিবাক্যোদ্দিষ্ট চরমফল বা সাধ্যবস্তু ভগবচ্চরণারবিন্দে চিরাশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার সেবানন্দে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে চিরনিমগ্ন থাকিবার সৌভাগ্য উদিত হইবে। অনাবৃত্তি অর্থাৎ এই সংসারে আর পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হইবে না। তবে ইহজগতে কখনও কখনও ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন বা তাঁহার ভক্তকে প্রেরণ করিয়া সেই গ্লানি দূর করেন। প্রতি যুগে তাঁহার অবতারকথা তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন, কখনও কখনও আবার তাঁহার ভক্তকেও প্রেরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম যেরূপ নিত্য বা অপ্রাকৃত (গীতা ৪।৯), তাঁহার নিজজন ভক্তেরও জন্ম কর্ম্ম তদ্রূপ অপ্রাকৃত। বৈষ্ণবের কর্ম্মবন্ধন-জনিত-জন্ম-মৃত্যু নাই, শ্রীভগবানের সহিতই তাঁহাদের প্রকট ও অপ্রকটলীলা হইয়া থাকে, যথা—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন সদাই॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৭৩

পাদ্মোত্তরখণ্ডেও (২৫৭।৫৭-৫৮) উক্ত হইয়াছে—

"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

—ঐ চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৭৫-১৭৬ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ "যেরূপ সুমিত্রানন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন, তদ্রূপ ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায়, কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম নাই।" ['কর্ম্মবন্ধন' অর্থাৎ 'কর্ম্মফলহেতুক, 'জন্ম' বলিতে প্রাকৃতশরীর গ্রহণ।] বৈষ্ণবগণের কর্ম্মফলবাধ্যতাবশতঃ সংসারবন্ধন-স্বীকাররূপ জন্ম নাই।

আবার শরণাগত ভক্তের প্রার্থনা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার নিম্নলিখিত গীতিতে জানাইতেছেন—

"মানস-দেহ-গেহ—যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়াপদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও' পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোরে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি (অর্থাৎ যেন) জন্ম হউ মোর॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুঁহু সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুঁহু হামার পরাণ॥"

শ্রীল যামুনাচার্য্য তাঁহার স্তোত্ররত্নে লিখিয়াছেন—

"তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥"

[অর্থাৎ হে ভগবন্! যদি প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে আমাকে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার দাস্যসুখৈকসঙ্গিগণের গৃহে আমাকে যদি

কীটজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি ইতর অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিহীনজনের গৃহে আমার চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার জন্মও স্পৃহণীয় নহে।]

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত তাৎপর্য্যানুবাদ)

বেদবিধি অনুসারে,　　কর্ম্ম করি' এসংসারে,
　জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে,　　তোমার বা ইচ্ছাবলে,
　জন্ম যদি লভি পুনরায়॥
তবে এক কথা মম,　　শুনহে পুরুষোত্তম,
　তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে।
কীট জন্ম যদি হয়,　　তাহাতেও দয়াময়,
　রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে॥
তব দাস-সঙ্গহীন,　　যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
　তা'র গৃহে চতুর্ম্মুখ-ভূতি।
না চাই কখন হরি,　　করদ্বয় যোড় করি',
　করে তব কিঙ্কর মিনতি॥"

—ভজনরহস্য ৩য় যামসাধন ভক্তমানদত্ব ১৫ শ্লোক

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তবেও বর্ণিত হইয়াছে—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৩০

অর্থাৎ "হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক, কিম্বা পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক।"

সুতরাং ভক্তের প্রার্থনীয় বিষয় ইহাই হইতেছে যে, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে বা ভগবদিচ্ছাবলে তাঁহাকে যদি জন্ম লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি শ্রীভগবানের দাস্যসুখৈকসঙ্গিগণের গৃহে কীট-জন্ম লাভকেও বহুমানন করিবেন, পরন্তু ভগবদ্দাস-সঙ্গহীন অভক্তের গৃহে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার জন্মও তাঁহার বাঞ্ছনীয় হইবে না। ভক্তগৃহে একটা সামান্য কীট জন্ম পাইয়াও সেই ভক্তানুগ্রহে যদি তথায় শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের কোন একটু সেবাসৌভাগ্যও লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতেই তিনি নিজেকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। তবে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাশূন্য ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-বিশিষ্ট শুদ্ধভক্তসঙ্গই ভক্তের প্রার্থনীয়, তাঁহার আনুগত্যেই তিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাভিলাষী।

নিষ্কপট কৃষ্ণানুরক্ত প্রেমিক ভক্তের হৃদয়খানি ভগবানের বড়ই শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের স্থান—"ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ॥" "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"—অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত সাধুরাই আমার হৃদয়, আমিও সেই সাধুদের হৃদয়স্বরূপ, সাধুরা আমা ছাড়া কাহাকেও জানে না, আমিও সেই সাধু ছাড়া কাহাকেও জানি না। অর্থাৎ ভক্ত যেমন ভগবদনুরক্ত, ভগবান্ও তদ্রূপ তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্য। এইরূপ ভক্ত সিদ্ধিকালে ভগবচ্চরণ-সান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবৎসেবানুরক্ত হইলে ভগবান্ সেই অনুরাগী ভক্তকে তাঁহার সঙ্গ ছাড়া করিতে চাহেন না। ভগবদিচ্ছায় ভক্ত যেখানেই থাকুন, ভগবান্ সর্ব্বত্রই সর্ব্বক্ষণই তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করেন—ভক্তভগবানে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

—গীঃ ৮।১৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবৃত্তিশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম সম্ভব। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে আশ্রয় করিলে বা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম থাকে না।

শ্রুতিও বলিতেছেন—'ন চ পুনরাবর্ত্ততে', আর স্মৃতি—গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। তবে ভক্তের ইচ্ছা—প্রাক্তন কর্ম্মফলে বা ভগবদিচ্ছা-বলে তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে তিনি যেন ভক্তগৃহে ভক্তসঙ্গে ভগবৎসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহাকে যদি কীটজন্মও পাইতে হয়, তাহাতে তাঁর দুঃখ নাই, কেবল ভক্তগৃহে ভক্তসঙ্গে ভগবৎসেবাসৌভাগ্য লাভই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়।

আবার ভক্তরাজ উদ্ধব নন্দগ্রামে ব্রজগোপিকা-শিরোমণি শ্রীশ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী দিব্যোন্মাদিনী শ্রী-রাধারাণীর ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্রজল্পোক্তি শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণানুরাগিণী সমগ্রব্রজরমণীগণের চরণ-রেণু নিরন্তর বন্দনা করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় কেবল বলিতেছেন—

"আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

["যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয় স্বজন এবং লোকমার্গ (আর্য্যপথ—সজ্জনপথ) পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্ম-লতা-ওষধি প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।" ('গুল্ম'—স্তম্ব বা তৃণাদির গুচ্ছ বা ঝাড়, 'ওষধি'—ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি অর্থাৎ যে সকল তরুলতাতৃণাদি ফল পক্ব হইলে শুষ্ক হইয়া যায়—যেমন ধান্য কদলী প্রভৃতি।)]

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা ব্রজগোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রত্যহ সঙ্কেতস্থানে শ্রীকৃষ্ণচরণান্তিকে অভিসারকালে পথ-অপথ জ্ঞানশূন্যা হইয়া যে সমস্ত ভাগ্যবান ও ভাগ্য-বতী গুল্মলতাদির উপর শ্রীচরণ বিন্যাস করতঃ প্রধাবিতা হন, সেই সকল শ্রীরাধাপদরেণু মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত অতি ক্ষুদ্র জাতি গুল্ম-লতাদির কোন একটি স্বরূপেও ব্রজে জন্ম লাভের সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রার্থনা জানাইতেছেন। তিনি ব্রজে মনুষ্যজন্ম বা পশুপক্ষ্যাদি জন্ম বা কীটপতঙ্গাদি জন্ম বা বড় বড় বৃক্ষজন্ম লাভ ত' দূরের কথা একটি অতিক্ষুদ্র তৃণলতার জন্মলাভকেও বহুমানন করিতে-ছেন, যেহেতু ঐসকল তৃণলতা কৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধা-রাণী ও তাঁহার প্রিয়সখীগণের চরণরেণুলাভে ধন্যাতিধন্যা।

এইরূপ অসমোর্দ্ধ ব্রজপ্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদন-সৌভাগ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোপদিষ্ট নামসংকীর্ত্তন হইতেই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী পয়ার ছন্দে এইপ্রকার লিখিয়াছেন—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারিলেই উক্ত ব্রজপ্রেম-সম্পদের অধি-কারী হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর—এই তিনযুগে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকার্য্যে অস্ত্রধারণের ব্যবস্থা ছিল, দ্বাপরে ত' স্বয়ং ভগবানই অর্জ্জুনের রথের সারথ্য করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর দুর্ব্বৃত্তদমন ও শিষ্টপালন-ব্যাপারে যুদ্ধবিগ্রহের—অস্ত্রধারণের কোন ব্যবস্থাই প্রদান করেন নাই। মহাপ্রভু তদুপদিষ্ট বত্রিশ-অক্ষরাত্মক ষোলনামে সর্ব্বশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়া-ছেন, সেই নামগ্রহণে কোন স্থানাস্থান বা কালা-কালেরও বিচার রাখেন নাই ('খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।')। কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নামও তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান্, বিশেষতঃ নামী কৃষ্ণ অপেক্ষাও নাম-কৃষ্ণের করুণা অত্যধিক, কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্রই নামপ্রভুর কৃপাভাজন হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য উদিত হয়। সর্ব্বশক্তি-মান্ পরম করুণাময় নাম তাঁহার শরণাগত সেবকের সকল জ্বালাই দূর করেন। আধ্যাত্মিক (শরীর ও মনঃসম্বন্ধী তাপ), আধিভৌতিক (ভূত অর্থাৎ জীব-জাত—দংশ-মশকাদি বা ব্যাঘ্র-সর্পাদি জাত দুঃখ), (দংশ অর্থাৎ বনমক্ষিকা, ডাঁশ) ও আধিদৈবিক [দৈবজাত—অতিবাত (প্রচণ্ড ঝড়) বা বজ্রপাতাদি-জনিত দুঃখ—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্নি-কাণ্ড, ট্রেণসংঘর্ষ, জাহাজ বা নৌকাডুবি প্রভৃতি]—এই ত্রিতাপজ্বালার মধ্যে সংসারের যাবতীয় জ্বালাই অন্তর্নিহিত আছে, যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি-সংঘটিত যাবতীয় জ্বালার নিবৃত্তি নামের আভাস-মাত্রেই সম্ভাবিত হইতে পারে, নাম এতাদৃশী মহা-শক্তিসম্পন্ন। কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তদভিন্ন নামও সুতরাং তাদৃশ সর্ব্বমহাশক্তিসম্পন্ন, ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের শ্রদ্ধা

বা দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব এবং নামচরণে নানা অপরাধ বিদ্যমান্ থাকায় আমরা নামের মহিমা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাম গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা অচিরেই মহাশক্তি নামের করুণায় তাঁহার অলৌকিকীশক্তির মহিমা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিব—বিনা যুদ্ধবিগ্রহেই জগতে প্রকৃত চিরস্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবে। নামপ্রভু তাঁহার নিষ্কপট—শরণাগত ভক্তকে অচিরেই প্রেমসম্পদ্ প্রদান করিবেন। কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার প্রেমও তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপক হইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিবেন। শুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি অবিমিশ্র ভক্তির সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ —এই ত্রিগুণ অতিক্রম করাইয়া তদাশ্রিত ভক্তকে গুণাতীত পরংব্রহ্ম ভগবদনুভূতি প্রদান করিবার সম্পূর্ণ সামর্থ্য রহিয়াছে। গোলাগুলি বা মারক অস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা অধিক বলবান্‌পক্ষ হীনবল ব্যক্তিগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিলেও সে প্রভুত্ব জীবের অন্তরের হিংসাদ্বেষমাৎসর্য্যাদিকে দমন করিতে পারে না। তাৎকালিক অস্থায়িভাবে দমন করিলেও সার্ব্বকালিক স্থায়িভাবে দমন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। দুর্ব্বলপক্ষ আবার বল লাভ করিয়া পুনরায় পরপক্ষকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবে। পরস্পরে এইপ্রকার বিদ্রোহ চিরকালই চলিতে থাকিবে। জগতে আর শান্তি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা কখনই হইবে না। এজন্য জঘন্য ধ্বংসমূলক চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক গীতা-ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত মঠ-মন্দিরাদি কেন্দ্র হইতে—এমন কি স্কুল-কলেজাদি শিক্ষাবিভাগ হইতেও বহুলপরিমাণে প্রচারের ব্যবস্থা করিলে জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপনের আশা ফলবতী হইতে পারে বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি বা কৃষ্ণদাস্য, কৃষ্ণই আমাদের আরাধ্যদেবতা—নিত্যারাধ্য—নিত্যোপাস্য। আত্মার সেই নিত্যবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। শ্রুতিও বলিতেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত অর্থাৎ উঠ, জাগ—শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করিয়া স্বরূপোদ্বোধন লাভ কর, তাহা হইলেই জীবের হিংসা-দ্বেষাদি আসুর প্রবৃত্তি প্রশমিত হইয়া পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন সম্ভাবিত হইতে পারিবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা, লোকপতি ও গুরু যদি কলির চেলা হইয়া অধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কি কখনও কলিনিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে? এজন্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী অনুসরণীয়—

"কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে।
কলিযুগপাবন কলিভয় নাশন
শ্রীশচীনন্দন গাও হে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বযুগোপযোগী হইলেও কলিযুগে কলিকালুষ্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের ইহাই সমীচীন পন্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥ নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর। সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥ সেইত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥ নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ সোমবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৯।১।১৯৯৩

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণ

৫ ভাদ্র (১৩৯৯), ২২ আগষ্ট (১৯৯২) শনিবার

বিষয় ঃ ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপা

অভিভাষণের সারমর্ম্ম ঃ—বিষয়টী যত সরল মনে হউক না কেন, বস্তুতঃ খুবই জটিল। 'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি। ধ্যায়ন্‌স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥' যাঁর করুণাতে ভগবানের করুণা, যাঁর অকরুণাতে অন্য গতি নাই, তাঁকে ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করতে ব'লেছেন। 'ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা।' ভক্তের কৃপার অনুগমন করে ভগবানের কৃপা। ভগবান্ অপেক্ষাও ভক্তকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাঁচ বছরের শিশু ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ,

মা বলেছেন পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাক্‌লে দুঃখ নিবারণ হবে, তাঁকে পাওয়া যাবে। ধ্রুবের বিশ্বাস ডাক্‌লে পাওয়া যাবে, তাই ডেকেই চলেছেন। মা ভাব্‌তে পারেননি পাঁচ বছরের শিশু জঙ্গলে যাবে। যেখানে বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই, সেখানে ভগবদ্ভজনে অগ্রগতি হয় না। বিশ্বাস ছাড়া জগৎ ছেড়ে জগন্নাথের নিকটে যাওয়া যায় না। ধ্রুব দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তন্ময় হ'য়ে ভগবান্‌কে ডাকছেন। জঙ্গলে বাঘ, সিংহ, সাপ দেখে জিজ্ঞাসা করছেন তুমিই কি আমার পদ্ম-পলাশলোচন হরি? বিশ্বাস নিয়ে চল্‌ছেন, বিরুদ্ধ পক্ষ হ'তে আক্রমণ আস্‌ছে না। ভগবান্ নারদকে পাঠালেন, তুমি তাঁকে মন্ত্র দাও, তবে আমি তাঁকে দর্শন দিব। নারদ এসে ধ্রুবকে প্রথমে পরীক্ষা করলেন, পরে সন্তুষ্ট হ'য়ে মন্ত্র দিলেন। ধ্রুব মধু-বনে তপস্যা ক'রে সিদ্ধি লাভ করলেন। ভক্তের কৃপাতে ভগবানের কৃপা হলো।

ভক্ত কে? ভক্ত গৃহী, কিংবা ত্যাগী, লালকাপড়-পরিধানকারী অথবা তিলকমালাধারী, ভক্তের লক্ষণ কি? ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগযুক্ত আছেন যিনি, তিনিই ভক্ত। যাঁর কৃপা-প্রভাবে ভগবানের কৃপা হয়, ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। দৈবী মায়ার পর্দ্দা থাকায় ভগবদ্দর্শন হয় না। নাট্যশালায় কাল-যবনিকা সরিয়ে দিলেই যেমন রাজা-রাণীকে ভিতরে দেখা যায়। এই কাল পর্দ্দাকে যিনি সরিয়ে দেন তিনি গুরু বা ভক্ত। ত্রিগুণাত্মক দৈবী মায়ার দ্বারা যারা প্রভাবান্বিত, তারা ভগবান্‌কে জানতে পারে না, দেখ্‌তে পায় না। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'—গীতা। যিনি শরণাগত, তিনি যোগমায়া চিচ্ছক্তির কৃপালাভ ক'রে দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাব হ'তে নিষ্কৃতি পান। 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভ-বাম্যাত্মমায়য়া॥' ভগবান্ অজ ও অব্যয়াত্মা হ'য়েও যোগমায়া প্রভাবে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকট করেন। ভক্তের শুদ্ধ-হৃদয়ে তিনি প্রকটিত হন। যিনি ভগবান্‌কে দেখেছেন, তিনি দেখাতে পারেন, যিনি জেনেছেন, তিনি জানাতে পারেন। 'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥' ভবভীতগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহবা মহাভারতকে ভজনা করেন, করুন, আমি কিন্তু নন্দেরই বন্দনা করি, যাঁর বারান্দায় পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করছেন। নন্দ মহারাজের কৃপা হ'লে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। 'নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥' নন্দ মহারাজ কি এমন সুকৃতি করেছিলেন, যে কৃষ্ণ তাঁর পুত্র হয়েছিলেন, যশোদাদেবী বা কি এমন সুকৃতি করেছিলেন যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁকে 'মা' বলে ডেকে তাঁর স্তন পান করেছিলেন। 'জয়তি জন-নিবাসো দেবকীজন্মবাদো।' শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ভে জন্ম নিয়েছেন, ইহা বাদ-মাত্র। তিনি বসুদেব ও দেবকীকে অবলম্বন ক'রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণ দেবকীর স্তন্য পান করেন নাই, যশোদার স্তন্য পান করেছেন। ঐশ্বর্য্য লীলায় দেবকীনন্দন, মাধুর্য্যলীলায় যশোদানন্দন। Power House হ'তে বিযুক্ত হ'লে যেমন আলো থাকে না, তদ্রূপ ভক্ত বা গুরুর সম্বন্ধ রহিত হ'লে ভগবান্‌কে দেখা যায় না। ভগবানেরই কৃপাময় মূর্ত্তি ভক্ত বা গুরু। ভক্ত বা গুরুরূপেই ভগবান্ কৃপা করেন। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ করিয়ে দেন গুরু। গুরুর একদিকে ভগবান্, অপর দিকে শিষ্য। গুরুর আশীর্ব্বাদরূপ শ্রীহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপিত হ'লেই ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে। 'কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে।' বৈষ্ণবের নিকট হ'তে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা শুন্‌তে হবে। ১৯ বৎসর বয়সে গুরুপাদপদ্মে এসেছিলাম। গুরুদেব কৃষ্ণনাম শুনিয়েছিলেন। কৃষ্ণনাম শুনে ব্যাকুল হ'লে, তবে তো কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। 'কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিলে গো আকুল করিল মোর প্রাণ'। ভগবানের নামে কি পাগল হয়েছি, চোখ হ'তে কি এক ফোটা জল পড়েছে? বৈষ্ণবের সঙ্গ করলে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করলে, তবে ব্যাকুলতা আস্‌বে। 'তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু, সদা নিষ্কপটে ভজি।' প্রত্যক্ষ করতে পারছি না বলে আমরা অনেক সময় ভগ-

বান্‌কে মানি না। যে পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ হয়, সে পদ্ধতি তো গ্রহণ করতে হবে। ভগবদনুভব, ভগবদ্‌প্রেমরস যে ভক্তেতে আছে, তাঁর সঙ্গ করলে পাওয়া যাবে। ভক্তের আনুগত্য, ভক্তের দাস্য করতে হবে। 'তদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য, ভৃতস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।'—মুকুন্দমালাস্তোত্র। সমস্ত অভিমান ছেড়ে ভক্তের ভৃত্য যদি হ'তে পারি, তবে ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে। ভক্তের মধ্যেও তারতম্য আছে। সর্ব্বোত্তম ভক্ত গোপীগণ। উদ্ধব গোপীগণের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। আবার গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধিকা।

যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ-রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখামঠ যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক উৎসব শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় গত ১১ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর রবিবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদ্‌সমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী এবং পাঠানকোটের শ্রীনরেশ ধীমান উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারান্তে ২৫ ডিসেম্বর রাত্রিতে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া পরদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুর লোকাল ট্রেনে চাকদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া পূর্ব্বাহ্নে যশড়াস্থিত শ্রীমঠে শুভপদার্পণ করেন। উক্ত দিবস কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী একই সঙ্গে যাত্রা করিয়া নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানান্তে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া যায়। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজও একজন সেবক (শ্রীজগন্নাথ দাস) সহ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর শনিবার শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে অপরাহ্নে ৩ ঘটিকায় বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। নগর-সংকীর্ত্তনে স্থানীয় নরনারী, বালক-বালিকাগণসহ পরমোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন।

২৭ ডিসেম্বর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যহ রাত্রির অধিবেশনে এবং উৎসবদিবস পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন নবদ্বীপের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ সাগর মহারাজ, শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ। শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

যশড়াস্থিত শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রাণপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতারিণী দাস, শ্রীভীষ্ম দাস, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতির আপ্রাণ সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে মহোৎসবের রন্ধনসেবা সম্পাদন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ

[১৩৯৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৯ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৬

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

দ্বাত্রিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ পরিচয় — **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিরহ-সংবাদ

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name.......................................

Vill.......................................

P. O.......................................

Dist.......................................

Pin.......................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬